পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-কঃ প্রজ্ঞাপন, আদেশ-নির্দেশ
Notifications, Orders

পরিশিষ্ট-খঃ ধারণা যাচাই উপাত্ত
Perception Study Materials

পরিশিষ্ট-গঃ পরিসংখ্যান তালিকা
Statistical Tables

পরিশিষ্ট-ক

১। তদন্ত কমিটি গঠন প্রজ্ঞাপন নং ৫৩.০১৪.০৩১.০০.০০.০৮৫.২০০৫(অংশ-৬) তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১১।

২। তদন্ত কমিটি গঠন প্রজ্ঞাপন নং এস.ই.সি/সার্ভেলেন্স/২০১১-৭৪৯/৫০০ তারিখ ২৬ জানুয়ারী ২০১১।

৩। তথ্য সূত্র ঃ তদন্ত কমিটির চাহিদা মোতাবেক ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক প্রেরিত তথ্য-তালিকা(ডিএসই-৩৪/সিএমআইসি/২০১১/২৭০৪ তারিখ ১০ মার্চ ২০১১)। এ ছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

৪। এস.ই.সি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজনামে বা স্বামী/স্ত্রী, পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে ও পোষ্যদের নামে প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি মার্কেটে সিকিউরিটিজ লেনদেন বা লেনদেনে সম্পৃক্ত থাকা বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা (এস.ই.সি/প্রশাসন/৫৩ঃ০০/২০০১-২২১২ তারিখ ১১ এপ্রিল ২০১০)।

পরিশিষ্ট-ক(৯)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
মূলধন মার্কেট অধিশাখা।

নং-৫৩.০১৪.০৩১.০০.০০.০৮৫.২০০৫(অংশ-৬)-৫৪

তারিখঃ ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ
১০ ফাল্গুন ১৪১৭ বঙ্গাব্দ

প্রজ্ঞাপন

পুঁজিবাজারের সাম্প্রতিক উত্থান-পতন তদন্তে ইতোমধ্যে গঠিত কমিটিকে আইনগত বিষয়ে সহযোগিতার লক্ষ্যে একজন আইনজীবী কো-অপ্ট করতঃ সরকার কর্তৃক নিম্নোক্তভাবে তদন্ত কমিটি পুনর্গঠন করা হ'লঃ

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	পদবী
০১।	জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ চেয়ারম্যান, ব্যাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও সাবেক ডেপুটি গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক	চেয়ারম্যান।
০২।	ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী মহাপরিচালক বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট	সদস্য
০৩।	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল বারী, এফ.সি.এ. সাবেক সভাপতি ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টস অব বাংলাদেশ	সদস্য
০৪।	নিহাদ কবির, বার-এট-ল এডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট	সদস্য

০২। ইতোপূর্বে ২৬ জানুয়ারী ২০১১ তারিখে (ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের পত্র নং-২৭) গঠিত কমিটির TOR সহ অন্যান্য বিষয়াবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

22/02/11

(মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ)
উপ-সচিব
☎ ৭১৬২৮৯৮।

উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রাণালয়
(গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশের জন্য এবং ১০০ কপি প্রেরণের অনুরোধসহ)।

নং-৫৩.০১৪.০৩১.০০.০০.০৮৫.২০০৫(অংশ-৬)-৫৪

তারিখঃ ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ
১০ ফাল্গুন ১৪১৭ বঙ্গাব্দ

কার্যার্থেঃ

০১। জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ,
চেয়ারম্যান, ব্যাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
ও
সাবেক ডেপুটি গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক

০২। ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট

০৩। জনাব মোহাম্মদ আব্দুল বারী, এফ.সি.এ.
সাবেক সভাপতি
ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টস অব বাংলাদেশ

০৪। নিহাদ কবির, বার-এট-ল
এডভোকেট
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

বিতরণঃ

(০১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(০২) মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
(০৩) সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(০৪) চেয়ারম্যান, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা।
(০৫) মাননীয় অর্থমন্ত্রীর একান্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(০৬) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

(মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ)
উপ-সচিব

পরিশিষ্ট-ক (২)

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
JIBAN BIMA TOWER (15, 16 & 20TH FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000
PABX : 956 8101, 956 8102, 956 1525, FAX : (88)-02-956 3721
E-mail : secbd@bdmail.net Website : http//:www.secbd.org

সূত্র নং-এসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১১-৭৪৯/৫০০ তারিখঃ ২৬/০১/২০১১ইং

প্রজ্ঞাপন

পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা এবং পুঁজিবাজারের উপর বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে পুঁজিবাজারের সাম্প্রতিক অস্বাভাবিক উত্থান পতনের বিষয়টি এতদসংক্রান্ত আইন ও বিধি বিধানের আলোকে তদন্ত করার জন্য The Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 21 -এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নিম্নবর্নিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠণ করা হ'ল ঃ

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	পদবী
০১।	জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও সাবেক ডেপুটি গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক।	চেয়ারম্যান
০২।	ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট	সদস্য
০৩।	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল বারী, এফ.সি.এ. সাবেক সভাপতি, ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ	সদস্য

০২। কমিটির কার্যপরিধি (TOR) নিম্নরূপ ঃ

- পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মার্চেন্ট ব্যাংক, ব্রোকারেজ হাউজ এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানীসমূহ কর্তৃক পুঁজিবাজারের স্বাভাবিক কর্মকান্ডের ব্যাঘাত ঘটিয়ে বাজারকে অস্থিতিশীল করার কাজে লিপ্ত ছিল কিনা;
- ২০১০ সালের শুরুতে ব্যাংক এবং সরকারি সেভিংস ইনস্ট্রুমেন্টে বিনিয়োগ হতে লব্ধ আয়ের তুলনায় পুঁজিবাজারের দীর্ঘ মেয়াদী আয়ের পর্যালোচনা;
- পুঁজিবাজারের অব্যাহত উর্ধ্বগতির প্রকৃতি পর্যালোচনা, পুঁজিবাজারের টেকসই অবস্থার ধারণা এবং অতি মূল্যায়নের প্রকৃতি নির্ণয়;
- পুঁজিবাজারের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারীর পরিবর্তে স্বল্পমেয়াদী ক্রেতা বিক্রেতার অনুপ্রবেশ এবং তাদের লেনদেনের ধরণ। এ ধরনের ব্যক্তি/গোষ্ঠি বা প্রতিষ্ঠানের লেনদেনকৃত অর্থের পরিমাণ এবং বাজারকে প্রভাবিত করণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা এবং এদেরকে চিহ্নিতকরণ;
- পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণে প্রচলিত আইন, বিধি বিধান যথাযথ ছিল কিনা এবং উপর্যুক্ত পরিস্থিতির বিপরীতে এসইসি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথাযথ ছিল কিনা, তা নিরূপণ;
- অতিমূল্যায়িত বাজারের সুযোগ নিয়ে ডাইরেক্ট লিস্টিং, বুক বিল্ডিং এবং ফিক্সড প্রাইস এর মাধ্যমে অতিমূল্যায়িত শেয়ার প্রাথমিক গণপ্রস্তাবে (IPO) এনে অস্বাভাবিক পরিমাণে অর্থ উত্তলোনকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি নিরূপণ। এ প্রক্রিয়ায় ইস্যু ম্যানেজার, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, অডিট ফার্ম, এ্যাসেট ভ্যালুয়ার কোম্পানী ইত্যাদির ভূমিকা;
- গণপ্রস্তাবে ইস্যুয়ার কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীগণ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তা পর্যালোচনা;
- দ্রুত দরপতনের প্রাক্কালে সামগ্রিকভাবে বাজারের তারল্য পর্যালোচনা;
- পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি পর্যাপ্ত ছিল কিনা এ বিষয়ে পর্যালোচনা;
- ডিএসই এবং সিএসই এর অবকাঠামো ও সুশাসন যথাযথ ছিল কিনা;
- অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় যথা- শেয়ার বাজার থেকে সাম্প্রতিককালে অর্থ বাইরে চলে গেছে কিনা এবং গেলে কি পরিমাণ অর্থ এবং কিভাবে গেল ইত্যাদি এবং অন্যান্য বিষয় যা কমিটি যথাযথ মনে করলে বিবেচনা করবে;

০৩। কমিটি, প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ হতে দুই মাসের মধ্যে তদন্ত কাজ সম্পন্ন করবে।

০৪। কমিটি পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তির (সুশীল সমাজের সদস্যসহ) মতামত/সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারবে।

০৫। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কমিটির কার্যক্রমে সাচিবিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করবে।

০৬। সরকার প্রয়োজন মনে করলে কমিটিতে অন্য যে কোন সদস্য অন্তর্ভূক্ত করতে পারবেন।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে

মোঃ জিয়াউল হক খোন্দকার
চেয়ারম্যান।

পরিশিষ্ট - ক (৩)

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
DHAKA STOCK EXCHANGE LTD.

STOCK EXCHANGE BUILDING, 9/F, MOTIJHEEL C/A, DHAKA, BANGLADESH
PHONE : PABX: 9564601, 7175705-9, FAX NO : 880-2-9564727
E-mail : dse@bol-online.com, Website : www.dsebd.org

স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন
৯-এফ, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
পিএবিএক্সঃ ৯৫৬৪৬০১, ৭১৭৫৭০৫-৯
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯৫৬৪৭২৭

DSE-34/CMIC/2011/2704
March 10, 2011

The Chairman
Capital Market Investigation Committee
C/O Bangladesh Krishi Bank Head Office
83-85 Motijheel C/A
Dhaka 1000

Subject: Providing Information to the Capital Market Investigation Committee

Reference: 1) Your letter no: পুতক/তদন্ত/১ dated February 8, 2011
2) Your letter no: পুতক/তদন্ত/৬ dated February 20, 2011

Dear Sir,

We draw your kind attention to the captioned subject in relation to the referenced letter. We have received the two referenced letters with specific requirements from the Capital Market Investigation Committee.

Based on the requirements we immediately realized that we need to collect relevant information from various stakeholders that are not under our jurisdiction. As such we have written to the Securities and Exchange Commission (copy enclosed – **Annexure 1**) seeking temporary authority on those specific stakeholders. In response SEC has issued Directive No. SEC/CMRRCD/2009-193/100 dated February 10, 2011 authorizing the exchanges to require various stakeholders to cooperate in regard to requirements given by your committee (copy enclosed as **Annexure 2**).

Once we received the above mentioned Directive we have given copies to all stakeholders from whom we have asked to provide information/documents. Stakeholders who were called upon or written to are as follows (also detailed in annexed reports):

1. Brokers/Dealers;
2. Merchant Banker (Full fledged Merchant Bank, Issue Manager and Portfolio Managers);
3. Asset Managers; and
4. Issuer Companies.

Summary of findings based on requirements of those two letters are as follows (details of findings based on requirements are annexed as separate reports):

A. Letter no: পুতক/তদন্ত/১ dated February 8, 2011

1. List of companies availing permission under Issue of Capital Rules in 2009 and 2010:
   a. Securities and Exchange Commission (SEC) grants permissions under the Issue of Capital Rules and does not provide copies to the Exchanges
   b. We have written to SEC to provide a list so that we can convey the same to your committee. - **Annexure 3**
   c. Executive Director (Admin), SEC has informed over telephone that they will provide these information directly to the Capital Market Investigation Committee.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
DHAKA STOCK EXCHANGE LTD.
STOCK EXCHANGE BUILDING, 9/F, MOTIJHEEL C/A, DHAKA, BANGLADESH
PHONE : PABX: 9564601, 7175705-9, FAX NO : 880-2-9564727
E-mail : dse@bol-online.com, Website : www.dsebd.org

স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন
৯-এফ, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
পিএবিএক্সঃ ৯৫৬৪৬০১, ৭১৭৫৭০৫-৯
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯৫৬৪৭২৭

2. The quantity of private placement in the list of companies having permissions under Issue of Capital
    a. Since we have not received list from SEC we do not have a complete list.
    b. We are only aware of private placement done by companies/asset managers (for mutual fund) that have disclosed such information in their prospectus and information memorandum.
    c. A list of companies/asset manager that have had private placement prior to applying for Listing is enclosed with *Name of the Company*; *Private Placement (Share/Unit)*; *Post IPO Paid Up Capital (actual or as proposed)*; *%age of Paid up capital*; *Placement Price* and *Placement Amount*. Please note that the total amount of placement in that list is Taka 37,880,262,320 (Three thousand seven hundred eighty eight crore two lac sixty two thousand three hundred and twenty Taka only). - **Annexure 4**
3. Rules for private placement distribution and list of individuals/ institutions receiving largest placements
    a. There are no rules or guidelines for private placements. Private placement is supposed to be done only after getting permission from the SEC under Issue of Capital Rules.
    b. We have communicated to the issuers, issue managers and asset managers for list of any placement they were or are involved with. - **Annexure 5**
    c. We have found quite a few portfolio accounts taking large sums of placements. As such we have written to them to provide list of accounts with names and address for individuals/institutions behind those portfolio accounts for placement of 11 issues among which 5 are companies and 6 are mutual funds – **Annexure 6**
    d. Once we received all information lists of 100 recipients of placements in order of number of times placement were received and total amount of placement received. – **Annexure 7**
4. List of individuals/institutions with large gains
    a. We have communicated to the top 50 brokers in order of turnover in last quarter of 2010 and added broker houses whose members are elected as board of directors for list of top 50 clients for each quarters for 2009 and 2010 based on realized gains and a top 50 on the total realized gain in the same period – requirements given enclosed as **Annexure 8**.
    b. Next we communicated to Merchant banks that manage portfolios and gave them similar requirements (nature of business varies from one to another and requirements were accordingly noted in each case) – requirements given enclosed as **Annexure 9**.
    c. We have also communicated to CDBL for list of omnibus BO accounts with monthly holding report in order to check the highest portfolio values by comparing holding report with relevant close price. The first file given by CDBL had a two worksheets containing different omnibus BO account list with one named as "modify". Then we communicated to CDBL and they resubmitted the same record twice more and

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
DHAKA STOCK EXCHANGE LTD.
STOCK EXCHANGE BUILDING, 9/F, MOTIJHEEL C/A, DHAKA, BANGLADESH
PHONE : PABX: 9564601, 7175705-9, FAX NO : 880-2-9564727
E-mail : dse@bol-online.com, Website : www.dsebd.org

স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন
৯-এফ, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
পিএবিএক্সঃ ৯৫৬৪৬০১, ৭১৭৫৭০৫-৯
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯৫৬৪৭২৭

varying from one another. Then we have communicated to CDBL once again for clarification on the difference and are yet to get a response from them. – All communication to and from CDBL are annexed as **Annexure 10**.

d. We took the unique list from the list provided by CDBL and compared their holding with relevant close price on a server running MS SQL. From there we took the top 20 for each month and sorted the unique ones in those sorted lists. Later we found that most of them except two accounts are already in the watch list from brokers/dealers and merchant banks. The remaining two are *HSBC FND SVS, ARISAIG IN FND L* and *THE BANK OF NY INTL NOMINEES* – these are custodian accounts and we do not have any jurisdiction or temporary authority on them. Yet their portfolio status is enclosed as **Annexure 11**.

e. Next a list of highest gainers, their known and new found separate accounts were compiled. Once a list was compiled a list of 100 gainers as per our available data were compiled. Next all documents were checked and any documentary lickings were checked and collected. Details of this list and documents are enclosed as **Annexure 12**.

B. Letter no: পুতক/তদন্ত/৬ dated February 20, 2011

1. Impact of stock split & issuance of right shares on price movement of securities as well as on the capital market during 2009-2010.
   a. So far 45 companies have carried out stock split and total 62 companies have declared to carry out the same.
   b. A complete study was carried out on those companies in respect of their impact on the market. As per our calculations these companies have contributed 81.5% in the total market caps gain from July 2009 to December 5, 2010. – **Annexure 13.**
   c. Impact of these companies on their respective sectors was also checked and some were found to be sole players in the whole sectors gain over similar period. – **Annexure 13**.
   d. SEC decisions on denomination of shares were frequently changed.
   e. Such changes promoted violations of Sections 17 (e) sub-sub section (2) and (5) of the Securities and Exchange Ordinance 1969. These were checked against group of companies.
   f. We have sorted these companies for these periods and compared the overall price gain of each from the price at beginning of July 2009 to its maximum price up till December 5, 2010 and then we picked those that had gains of 4 times or more. Later detailed investigations were carried out on those to that extent as much as possible in such short time span.
   g. Some of the same companies also offered right shares in the same period which was either followed by or preceded by split. The highest gain on share price on split and issuance of right was done by CMC Kamal Textiles Limited.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
DHAKA STOCK EXCHANGE LTD.
STOCK EXCHANGE BUILDING, 9/F, MOTIJHEEL C/A, DHAKA, BANGLADESH
PHONE : PABX: 9564601, 7175705-9, FAX NO : 880-2-9564727
E-mail : dse@bol-online.com, Website : www.dsebd.org

স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন
৯-এফ, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
পিএবিএক্সঃ ৯৫৬৪৬০১, ৭১৭৫৭০৫-৯
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯৫৬৪৭২৭

A detail report on the issuer companies trade, sponsor sale etc was done and is annexed as **Annexure 14**.

h. In the Right Issue Rules there are clear direction related to CIB clearance of Directors. Even with such restrictions companies took decisions on right issue while there were CIB issues that were not cleared by all directors of the same board on those respective companies. – **Annexure 14.**

2. Impact of issuance of preference shares and conversion thereof on price movement of securities as well as on the capital market during 2009-2010.
   a. Preference shares were issued by 9 companies.
   b. Preference share issue started with Beximco Pharma which was ignited by non-payment of fund by GEM Global Yield Fund (a Cayman island based offshore investment company). GEM Global came to capital market of Bangladesh first through Bangladesh Thai Aluminium. Among their various plans there were warrants, loan shares etc. On account of loan shares the issue came to DSE for outside trading floor transfer permissions under regulation 42 of the Listing Regulation of DSE.
   c. Since the only known provision for loaning shares is by pledge and regulation 42 applies for default of pledge. Since there was no issue of pledge DSE first denied processing the same. Later the proposal was changed and external pressure on DSE was created for processing the same. DSE processed the same with request for 1 year lock-in on shares transferred as "loan shares". The lock-in proposal of DSE was approved by SEC. Later Beximco Pharma and Aftab Auto also applied for same permissions with similar documents.
   d. Due to the lock-in provision it became difficult for GEM Global to dispose-off the shares and remit in foreign currency. As a result they did not proceed with rest of the companies that were in the pipeline. And then the process turned to issuance of Preference Shares with short durations.
   e. Short reports on all these preference share issues are enclosed and **Annexure 15.**
3. Impact of conversion of loan into ordinary shares on price movement of securities as well as on the capital market during 2009-2010 and subsequent sale by the allottees, if any.
   a. There were two issues of conversion of loan into ordinary shares with substantially low conversion prices as compared to prevailing market price.
   b. One of the same company inherited the same loans from an earlier amalgamation vide which huge amount of capital was reduced – BEXTEX Limited. A separate report on the company is in process and will be submitted to the committee in due course.
   c. At first there were both foreign and local loans in case of BEXTEX. But later the shares were issued to New England Equities Limited and Beximco group of companies or their **Assignees or Assignee's nominees** as they were suppose to repay the loans and receive ordinary shares of BEXTEX Limited at

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
DHAKA STOCK EXCHANGE LTD.
STOCK EXCHANGE BUILDING, 9/F, MOTIJHEEL C/A, DHAKA, BANGLADESH
PHONE : PABX: 9564601, 7175705-9, FAX NO : 880-2-9564727
E-mail : dse@bol-online.com, Website : www.dsebd.org

স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন
৯-এফ, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
পিএবিএক্সঃ ৯৫৬৪৬০১, ৭১৭৫৭০৫-৯
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯৫৬৪৭২৭

a price of 32 Taka per share when the market price was around 70 Taka per share.

d. As per clause 5 of the consent letter issued in favor of BEXTEX Limited by SEC they were suppose to comply with regulation 42 of the Listing Regulation of DSE in case of **assignees**. This was never done. Recently one of recipient of those shares as **assignee** of New England Equities Limited came to us to pay tax as he thought he had received placement of preference shares. We discovered that the recipient acquired the shares for Taka 50 per share (copies of documents enclosed as **Annexure 16**). It implies the gain that New England Equities Limited and Beximco Group of Companies had options to realize immediately upon approval from SEC: (50 – 32) x 19,84,93,416 = 3,57,28,81,488 Taka through selling these at Taka 50 per share to their **Assignees or Assignee's nominees.**

e. There was repeated name change on the recipients as price sensitive information (copies of news enclosed in Annexed report).

f. The second company to carry out loan conversion was Fu Wang Ceramics Limited. Huge amount of shares were issued to Mr. Alexander Lee as nominee one of its Directors Mr. Chin Hua Hsu. A report on the same is annexed as **Annexure 17**.

4. Impact of capital reduction through amalgamation and merger on price movement of securities as well as on the capital market during 2009-2010.

   a. Amalgamation was done two times by Beximco Limited by dissolving Shinepukur Holdings Limited and Beximco Fisheries Limited and later by dissolving Bangladesh Online Limited, once by BEXTEX Limited renamed from Padma Textiles Limited by dissolving Beximco Denims Limited, Beximco Knitting Limited and Beximco Textiles Limited and once by Olympic Industries by dissolving Tripti Industries Limited.

   b. A report on amalgamation scheme, data, news and impact on market in enclosed as **Annexure 18**.

In addition to the above an initiative to investigate the investment pattern of the Asset Managers for their respective mutual funds was taken based information that some have offloaded substantial amount of shares during November and December 2010. In order to check the same letter were issued to four asset managers for data on their portfolio in capital market and investment outside capital market. Initially RACE and AIMS did not comply with reference to your good self. We later complained to SEC Chairman in this regard and issued second reminders. Later RACE and AIMS submitted some documents but not the required information. As such a total picture in this regard could not be established.

Also we have prepared the following three reports as per verbal discussion with your good self in regard to compliance of rules and regulations:

i. Issues of margin loan for the period of 2010 – frequent changes by the commission and relevant decisions, directives, orders etc. are covered. – **Annexure 19**

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
DHAKA STOCK EXCHANGE LTD.
STOCK EXCHANGE BUILDING, 9/F, MOTIJHEEL C/A, DHAKA, BANGLADESH
PHONE : PABX: 9564601, 7175705-9, FAX NO : 880-2-9564727
E-mail : dse@bol-online.com, Website : www.dsebd.org

স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন
৯-এফ, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
পিএবিএক্সঃ ৯৫৬৪৬০১, ৭১৭৫৭০৫-৯
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯৫৬৪৭২৭

ii. Lack of accountability on interim financial reporting of listed companies. – **Annexure 20**

iii. Unusual Trading for the period of 2010 – **Annexure 21**

A large team of DSE Executives worked more than a month and sometimes three departments were totally dedicated for compiling the above findings. A conference room of DSE was converted to temporary office for work of this team. The temporary office had separate server, isolated network and internet connection. All documents are stored in this room and all data are stored in the server in the same room. Confidentiality of the work was maintained with utmost integrity of DSE employees involved.

Our cooperation towards your committee will remain open as required.

Thanking you ,
Sincerely ,

Satipati Moitra
Chief Executive Officer

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন
জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১ তলা)
১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

৮৭

পরিশিষ্ট-ক(৪)

নং-এসইসি/প্রশাসন/৫৩:০০/২০০১- ২২১২

তাং-১১ এপ্রিল ২০১০ইং

দপ্তরাদেশ

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক ইতিপূর্বে জারিকৃত সকল অফিস আদেশ ও দপ্তরাদেশ এর পরিবর্তে এতদ্বারা নিম্নরূপ আদেশ করা যাইতেছে যে, কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিজ বা স্বামী/স্ত্রী, পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে ও পোষ্যদের নামে প্রাইমারী বা সেকেন্ডারী মার্কেটে সিকিউরিটিজ লেনদেন করিতে কিংবা উক্ত প্রকার লেনদেনে কোন ভাবে সম্পৃক্ত থাকিতে পারিবেন না।

কমিশনের ভাবমূর্তি ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার স্বার্থে এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলে সর্বোচ্চ নৈতিকতা প্রদর্শনে সর্বদা সচেষ্ট থাকিবেন বলিয়া কমিশন আশা করে।

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হইল।

আনোয়ারুল কবির ভুঁইয়া
নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

বিতরণঃ

সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী, এসইসি

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

চেয়ারম্যান মহোদয়, এসইসি
সদস্য মহোদয়গণ, এসইসি

ফ (পিএবিএক্স) : ৮৮ ০২ ৯৫৬৮১০১-২, ৮৮ ০২ ৯৫৬১৫২৫, ফ্যাক্স : ৮৮ ০২ ৯৫৬৩৭২১, ই-মেইল : secbd@bdmail.net ওয়েব : www.secbd.org

পরিশিষ্ট-খ

১। পাবলিকলি লিষ্টেড কোম্পানীসমূহের সমিতি সদস্যবৃন্দের সাথে তদন্ত কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

২। এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানীর প্রধান নির্বাহীবৃন্দের সাথে তদন্ত কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

৩। মার্চেন্ট ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন সদস্যবৃন্দের সাথে তদন্ত কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

৪। ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ পরিচালনা পরিষদের সাথে তদন্ত কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

৫। ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সকল ব্রোকার-ডিলারদের সাথে তদন্ত কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

৬। ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সকল প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দের সাথে তদন্ত কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

৭। চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালকবৃন্দ এবং প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দের সাথে তদন্ত কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

৮। চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জের সকল ব্রোকার-ডিলারবৃন্দের সাথে তদন্ত কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

৯। পুঁজিবাজার গবেষক ও অধ্যাপকবৃন্দের সাথে তদন্ত কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

১০। পুঁজিবাজার সাংবাদিক ফোরাম সদস্যদের সাথে তদন্ত কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

১১। ফোরাম বহির্ভূত পুঁজিবাজারের সংবাদ সংগ্রহকারী সাংবাদিকদের সাথে তদন্ত কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

১২। বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষণ ও মতামত (তদন্ত কমিটির সাথে বৈঠকে পরিবেশিত)।

১৩। চাটার্ড একাউন্ট্যান্টদের প্রদত্ত মতামত ও সুপারিশ।

১৪। মিডিয়া রিপোর্টঃ (ক) কৌশলে দর বাড়িয়ে সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছেন পরিচালকেরা। (খ) এক বছরে পরিচালকেরা মুনাফা করেছেন ৮ হাজার কোটি টাকা (বোনাস শেয়ার)। (গ) নতুন নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে তুলে নেয়া হয়েছে সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা।

১৫। আইপিও-তে প্রিমিয়াম প্রদান সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তির মতামত।

১৬। আইপিও অনুমতির পূর্বে প্লেসমেন্ট বরাদ্দ নিয়ে বিড়ম্বনা। পূবালী ব্যাংকের ০১/০৩/১১ তারিখের পত্র নং-পিবিএসএল/এইচও/প্রাইভেট প্লেসমেন্ট/১১০/১১।

১৭। এসইসি'র প্রাক্তন অন্যতম শীর্ষ কর্মকর্তা জনাব সাহাবুব আলম কর্তৃক মোটা অংকের ফি'র বিনিময়ে 'উপদেষ্টা সর্ভিস' প্রদানের নামে 'এসইসি'র অনুমোদন প্রাপ্তিতে সহায়তা' প্রদানের অফার-লেটার।

পরিশিষ্ট-খ(১)

পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটি- ২০১১

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানীজ এর সাথে তদন্ত কমিটির মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণীঃ

তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানীজ এর সাথে এক মতবিনিময় সভা ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১, রবিবার বিকাল- ৪.০০ টায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে তিনি সকলকে স্বাগত জানান। তদন্ত কমিটির সদস্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে তিনি তদন্তের বিষয় (TOR) সবাইকে অবহিত করে সভার কাজ আরম্ভ করেন। তদন্ত কমিটির সদস্য- ড: তৌফিক আহমেদ চৌধুরী সভায় উপস্থিত ছিলেন । অপর সদস্য জনাব মোহাম্মদ আব্দুল বারী, এফসিএ অসুস্থতার কারণে সিঙ্গাপুরে রয়েছেন।

সভাপতি মহোদয় বলেন, বিভিন্নভাবে তথ্য সংগ্রহ চলছে। পুঁজিবাজারে বর্তমান উত্থান-পতনে স্টেক হোল্ডারদের পারসেপ্শন বিভিন্ন সভার মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে। সংগৃহীত তথ্য ও স্টেক হোল্ডারদের পারসেপ্শন বিবেচনায় নিয়ে তদন্ত কমিটি তদন্ত প্রতিবেদন তৈরী করবে। বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য দেশেও পুঁজিবাজারের উত্থান-পতন লক্ষ্য করা যায়। আমাদের উদ্দেশ্য হল, যে ক্ষতের কারণে ব্যাপক উত্থান-পতন হয়েছে সেগুলো উপশম করে ভবিষ্যতে যেন এই রকম ব্যাপক উত্থান-পতন না হতে পারে সে সম্পর্কে সুপারিশ করা।

সভায় উপস্থিত সকলকে একটি questionnaire দেয়া হয়। সভাপতি মহোদয় আশা প্রকাশ করেন যে, উপস্থিত সবাই তার উত্তর দেবেন। পুঁজিবাজারে শেয়ারের মূল্যের যে বড় রকম উত্থান পতন ঘটেছে তা অস্বাভাবিক মনে করলে; উহার জন্য (ক) কোন্ কোন্ পন্থা; (খ) কোন্ কোন্ কোম্পানী (গ) কোন্ কোন্ সংশ্লিষ্ট সংস্থা দায়ী? এবং কিভাবে? তা ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করেন। ভবিষ্যতে করণীয় বিষয় যথা: আইন, বিধি-বিধান এর সংশোধন এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর কাঠামোগত পরিবর্তন/পরিবর্ধন অথবা পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিষয়ে সকলকে মতামত দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানীজ এর সভাপতি জনাব সালমান এফ, রহমান এসোসিয়েশনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। তিনি সভাপতিকে অবহিত করেন যে, ১২ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখে এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় পুঁজিবাজারের সাম্প্রতিক ব্যাপক উত্থান-পতন এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার সংস্কার বিষয়ক একটি লিখিত প্রতিবেদন এই সভায় উপস্থাপনের নিমিত্তে সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। উক্ত লিখিত প্রতিবেদনটি তদন্ত কমিটির নিকট তিনি উপস্থাপন করেন। তিনি উক্ত প্রতিবেদন থেকে, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেনঃ-

(১) তিনি বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাজার মূলধন, টাকার অংকে মোট লেনদেন এবং বিনিয়োগকারীর সংখ্যা/অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে যা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিচায়ক। কিন্তু, পুঁজিবাজারের সাম্প্রতিক ব্যাপক দর-পতন/বাজার সংশোধনের (যা অনিবার্য ছিল) মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন/পরিবর্ধন/ সংস্কারের দাবি উত্থাপিত হয়েছে। তিনি বলেন, গত ৪ বছরে প্রায় ৩০ লক্ষ নতুন বিও একাউন্ট খোলা হয়েছে। সেকেন্ডারী ক্যাপিটাল মার্কেটে অনেক অর্থ এসেছে। অর্থাৎ সেকেন্ডারী মার্কেটে স্টকের উপর প্রচুর/অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু, সে হারে নতুন শেয়ারের যোগান বাড়েনি। ফলে, স্টকের মূল্য অতিরিক্ত বেড়ে গিয়েছিল। তখন ব্যাংক ও মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো প্রচুর মুনাফা করেছিল। ডিসেম্বর ২০১০ এ বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংকগুলোকে তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আনার নির্দেশ দিলে এবং সিআরআর বাড়িয়ে দিলে তারল্য সংকট দেখা দেয়। ফলে, অতিমূল্যায়িত পুঁজিবাজারে ব্যাপক দর-পতন শুরু হয়। সাথে সাথে বিনিয়োগকারীদের আস্থার সংকটও পুঁজিবাজারকে ব্যাপক দরপতনের দিকে নিয়ে যায়।

(২) কিন্তু, বর্তমান পুঁজিবাজারের ব্যাপক দরপতনকে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করা হচ্ছে। একে অন্যকে দোষারোপ করছে। বলির পাঠা খুঁজে বের করার উপর বেশী জোর দিয়ে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছে, কেন ঘটেছে এবং কি করলে ভবিষ্যতে এমন উত্থান-পতন এড়ানো যাবে সে সব বিশ্লেষণকে আড়ালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন যে, পুঁজিবাজারের সাম্প্রতিক উত্থান-পতনের উপর সরকারের এ তদন্তকে তারা স্বাগত জানান এবং আশা প্রকাশ করেন যদি কেউ বে-আইনি শেয়ার ব্যবসা করে থাকেন তারা চিহ্নিত হবেন।

(৩) ব্যাংক ও মার্চেন্ট ব্যাংক সমূহের প্রচুর মুনাফা করা সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যানের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, যদি কেউ আইনগতভাবে (অর্থাৎ বে-আইনিভাবে ব্যবসা না করে) ব্যবসা করে প্রচুর মুনাফা করে তাহলে দোষের কিছু নেই। তিনি আরো বলেন, কোম্পানীগুলো মূলধনী মুনাফার উপর ১৫% হারে কর দিচ্ছে। তিনি বলেন, 'মার্কেট ম্যানিপুলেশন' বিষয়টির আইনি সুষ্ঠ ব্যাখ্যা থাকা এবং এর নির্দিষ্ট আইনি কাঠামো থাকা প্রয়োজন। কম দামে শেয়ার কিনে বেশী দামে শেয়ার বিক্রি করে মুনাফা করাতে দোষের কিছু নেই। গুজবের মাধ্যমে মূল্য বাড়িয়ে শেয়ার বিক্রি করে মুনাফা করাকে আলাদাভাবে দেখতে হবে। নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে এবং যারা এ কাজে জড়িত হবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করেন তিনি।

(৪) তিনি উল্লেখ করেন পুঁজিবাজারের উত্থান-পতনের কিছু সাধারণ কারণ থাকে। সে কারণগুলো হ'লঃ- শেয়ারের মূল্য বিবেচনায় না নিয়ে অত্যধিক চাহিদা সৃষ্টি, অত্যাধিক মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি, অর্থ এবং মার্জিন ঋণের সরবরাহ বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র বাজার নেতৃত্ব এবং কাঠামোগত দুর্বলতা, যেমন- প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর অভাব/অনুপস্থিতি এবং অপর্যাপ্ত আইন কাঠামো, ইত্যাদি।

(৫) গত ৪ বছরে শেয়ারের মূল্যের ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণ, গত ১২ মাসে নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলোর সংক্ষিপ্তসার এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার আইনি এবং কাঠামোগত সংস্কারের সুপারিশমালা তিনি নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করেনঃ-

- গত ৪ বছরে শেয়ারের মূল্যের ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণ হিসাবে তিনি (ক) অতিরিক্ত তারল্য প্রবাহ; (খ) ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি; (গ) শেয়ার সরবরাহ/আইপিও এর অভাব; এবং (ঘ) বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক পুঁজিবাজারে অতিরিক্ত বিনিয়োগকে উল্লেখ করেন।

(ক) অতিরিক্ত তারল্য প্রবাহ: ব্রড মানি এবং প্রবাসী রেমিটেন্স বন্যার পানির মত পুঁজিবাজারে এসেছিল। অনেকেই ব্যাংক হতে ব্যবসায়ের জন্য গৃহীত ঋণ, বাড়ী করার জন্য গৃহীত ঋণ, শিল্প ঋণ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করেছিল। এই অত্যধিক তারল্য পুঁজিবাজারকে অতিমূল্যায়িত করেছিল। বাজেটে কালো টাকা/অপ্রদর্শিত অর্থ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের সুবিধা দেয়ার মাধ্যমেও পুঁজিবাজারে অর্থ প্রবাহ বেড়েছিল।

(খ) ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি: তিন বছর পূর্বে যেখানে বিও একাউন্টের সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষেরও কম সেখানে ডিসেম্বর ২০, ২০১০ তারিখে বিও একাউন্টের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৩২.১০ লক্ষ। সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনুমোদন নিয়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর ২৩৮ টি ব্রোকারেজ হাউজ ৫৯০ টি শাখা খুলেছে দেশের ৩২ টি জেলায়। এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের পুঁজিবাজারে আসতে প্রলুব্ধ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের শেয়ারের ন্যায্যমূল্য/মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে মৌলিক জ্ঞানের অভাবকে কাজে লাগিয়ে ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ারকে বিভক্তিকরণ করে ১০ টাকায় রূপান্তরিত করে বাজারকে অতিমূল্যায়িত করা হয়েছিল। মূলতঃ শেয়ারের বিভক্তিকরণের মাধ্যমে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থার কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। তিনি মনে করেন, শেয়ারের যোগান না বাড়িয়ে এসইসি ব্রোকারেজ হাউজের শাখা খোলার অনুমোদন দিয়ে চাহিদা বাড়িয়েছিল এবং এতে মূল্য অত্যাধিক বেড়ে গিয়েছিল। এছাড়া ১০০ টাকা মূল্যের শেয়ার ১০ টাকায় বিভক্তিকরণ করার অনুমতি দিয়েও এসইসি বাজারকে অতিমূল্যায়িত করেছিল। পুঁজিবাজারের সাম্প্রতিক ব্যাপক দরপতনের জন্য এসইসির উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ অনেকাংশে দায়ী।

তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয়ের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯ এর ধারা ২সিসি এর মাধ্যমে নির্দেশনা দিয়ে এসইসি সকল কোম্পানীর শেয়ারকে ১০০ টাকা থেকে ১০ টাকা অথবা ১০ টাকা থেকে ১০০ টাকায় রূপান্তর করে দিতে পারে। সিডিবিএল, এসইসির উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক শেয়ারের রূপান্তর করবেন যাতে কোম্পানীকে আর এজিএম বা ইজিএম করতে হবে না।

(গ) শেয়ার সরবরাহ/আইপিও এর অভাব: বাংলাদেশের ৮০% এরও বেশী কোম্পানী এখনও স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়নি। আর যে সকল কোম্পানী তালিকাভূক্ত হয়েছে সেগুলোর সব শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় যোগ্য নয়। চাহিদা-যোগানের অসামঞ্জস্যতার ফলে অর্থাৎ অত্যধিক তারল্য শেয়ারের মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছিল। ২০১০ সালে মাত্র ৬ টি কোম্পানীর গণপ্রস্তাব এবং দুটি কোম্পানীর সরাসরি তালিকাভুক্তি হয়েছিল। ২০০৯ সালের স্বল্পসংখ্যক গণপ্রস্তাব ছিল। শেয়ারের স্বল্প যোগান পুঁজিবাজারের সাম্প্রতিক দরপতনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি।

সরাসরি তালিকাভূক্তি সম্পর্কে তিনি বলেন, কোম্পানী তার শেয়ার সেকেন্ডারী মার্কেটে অর্থাৎ স্টক এক্সচেঞ্জে সরাসরি তালিকাভূক্ত করে বিক্রয় করে দিতে পারে। এতে কোম্পানীর কোন লাভ হয় না, বরং পরিচালকরা লাভবান হয়। সরকারি কোম্পানীগুলো যেমনঃ- ডেসকো, পাওয়ারগ্রীড, তিতাস গ্যাস উচ্চ মূল্যে পুঁজিবাজারে সরাসরি তালিকাভূক্ত হয়েছিল। শাইনপুকুর সিরামিকস্ এবং এসিআই ফরমুলেশন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে পুঁজিবাজারে তালিকাভূক্ত হয়েছিল। এরপর, নাভানা সিএনজি সরাসরি তালিকাভূক্ত হয় ২০০৯ সালে এবং সরাসরি তালিকাভূক্তির অপেক্ষায় ছিল কেপিসিএল, ওশেন কন্টেইনার এবং ওয়েস্টিন হোটেল। কেপিসিএল এবং ওশেন কন্টেইনার সরাসরি তালিকাভূক্ত হলেও ওয়েস্টিন হোটেল সরাসরি তালিকাভুক্তির সুযোগ পেল না।

বুক বিল্ডিং পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেন, আর.এ.কে সিরামিকস্ বুকবিল্ডিং পদ্ধতিতে বাজারে আসল। এরপরই বুক বিল্ডিং পদ্ধতি সম্পর্কে সমালোচনা শুরু হল। তখন ৪২ টি কোম্পানী বুক বিল্ডিং এর মাধ্যমে তালিকাভূক্তির অপেক্ষায় ছিল। বুক বিল্ডিং হল আইপিওর মূল্য নির্ধারণের উত্তম পদ্ধতি। এসইসি সকল স্টেক হোল্ডারদের সাথে আলোচনা করে পদ্ধতি ঠিক করলে এই সমালোচনা হত না।

(ঘ) বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক পুঁজিবাজারে অতিরিক্ত বিনিয়োগ: ব্যাংক ও ব্যাংক বর্হিভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০০৯ সালে প্রায় ৪৫০০ কোটি টাকা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করেছিল যা ২০০৬ সালের মোট বিনিয়োগের ৮ গুন। এর প্রায় ৪০০০ কোটি টাকা বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিয়োগ করেছিল। মুদ্রা বাজারের অর্থ পুঁজিবাজারে এসেছিল এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এভাবে পুঁজিবাজারে অতিরিক্ত বিনিয়োগ করেছিল। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক ডিসেম্বর ২০১০ এর পূর্ব পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন তদারকি করেনি। ডিসেম্বর ২০১০ এর মধ্যে ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিয়ে আসা সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনাও পুঁজিবাজারের সাম্প্রতিক ব্যাপক দরপতনের জন্য দায়ী।

(ঙ) ক্ষুদ্র মূলধন এবং ক্রয়-বিক্রয় অযোগ্য/নগদায়ন অযোগ্য স্টক মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ: ক্ষুদ্র মূলধন এবং ক্রয়-বিক্রয় অযোগ্য/নগদায়ন অযোগ্য স্টক পুঁজিবাজারকে অতিমূল্যায়িত করেছিল। ক্ষুদ্র মূলধন এবং ক্রয়-বিক্রয়/নগদায়ন অযোগ্য শেয়ারের দ্বারা বাজার ম্যানিপুলেশন করে শেয়ারের অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে। ১০০ টি কোম্পানীর বাজার মূলধন মোট বাজার মূলধনের মাত্র ২.৯% । এতে করে 'জেড' ক্যাটাগরি শেয়ারের মূল্য বেড়েছে। যে সকল কোম্পানী বন্ধ আছে তাদের শেয়ারও ১০০ পি/ই রেশিওতে বিক্রি হয়েছে।

'জেড' ক্যাটাগরি কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয়ের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এটা গুজবে সম্ভব হয়েছে। কম দামে শেয়ার কিনে কারা উচ্চ মূল্যে বিক্রি করেছে সিডিবিএল থেকে তথ্য নিয়ে তাদের চিহ্নিত করা যেতে পারে। কেন এই 'জেড' ক্যাটাগরি কোম্পানীর শেয়ারের দাম বেড়েছিল তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

(চ) অত্যধিক নিয়ন্ত্রণ/নৈতিক সংকট: ২০১০ সালের ৩য় ও ৪র্থ ত্রৈমাসিকে পুঁজিবাজারের ব্যাপক উত্থান-পতন হয়েছিল। তৃতীয় ত্রৈমাসিক ২০১০ এর প্রথম দিকে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন মার্জিন লোন রেশিও ১:১ করে দেয়াতে ইনডেক্স একটু কমে আবার বেড়ে যায়। এসইসি তখন মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারদের গ্রাহকের ঋণসীমা বেঁধে দেন। এতে করে ইনডেক্স পড়ে গেলে এসইসি মার্জিন ঋণ বাধ্যবাধকতা শিথিল করে। ফলে ইনডেক্স বাড়তে থাকে এবং চতুর্থ ত্রৈমাসিকে এক পর্যায়ে ডিএসই ইনডেক্স ৮৮০০ এ পৌঁছায়। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংকগুলোকে তাদের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ নির্দিষ্ট সীমায় আনার নির্দেশনা দিলে ইনডেক্স আবার পড়তে থাকে। নিয়ন্ত্রক সংস্থার ঘন ঘন বাজারে হস্তক্ষেপের ফলে পুঁজিবাজারের ব্যাপক দরপতন হয়েছে যা বিনিয়োগকারীদের আস্থায় ভাটার সৃষ্টি করেছে। ডিএসই ইনডেক্স এর পতন শুরু হয়েছে ডিসেম্বর ৫, ২০১০ থেকে।

(ছ) অর্থনীতির রাজনীতিকরণ এবং নৈতিক সংকট: বর্তমান সরকার ১৯৯৬ সালের পুঁজিবাজারের ব্যাপক দরপতনের পুরাবৃত্তি চাননা এবং রাজনৈতিক কোন ক্ষতিও চান না বলে শেয়ার মার্কেটকে স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা চালায়। কিন্তু, পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন খবর প্রকাশিত হয় যে, ইনডেক্স যে হারে বেড়েছে তাতে আরেকটি ১৯৯৬ হতে পারে। তখন এসইসি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক মার্কেটে অত্যধিক হস্তক্ষেপ করেছে। এ সময় এসইসি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক পুঁজিবাজারের ধীরে ধীরে মূল্য সংশোধনের অপেক্ষা করলে ভাল হত।

(জ) পুঁজিবাজার তদারকির জন্য দক্ষ জনবল নিয়োগ ও বেতনভাতা বাড়ানো, আর্থিক প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং পুঁজিবাজার থেকে মূলধন উত্তোলনে কোম্পানীসমূহকে প্রনোদনা/উৎসাহ প্রদান, যেমন: বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে আইপিওর মূল্য নির্ধারণ, কর রেয়াত, হিসাবে অসঙ্গতির জন্য তালিকাভূক্তিতে বাধা না দেয়া, মূলধন উত্তোলন ও তালিকাভূক্তি সহজীকরণ, সরকারি প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভূক্তির আওতায় আনা এবং প্রাইভেট ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়ার সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন।

এছাড়াও পুঁজিবাজারের কাঠামোগত সংস্কারের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ করেনঃ

- ক্যাপিটাল মার্কেট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা;
- ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেশন রিভিউ করা;
- কোম্পানীকে তার শেয়ার বাই-ব্যাক করার সুবিধা প্রদান;
- কোম্পানীকে তার ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত মুনাফার ঘোষণা দেয়ার সুবিধা প্রদান;
- এসইসির বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, যেমন- কোনটা মূল্য সংবেদনশীল তথ্য তা নির্দিষ্ট হওয়া এবং কারা ইনসাইডার হবে তাদের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা থাকা ইত্যাদি;
- পুঁজিবাজারে বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিনিয়োগ নির্দিষ্টকরণ;
- অর্থনীতির উপর পুঁজিবাজারের মূল্য সংশোধনের প্রভাব বিশ্লেষণ/অনুধাবন;
- পুঁজিবাজার বিষয়ক নীতি নির্ধারণে বাংলাদেশ ব্যাংক ও এসইসির নিয়মিত সমন্বয় বৈঠক; এবং
- ফিন্যান্সিয়াল এনালিস্ট নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

সাম্প্রতিক অস্বাভাবিক বাজার/মূল্য সংশোধনের সময় আইসিবি এর ভূমিকা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আইসিবি হল একটি পেশাদার প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী। আইসিবি এই মুহূর্তে বিনিয়োগ করে বাজারকে স্থিতিশীল করতে পারে। তিনি আরো বলেন, মৌখিকভাবে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে চাপ দেয়া/নিষেধ করা সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের উচিত নয়। আঞ্চলিক স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের পি/ই রেশিওর তুলনায় এখন আমাদের স্টক এক্সচেঞ্জের পি/ই রেশিও কম। ১৫ বা তার কম পি/ই রেশিও বাজারের জন্য ভাল। মিডিয়াতে অনেকে ডিএসই ইনডেক্স ৩৫০০ থেকে ৪৫০০ এর মধ্যে নামার কথা বলে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ভীতির/আস্থার সংকটের সৃষ্টি করছেন। সাম্প্রতিক দরপতনের কারণ সম্পর্কে তিনি বিনিয়োগকারীদের আস্থার ঘাটতি এবং তারল্য সংকটকে দায়ী করেন।

সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ
চেয়ারম্যান
তদন্ত কমিটি

পরিশিষ্ট-৩খ(২)

পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটি- ২০১১

সকল সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের এর সাথে তদন্ত কমিটির মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণীঃ

তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এর সভাপতিত্বে সকল সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের এর সাথে এক মতবিনিময় সভা ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১, সোমবার বিকাল- ৪.০০ টায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে তিনি সকলকে স্বাগত জানান। তদন্ত কমিটির সদস্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে তিনি তদন্তের বিষয় (TOR) সবাইকে অবহিত করে সভার কাজ আরম্ভ করেন। তদন্ত কমিটির সদস্য- ডঃ তৌফিক আহমেদ চৌধুরী সভায় উপস্থিত ছিলেন । অপর সদস্য জনাব মোহাম্মদ আব্দুল বারী, এফসিএ অসুস্থতার কারণে সিঙ্গাপুরে রয়েছেন।

সভায় উপস্থিত সকলকে একটি questionnaire দেয়া হয়। সভাপতি আশা প্রকাশ করেন যে, উপস্থিত সবাই তার উত্তর দেবেন। পুঁজিবাজারে শেয়ারের মূল্যের যে বড় রকম উত্থান পতন ঘটেছে তা অস্বাভাবিক মনে করলে; উহার জন্য (ক) কোন্ কোন্ পন্থা; (খ) কোন্ কোন্ কোম্পানী (গ) কোন্ কোন্ সংশ্লিষ্ট সংস্থা দায়ী? এবং কিভাবে? তা ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করেন। তিনি প্রথমে সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানীর কার্যক্রম ব্যাখ্যা করে ভবিষ্যতে করণীয় বিষয় যথা: আইন, বিধি-বিধান এর সংশোধন এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানীর কাঠামোগত পরিবর্তন/পরিবর্ধন অথবা পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিষয়ে সকলকে মতামত দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতির আহ্বানের পর উপস্থিত সকলে নিজ নিজ পরিচয় দিয়ে নিম্নরূপ মতামত দেনঃ-

১। রেস এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডঃ হাসান ইমাম বলেন, মিউচ্যুয়াল ফান্ড হল ট্রাস্ট আকারে গঠিত ফান্ড। এই ফান্ড ট্রাস্ট অ্যাক্ট, ১৮৮২ এর অধীন ট্রাস্ট আকারে গঠিত হয় এবং রেজিষ্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯০৮ এর অধীন ট্রাস্ট দলিল নিবন্ধিত হয়। মিউচ্যুয়াল ফান্ডের পক্ষসমূহ হল উদ্যোক্তা, ট্রাস্টি, সম্পদব্যবস্থাপক, কাস্টডিয়ান এবং ইউনিট হোল্ডার। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ মোতাবেক ট্রাস্ট দলিল ট্রাস্টির বরাবরে উদ্যোক্তা কর্তৃক সম্পাদিত হয়। প্রত্যেক মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ব্যবস্থাপনা ও উহার স্কীম সমূহের পরিচালনার জন্য এই বিধিমালার অধীন কমিশন কর্তৃক সম্পদ ব্যবস্থাপক হিসেবে নিবন্ধিত কোন কোম্পানী বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থাকে সম্পদ ব্যবস্থাপক হিসেবে নিয়োগ করা হয় এবং প্রত্যেক মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সিকিউরিটি সমূহের হেফাজতে রাখার উদ্দেশ্যে এই বিধিমালার অধীন কমিশন কর্তৃক হেফাজতকারী হিসেবে নিবন্ধিত কোম্পানী বা সংস্থাকে হেফাজতকারী নিয়োগ করা হয়। সম্পদ ব্যবস্থাপক মিউচ্যুয়াল ফান্ডের কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও উহার স্কীম পরিচালনার জন্য যুক্তিসংগত ও প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং কোন স্কীমের সাথে সংশ্লিষ্ট তহবিলের বিনিয়োগ যেন এই বিধিমালা ও ট্রাস্ট দলিলের পরিপন্থি না হয় তা নিশ্চিত করে।

তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয়ের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, মিউচ্যুয়াল ফান্ডে আন্ডাররাইটিং এর ব্যবস্থা নেই। যদি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সাবসক্রিপশন ৬০% এর কম হয় তাহলে তা বাতিল হয়ে যায়। এ কারণে উদ্যোক্তা এবং প্লেসমেন্ট হোল্ডারদের থেকে অন্ততঃ ৬০% নিয়ে তারপর আইপিও করা হত ফলে ফান্ড বাতিলের সম্ভাবনা থাকতনা। ঐ সময় একটা আইপিও অতিমূল্যায়িত হয়েছিল। এরপর রেগুলেটর কঠোর আইন করে ১ বছরের লক-ইন দেয়ায় প্লেসমেন্ট হোল্ডাররা আর বিনিয়োগ করছেন না।

২। এইমস বাংলাদেশ লিঃ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ইয়াওয়ার সাঈদ এ অভিযোগ করেন যে, সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী যারা এখনও কোন মিউচ্যুয়াল ফান্ড ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা করেনি তাদেরকে এই সভায় আমন্ত্রন করা হয়নি। এ প্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন, তারা যদি কোন মতামত/তথ্য দিতে চান তাহলে ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত কমিটিকে মতামত/পরামর্শ দিতে পারবেন। তদন্ত কমিটি তাদের মতামত/পরামর্শ নেবে। জনাব ইয়াওয়ার সাঈদ আরো অভিযোগ করেন, এসইসি ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে নির্দেশনা দিয়েছেন যে, তদন্তের বিভিন্ন তথ্যাদি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী ও মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো থেকে স্টক এক্সচেঞ্জ তথ্য সংগ্রহ করবেন। উল্লেখ্য যে, সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী ও মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো স্টক এক্সচেঞ্জের কোন নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান নয়।

এরপর তিনি বলেন, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব পাকিস্তান ক্লোজ এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলো মেয়াদ শেষে নিলাম করে পরে রাইট ও বোনাস ইস্যু করে বড় আকারের ওপেন এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ডে রূপান্তর করে। তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয়ের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কার্যক্রমকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মত আচরণ করছে। প্রথমে অগ্রনী ব্যাংক, আইডিএলসি ফিন্যান্স এবং লংকা বাংলা ফিন্যান্স (তৎকালিন ভ্যানিক) প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ শুরু করে। পরে এবি ব্যাংক পুঁজিবাজারে আসে। এরপর থেকে এই প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা অর্থাৎ মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো discretionary account maintain না করে non-discretionary account এ client's দের ঋণ দেয়া শুরু করে এবং client's দের discretion মতে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় শুরু করে। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ না করে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের ঋণ দিয়ে ক্ষুদ্র

বিনিয়োগকারীদের discretion মতে বিনিয়োগ শুরু করে। ঋণের মাধ্যমে তারল্য বাড়ল এবং পুঁজিবাজার অতিমূল্যায়িত হল। তখন মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোর অমনিবাস একাউন্টে গ্রাহকদের ব্যক্তিগত নামে প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট নেয়া হয়েছিল। অমনিবাস একাউন্টে মার্চেন্ট ব্যাংকের নাম লেখা থাকে বলে প্লেসমেন্ট হোল্ডাদের চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে যায়।

তিনি বলেন, আমাদের দেশের মিউচ্যুয়াল ফান্ডে উদ্যোক্তার ন্যূনতম বিনিয়োগ হল ১০%। কিন্তু ভারতে তা ৪০%। উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের হার বাড়াতে হবে। প্রি-আইপিও প্লেসমেন্টে পূর্বে লক-ইন না থাকাতে মিউচ্যুয়াল ফান্ডে প্লেসমেন্ট ব্যবসা শুরু হয়েছিল। প্রি-আইপিও প্লেসমেন্টে প্রথমে ৬ মাসের লক-ইন করা হয় পরে বাড়িয়ে ১ বছর করা হয়েছে। এখন, মিউচ্যুয়াল ফান্ডে প্লেসমেন্ট বাণিজ্য বন্ধ হয়েছে। তিনি আরো বলেন, প্রাইভেট প্লেসমেন্ট দিয়ে কোম্পানীর সরাসরি তালিকাভুক্তি হয়েছে। প্রিফারেন্স শেয়ার ইস্যু হয়েছে। আফতাব অটোমোবাইল এবং অন্য ৬ টি কোম্পানীতে কারা প্লেসমেন্ট বাণিজ্য করেছিল তাদের বিষয়ে খতিয়ে দেখা যেতে পারে। তিনি মনে করেন, প্রাইভেট প্লেসমেন্ট ছাড়াও মিউচ্যুয়াল ফান্ড গঠন করা যায়। তবে, এক্ষেত্রে উদ্যোক্তার বিনিয়োগের হার বাড়াতে হবে। তিনি জানান, ওপেন এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয় না। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা গুজবে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করে। ব্রোকার এবং মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো তাদের লেনদেন বাড়াতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের অতিলেনদেনে প্রণোদনা দিয়েছিল যা বাজারকে অতিমূল্যায়িত করেছিল।

তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয়ের বর্তমান অস্বাভাবিক দরপতন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তদন্ত কমিটির তথ্য সংগ্রহে বিনিয়োগকারীদের ভীত হওয়া, কমিটির ভয়ে সিন্ডিকেট বিনিয়োগকারীদের ভীত হওয়া, চাহিদার অভাব, নিয়ন্ত্রণ সংস্থার উপর আস্থার অভাব এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা আস্থা হারিয়ে ভীত হওয়ায় বর্তমান বাজারের এই পতন হচ্ছে। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের শক্ত অবস্থান থেকে সরে না আসা, মার্জিন ঋণ বাড়িয়ে পুঁজিবাজারের উত্থান না করার সুপারিশ করেন। আইসিবি ভাল শেয়ার কিনে পুঁজিবাজারের উত্থান করতে পারবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি জানান আমাদের আইনে বাই-ব্যাক করার নিয়ম নেই। আমাদের সে অভিজ্ঞতাও নেই। তাই এ মুহূর্তে বাই-ব্যাক এর অনুমতি দেয়া ঠিক হবে না বলে তিনি মনে করেন।

৩। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফায়েকুজ্জামান বলেন, ক্লোজ এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড গঠন ও পরিচালনায় উদ্যোক্তা, ট্রাস্টি, কাস্টডিয়ান ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী থাকে। আইসিবি ১৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার ৮ টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ব্যবস্থাপনা করছে। এসইসি সম্প্রতি এই ৮ টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড (মেয়াদ শেষ হওয়ায়) ২০১১ সালের মধ্যে অবসায়ন করতে বলেছে। তিনি পুঁজিবাজারের বর্তমান পরিস্থিতিতে উক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলো অবসায়ন না করে আরো ১টা মেয়াদের জন্য অর্থাৎ আরো ১০ বছরের জন্য নবায়ন করার সুপারিশ করেন।

জনাব মোঃ ফায়েকুজ্জামান বলেন, ২০০৮ সালের শেষে তিনি অগ্রনী ব্যাংকে ছিলেন। তখন ব্যাংকগুলোর অলস অর্থ ছিল। তারা এই অর্থ পুঁজিবাজারে নিয়ে এসেছিল। কেউ কেউ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের উদ্যোক্তাও হয়েছিল। ব্যাংকগুলো তাদের দায়ের নির্দিষ্ট সীমার (১০% এর বেশী) অতিরিক্ত পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করে ছিল। অ-নিবাসী বাংলাদেশী তাদের রেমিটেন্স ব্যক্তিগতভাবে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করেছিল। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা শেয়ারের মৌলভিত্তি বিবেচনা না করে বিনিয়োগ করেছিল। এতে পুঁজিবাজারের অস্বাভাবিক উত্থান হয়েছিল। ব্যাংকগুলো তাদের অতিরিক্ত বিনিয়োগকৃত অর্থ তুলে নেয়ায় তারল্য সংকট হয়েছে। এতে বাজারে দরপতন হয়েছে। বর্তমানে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা ভীত হয়ে শেয়ার বিক্রি করে দিচ্ছে। বাজারে বিনিয়োগকারীদের আস্থায় ভাটা পড়ায় এমনটি হচ্ছে। তিনি জানান, মিউচ্যুয়াল ফান্ডে কোন কোটা ছিলনা এবং তখন মিউচ্যুয়াল ফান্ড তেমন আকর্ষণীয় ছিল না। বর্তমানে ১০% কোটা থাকায় মিউচ্যুয়াল ফান্ড আকর্ষণীয় হয়েছে। তিনি এই কোটা ১০% থেকে বৃদ্ধি করার সুপারিশ করেন। তিনি আরো বলেন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের জনবলের ঘাটতি রয়েছে, ঢালাওভাবে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনকে দায়ী করা ঠিক হবে না। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনে জনবল বাড়ানোর সুপারিশ করেন তিনি।

৪। বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ (বিডিবিএল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডঃ মোঃ জিল্লুর রহমান বলেন, পুঁজিবাজারে বিডিবিএল এর বিনিয়োগ বেশী নেই। পাঁচ কোটি টাকার বিএসআরএস ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড আছে যা বিডিবিএল ব্যবস্থাপনা করছে। এসইসি সম্প্রতি উহা অবসায়ন করার জন্য বলেছে। আমরা পুঁজিবাজারে খুব অল্পই বিনিয়োগ করেছি। আমরা খুব বেশী শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করিনি। পুঁজিবাজারের এই উত্থান-পতনে আমাদের কোন ভূমিকা নেই। তিনি পুঁজিবাজারের অস্বাভাবিক উত্থান-পতনের কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন যে, তখন তারল্য প্রবাহ বেড়েছিল, ১০০ টাকার শেয়ার ১০ টাকায় বিভক্তিকরণ করা হয়েছিল, প্রিফারেন্স শেয়ার ইস্যু করা হয়েছিল, বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে আইপিও প্রাইস বাড়ানো হয়েছিল এবং সম্পদ পুর্নমূল্যায়ন করে নীট সম্পদ বাড়িয়ে শেয়ারের মূল্য বাড়ানো হয়েছিল।

তিনি আরো বলেন, ব্যাংকগুলো মুদ্রা বাজারের অর্থ পুঁজিবাজারে নিয়ে এসেছিল। ব্যাংকগুলো নির্দিষ্ট সীমা (দায়ের ১০% এর বেশী) অতিক্রম করে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করেছিল। ব্যাংক ঋণের টাকা পুঁজিবাজারে এসেছিল যা ব্যাংক তদারকি করতে পারেনি। কেননা, hypothecation এ দেয়া ঋণ ব্যাংক তদারকি করতে পারে না। ব্যাংকগুলো তাদের মূল ব্যবসা ছেড়ে পুঁজিবাজারে ব্যবসা করেছিল। এতে শেয়ারবাজার অতিমূল্যায়িত হয়েছিল। তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয়ের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ব্যাংক তার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করলে সমস্যা নেই। নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত বিনিয়োগ করা ঠিক হবে না। তিনি মনে করেন, পুঁজিবাজারের এই ব্যাপক উত্থান-পতনে বিডিবিএল এর কোন ভূমিকা ছিল না।

৫। আইসিবি এসেট ম্যানেজমেন্ট কোং লিঃ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, আইসিবি এসেট ম্যানেজমেন্ট কোং লিঃ আইসিবি এর একটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানী। আইসিবি এসেট ম্যানেজমেন্ট কোং লিঃ এর ১১ টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ২ টি ইউনিট ফান্ড আছে। ট্রাস্ট দলিল মোতাবেক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী মোট ফান্ডের ৭৫% ভাগ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করতে পারে। ট্রাস্ট দলিলের এই শর্তের আওতায়ই সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী বিনিয়োগ করে এবং এই বিনিয়োগ থেকে লভ্যাংশ ও মূলধনি মুনাফা পায়। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ক্লোজ এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ডে রাইট বা বোনাস ঘোষণা করা যায় না। তিনি উল্লেখ করেন যে, মিউচ্যুয়াল ফান্ডের জন্য তারা উদ্যোক্তা পেয়েছেন কিন্তু প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট এর জন্য কোন বিনিয়োগকারী পাচ্ছেন না। কেননা, প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট এর জন্য ১ বছরের লক-ইন থাকে। আমরা প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট ছাড়াই এসইসির নিকট উক্ত ফান্ড অনুমোদনের জন্য জমা দিয়েছি।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ মোতাবেক মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মেয়াদ দশ বছর করা হয়েছে। তবে মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট হোল্ডারদের সম্মতিতে পরে আরো ১০ বছরের জন্য নবায়ন এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ড এ বিনিয়োগকারীদের কর সুবিধা দেয়ার সুপারিশ করেন তিনি।

৬। এল আর গ্লোবাল বাংলাদেশ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব রিয়াজ ইসলাম বলেন, মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট হোল্ডারদের ব্যক্তিগত বিবরণী এখন দেয়া হচ্ছে। তিনি তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয়ের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট করে থাকে ইস্যু ম্যানেজার। তাদের থেকে প্লেসমেন্ট হোল্ডারদের তালিকা পাওয়া যাবে। তিনি আইপিও তে মিউচ্যুয়াল ফান্ডের কোটা ১০% থেকে বাড়ানো, মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মেয়াদ বাড়ানো, মিউচ্যুয়াল ফান্ডে রাইট বা বোনাস ঘোষণার ব্যবস্থা থাকা এবং আইসিবি কে সরকার একটি গাইডলাইনসহ দুই বা তিন হাজার কোটি টাকার মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড দিয়ে এখনি পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করার সুপারিশ করেন।

সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ
চেয়ারম্যান
তদন্ত কমিটি

পরিশিষ্ট-ক(৩)

পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটি- ২০১১

বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকারস্ এসোসিয়েশন এর সদস্যদের সাথে তদন্ত কমিটির মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণীঃ

তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান- জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকারস্ এসোসিয়েশন এর সদস্যদের সাথে এক মতবিনিময় সভা ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১১ রোজ- বুধবার, বিকাল- ৪.০০ টায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে সকলকে স্বাগত জানিয়ে তদন্ত কমিটির সদস্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে তিনি তদন্তের বিষয় (TOR) সবাইকে অবহিত করে সভার কাজ আরম্ভ করেন। তদন্ত কমিটির সদস্য- ড: তৌফিক আহমেদ চৌধুরী সভায় উপস্থিত ছিলেন । অপর সদস্য জনাব মোহাম্মদ আব্দুল বারী, এফসিএ অসুস্থতাবশত: দেশের বাইরে রয়েছেন।

সভায় উপস্থিত সকলকে একটি questionnaire দেয়া হয়। তিনি আশা করেন যে, উপস্থিত সবাই তার উত্তর দেবেন। পুঁজিবাজারে শেয়ারের মূল্যের যে বড় রকম উত্থান পতন ঘটেছে তা অস্বাভাবিক মনে করলে, উহা (ক) কোন্ কোন্ পন্থা; (খ) কোন্ কোন্ কোম্পানী; (গ) কোন্ কোন্ সংশ্লিষ্ট সংস্থা দায়ী? এবং কিভাবে? তা ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করেন। ভবিষ্যতে করণীয় বিষয় যথা: আইন, বিধি-বিধান এর সংশোধন এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর কাঠামোগত পরিবর্তন/পরিবর্ধন অথবা পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিষয়ে সকলকে মতামত দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি মার্চেন্ট ব্যাংকসমূহকে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী বলে অবহিত করেন। সভাপতির আহ্বানের পর উপস্থিত সকলে নিজ নিজ পরিচয় দিয়ে নিম্নরূপ মতামত দেনঃ-

১। আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজম্যান্ট লিঃ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুর রউফ বলেন, বর্তমানে ৩৬ টি মার্চেন্ট ব্যাংক আছে, তার মধ্যে ৩১ টি কাজ করছে। তিনি আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজম্যান্ট লিঃ এর মার্চেন্ট ব্যাংকিং এর কাজের বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজম্যান্ট লিঃ সাতটি অমনিবাস একাউন্টের মাধ্যমে ৭ টি শাখার প্রায় ৩০,০০০ গ্রাহকের হিসাব পরিচালনা করে থাকেন। পুঁজিবাজারে মার্চেন্ট ব্যাংকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করেন, পুঁজিবাজারের সাম্প্রতিক দর পতন খুব দ্রুত হয়েছে। এতে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা আস্থা হারিয়ে ভীত হয়ে শেয়ার বিক্রি করে দিচ্ছে। মার্চেন্ট ব্যাংকাররা ইস্যু ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করে নতুন ইস্যু এনে যোগান বাড়ানোর চেষ্টা করছে।

২। সোনালী ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. মোঃ ওয়ালিয়র রহমান বলেন, খুব দ্রুত পুঁজিবাজারের অস্বাভাবিক ব্যাপক দরপতন হয়েছে। তিনি বলেন, এই মূহুর্তে নতুন ইনভেষ্টমেন্টের জন্য বা পুঁজিবাজার স্থিতিশীল করার জন্য অর্থ প্রবাহ বাড়াতে হবে।

৩। জনতা ক্যাপিটাল এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর মিয়া বলেন, কোন দেশের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন (বাজার মূলধন) সে দেশের জিডিপি'র ১০০% এরও বেশী হতে পারে। গত বছরগুলোতে আমাদের দেশে বাজার মূলধনের প্রবৃদ্ধি ভাল ছিল। ব্রোকারি হাউজগুলোর জেলা পর্যায়ে শাখা খোলা এবং মিডিয়ার কল্যাণে পুঁজিবাজারের তথ্য দোরগোড়ায় পৌঁছে যাওয়ায় প্রতিনিয়ত নতুন বিনিয়োগকারী বাজারে সম্পৃক্ত হওয়ায় চাহিদা বেড়ে বাজার অতিমূল্যায়িত হয়েছিল। পুঁজিবাজারের অস্বাভাবিক উত্থান-পতনের জন্য তিনি নিম্নোক্ত ৩টি কারণ উল্লেখ করেনঃ

- চাহিদা-যোগান: চাহিদার সাথে যোগানের সামঞ্জস্যতা ছিল না। চাহিদা বেশী থাকায় মূল্য অতিরিক্ত বেশী হয়েছিল। পরে তা অস্বাভাবিক পতনে রূপ নিয়েছে।
- সুপারভাইজরি দুর্বলতা: সুপারভাইজরি ক্ষমতা দূর্বল ছিল। বাজার যে হারে বেড়েছে বা বাজার বৃদ্ধির গতির সাথে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর সুপারভিশন যথেষ্ট ছিল না। জনবলের অভাব ছিল।
- একাউন্টিং ডিসক্লোজার: একাউন্টিং ডিসক্লোজার পর্যাপ্ত ছিল না। এটা চার্টাড একাউন্ট্যান্টসদের কারণে হয়েছে।

৪। আইডিএলসি বাংলাদেশ লিঃ এর মার্চেন্ট ব্যাংকিং শাখার প্রধান জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান লিখিত বক্তব্য তদন্ত কমিটির নিকট উপস্থাপন করেন। লিখিত বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য অংশ তিনি উদ্ধৃত করেন।

তিনি বুক বিল্ডিং পদ্ধতিকে পূনরুজ্জীবিত করার সুপারিশ করেন । অন্যান্যের মধ্যে, ইনডিকেটিভ প্রাইস নির্ধারণে প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট এর অংশ গ্রহণ বাড়ানো, ইলিজিবল ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টরদের বিনিয়োগের উপর লক-ইন এর সময় বাড়ানো, প্রাইস ডিসকভারিতে ইলিজিবল ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টরস এর বিডিং প্রাইস এর সাথে বিডিং পরিমান উল্লেখ করার কথা বলেন। ফিক্সড প্রাইস এবং বুক বিল্ডিং উভয় পদ্ধতিতে গত এক বছরে যে প্রাইসে ক্যাপিটাল বৃদ্ধি হয়েছিল তার চেয়ে বেশী প্রাইস গ্রহণ না করার সুপারিশ করেন।

আইপিওর ফিক্সড প্রাইস পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন, পাবলিক ইস্যু রুলস এ ভ্যালুয়েশন সূত্র ব্যাখ্যা করা হয়নি। এনএভি পদ্ধতিতে ভ্যালুয়েশন করে কোম্পানী তার শেয়ার বিক্রি করতে চাইবে না। রিকগনাইজড ভ্যালুয়েশনের সূত্র সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন পাবলিক ইস্যু রুলস এ অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর উচিত ভ্যালুয়েশন এবং প্রাইস ডিসকভারি পদ্ধতি রিভিউ করা।

এছাড়া তিনি নিম্নোক্ত সুপারিশ করেনঃ-

- মানসম্মত হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিয়ন্ত্রণসংস্থার নিকট চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টসদের জবাবদিহিতা থাকা, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের দক্ষ জনবল নিয়োগ এবং প্রয়োজন হলে কনসালটেন্ট নিয়োগের সুবিধা থাকা, মার্কেট পার্টিসিপেন্টদের সাথে পরামর্শ করে বিধি বিধান পরিবর্তন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক মৌখিকভাবে বিক্রয় অথবা ক্রয় সংক্রান্ত নির্দেশনা না দেয়া এবং ইনডেক্স কমা বা বাড়ার সাথে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন সম্পৃক্ত না হয়ে ফেয়ার ট্রেডিং নিশ্চিত করা, মার্চেন্ট ব্যাংকারদের প্রফেশনাল এডভাইজরি সার্ভিস প্রদানের সুবিধা দেয়া এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর ওয়েব সাইট প্রতি ২৪ ঘন্টায় আপডেট করার সুপারিশ করেন।

৫। এবি ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আর, ওয়াই শমশের বলেন, ১০০ টাকার শেয়ার ১০ টাকায় বিভক্ত করে শেয়ারের দাম বাড়ানো হয়েছে। এতে করে কোম্পানীর মৌলভিত্তিতে বা আর্থিক উন্নতি হয়নি। শেয়ার বিভক্ত করার কারণে পুঁজিবাজার অতিমূল্যায়িত হয়েছে। অনেকে না জেনে শেয়ার বাজারে এসেছে। ২০০৭ সালের আগে লেনদেন খুবই কম ছিল। ২০১০ সালে এসে লেনদেন অনেক বেড়েছে। বাজার অতিমূল্যায়িত হওয়ার কারণে মূল্য সংশোধন অনিবার্য ছিল। তবে এই মূল্য সংশোধন ধীরে ধীরে হলে ভাল হত। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন ঘন ঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন/আইন সংশোধন করেছে। মূলতঃ লোন মার্জিন রেশিও খুব ঘন ঘন পরিবর্তন হয়েছে।

তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয়ের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অবশ্যই সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন মার্জিন রুল দেখবে। তিনি বলেন, এক সময় সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন পি/ই রেশিও বেঁধে দিয়েছিল। প্রথমে ৭৫ পি/ই রেশিও এর শেয়ার মার্জিনেবল সিকিউরিটিজ হিসাবে গণ্য হত। পরে পি/ই রেশিও ৪০ করা হয়। এতে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ধারণা হয়েছিল ৪০ পি/ই রেশিও শেয়ার কিনতে এসইসি'র সমর্থন রয়েছে, এতে ভুল বোঝার অবকাশ থাকে। মার্চেন্ট ব্যাংক discretionary এবং non-discretionary client's account এ portfolio maintain করে। Non-discretionary account হল ক্লায়েন্টের discretion মতে portfolio maintain করা। এতে করে ক্লায়েন্ট তার ইচ্ছায় শেয়ার কেনে বা বিক্রি করে থাকে। এ ক্ষেত্রে মার্চেন্ট ব্যাংকের করার কিছু থাকে না। মার্চেন্ট ব্যাংক শেয়ার বিক্রি করে শেয়ারের মূল্য ফেলে দিয়েছে কথাটি সত্য নয়। মার্জিন লোন দেয়া বা না দেয়া এবং মার্জিন রেশিও নির্ধারণ সম্পূর্ন মার্চেন্ট ব্যাংকের এখতিয়ারে থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

৬। বাংলাদেশ মিউচ্যুয়াল সিকিউরিটিজ লিঃ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব গোলাম সারোয়ার ভূইয়া বলেন বেশীর ভাগ মার্চেন্ট ব্যাংক হল ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি কোম্পানী। সাবসিডিয়ারি কোম্পানীতে রূপান্তরের পূর্বে তাদের অর্থাৎ ব্যাংক কোম্পানীর নিজের ইনভেষ্টমেন্ট ছিল। দেশে শিল্পায়নের অভাবে শিল্প খাতের ব্যাংক ঋণ পুঁজিবাজারে এসেছিল। ব্যাংকের নিজস্ব বিনিয়োগ এবং ব্যাংক ঋণ পুঁজিবাজারে এসে বাজারকে অতিমূল্যায়িত করেছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী ডিসেম্বর এর মধ্যে ব্যাংকগুলো তাদের নিজস্ব বিনিয়োগ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিয়ে আসে এবং মুনাফা গ্রহণ করায় বাজারের ব্যাপক দরপতন হয়েছে। জানুয়ারিতে আর ব্যাংকগুলো নতুন বিনিয়োগ করেনি। মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোর মূলধন কম। তারা কম ঋণ দিয়েছিল। তাই, মার্চেন্ট ব্যাংক এই ব্যাপক দরপতনে দায়ী নয়। মুদ্রাবাজারের টাকা গত বছর পুঁজিবাজারে ছিল কিন্তু এ বছর নেই।

৭। এল্যায়েন্স ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ এর ব্যবাস্থাপনা পরিচালক জনাব তপন কৃষ্ণ পোদ্দার বলেন, চাহিদা-যোগানের অসমতার কারণে শেয়ারের অতিমূল্যায়ন হয়েছিল। পূর্বে চাহিদা বেশী থাকায় এবং যোগান কম থাকায় শেয়ারের মুল্য বেশী ছিল। তখন খারাপ শেয়ারের মূল্য বেড়েছিল।

৮। এএএ কনসালটেন্টস এবং ফিন্যান্সিয়াল এডভাইজরস লিঃ এর পরিচালক জনাব মোহাম্মদ এ, হাফিজ বলেন পুঁজিবাজারের ব্যাপক দর-পতনের প্রধান কারণ হল বিনিয়োগকারীদের আস্থার ঘাটতি। ২০১০ সালে ব্রোকার হাউজগুলো দেশের বিভিন্ন জেলায় শাখা খুলে শেয়ারের বাড়তি চাহিদা সৃষ্টি করে। তখন বিনিয়োগকারীরা ব্রেকফাষ্ট মানি এবং মানি মার্কেট এর মানি শেয়ারবাজারে নিয়ে এসেছিল। ফলে শেয়ারবাজারের ব্যাপক উত্থান হয়েছিল। শেয়ারের মূল্য অতিমূল্যায়িত হয়েছিল। ২০১০ সালের শেষের দিকে এসে

তারল্য সংকট এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার ঘাটতির কারণে বাজারের এই বড় ধরনের দরপতন হয়েছে। মিডিয়াতে সরকারের উচ্চ মহলের বিবৃতিও অনেক সময় আস্থার সংকট তৈরী করে থাকতে পারে। একাউন্টিং ডিসক্লোজার পর্যাপ্ত থাকা, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের লোকবল বাড়ানো এবং অডিটরদের জবাবদিহিতা বাড়ানোর জন্য সুপারিশ করেন তিনি।

৯। প্রাইম ফিন্যান্স ক্যাপিটাল ম্যানেজম্যান্ট লিঃ এর মার্চেন্ট ব্যাংকিং শাখার প্রধান জনাব মোঃ রেজাউল হক বলেন, মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো সাবসিডিয়ারি কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয়ে মূলধন কমে যাওয়ায় মার্চেন্ট ব্যাংকের ঋনদান ক্ষমতা কমে গেছে। কাজেই মার্চেন্ট ব্যাংক বর্তমানে পুঁজিবাজারে আশানুরূপ সহায়তা দিতে পারছে না।

১০। বেনকো ট্রান্স ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ লিঃ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব কাজী সাইফুর রহমান বলেন, ব্যাংক থেকে বর্তমানে মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো ঋণ পাচ্ছে না, কারণ ব্যাংক ঋণের জন্য collateral security প্রয়োজন। এ কারণে মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো মার্জিন লোন দিতে পারছে না। লিজিং কোম্পানীগুলো ব্যাংকের মত ডিপোজিট সংগ্রহ করতে পারে কিন্তু মার্চেন্ট ব্যাংকের এ সুবিধা নেই।

১১। আইআইডিএফসি ক্যাপিটাল লিঃ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন বলেন, পেশাদার প্রতিষ্ঠান হিসেবে মার্চেন্ট ব্যাংকের ইনভেষ্টমেন্ট এডভাইজর হিসেবে দায়িত্ব পালন করা উচিৎ। কিন্তু সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন করে মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোকে ইনভেষ্টমেন্ট এডভাইজরী কার্যক্রম থেকে বিরত রাখছে। তিনি বলেন, যেহেতু সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কোন ফান্ড মার্চেন্ট ব্যাংককে দিতে পারেনা সেহেতু মার্চেন্ট ব্যাংকের রেগুলেটর সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর পরিবর্তে বাংলাদেশ ব্যাংক হলে ভাল হয়।

১২। জনৈক অংশগ্রহণকারী সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, স্টক এক্সচেঞ্জ এবং পুঁজিবাজারের অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে বলে মন্তব্য করেন। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর এডভাইজরি কমিটি/কাউন্সিল এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক এই সমন্বয় করা সম্ভব। এই এডভাইজরি কমিটি/কাউন্সিলে সকল পক্ষেরই অংশগ্রহণ থাকতে হবে। যাতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ও থাকবে। তাদের প্রত্যেকের ভূমিকা, দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত বলে সভায় মন্তব্য করা হয়।

১৩। আইআইডিএফসি ক্যাপিটাল লিঃ এর পোর্টফোলিও ম্যানেজার জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম চৌধুরী নিম্নোক্ত বিষয়ে তার পর্যবেক্ষণ দেন:-

- পুঁজিবাজারের অস্বাভাবিক উত্থান হয়েছিল। এখন শুধু পতন হচ্ছে; প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে বেশী প্রিমিয়ামে বাজার থেকে পুঁজি চলে গেছে। এই প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে শেয়ার ইস্যু বন্ধ করা যেতে পারে। তবে শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদেরকে প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে শেয়ার ইস্যু করা যেতে পারে। ইস্যু ম্যানেজারদেরকে কোম্পানীকে প্রিমিয়াম পাইয়ে দেয়ার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। অনেক কোম্পানীকে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর যোগসাজশে বেশী প্রিমিয়াম দেয়া হয়েছে এবং আইপিও'র শেয়ার প্রাইসিং এর ক্ষেত্রে পি/ই কোনক্রমেই ১৫ অতিক্রম না করার সুপারিশ করেন বা শেয়ার প্রাইসিং এর ক্ষেত্রে পি/ই এর বিকল্প চিন্তা করার সুপারিশ করেন তিনি।

১৪। প্রাইম ব্যাংক ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকারস্ এসোসিয়েশন এর সভাপতি শেখ মোঃ মর্তুজা আহমেদ বলেন-

- মার্চেন্ট ব্যাংক এসেছে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী হিসেবে। ২০০৭ সালের পর থেকে পুঁজিবাজার ধীরে ধীরে বড় হয়েছে। ২০০৭ সালের পর থেকে অনেক অর্থ শেয়ারাবাজারে এসেছে। এতে শেয়ারের মূল্য বেড়েছে। ২০১০ সালে শেয়ারবাজারের ব্যাপক উত্থান হয়েছিল।
- মার্চেন্ট ব্যাংক পোর্টফোলিও ম্যানেজার হিসেবে কাজ করে কিন্তু ব্রোকারের কাজ করতে পারেনা। বেশী করে ইনভেষ্টমেন্ট করার জন্য মার্চেন্ট ব্যাংকের কাছে আসে গ্রাহকেরা। মার্চেন্ট ব্যাংক অমনিবাস একাউন্ট এর মাধ্যমে পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা করে থাকে।
- মার্জিন রুল এর মাধ্যমে বাজারের তারল্য নিয়ন্ত্রন করে থাকে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন। মার্চেন্ট ব্যাংক ২০১০ সালে সবচেয়ে কম অনুপাতে ঋণ দিয়েছে। তবুও শেয়ারের মূল্য বেড়েছে।
- পত্রিকা থেকে জানা গেছে যে, মুদ্রাবাজারের অর্থ পুঁজিবাজারে এসেছে। কিন্তু, ব্যাংকগুলো ডিসেম্বর ২০১০ এর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে রিপোর্টিং এর উদ্দেশ্যে এবং মুনাফা গ্রহণ করে ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে মানি মার্কেটে অর্থ সরিয়ে নিয়েছে। এতে করে বাজারের পতন হয়েছে। সাথে সাথে বিনিয়োগকারীদের আস্থায় ভাটা পড়ায় পুঁজিবাজারে ব্যাপক দরপতন হয়েছে।

- বর্তমানে মার্জিন লোন রেশিও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে তবুও শেয়ারের মূল্য বাড়েনি। এতে বিনিয়োগকারীদের আস্থার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।
- টেলিভিশন এবং দৈনিক পত্রিকার খবর বা বিবৃতি ইত্যাদি দেখে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ভীত হয়ে শেয়ার বিক্রি করে। মার্চেন্ট ব্যাংক খবর বা গুজবে শেয়ার বিক্রি করে না। সাধারণ বিনিয়োগকারীদের শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব রয়েছে। তাদের এ বিষয়ে সচেতন করার প্রয়োজন রয়েছে।

তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যানের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন ইনভেস্টর এডুকেশন প্রোগাম করতে পারে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মিউচ্যুয়াল ফান্ড এ বিনিয়োগ করার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, দৈনিক সর্বমোট লেনদেনের মাত্র ২১% লেনদেন করে মার্চেন্ট ব্যাংক। মোট বাজার মূলধনের মাত্র ৩.৮০% পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা করে মার্চেন্ট ব্যাংক। ১৪ টি মার্চেন্ট ব্যাংক সাবিসিডিয়ারি কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং ১৩ টি সাবসিডিয়ারি কোম্পানীতে রূপান্তর হওয়ার অপেক্ষায় আছে। তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যানের অপর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ইনভেষ্টমেন্ট এডভাইজরি বোর্ড সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক সার্টিফাইড হওয়া উচিত এবং মার্চেন্ট ব্যাংকের অবশ্যই ইনভেষ্টমেন্ট এডভাইজরি করা উচিত। তিনি সভায় অবহিত করেন যে, মার্চেন্ট ব্যাংকের নিকট থেকে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন মার্জিন ঋণ সংক্রান্ত গাইডলাইন চেয়েছে। মার্জিন লোন দেয়া বা না দেয়ার বিষয়টি মার্চেন্ট ব্যাংকের নিজস্ব এখতিয়ার এবং বিষয়টি পরিস্কার।

তিনি পুঁজিবাজারকে স্থিতিশীল করার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ করেনঃ-

(ক) বাজার মধ্যস্ততাকারীদের মূলধন বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
(খ) আইপিও প্রাইসিং এর জন্য বুক বিল্ডিং পদ্ধতি ভাল একটা ব্যবস্থা। ইনডিকেটিভ প্রাইস নির্ধারণে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেন। কেননা ইনডেকেটিভ প্রাইস বেশী হলে আইপিও প্রাইস বেশী হবে।
(গ) এ ক্ষেত্রে লক-ইন সময় বাড়ানোর প্রস্তাব করেন তিনি।
(ঘ) পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট দক্ষ জনবল বৃদ্ধি করার পরামর্শ দেন তিনি।

তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান সভা শেষ করার পূর্বে বলেন, সুপারিশ থাকবে কিন্তু জনগণ জানতে চায় পুঁজিবাজারের এই ব্যাপক উত্থান-পতন কারা ঘটিয়েছে এবং জনগণ তাদের চিনতে চায়। প্রতীকি কিছু না করতে পারলে তদন্ত কমিটির উপর জনগণ আস্থা হারাবে। আপনারা কেউ যদি সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে চান তাহলে আমাদের ফ্যাক্স এবং ই-মেইল এ তথ্য পাঠাতে পারেন। কেউনা-কেউ ঘটনা ঘটিয়েছে। তাদের চিহ্নিত করতে হবে। জনগণের স্বার্থে আপনারা তথ্য দিতে পারেন এই আহ্বান রেখে এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ
চেয়ারম্যান
তদন্ত কমিটি

পরিশিষ্ট-ক(৪)

পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটি- ২০১১

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের সাথে তদন্ত কমিটির মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণীঃ

তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান- জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এর সভাপতিত্বে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের সাথে এক মতবিনিময় সভা ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ রোজ- মঙ্গলবার, বিকাল- ৪.০০ টায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে তিনি সকলকে স্বাগত জানান। তদন্ত কমিটির সদস্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে তিনি তদন্তের বিষয় (TOR) সবাইকে অবহিত করে সভার কাজ আরম্ভ করেন। তদন্ত কমিটির সদস্য- ড: তৌফিক আহমেদ চৌধুরী সভায় উপস্থিত ছিলেন । অপর সদস্য জনাব মোহাম্মদ আব্দুল বারী, এফসিএ অসুস্থতার কারণে সিঙ্গাপুরে রয়েছেন।

সভায় উপস্থিত সকলকে একটি questionnaire দেয়া হয়। সভাপতি আশা প্রকাশ করেন যে, উপস্থিত সবাই তার উত্তর দেবেন। পুঁজিবাজারে শেয়ারের মূল্যের যে বড় রকম উত্থান পতন ঘটেছে তা অস্বাভাবিক মনে করলে; উহা (ক) কোন্ কোন্ পন্থা; (খ) কোন্ কোন্ কোম্পানী (গ) কোন্ কোন্ সংশ্লিষ্ট সংস্থা দায়ী? এবং কিভাবে? তা ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করেন। ভবিষ্যতে করণীয় বিষয় যথা: আইন, বিধি-বিধান এর সংশোধন এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন ও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর কাঠামোগত পরিবর্তন/পরিবর্ধন অথবা পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিষয়ে সকলকে মতামত দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতির আহ্বানের পর উপস্থিত সকলে নিজ নিজ পরিচয় দিয়ে নিম্নরূপ মতামত দেনঃ-

১। শুরুতেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদ এর সভাপতি, জনাব মোঃ শাকিল রিজভী, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের গঠন সম্পর্কে বলেন যে, ২৫ জন পরিচালক নিয়ে গঠিত পর্ষদের মধ্যে ১২ জন নির্বাচিত সদস্য, ১২ জন বিভিন্ন সেক্টর (সুশীল সমাজ) থেকে মনোনিত এবং অপরজন পদাধিকারবলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। এরপর তিনি পুঁজিবাজারে শেয়ারের দাম বাড়া/কমার নিম্নোক্ত কারণ উল্লেখ করেনঃ

ইতিপূর্বে ব্যাংকের সুদের হার (FDR, সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি) হ্রাস পাওয়ায় মুদ্রা বাজারের অর্থ পুঁজিবাজারে আসা, শিল্পঋণ নিয়ে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ, বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে সিমিলার স্টক এর মূল্য ভিন্নভাবে বৃদ্ধি করে গণপ্রস্তাব (আইপিও) এর মূল্য বৃদ্ধি, ১০০ টাকা ফেসভ্যালুর শেয়ারকে ১০ টাকায় বিভক্তিকরণ, রাইট ইস্যুতে বেশী প্রিমিয়াম ধার্য, সরকারী কোম্পানীর শেয়ার সঠিক সময়ে বাজারে না আসা ইত্যাদি কারণে পুঁজিবাজারে শেয়ারের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ব্যাংক ও ব্যাংক বর্হিভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থ তুলে নিয়ে তারল্য সংকটের সৃষ্টি করে। এফডিআর, সঞ্চয়পত্র ইত্যাদির সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় তারল্য সংকট, প্রিফারেন্স শেয়ার এবং ইক্যুইটিতে কনভার্টিবেল বন্ড ইস্যু করে অর্থ উত্তোলন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর আপত্তি সত্ত্বেও রিপিট পাবলিক অফারিং এবং সরাসরি তালিকাভূক্তির মাধ্যমে পুঁজিবাজার থেকে মূলধন উত্তোলন এর কারণে বাজারে তারল্য সংকটের সৃষ্টি হয়। ফলে পুঁজিবাজারে দরপতন হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তদন্ত কমিটির সভাপতির এতদ্সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ গোল্ডেন সন লিঃ এর রিপিট পাবলিক অফারিং এবং বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ এর প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের বিষয় সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনকে অনুমোদন না দেয়ার অনুরোধ করেছিল।

তিনি বলেন, প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে প্রায় ১৪০০ কোটি টাকা কোম্পানীর মূলধন উত্তোলন হয়েছে। এছাড়াও, বুক বিল্ডিং এর মাধ্যমে প্রাথমিক গণপ্রস্তাবে মূলধনের উত্তোলনের অপেক্ষায় (যা এখনও অনুমোদিত হয় নাই) রয়েছে এমন কিছু কোম্পানী প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে প্রায় ৪/৫ হাজার কোটি টাকার মূলধন উত্তোলন করেছে। বিনিয়োগকৃত উক্ত অর্থ ফেরত পাওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে। তিনি বলেন যে, নামসর্বস্ব বা হায় হায় কোম্পানী যেন প্রাথমিক গণপ্রস্তাবে না আসতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

জনাব মোঃ শাকিল রিজভী বলেন, পুঁজিবাজার বিশ্লেষক হিসেবে যারা মিডিয়াতে বাজার বিশ্লেষণ করেন তাদের যোগ্যতার বিষয়টি দেখতে হবে, কেননা তাদের অযাচিত বিশ্লেষণে বাজার প্রভাবিত হয়।

২। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালক জনাব শরীফ আতাউর রহমান, সরকারী শেয়ার বাজারে আনার তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, ভাল শেয়ারের অভাবে, মানুষকে নিষেধ করা সত্ত্বেও, খারাপ এবং অতিমূল্যায়িত শেয়ার, যেমন ইন্স্যুরেন্স, লিজিং সেক্টর এর শেয়ার কেনা বেচা করেন।

৩। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালক জনাব আব্দুল হাফিজ চৌধুরী, এফসিএ বলেন মডার্ন হ্যাচারী লিঃ এর আর্থিক প্রতিবেদন যথাযথ না হওয়ায় ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর বোর্ড উহার লিস্টিং দেয়নি/স্থগিত রেখেছে। কিন্তু, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এ বিষয়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ কে লিস্টিং না দেয়া/স্থগিত রাখার জন্য কারণ জানতে চেয়েছেন। এখনও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ হ্যাঁ বোধক recommendation না দেয়াতে উক্ত কোম্পানীর লিস্টিং হয়নি। তিনি বলেন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরামর্শ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনকে গ্রহণ করতে হবে।

ব্যাংকগুলো পুঁজিবাজারে গত বছর অতিরিক্ত বিনিয়োগ করেছিল। বছরের শেষ দিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বিনিয়োগের অর্থ পুঁজিবাজার থেকে উত্তলোন করতে বলায় বা বিনিয়োগকে নির্ধারিত সীমার মধ্যে আনার জন্য চাপ দেয়ায় তারল্য সংকট হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক যথাসময়ে ব্যাংকের বিনিয়োগ পর্যবেক্ষণ করলে এবং সর্ব সমক্ষে না বলে পৃথকভাবে ব্যাংককে বললে পুঁজিবাজারে এ অবস্থা বা ভীতির সৃষ্টি হত না।

সার্ভেইল্যান্স বিভাগে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের জনবলের ঘাটতি এবং প্রশিক্ষনের অভাব রয়েছে বলে এডিবি কনসালটেন্ট এর সুপারিশের উপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, জনবল বাড়িয়ে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের সার্ভেইল্যান্সকে শক্তিশালী করতে হবে। সরকারী বেতনে যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মকর্তা আসবে না বলে তিনি বেতন বৃদ্ধি এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেন।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইনস কোম্পানীসমূহকে অনুসরণ করা এবং কোম্পানীর স্বতন্ত্র পরিচালক এর যোগ্যতা এবং দায়িত্ব বৃদ্ধির সুপারিশ করেন।

৪। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালক জনাব এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম বলেন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯ এর সেকশন ২ সিসি তে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনকে, সকল আইনকে supersede করে, অতিরিক্ত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি মাসেই প্রায় ২,৫০,০০০ নতুন বিও একাউন্ট হয়েছে বলে, অন্যান্যদের সাথে দ্বিমত পোষণ করে, তিনি মনে করেন, এখনও বিনিয়োগকারীদের আস্থায় ভাটা পড়েনি। এবার কোম্পানীগুলোর আর্লি ডিক্লারেশন আসছে। এটা ভালো।

৫। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালক বেগম লাইনুন নাহার একরাম, জনাব এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম এর সাথে একমত পোষণ করে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯ এর সেকশন ২ সিসি তে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেন।

৬। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালক জনাব এ,এস,এফ, রহমান, বলেন, মানি সাপ্লাই (ব্রড মানি) বেশী হওয়া এবং সিআরআর কম থাকায় শেয়ারের মূল্য বেড়েছিল। বাংলাদেশ ব্যাংক বর্তমানে মানি সাপ্লাই কমিয়ে সিআরআর বাড়িয়েছে ফলে শেয়ারের দরপতন হয়েছে।

৭। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক ও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালক জনাব মোঃ আবুল কাশেম বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের মধ্যে ছয় মাসে অন্তত: একবার অর্থবাজার ও পুঁজিবাজার বিষয়ে আলোচনায় বসা উচিত। তিনি জানান ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর আওতায় ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আনার কথা আগেই বলেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। আর সিআরআর বাড়ানো হয়েছে অক্টোবর ২০১০ এ। তিনি শেয়ার বাজার সম্পর্কে বলেন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালক বা তাদের পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে শেয়ার বাজারে লেনদেন হয়ে থাকলে তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ কে demutualization করা যেতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

৮। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালক ও সাবেক সভাপতি জনাব আহমেদ ইকবাল হাসান বলেন, বাজারের উত্থান-পতন অস্বাভাবিক ছিল। সার্ভেইল্যান্স দূর্বল ছিল। স্বচ্ছতা/সততা ছিল না। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন ঘন ঘন সিদ্ধান্ত পাল্টিয়েছে এবং আইনের সংশোধন করেছে। এই সিদ্ধান্ত/আইন পরিবর্তনের কারণে কেউ লাভবান হয়েছে এবং কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক ঘন ঘন লোন এবং মার্জিন রেশিও পরিবর্তনের কারণে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। প্রাথমিক গণপ্রস্তাব অনুমোদনের সময় এসইসি ডিসক্লোসার বেসিসে প্রাইসিং নির্ধারণের কথা বললেও লিস্টিং হওয়ার পরে ফান্ডামেন্টাল দেখে শেয়ার কিনতে পরামর্শ দেয়। আইপিওতে ফান্ডামেন্টাল না দেখে মূল্য নির্ধারণের অভিযোগ করেন তিনি। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর কর্মকর্তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের প্রতি শোভন নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। সরাসরি তালিকাভূক্তির বিষয়ে সমালোচনা করে তিনি বলেন, যে সমস্ত কোম্পানী সরাসরি তালিকাভূক্তি এবং বুক বিল্ডিং এর মাধ্যমে লিস্টিং

হয়েছে তাদের শেয়ারহোল্ডিং পজিশন এবং শেয়ারহোল্ডারদের গত দুই মাসের শেয়ার ট্রেডিং (ক্রয়/বিক্রয়) ও অমনিবাস একাউন্ট এর সকল ট্রেড দেখার জন্য এবং এমনকি অমনিবাস একাউন্ট বন্ধ করার জন্য পরামর্শ দেন তিনি। তিনি আরো প্রস্তাব করেন-

- যোগান বাড়ানোর জন্য ইস্যুর সাইজ বৃদ্ধি;
- ইন্ডিকেটিভ প্রাইস বিডারদের তথ্য নেয়া;
- বুক বিল্ডিং এর প্রাইসিং যথাযথ হচ্ছেনা বলে বুক বিল্ডিং পদ্ধতি বন্ধ করা এবং ইস্যু ম্যানেজারদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা;
- প্রাইভেট প্লেসমেন্ট খেলোয়ারদের চিহ্নিত করা, শেয়ারবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের কথা ভেবে অমনিবাস একাউন্ট এ লেনদেনকারী, বুক বিল্ডিং এর সাথে জড়িত ব্যক্তি এবং প্রাইভেট প্লেসমেন্ট শেয়ারহোল্ডারদের তালিকা নেয়া এবং তা খতিয়ে দেখা; এবং
- ব্যাংকগুলো তাদের মূল ব্যবসা ছেড়ে শেয়ারবাজারে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগের বিষয়টি খতিয়ে দেখার পরমর্শ দেন তিনি। এছাড়াও, তিনি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালকদের (পরিবারের সদস্যদের সহ) বিও একাউন্ট এবং সরকারী কর্মকর্তাদের শেয়ারবাজারে ট্রেড করার বিষয়টি খতিয়ে দেখার পরমর্শ দেন।

৯। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালক ও সাবেক সভাপতি জনাব মোঃ রকিবুর রহমান বলেন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ সরাসরি তালিকাভূক্তি বন্ধ করতে চেয়েছিল। পৃথিবীর কোন দেশে এই সরাসরি তালিকাভূক্তি পদ্ধতি নেই। এরপরও নাভানা সিএনজি সরাসরি তালিকাভূক্ত হয়ে পুঁজিবাজার থেকে টাকা উত্তোলন করেছে।

তিনি বলেন, ১৯৯৬ এর তদন্ত রিপোর্টে নির্দোষ কারো কারো নাম থাকতে পারে। তিনি জনাব আহমেদ ইকবাল হাসান এর সাথে একমত পোষণ করে বলেন, পরিচালকদের এবং প্লেসমেন্ট হোল্ডারদের তালিকা নিয়ে খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

তিনি বলেন, আমরা কেউ না কেউ ব্রোকার আবার ডিলার। এছাড়া, ইস্যুয়ার কোম্পানী ও অন্যরা রয়েছে। ২০০৮, ২০০৯ এবং ২০১০ সালে সবাই বিনিয়োগ করেছে। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর এর পরে ব্যাংকগুলো শেয়ার বিক্রি করে মুনাফা তুলে নিয়েছে। কিন্তু, জানুয়ারি ২০১১ তে আর বিনিয়োগ করেনি। অনেক বিনিয়োগকারী বাজারে এসেছে। কিন্তু শেয়ারের যোগান বাড়েনি। ইস্যুয়ার কোম্পানী এবং পরিচালকরা, সরাসরি তালিকাভূক্তি, বুক বিল্ডিং পদ্ধতি, রিপিট পাবলিক অফারিং, প্রিফারেন্স শেয়ার এবং শেয়ার প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে অনেক টাকা উত্তোলন করেছে। প্রিফারেন্স শেয়ার ইস্যু হয়েছে ১২০০ কোটি টাকা, ২০০০ কোটি টাকার সরাসরি তালিকাভূক্তি এবং এছাড়াও মিচ্যুয়াল ফান্ড ও প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে মোট ১৪০০০ কোটি টাকা বাজার থেকে উত্তোলন করা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলেন, এবি ব্যাংক লিঃ এর ২০০৫ সালে পেইড আপ ক্যাপিটাল ছিল মাত্র ৩৫ কোটি টাকা। এখন ২০০৯ সালে তা ৩৩৫ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। আর এটা হয়েছে বোনাস শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে। বোনাস শেয়ার যেহেতু লক-ইন থাকে না তাই পরিচালকরা উহা বিক্রি করে দিতে পারে।

হোটেল শেরাটনে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর সভাপতিদ্বয় এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এই অতিমূল্যায়িত শেয়ারবাজারে আসতে বিনিয়োগকারীদের নিষেধ করেছিলেন। এ উদাহরণও তিনি দেন। তিনি বলেন সরকারের নির্দেশ সত্ত্বেও সরকারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার এখনও শেয়ারবাজারে আসেনি। দেখা যায় যে, বাজার বাড়লে কেউ শেয়ার বিক্রি করেনা। আবার বাজার কমলে সবাই শেয়ার বিক্রি করে দেয়। খতিয়ে দেখা দরকার কারা এ সময়ে বেশী বিক্রয় চাপ দিয়েছিল।
আর্থিক প্রতিবেদন নিরীক্ষা করে অডিটর। শেয়ার প্রাইসিং এর ক্ষেত্রে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর চেয়ে চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস, ইস্যু ম্যানেজার এবং ইস্যুয়ার কোম্পানী বেশী দায়ী। এদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

তিনি বলেন, কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইনস এ স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগের বিষয় রয়েছে। কিন্তু, এই স্বতন্ত্র পরিচালকরা নিরপেক্ষ নন। কোম্পানী তাদের মত করে এই স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ দিচ্ছেন। স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগের বিষয়টি সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনকে দেখার পরমর্শ দেন।

তিনি আরো বলেন, আমাদের পুঁজিবাজারে আর্থিক বিশ্লেষক না থাকায় সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কে আর্থিক বিশ্লেষক নিয়োগের অনুমতি দেয়া এবং ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল গঠনের সুপারিশ করেন। শেয়ার ব্যবসা গুজব ভিত্তিক না করে মৌল ভিত্তিক করার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রোগাম করা এবং এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানীগুলোর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তিনি স্ব-প্রনোদিত হয়ে তাদের সকলের (পরিবারের সদস্যদের সহ) শেয়ার ব্যবসায়ের তথ্য দিয়ে সহায়তা করার আশ্বাস দেন।

১০। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালক ও আইসিএবি'র সভাপতি ডঃ জামাল উদ্দিন আহমেদ, এফসিএ, বলেন কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ মোতাবেক কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদই কোম্পানীর আর্থিক হিসাব বিবরণী পাশ করার জন্য দায়ী। এছাড়া, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টসদেরও দায়িত্ব রয়েছে। তিনি বলেন, ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল গঠনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি

কর্পোরেট গভর্নেন্স এর জন্য কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন পরিপালনের বিষয়টি সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কে তদারকি করার পরমর্শ দেন। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ আপত্তি দেয়ার পরও কারা আইপিও, আরপিও এর অনুমতি দিয়েছেন, বেশী প্রিমিয়ামে অনুমতি দিয়েছেন তাদের বিষয়ে তদন্ত করার পরামর্শ দেন।

এ ছাড়াও, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন উভয়েরই সার্ভেইল্যান্স আরো জোরদার করা এবং যেখানে স্বার্থের সংঘাত রয়েছে যেমন- সরকারী কর্মকর্তা, সামরিক কর্মকর্তা, ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তা সবার বিও একাউন্ট খতিয়ে দেখার পরামর্শ দেন।

১১। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালক ও সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব মোঃ হুমায়ূন কবির মনে করেন যারা মিউচ্যুয়াল ফান্ড ব্যবস্থাপনা করে তারা পেশাদার এবং দক্ষ। সব মিউচ্যুয়াল ফান্ড বাজারে আসলে শেয়ারবাজারের এই ব্যাপক দরপতন হত না। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী বৃদ্ধির পরামর্শ দেন।

১২। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম বলেন, কর্পোরেট গভর্নেন্স এ স্বতন্ত্র পরিচালক এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বিধায় স্বতন্ত্র পরিচালক এর যোগ্যতার বিষয়টি কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইড লাইনে অন্তর্ভূক্তির পরামর্শ দেন।
ইনসাইডার ট্রেডিং এর উল্লেখ করে তিনি বলেন, ডিভিডেন্ট ঘোষণার পূর্বেই (যে ডিভিডেন্ট ঘোষণা হবে তার উপর পূর্ব ধারণা থেকে) শেয়ার এর মূল্য বাড়তে থাকে এবং ডিভিডেন্ট ঘোষণার পরে মূল্য কমতে থাকে। কোম্পানীর পরিচালক ও কোম্পানী সচিবের দপ্তরের সবাই তথ্য পূর্ব থেকেই জানেন। তাই এদের এই ইনসাইডার ট্রেডিং বন্ধের ব্যবস্থা করতে হবে। কোম্পানীর স্পনসর/পরিচালক এবং কোম্পানী সচিবের দপ্তরের কর্মকর্তারা ইনসাইডার ইনফরমেশন কাজে লাগিয়ে ট্রেড করে সুবিধা নিচ্ছে। ব্যাংক ও মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর ক্ষেত্রে এটি বেশী পরিলক্ষিত হচ্ছে।

১৩। এফবিসিসিআই এর সভাপতি ও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালক জনাব এ,কে আজাদ বলেন, যারা বিক্ষোভ করছে তারা পুঁজি হারিয়েছেন। আর এর জন্য আমরা দায়ী। বিরোধীদলের এক নেতা বলেছেন খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য মত বিরোধীদলকে দায়ী করে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেবেন। তিনি বলেন, তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান- জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ নিরপেক্ষ লোক, রাজনীতি করেন না। তাঁর কিছু পাওয়া বা হারানোর ভয় নেই। প্রকৃত সত্য উদঘাটনের আশা করে তিনি কিছু সুপারিশমালা তুলে ধরেনঃ

- ম্যানিপুলেশন শুরুই হয় একাউন্টস অডিট থেকে। অডিটররা শাস্তি পাচ্ছেন না। কমিটির এ তদন্ত অডিটর থেকে শুরু করে একাউন্টস পুনরায় অডিটের ব্যবস্থা করা;
- সরাসরি তালিকাভূক্তির সুপারিশকারীদের তদন্ত করা;
- তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান- জনাব ইব্রাহিম খালেদকে জনসম্মুখে সাক্ষাতকার না দেয়ার অনুরোধ;
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর ঘন ঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন/সার্কুলার ইস্যুকারীদের বিষয়ে তদন্ত করা;
- ব্যাংকের ঋণ যে খাতে ব্যবহারের জন্য নেয়া হয়েছিল তা সে খাতে ব্যবহার না করে শেয়ারবাজারে নিয়ে আসার বিষয়টি খতিয়ে দেখা এবং সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তা খতিয়ে দেখা, বাজার থেকে অননুমোদিতভাবে ৫০০০ কোটি টাকার প্লেসমেন্ট শেয়ার বিক্রয়ে যে সকল বিনিয়োগকারী প্রতারিত হয়েছেন তাদের টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করা; এবং
- ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর আপত্তি সত্ত্বেও আইপিও, আরপিও, এবং সরাসরি তালিকাভূক্তির বিষয় খতিয়ে দেখা।

১৪। কমিটির চেয়ারম্যান সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন আমরা বিষয়সমূহ বিবেচনায় নেব। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর দিকে অনেকেই আঙ্গুল তুলেছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করে যাব। সিডিবিএল থেকে তথ্য নেয়া হবে। সিডিবিএল থেকে সব তথ্য না পাওয়া গেলেও কিছুতো বের করা যাবে। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে হবে। তবে তা তদন্ত বিষয়ে নয়। কথা না বললে ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। কেউ যদি সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে চান তা দিতে পারবেন । ফ্যাক্স ও ই-মেইল খোলা থাকবে। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কে শক্তিশালী করতে হবে।

সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৪/২/০৬

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ
চেয়ারম্যান
তদন্ত কমিটি

পরিশিষ্ট - খ (৫)

পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটি- ২০১১

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর সকল স্টক ব্রোকার/ডিলারগণের সাথে তদন্ত কমিটির মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণীঃ

তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এর সভাপতিত্বে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর সকল স্টক ব্রোকার/ডিলারগণের সাথে এক মতবিনিময় সভা ০৩ মার্চ ২০১১, বৃহস্পতিবার বিকাল- ৪.০০ টায় হোটেল পূর্বাণীর দিলকুশা হলে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি অবহিত করেন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদ এবং প্রাক্তন সভাপতি, মার্চেন্ট ব্যাংকারস এসোসিয়েশন, এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী, পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকবৃন্দ এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের সাথে ধারাবাহিক মতবিনিময় সভা করা হয়েছে। আপনাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে সভা করা হলেও আমরা আপনাদের সকলের সাথে তথা সকল ব্রোকার-ডিলারদের সাথে মতবিনিময়ের নিমিত্তে এ সভা করছি। তিনি আরো জানান, একই লক্ষ্যে আমরা চট্টগ্রাম যাচ্ছি এবং তাদের সাথে মতবিনিময় করতে চাই। আর এটা করতে চাই আমরা স্বচ্ছতার স্বার্থে। সব ভাল কাজ প্রকাশ্যে হয়। এখানে লুকানোর কোন বিষয় নেই। সকল কাজেরই সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে। আমরা সকলের কাছ থেকে সহযোগিতা পাচ্ছি এটা হল তদন্ত কাজের সুবিধা। এ কাজের অসুবিধাও আছে। বাজারে অনেকে গুজব ছড়াতে চেষ্টা করছে। তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যানের পদত্যাগ এবং তদন্তের সময় বাড়ানো সংক্রান্ত গুজব ছড়ানো হচ্ছে। তদন্তের সময় বাড়ানো হয়নি। তিনি বলেন, পৃথিবীর সবদেশেই পুঁজিবাজারে উত্থান-পতন হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্রোকারেজ হাউজ চলে যাওয়ায় অনেক ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী এ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছে এবং ব্যাপক দরপতনে অনেকেই পুঁজি হারিয়েছে। এ রকম পুঁজি হারানোর ঘটনা যেন কমে আসে বা উপশম হয় বা না হতে পারে সে সুপারিশ তদন্ত প্রতিবেদনে থাকবে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদের অনুরোধে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয় তদন্তের বিষয় (TOR) সভায় উদ্ধৃত করেন। এরপর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতিকে সভা পরিচালনা/সঞ্চালনের জন্য তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয় অনুরোধ করেন। সভাপতির আহ্বানের পর উপস্থিত সকলে নিজ নিজ পরিচয় দিয়ে নিম্নরূপ মতামত দেনঃ-

১। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি প্রথমে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয় এবং সদস্য মহোদয়গণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর সকল সদস্যকে সুনির্দিষ্ট করে তথ্য প্রদানের আহ্বান জানান। এরপর তিনি এক এক করে সদস্যদেরকে তাদের বক্তব্য প্রদানের জন্য আহ্বান করেন।

২। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ বক্তব্যের প্রথমেই তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয়ের যোগ্যতা এবং সততার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, কোন ঘটনা ঘটার পর তড়িঘড়ি করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি তদন্ত প্রতিবেদন দেন কিন্তু তা প্রকাশ করা হয় না। ১৯৯৬ সালের তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি এবং দায়ী ব্যক্তিরা শাস্তি পাননি। তিনি বলেন, তদন্তের বিষয় (TOR) ছাড়াও অনেক বিষয় দেখতে হবে। তিনি তদন্ত কমিটিকে নিম্নোক্ত সুপারিশ করেন:-

(ক) উত্থান-পতনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা;
(খ) কেন বা কোন দুর্বলতা বা ক্ষতের কারণে এ ঘটনা ঘটেছিল তা চিহ্নিত করা; এবং
(গ) দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির সুপারিশ করা।

এ প্রসঙ্গে, তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বলেন, তদন্ত প্রতিবেদন মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করা হবে। তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশের বিষয়টি সরকারের। আমরা সরকারকে অনুরোধ করব তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য।

৩। গ্লোব সিকিউরিটিজ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আজিজুর রহমান তার একজন গ্রাহকের তথ্য সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের বরাতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ কর্তৃক চাওয়ার সমালোচনা করেন। তিনি তার গ্রাহকের তিনটি সিকিউরিটিজ যথা: এশিয়া ইন্স্যুরেন্স, সিএমসি কামাল এবং সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স এর ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ-ক্ষতির হিসাব দিয়ে বলেন, যারা query দিয়েছে তারা তদন্তকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে চাচ্ছে। এত ছোট ঘটনা উৎঘাটন তদন্ত কমিটির বিষয় নয়। বড় বড় ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাব শাকিল রিজভী বলেন, এ ধরনের query সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের বা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর নিয়মিত তদন্তের অংশ। এটি জাতীয় তদন্তের বিষয় নয়।

জনাব আজিজুর রহমান বলেন, ৯ টি কোম্পানী বাজার থেকে ১২,০০০ কোটি টাকা তুলে নিয়েছে। আনন্দ শিপইয়ার্ড, জিএমজি এয়ারলাইন্স, পিএইচপি ও ওরিয়ন ফার্মা প্লেসমেন্টের মাধ্যমে বাজার থেকে টাকা তুলে নিয়েছে। ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ার কিসের ভিত্তিতে ১৪০ টাকায় বিক্রয় করা হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে সুপারিশ করেন তিনি।

৪। ই-সিকিউরিটিজ লিঃ এর চেয়ারম্যান জনাব এম. মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, ১.৪০ লক্ষ বিনিয়োগকারীর ৩৩ লক্ষ বি.ও একাউন্ট রয়েছে। ম্যাকসন্স স্পিনিং, গোল্ডেন সন, ফাইন ফুড, ফু-ওয়াং ফুডস ইত্যাদি কোম্পানী বোনাস ঘোষণা করে দাম বাড়িয়ে রাইট শেয়ার ইস্যু করে বাজার থেকে টাকা তুলে নিয়েছে। বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে এবং সরাসরি তালিকাভুক্তির মাধ্যমে অনেক কোম্পানী বেশী মূল্যে শেয়ার বিক্রয় করেছে। খুলনা পাওয়ার কোম্পানী বেশী মূল্যে সরাসরি তালিকাভুক্ত হয়েছিল। এখন খুলনা পাওয়ার কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য কমে ৩০% এ পৌছেছে। প্রায় ৪০ টি কোম্পানী প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে শেয়ার বিক্রি করে পুঁজি উত্তোলন করেছে। উক্ত কোম্পানীগুলো আইপিও তে না আসলে বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অডিটরদের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। এছাড়া সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন করেন তিনি। মার্চেন্ট ব্যাংক এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের discreation মতে বিনিয়োগের পরামর্শ দেন তিনি। মার্চেন্ট ব্যাংক এবং ব্রোকারেজ হাউজগুলোকে কম সুদে ফান্ড দেয়ার সুপারিশ করেন তিনি। তিনি মনে করেন, তারল্য সংকটের কারণে পুঁজিবাজারে দরপতন হয়েছে। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতির কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, মুদ্রানীতি হবে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে এবং পুঁজিবাজারের সাথে সমন্বিত করে। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএলআর এবং সিআরআর বাড়ানো সংক্রান্ত মুদ্রানীতির সমালোচনা করেন।

৫। রশিদ ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আহমদ রশিদ লালী বলেন, ২০০৯ সালে ১৮ টি কোম্পানী আইপিও এর মাধ্যমে ৯২৮২ কোটি টাকা এবং প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ৩৬৮ কোটি টাকা বাজার থেকে উত্তোলন করে। ২০১০ সালেও ১৮ টি কোম্পানী আইপিও এর মাধ্যমে ১০,৯৫৫ কোটি টাকা এবং প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ৮২৫.১৫ কোটি টাকা বাজার থেকে উত্তোলন করে। তিনি বলেন, ২০১০ সালের ডিসেম্বরে ৬ মিনিটের মধ্যে ডিএসই ইনডেক্স ৬০০ পয়েন্ট পড়ে যায়। মুদ্রাবাজার এবং পুঁজিবাজার নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত বাজার। মুদ্রাবাজার ঠিক না হলে পুঁজিবাজার ঠিক হবে না। বাংলাদেশ ব্যাংক সিআরআর বাড়িয়ে ২০৭০ কোটি টাকা বাজার থেকে তুলে নেয়। যেহেতু সিআরআর এর টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা থাকে এবং তা বাজারে প্রবেশ করেনা, ফলে মুদ্রাবাজার এবং পুঁজিবাজার এ তারল্য সংকট দেখা দেয়। তারল্য সংকটের কারণে ব্যাংকগুলো লেটার অব ক্রেডিট খুলতে পারছিল না। বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংকগুলোকে তাদের বিনিয়োগ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আনার নির্দেশনা দিয়ে ব্যাংকগুলোর বিক্রয় চাপ বাড়িয়েছিল। পুঁজিবাজার পতনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতিকে দায়ী করেন তিনি। তিনি মনে করেন, তারল্য সংকটই এই পতনের জন্য দায়ী। তিনি এরপর নিম্নোক্ত সুপারিশ করেনঃ-

(ক) তিনি বলেন, ব্রোকার হাউজ এবং অনুমোদিত প্রতিনিধিরা সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন থেকে লাইসেন্স নেয়। অনুমোদিত প্রতিনিধিরা ব্রোকার হাউজে কাজ করে। অনুমোদিত প্রতিনিধিদের ভুলের জন্য ব্রোকার হাউজকে দায়ী করা হয়। তিনি দায়ী ব্যক্তিকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার সুপারিশ করেন।

(খ) তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয় ব্রোকারদের গ্রাহককে ক্রয়-বিক্রয়ে পরামর্শ দেয়ার বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ব্রোকারদের ক্রয়-বিক্রয়ে পরামর্শ দেবার অধিকার থাকা উচিৎ। তিনি বলেন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদ অতিমূল্যায়িত বাজারে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ করতে নিষেধ করেছিল।

(গ) তিনি সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের জনবল এবং বেতন-ভাতা বাড়ানোর সুপারিশ করেন। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর মনিটরিং এবং সার্ভিল্যান্স বাড়ানোর সুপারিশ করেন তিনি।

(ঘ) তিনি বলেন, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকাতে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নিকট আইপিও এর আবেদন করার পূর্বে খসড়া প্রসপেক্টাস এর উপর স্টক এক্সচেঞ্জের অনাপত্তি নেবার বিধান রয়েছে। স্টক এক্সচেঞ্জের অনাপত্তি ছাড়া কোন কোম্পানী আইপিও আবেদন রেগুলেটরের নিকট জমা দিতে পারেনা। আমাদের আইনে স্টক এক্সচেঞ্জ এর অনাপত্তির বিধান রাখার সুপারিশ করেন তিনি।

৬। মোনা ফিন্যান্সিয়াল কন্সাল্টেন্সি এন্ড সিকিউরিটিজ লিঃ এর চেয়ারম্যান জনাব আহসানুল ইসলাম বলেন, নির্দিষ্ট কোন সিকিউরিটিজ এর মূল্য বিশ্লেষণ করেন সার্টিফাইড ফিন্যান্সিয়াল এনালিস্টরা। কিন্তু, আমাদের মিডিয়াতে যে কেউ স্টক এনালাইসিস করছেন। যদিও তারা পেশাদার এনালিস্ট নন। তিনি মনে করেন, সার্টিফাইড বাজার বিশ্লেষক থাকা উচিৎ। তিনি বলেন, কোম্পানী লিস্টিং এর জন্য প্রথমে স্টক এক্সচেঞ্জে আসবে। স্টক এক্সচেঞ্জের অনাপত্তি নিয়ে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের কাছে আবেদন করবে।

বাজারে ব্যাপক ধসের কারণে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা ও এর পিছনের দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে সুপারিশ করেন তিনি। তিনি বলেন, আর্থিক অপরাধের জন্য আর্থিক শাস্তি দিতে হবে। তিনি বলেন, প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু

করে অনেক টাকা তুলে নিয়েছে। রেগুলেটর প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করায় এখন বুক বিল্ডিং এবং সরাসরি তালিকাভুক্তি করে মূলধন উত্তোলন করা হচ্ছে। তিনি মনে করেন, ব্রোকাররা সুনিয়ন্ত্রিত। ব্রোকাররা কোটি কোটি টাকার লেনদেন করছে এবং নিকাশ নিষ্পত্তি করছে এতে কোন সমস্যা হচ্ছে না, কেউ খেলাপী হচ্ছে না। ব্রোকাররা স্বচ্ছতার সাথে ব্যবসা করছে। ব্রোকাররা তাদের শাখা বন্ধ করতে পারেনা। প্রকৃতপক্ষে, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের অতিলোভে ব্যাংক ঋণ ও শিল্পঋণের টাকা পুঁজিবাজারে এসে বাজারকে অতিমূল্যায়িত করেছিল। এ সময় ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদ বিনিয়োগকারীদের অতিমূল্যায়িত বাজারে আসতে নিষেধ করেছিল। তখন কেন সরকারি কোম্পানীগুলো বাজারে আসল না তা খতিয়ে দেখার সুপারিশ করেন তিনি। তিনি মনে করেন, জাতীয় স্বার্থেই এই ক্রমবর্ধমান বাজারকে বাঁচাতে হবে।

৭। বি.এল.আই সিকিউরিটিজ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মিনহাজ মান্নান ইমন বলেন, ব্রোকারদের হেয় করে অনেক বক্তব্য দেয়া হয়েছে। যেমন- শেয়ার ব্যবসাকে ফটকা কারবারী এবং কেসিনোর সাথে তুলনা করে বক্তব্য দেয়া হয়েছে। তাদের এ ধরনের বক্তব্য কেন দেয়া হয়েছিল তা খতিয়ে দেখার সুপারিশ করেন তিনি। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন, স্টক এক্সচেঞ্জ, ব্রোকার-ডিলার, মার্চেন্ট ব্যাংক, এসেট ম্যানেজার সবাই বাজারের সাথে সরাসরি জড়িত। এদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা যায়। কিন্তু, অডিটর এবং ইস্যু ম্যানেজারদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। অডিটররা কোন দায়-দায়িত্ব নেন না। অন্যান্য দেশে অডিটররা তাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের জন্য ইন্স্যুন্সে পলিসি নেন। এ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয়ের অডিটরদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আইসিএবি এর মাধ্যমে তাদেরকে শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

মিডিয়াতে যেমন: টক শো এবং পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সিকিউরিটিজ সম্পর্কে তথ্য দিয়ে বাজারকে অনেক সময় অস্থিতিশীল করা হয়েছে। এছাড়া, প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে শেয়ার ইস্যুর কথা তিনি উল্লেখ করেন। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গত এক বছরে আইপিও'র খসড়া প্রসপেক্টাস এর উপর যে সমস্ত মতামত দিয়েছে তা খতিয়ে দেখার সুপারিশ করেন তিনি। তিনি মনে করেন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নিকট আইপিও আবেদন করার পূর্বে স্টক এক্সচেঞ্জের অনাপত্তি নেওয়া যেতে পারে।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিনিয়ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে। মার্জিন ঋণের জন্য পি/ই রেশিও কত হবে তা ঠিক করবে মার্চেন্ট ব্যাংক বা ঋণ দাতা প্রতিষ্ঠান। মার্জিন ঋণের জন্য পি/ই রেশিও ঠিক করা সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের দায়িত্ব নয়।

তিনি বলেন, শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা এবং ১০০ টাকা বিনিয়োগকারীদের জন্য বিভ্রান্তিকর। তাই তিনি সকল শেয়ারের অভিহিত মূল্য এক করার অর্থাৎ ১০ টাকা অথবা ১০০ টাকা করার সুপারিশ করেন। এ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশে সব শেয়ারের অভিহিত মূল্য এক নয়। জনাব মিনহাজ বলেন, অন্যান্য দেশে এমন ঘটনাও ঘটেনা। কোন কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য কমে গেলে কোম্পানীকে উহা বাই ব্যাক করার সুবিধা প্রদানের সুপারিশ করেন তিনি।

৮। বুলবুল সিকিউরিটিজ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.এস. শাহাদুল হক বুলবুল বহু চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে পুঁজিবাজারের বর্তমান অবস্থানে আসার ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি মনে করেন, ২০১০ সালে পুঁজিবাজারের ব্যাপক উত্থানের মূল কারণ ছিল চাহিদা-যোগানে অসামঞ্জস্যতা। সরকারি শেয়ার কেন ঐ সময়ে বাজারে আসল না তা খতিয়ে দেখার সুপারিশ করেন তিনি। তিনি মনে করেন, ব্রোকাররা বাজারের উত্থান-পতনে জড়িত ছিল না এবং তিনি আশা করেন ভবিষ্যতেও তারা জড়িত হবেন না। তিনি বলেন, ব্যাংকের সুদের হার কম হলে সঞ্চিত অর্থ পুঁজিবাজারে আসবে। চাহিদা-যোগানে অসামঞ্জস্যতা হলে বাজারে উত্থান-পতন হবে। বাংলাদেশের পুঁজিবাজার এখনও ইমার্জিং পুঁজিবাজার। তিনি বলেন, ইমার্জিং বাজারে সার্কিট ব্রেকার থাকে না। তিনি সার্কিট ব্রেকার তুলে নেওয়ার সুপারিশ করেন। তিনি মনে করেন, ডিসেম্বর ২০১০ এ তারল্য সংকটের কারণে ব্যাপক দরপতন হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংকগুলোকে তাদের বিনিয়োগ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আনার নির্দেশনা দিয়ে ব্যাংকগুলোর বিক্রয় চাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

তিনি বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ হল মোট বিনিয়োগের ৮০%। তিনি মার্চেন্ট ব্যাংগুলোকে শূণ্য মার্জিনে ঋণ দিতে এবং স্বল্প সুদে ঋণ দেয়ার সুপারিশ করেন। পুঁজিবাজারে আস্থা ফিরিয়ে আনার সুপারিশ করেন তিনি। নতুন করে মার্চেন্ট ব্যাংকের লাইসেন্স দেয়ার সুপারিশ করেন তিনি। প্রয়োজনে, নন-পারফর্মিং মার্চেন্ট ব্যাংকের লাইসেন্স বাতিল করার পরামর্শ দেন তিনি। মিডিয়াতে টক শোতে যারা পুঁজিবাজার বিশ্লেষণ করেন তাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা নেই বলে অভিযোগ করেন তিনি। তিনি বলেন, স্টক এক্সচেঞ্জকে demutualaization করা এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠার হুমকি দেয়া চলবে না। তিনি বলেন, সরকারি তত্ত্বাবধানে পুঁজিবাজার চলতে পারেনা।

৯। কমার্স ব্যাংক সিকিউরিটিজ এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এম.এ. মোতালিব চৌধুরী নিম্নোক্ত সুপারিশ করেন:-

(ক) বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানান তিনি। বর্তমান বিনিয়োগকারীদের ধরে রেখে নতুন বিনিয়োগকারীদেরকে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের আহ্বান জানান তিনি।
(খ) সরকার, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা সহ সকলকে বিনিয়োগকারীদের পাশে থাকার আশ্বাস দেয়ার আহ্বান জানান তিনি।
(গ) পুঁজিবাজারকে স্থিতিশীল করার জন্য ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ সকলকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।
(ঘ) ব্যাংকগুলোর পুঁজিবাজারে বিনিয়োগরে নির্দিষ্ট সীমা (দায়ের ১০% পর্যন্ত) বেঁধে দেওয়া সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা তুলে নিতে হবে। নির্দিষ্ট সীমায় বিনিয়োগ নিয়ে আসার সময়সীমা আরো বাড়িয়ে দিতে হবে।
(ঙ) এসএলআর এবং সিআরআর যেটা বাড়ানো হয়েছিল তা কমিয়ে পূর্বের অবস্থায় আনতে হবে। সিংগেল ক্লায়েন্ট এক্সপোজার ১৫% থেকে বাড়িয়ে ২০% করতে হবে।
(চ) মার্চেন্ট ব্যাংকারদের পরিশোধিত মূলধন বাড়ানোর প্রস্তাব দেন তিনি।
(ছ) প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের পরিমাণ বা অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। মার্কেট ষ্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড গঠন করা যেতে পারে বলে মনে করেন তিনি।
(জ) ফোর্স সেল বন্ধ করার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু, যারা ঋণ দিয়েছে তাদের পুঁজি ফিরে পেতে দরপতনের সময় বিক্রি বন্ধ করা যাবে না।

১০। গ্রীনল্যান্ড ইক্যুইটি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এম.এ. হাশেম বলেন, ব্রোকার হাউজগুলো এখন ব্যক্তিমালিকানার ফার্ম নয়। ব্রোকার হাউজ এখন কর্পোরেট বিষয়। ব্রোকার হাউজগুলো সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক যথার্থ নিয়ন্ত্রিত। শেয়ারবাজারের দরপতনে ঢালাওভাবে ব্রোকার হাউজগুলোকে দায়ী করা ঠিক নয়। ইমার্জিং পুঁজিবাজারের জন্য ব্রোকার হাউজগুলো যথার্থ সজ্জিত।

১১। ফিনিক্স সিকিউরিটিজ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ. কাদির চৌধুরী ধৈর্য ধরে ব্রোকার হাউজের প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনার জন্য তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, সিকিউরিটিজ আইন মোতাবেক একজন অনুমোদিত প্রতিনিধির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হল এইচ.এস.সি পাশ। বর্তমানে ব্রোকার হাউজগুলোতে এম.বি.এ ডিগ্রীধারীরা অনুমোদিত প্রতিনিধির কাজ করছে। কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন মহল থেকে শেয়ার ব্যবসায়কে ফটকা কারবারী বা কেসিনোর ব্যবসা বলে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। তিনি মনে করেন, যারা এ কথাগুলো বলেন, তাদের বি.ও. একাউন্ট সম্পর্কে ধারনা নেই। তিনি বলেন, পুঁজিবাজার সম্পর্কে কথা বলতে হলে নিজের বি.ও. একাউন্ট থাকতে হবে এবং তাকে শেয়ার ব্যবসা করতে হবে। বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জকে তিনি এশিয়ার মধ্যে সর্বোত্তম স্টক এক্সচেঞ্জ হিসেবে অবহিত করেন। যোগ্যতা সম্পন্নদের সাথে বাজারের এই অস্বাভাবিক পতনের সম্পর্ক আছে কি না তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এর এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বাজারের দরপতন আমেরিকাতেও হয়। তিনি ১৯৩৪ সালের মহা মন্দার উদাহরণ দেন। তিনি বলেন, মুদ্রা বাজারে সুদের হার কমে গিয়ে অতিরিক্ত তারল্য পুঁজিবাজারে এসেছিল। ফলে বাজারের অস্বাভাবিক উত্থান হয়েছিল। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংক ঋণ বা সিন্ডিকেট ঋণ নিয়ন্ত্রনে ব্যর্থ হয়েছিল যা পুঁজিবাজারে এসেছিল। তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয় বর্তমান উত্থান-পতন স্বাভাবিক মনে করলে বক্তব্য নিস্প্রয়োজন বলেন এবং কোন ব্যত্যয় থাকলে তা বলার আহ্বান জানান।

১২। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি জনাব আহমদ ইকবাল হাসান বলেন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন ঘন ঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন বা নির্দেশনা ইস্যু করে পুঁজিবাজারকে প্রভাবিত করেছে। তিনি মনে করেন, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।

তিনি বলেন, আইপিও হল চলমান প্রক্রিয়া। কিছু কোম্পানী আইপিও'র মাধ্যমে তালিকাভুক্ত হবে এবং নন-পারফর্মিং কোম্পানী তালিকাচ্যুত হবে। তিনি মনে করেন, ঋণ দিয়ে পুঁজিবাজারকে ফুলিয়ে তোলা হয়েছিল। ব্রোকার হাউজগুলো ঋণ দিয়ে বাজারকে অতিমূল্যায়িত করেছে। তিনি বলেন, ব্রোকার হাউজ আইপিও'র মাধ্যমে মূলধন উত্তোলন করতে চায়। লংকা-বাংলা সিকিউরিটিজ ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ার ২৫০ টাকায় প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এ বিক্রি করেছে এবং বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে ২৫০ টাকায় আইপিও করতে চায়। লংকা-বাংলা সিকিউরিটিজ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন চৌধুরী হলো ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের পরামর্শক কমিটির সদস্য। তিনি ব্রোকার হাউজগুলোর আইপিও এর মাধ্যমে মূলধন উত্তোলন বন্ধের সুপারিশ করেন। তিনি মনে করেন, ৭০% ব্রোকারেজ হাউজ নিস্পাপ তারা বাজারের উত্থান পতনের জন্য দায়ী নয়।

তিনি বলেন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন হল প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ। আর স্টক এক্সচেঞ্জ হল প্রাথমিক নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা। এই প্রাথমিক নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা অর্থাৎ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালকদের কেন ৫টি বি.ও. একাউন্ট থাকবে এ প্রশ্ন করেন তিনি। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালকেরা কেন কোম্পানীর প্রাইভেট প্লেসমেন্টের শেয়ার পাবে সে প্রশ্ন করেন তিনি। প্রাইভেট প্লেসমেন্টে শেয়ার বিক্রয় বা মূলধন উত্তোলন কোম্পানীর নিজস্ব বিষয়। কোম্পানীর প্রাইভেট প্লেসমেন্টের শেয়ার বিক্রয় বা মূলধন উত্তোলন কেন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন নিয়ন্ত্রন করে এ প্রশ্ন উত্থাপন করেন তিনি। প্রাইভেট প্লেসমেন্টে শেয়ার বিক্রয় বা মূলধন উত্তোলনের বিষয়টি খতিয়ে দেখার অনুরোধ করেন তিনি।

১৩। আই.আই.ডি.এফ.সি সিকিউরিটিজ লিঃ এর পরিচালক জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান খান বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি তদন্ত প্রতিবেদনের উদাহরণ দিয়ে পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যানের যোগ্যতা ও সততার প্রশংসা করেন। তিনি মনে করেন, দুই মাস সময়ের মধ্যে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেয়া সম্ভব নয়। তিনি তদন্ত প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনকে যৌথভাবে বিস্তারিত তদন্ত করার সুপারিশ রাখার কথা বলেন। বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে এবং প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে পুঁজিবাজার থেকে যে অর্থ তুলে নেয়া হয়েছে তা তদন্ত করে দেখার সুপারিশ করেন তিনি।

১৪। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাব শাকিল রিজভী সকলকে ধন্যবাদ দেন। তিনি বলেন, কেউ কেউ সার্কিট ব্রেকারের সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করছে। তিনি মনে করেন, নির্দিষ্ট কোন সিকিউরিটিজে সার্কিট ব্রেকার থাকতে পারে। সকল সিকিউরিটিজে সার্কিট ব্রেকার থাকার প্রয়োজন নেই বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, মিডিয়াগুলো অনেক সময়, বিভ্রান্তিকর খবর পরিবেশন করছে। তিনি বলেন, একটা টেলিভিশন চ্যানেল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর আইটি পার্ক এবং একাডেমীর জন্য কেনা জমির উপর বিভ্রান্তিকর খবর প্রকাশ করেছিল।

১৫। তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান এবং সভার সভাপতি জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বলেন, আমরা আপনাদের বক্তব্য রেকর্ড করেছি এবং নোট করেছি। সভার কার্যবিবরণী ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতিকে দেয়া হবে। তিনি বলেন, তদন্ত প্রতিবেদনে সব কিছু আসবে না। দুইমাস সময়ে সকল বিষয়ে যাওয়া সম্ভবও না। আমরা দোষীদের চিহ্নিত করে যাব। তদন্ত প্রতিবেদনে কিছু সুপারিশ থাকবে। টাস্ক ফোর্স গঠন করে বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত করা যাবে। আমরা কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে ধরব না বা ছেড়েও দেব না, হোক না সে মন্ত্রী। আমরা তাদের রিপোর্ট করব। তিনি বলেন, আমি রাজনীতি করিনা। কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা নেই। রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা থাকলে তদন্ত কমিটিতে থাকতাম না। দেশের একজন নাগরিক হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা করি।

তিনি মনে করেন, ১৯৯৬ সালের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ পেলে ভাল হত। আমরা সরকারের কাছে প্রতিবেদন জমা দেব এবং সরকারকে অনুরোধ করব তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্য এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য। আমরা আপনাদের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি। তিনি আবারও তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যানের পদত্যাগ এবং তদন্তের সময়বৃদ্ধি সংক্রান্ত গুজবের কথা বলেন। তিনি বলেন, গুজব আছে কিন্তু গুজবে কান দেবেন না।

সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ
চেয়ারম্যান
তদন্ত কমিটি

পরিশিষ্ট-খ(৬)

পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটি- ২০১১

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতিগণের সাথে তদন্ত কমিটির মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণীঃ

তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এর সভাপতিত্বে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতিগণের সাথে এক মতবিনিময় সভা ০১ মার্চ ২০১১, মঙ্গলবার বিকাল- ৪.০০ টায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে তিনি সকলকে স্বাগত জানিয়ে উপস্থিত তদন্ত কমিটির সদস্য ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী, জনাব মোহাম্মদ আব্দুল বারী, এফ.সি.এ. এবং নিহাদ কবির, বার-এট-ল এর পরিচয় দেন। তিনি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রাক্তন সভাপতিদেরকে পুঁজিবাজার বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং দেশের সম্মানিত নাগরিক হিসাবে উল্লেখ করে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে পরামর্শ প্রদানের অনুরোধ করেন। অতঃপর মার্চেন্ট ব্যাংক, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং সরকারের করণীয় বিষয়েও সুনির্দিষ্ট পরামর্শ/সুপারিশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতির আহ্বানের পর উপস্থিত সকলে নিজ নিজ পরিচয় দিয়ে নিম্নরূপ মতামত দেনঃ-

১। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রাক্তন সভাপতি জনাব আব্দুল হক বলেন, সরাসরি তালিকাভুক্তির প্রথা/প্রবিধান বাতিল করতে হবে। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন বা সরকার থেকে নির্দেশনা দিয়ে সরাসরি তালিকাভুক্তি বন্ধ করতে হবে।

২। সরাসরি তালিকাভুক্তির বিষয়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রাক্তন সভাপতি জনাব আব্দুল্লা বোখারী বলেন, আমাদের দেশে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন তালিকাভুক্তির জন্য নির্দেশনা দেন। বিশ্বের কোন দেশের সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন তালিকাভুক্তির নির্দেশনা দেন না। এ প্রসঙ্গে পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটির সদস্য নিহাদ কবির বলেন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কোম্পানীকে প্রসপেক্টাস প্রকাশের মাধ্যমে মূলধন উত্তোলনের অনুমতি দেয়। কমিশন কোম্পানীর তালিকাভুক্তির নির্দেশনা/অনুমতি দেয় না। ব্রোকার হাউজের মূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে জনাব আব্দুল্লা বোখারী বলেন, ব্যাংকগুলো ব্রোকারেজ হাউজ কিনে ব্রোকার হিসেবে ঋণ দিয়েছে। ব্যাংকগুলোকে ব্রোকারেজ ব্যবসা করার সুবিধা না দিলে ব্রোকারেজ লাইসেন্স/মেম্বারশিপের মূল্য এত বেশী হত না। ব্যাংকগুলো ঋণ দেয়ার জন্যই বেশী মূল্যে ব্রোকারেজ লাইসেন্স/মেম্বারশিপ নিয়েছিল। তিনি বলেন, বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে ইনডিকেটিভ প্রাইস নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের বিডিং প্রাইস এর সাথে কতগুলো শেয়ার কিনবে তার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যানের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বাজারে অনেক অনগদায়নযোগ্য শেয়ার রয়েছে। এসব শেয়ারের কারণেও দরপতন হতে পারে।

৩। তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয় সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯ এর ধারা ২ সিসি বহাল থাকা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে জনাব মোঃ রকিবুর রহমান বলেন, ২ সিসি তে প্রদত্ত ক্ষমতা এসইসির থাকা প্রয়োজন। তবে, এই ক্ষমতার একটি নির্দিষ্ট সীমা থাকতে হবে। এসইসি কে শক্তিশালী এবং ক্ষমতাশালী করতে হবে। এ জন্য অর্ডিন্যান্সের ২ সিসি ধারার ক্ষমতা এসইসির থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে, তদন্ত কমিটির সদস্য নিহাদ কবির কোম্পানীর শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা করার বিষয়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর প্রস্তাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, জনাব মোঃ রকিবুর রহমান বলেন, অভিহিত মূল্য ১০ টাকা করার প্রস্তাব ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ দেয়নি বরং সকল কোম্পানীর শেয়ারের অভিহিত মূল্য এক করার প্রস্তাব অর্থাৎ ১০০ টাকা অথবা ১০ টাকা করার প্রস্তাব ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ দিয়েছিল।

ব্রোকারেজ হাউজের লাইসেন্স/মেম্বারশিপের মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যানের প্রশ্নের উত্তরে জনাব মোঃ রকিবুর রহমান বলেন, ব্রোকারেজ হাউজগুলোর টার্নওভার/ব্যবসা বেড়ে যাওয়ায় মেম্বারশিপের মূল্য বেড়েছে। তখন ব্যাংকগুলোকে ব্রোকারেজ ব্যবসা করতে বাঁধা দেয়া হয়নি। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক ইউসিবিএলকে ব্রোকারেজ খুলতে বাঁধা দিয়েছে।

তিনি বলেন, এসইসিকে শক্তিশালী করতে হবে। এসইসি'র আইন কানুন কঠোর হতে হবে। তিনি জানান, মেম্বারদের থেকে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদ পৃথক করার জন্য এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর ম্যানেজমেন্টকে শক্তিশালী করার জন্য ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ কে demutualaization করার সুপারিশ করেছে। এ লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আইসিবি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফায়েকুজ্জামান কে সদস্য করা হয়েছে। বর্তমান পরিচালনা পর্ষদে ১২ জন নিরপেক্ষ পরিচালক সুশিল সমাজ থেকে নেয়া হয়েছে। সবাই মিলেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ কে demutualaization করতে হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পরিচালনা পর্ষদ নিয়োগ দিলেও এ নিয়োগের অনুমোদন নিতে হয় এসইসি থেকে। এসইসি'র সকল ক্ষমতা। এসইসি ইচ্ছে করলে অনুমোদন নাও দিতে পারে। তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যানের ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ কে demutualaization কমিটির সময়সীমা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, কমিটিকে এখনও কোন সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়নি। এ বিষয়ে একটি গাইডলাইন তৈরী করে কমিটি কাজ করবে।

তিনি বলেন, এসইসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. এ.বি. মির্জা আজিজুল ইসলাম এসইসির চেয়ারম্যান থাকা কালে সরাসরি তালিকাভুক্তির রেগুলেশন হয়েছিল। তখন সরকারি কোম্পানী যেমন- ডেসকো, পাওয়ার গ্রীড

সরাসরি তালিকাভুক্ত হয়েছিল। তারপর মেঘনা পেট্রোলিয়াম এবং যমুনা অয়েল সরাসরি তালিকাভুক্ত হয়। তিনি বলেন, আমরা ব্যক্তিমালিকানার কোম্পানী সরাসরি তালিকাভুক্তিতে বাঁধা দিয়েছিলাম। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর নাভানা সিএনজি সরাসরি তালিকাভুক্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যানের সরাসরি তালিকাভুক্তির বিধান বহাল থাকার বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে মোঃ রকিবুর রহমান বলেন, সরাসরি তালিকাভুক্তি থাকতে পারে। তিনি বলেন, আইপিও এর জন্য বুক বিল্ডিং একটি ভাল পদ্ধতি। বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে শেয়ারের মূল্য নির্ধারণ/প্রিমিয়াম নির্ধারণের বিষয়ে আইনের সংশোধন হতে পারে। এই পদ্ধতিতে মবিল যমুনা এবং এম.আই সিমেন্ট আইপিও সাবস্ক্রিপশন সমাপ্ত করেছে। এ দুটি কোম্পানীকে তালিকাভুক্তির সুযোগ দিতে হবে। নতুবা বিনিয়োগকারীদের টাকা ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি বলেন, ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল থাকলে অডিটরদেরকে জবাদিহিতার আওতায় আনা যেত।

তিনি বলেন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ-চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ যৌথ সংবাদ সম্মেলন করে বলেছে যে, পুঁজিবাজার এখন অতিমূল্যায়িত। আপনারা এখন আর এই অতিমূল্যায়িত বাজারে বিনিয়োগ করবেন না। তখন কেউ শোনেনি। দাম বাড়লে কেউ শেয়ার বিক্রি করে না। দাম কমলে সবাই শেয়ার বিক্রি করে দেয়। তিনি বলেন, আমরা শেয়ারের যোগান বাড়ানোর চেষ্টা করেছি। সরকারি মালিকানার ২৬ টি কোম্পানীর শেয়ার বাজারে আসলে বাজার অতিমূল্যায়িত হত না। এ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যানের সরকারি মালিকানার ২৬ টি কোম্পানী বাজারে শেয়ার না ছাড়লেও আপনারা কেন ব্রোকারেজ হাউজগুলোর শাখা খুলে চাহিদা সৃষ্টি করেছেন এমন প্রশ্নের জবাবে জনাব মোঃ রকিবুর রহমান কোন উত্তর দেননি। এ প্রশ্নের উত্তরে জনাব আব্দুল্লা বোখারী বলেন, ব্রোকারেজ হাউজগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে নতুন শাখা খোলা হয়েছে। এছাড়া নিয়ন্ত্রক সংস্থার দুর্বলতা ছিল।

জনাব মোঃ রকিবুর রহমান বলেন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরামর্শক কমিটির সাথে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। তিনি অবহিত করেন পরামর্শক কমিটির সভা নিয়মিত হচ্ছে না। তিনি বলেন, বর্তমানে আইপিও বন্ধ আছে। আইপিও এর মাধ্যমে পুঁজি উত্তোলন চালু করা প্রয়োজন। তিনি অবহিত করেন যে, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা বি.ও একাউন্ট খোলে বা সংরক্ষন করে শুধুমাত্র আইপিও তে আবেদন/বিনিয়োগ করার জন্য। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের সুবিধার জন্য আইপিও চালু করা প্রয়োজন। তিনি মনে করেন, আইপিও এর মূল্য নির্ধারণে/প্রিমিয়াম নির্ধারণে একাউন্টে দুর্বলতা থাকলে তা পূন:পরীক্ষা করে অডিটর ও ইস্যু ম্যানেজারদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা যেতে পারে এবং পাইপ লাইনে থাকা আইপিওগুলো ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। তিনি বাই ব্যাক পদ্ধতি চালু করার সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, কোম্পানী যদি মনে করে তার শেয়ারের বাজার মূল্য কম তখন কোম্পানী তার শেয়ার বাই ব্যাক করে মূলধন হ্রাস করতে পারে। তিনি বাই ব্যাক পদ্ধতি তদন্ত কমিটিকে বিবেচনা করার কথা বলেন।

৪। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রাক্তন সভাপতি জনাব আহমদ ইকবাল হাসান বলেন, এসইসি ২ সিসি ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করে অনেক আইন করেছে। এসইসির মূল উদ্দেশ্য হল বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। পুঁজিবাজারের সকল স্টেক হোল্ডারদের সাথে আলোচনা করে আইন প্রণয়ন করা এসইসির কাজ। এসইসি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন করেছে নির্দিষ্ট কাউকে সুবিধা দেওয়ার জন্য। আইন প্রণয়নের নিয়ম হল খসড়া আইনে জনগণের মতামত গ্রহণের নিমিত্তে দুটি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া। তিনি বলেন, আইন চুড়ান্ত করার সময় স্টেক হোল্ডাদের মতামত/পরামর্শ এবং জনগণের মতামত এসইসিতে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। কাদেরকে সুবিধা প্রদানের জন্য এসইসি আইন করেছে এবং কারা উক্ত আইন প্রণয়নে এসইসিকে বাধ্য করেছে তাদের তালিকা করে তদন্ত করার পরামর্শ দেন তিনি।

জনাব ইকবাল বলেন, সরাসরি তালিকাভুক্তির প্রবিধান পৃথিবীর কোথাও নেই। লিস্টিং রেগুলেশন করা স্টক এক্সচেঞ্জের এখতিয়ারভুক্ত। এসইসি তো ব্যবসা করেনা। কারো স্বার্থে/ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কেউ এসইসিকে দিয়ে আইন করে নিয়েছে। তিনি মনে করেন, তাদেরকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

সরাসরি তালিকাভুক্তি এবং বুক বিল্ডিং পদ্ধতির মাধ্যমে অনেক টাকা বাজার থেকে হাতিয়ে নিয়েছে। এমনকি, এখন ব্রোকারেজ হাউজগুলো আইপিও এর মাধ্যমে মূলধন উত্তোলনের চেষ্টা করছে। ব্রোকারেজ হাউজগুলোকে আইপিও এর মাধ্যমে মূলধন উত্তোলনের সুযোগ দেয়া ঠিক হবে না। তিনি অবহিত করেন যে, লংকা-বাংলা সিকিউরিটিজ ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ার ২৫০ টাকায় আইপিওতে আনার চেষ্টা করেছে। তিনি বলেন, আইন প্রণয়নের সময় সকল স্টেক হোল্ডারদের মতামত/পরামর্শ নিতে হবে। অর্ডিন্যান্সের ২ সিসি ধারা থাকতে পারে। আইন প্রণয়নের সময় আইনের পক্ষে কারা ছিল এবং কারা আপত্তি করেছিল তার বিস্তারিত এসইসিতে সংরক্ষিত থাকতে হবে বলে তিনি মনে করেন।

এসইসির সকাল-বিকাল আইন প্রণয়নের বিষয়ে তদন্ত কমিটির সদস্য নিহাদ কবির, জনাব আহমদ ইকবাল হাসান সাহেবকে তথ্য দিতে অনুরোধ করলে জনাব ইকবাল হাসান আইনগুলো তদন্ত কমিটিকে দেয়ার আশ্বাস দেন। এ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির সদস্য নিহাদ কবির বলেন, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে জরুরী প্রয়োজনে, এসইসি আইন প্রণয়ন করতে পারে। তবে তা প্রতিনিয়ত (সকালে-বিকালে) করা যাবে না। আইনগুলো পরামর্শক কমিটিতে নেওয়া যেতে পারে।

এক পর্যায়ে, তদন্ত কমিটির সদস্য জনাব মোহাম্মদ আব্দুল বারী ব্রোকারেজ হাউজগুলো আইপিও এর মাধ্যমে মূলধন নিয়ে কি করবে তা জানতে চান। উত্তরে জনাব আহমদ ইকবাল হাসান বলেন, গ্রাহকদেরকে ঋণ দেবে এবং বাকী অর্থ আত্মসাৎ করবে।

জনাব আহমদ ইকবাল হাসান বলেন, ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে ব্রোকারেজ লাইসেন্স/মেম্বারশিপের আবেদন করে যা ২০০৫ সালে দেয়া হয়। তখন তার মূল্য ছিল মাত্র ৮০ লক্ষ টাকা। তিনি উল্লেখ করেন, প্রথম ১০টি ব্রোকারেজ হাউজ আয় করে বাজারের মোট ব্রোকারেজ আয়ের ৮০%। তারা গ্রাহকদের ঋণ দেয়। তারা গ্রাহকদের লেনদেনে উৎসাহিত করেছিল এবং বাজারের অস্বাভাবিক উত্থান হয়েছিল। আগে ব্যাংকগুলো শেয়ার বন্ধক রেখে ঋণ দিত। এখন ব্রোকার হিসেবে ঋণ দেয়। তিনি বলেন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ কোম্পানীর শেয়ারের অভিহিত মূল্য এক করার অর্থাৎ ১০ টাকা অথবা ১০০ টাকা করার প্রস্তাব দিয়েছিল।

সরাসরি তালিকাভুক্তি বিষয়ে তিনি বলেন, সরকারি কোম্পানীকে বিশেষ সুবিধা দেয়া বা ব্যক্তিমালিকানার কোম্পানীকে সুবিধা না দেয়ার পক্ষে আমি নেই। সরাসরি তালিকাভুক্তি বন্ধ করতে হবে। সরাসরি তালিকাভুক্তিতে ভাল ট্র্যাক রেকর্ড এর কোম্পানী আসতে পারে। সেক্ষেত্রে কঠোর আইন করলেও আইনের ফাঁক খুঁজে বের করবে কোম্পানীগুলো। কারা আর্থিক বিবরণী অডিট করবে তাদের একটা প্যানেল থাকা প্রয়োজন।

বুক বিল্ডিং প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিভিন্ন দেশে বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে আইপিও এর মূল্য নির্ধারণ হয়। সে সব দেশে আর্থিকভাবে শক্তিশালী কোম্পানী অর্থাৎ ২০/৩০ বছর যাবৎ মুনাফা করছে এমন কোম্পানী বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে বাজারে আসে। আমাদের দেশে বুক বিল্ডিং বা সরাসরি তালিকাভুক্ত করার জন্য ৩ বছর মুনাফা দেখায়, যদিও তার আগে কোম্পানী ছিল লোকসানী কোম্পানী। বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে একই স্টক এর মূল্য সঠিকভাবে দেখানোর পরামর্শ দেন তিনি। তিনি বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে আইপিও না করে প্রচলিত ফিক্সড প্রাইস পদ্ধতিতে আইপিও করে কোম্পানী তালিকাভুক্ত করার সুপারিশ করেন।

ব্রোকারেজ হাউজ আইপিও তে আসা প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির সদস্য নিহাদ কবিরের প্রশ্নের জবাবে জনাব আহমদ ইকবাল হাসান বলেন, স্টক ব্রোকাররা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালক এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের কনসালটেটিভ কমিটির সদস্য। এই ব্রোকার হাউজ আইপিও তে আসলে আর্থিক বিবরণীর নিরীক্ষা প্রতিবেদনের দুর্বলতা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর লিস্টিং কমিটি এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন দেখবে না। জনাব মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন চৌধুরী ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের সিনিয়র সহ-সভাপতি এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের পরামর্শক কমিটির সদস্য। তারই সিকিউরিটিজ হাউজ লংকা-বাংলা সিকিউরিটিজ আইপিওতে আসলে কে নিরীক্ষা প্রতিবেদনের দুর্বলতা দেখবে। এ জন্য ব্রোকার হাউজ এর আইপিও'র মাধ্যমে মূলধন উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, মন্ত্রণালয় মূলধনের ৪০% আইপিও তে আনার নির্দেশনা দিয়েছিল। কারা মূলধনের ১০% আইপিও তে আনার পরামর্শ দিল খতিয়ে দেখা যেতে পারে। এভাবে কৃত্রিমভাবে শেয়ারের যোগান কমিয়ে দিয়ে বাজারের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি করা হয়েছে।

জনাব আহমেদ ইকবাল হাসান আশংকা করেন, বাই ব্যাক পদ্ধতি আবার উল্টো ফল বয়ে আনতে পারে। কোম্পানী শেয়ারের দাম কমিয়ে বাই ব্যাক করে বাজার থেকে টাকা হাতিয়ে নিতে পারে। সকল স্টেক হোল্ডারদের মতামত/পরামর্শ এবং আইনবিদদের মতামত নিয়ে বাই ব্যাক আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেন তিনি। তিনি বলেন, সকল দেশেই শেয়ারবাজারে উত্থান-পতন আছে। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর কেউ প্লেসমেন্ট শেয়ার ব্যবসায় জড়িত থাকলে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন শেয়ার ব্যবসা করেনা। যারা ব্যবসা করে তারা তাদের স্বার্থে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কে দিয়ে ব্যবসার সুযোগ করে নিয়েছে। নিজেদের পক্ষে আইন করে নিয়েছে। কারা সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কে দিয়ে আইন করে নিয়েছে বা কারা এই আইন করেছে তাদের চিহ্নিত করতে হবে। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন ও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর কর্মকর্তা এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সকল সদস্যদের নিজ ও নিকট আত্মীয়দের বি.ও একাউন্ট খতিয়ে দেখার সুপারিশ করেন তিনি।

সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ
চেয়ারম্যান
তদন্ত কমিটি

পরিশিষ্ট-খ(৭)

পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটি- ২০১১

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্য এবং প্রাক্তন সভাপতিমন্ডলীর সাথে তদন্ত কমিটির মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণীঃ

তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এর সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্য এবং প্রাক্তন সভাপতিমন্ডলীর সাথে এক মতবিনিময় সভা ০৬ মার্চ ২০১১, রবিবার সকাল ১০.৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের প্রেসিডেন্ট জনাব ফকরউদ্দিন আলী আহমেদ সকলকে সভায় স্বাগত জানান। তিনি বলেন, পুঁজিবাজারে মূল্য সংশোধন হয়। বাজারের এই বড় দরপতন কেন হয়েছে তার কারণ উদঘাটন এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায় বের করার জন্য সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। তিনি সকলকে দরপতনের কারণ এবং উহা থেকে পরিত্রাণের উপায় তদন্ত কমিটিকে অবহিত করার অনুরোধ জানিয়ে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এবং ইহার কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়ার জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের মার্কেট ডেভেলপমেন্ট বিভাগের ব্যবস্থাপক জনাব এ. কে. এম. শাহরোজ আলমকে আহ্বান জানান। জনাব শাহরোজ আলম চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ইহার উল্লেখযোগ্য কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। অন্যান্যের মধ্যে, ডিপজিটরি পদ্ধতি, ক্যাপিটাল মার্কেট ইনস্টিটিউট, ওটিসি মার্কেট, পুঁজিবাজার মেলা এবং বুক বিল্ডিং পদ্ধতির প্রথম উদ্যোক্তা হিসেবে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ কে উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপনা শেষ হলে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মহোদয় জনাব শাহরোজ আলমকে ধন্যবাদ জানান। এরপর তিনি চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি এবং বর্তমান পরিচালকদের নিজ নিজ পরিচয় দেয়ার আহ্বান জানালে সকলে নিজ নিজ পরিচয় দেন। পরিচয় পর্ব শেষে তিনি সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদকে সভার সভাপতি হিসেবে স্বাগত বক্তব্য দেয়ার জন্য আহ্বান জানান।

তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ সকলকে তদন্ত কমিটির পক্ষ থেকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, পুঁজিবাজারের অস্বাভাবিক দরপতনের কারণ উদঘাটনের জন্য সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। অত:পর তিনি তদন্ত কমিটির সদস্যদের পরিচয় দেন। তদন্ত কমিটির সদস্য ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী সভায় উপস্থিত ছিলেন। অপর দু'জন সদস্য জনাব মোহাম্মদ আব্দুল বারী অসুস্থ থাকায় উপস্থিত হতে পারেননি এবং নিহাদ কবির, বার-এট-ল আজ চট্টগ্রাম আসবেন ও আগামীকালের সভায় উপস্থিত থাকবেন বলে তিনি সভায় অবহিত করেন। এরপর তিনি তদন্তের বিষয় (TOR) সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন।

তিনি বলেন, TOR অনুযায়ী সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের দক্ষতা, আইনগত ও কাঠামোগত সংস্কারের বিষয় তদন্ত কমিটি দেখবেন। এরপরও কেউ ইচ্ছে করলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের আইনগত ও কাঠামোগত সংস্কার সম্পর্কে মতামত দিতে পারেন। তিনি বলেন, আমরা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদ ও প্রাক্তন সভাপতিগণ এবং সকল ব্রোকার/ডিলার, মার্চেন্ট ব্যাংকার, এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানীজ, পুঁজিবাজার জার্নালিস্ট ফোরাম সকলের সাথে ধারাবাহিক মতবিনিময় সভা করেছি। এখন আপনারা আপনাদের মতামত দেবেন। তবে সুনির্দিষ্ট মতামত দিলে ভাল হয়। তিনি বলেন, ঘটনাতো ঘটে গেছে। সাধারণ লোকের ধারণা হল পুঁজিবাজারের অস্বাভাবিক দরপতনে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তিনি বলেন, যে কারণে পুঁজিবাজারের এই দরপতন হয়েছে তার কারণ ও উহার জন্য কারা দায়ী তা উদঘাটন এবং এ ধরণের ঘটনা যেন আর না ঘটে তদন্ত প্রতিবেদনে তার সুপারিশ থাকবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ হল প্রাইমারি রেগুলেটর, আর সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন হল উচ্চতর রেগুলেটর। তিনি বলেন, রেগুলেটর তার ভূমিকা যথাযথ এবং নিরপেক্ষভাবে পালন করলে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। প্রাইমারি রেগুলেটরকে তার ভূমিকা পালন করতে দিতে হবে। এরপর তিনি চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাব ফকরউদ্দিন আলী আহমদকে সভা পরিচালনা বা সঞ্চালন করার জন্য আহ্বান জানান।

১। সভা পরিচালনার প্রারম্ভেই জনাব ফকরউদ্দিন আলী আহমেদ তাঁর নিজ মতামত উপস্থাপন করেন। তিনি পুঁজিবাজারে অস্বাভাবিক দরপতনের কারণ হিসেবে তারল্য সংকট, মার্চেন্ট ব্যাংকের ট্রিগার সেল, হঠাৎ কঠোর মুদ্রানীতি কে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যা কিছু হয়েছে তা আইনের মধ্যেই হয়েছে। তিনি বলেন, বুক বিল্ডিং পদ্ধতি হল মূল্য নির্ধারণের সেরা বা উত্তম পদ্ধতি। তিনি আরো বলেন, আর্থিকভাবে ভাল এবং পুরাতন কোম্পানীগুলো বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে প্রকৃতমূল্যে আইপিও এর মাধ্যমে মূলধন উত্তোলন করতে পারে। তিনি, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নোক্ত সুপারিশ করেন:-

- বিনিয়োগকারীদের জন্য সচেতনতা প্রোগাম করা;
- ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল গঠন করা;
  (আর্থিক প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা এবং ট্রু এন্ড ফেয়ার অবস্থা নিশ্চিত করার জন্য)

- শেয়ার কেনা-বেচায় পরামর্শ দেয়ার জন্য ফিন্যান্সিয়াল এনালিস্ট বা বাজার বিশ্লেষকদের লাইসেন্স প্রদান;
- এ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয়ের ব্রোকারদের ব্রোকিং এর পাশাপাশি ইনভেস্টমেন্ট এডভাইজর এর দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট দেখা দিতে পারে।
- মার্চেন্ট ব্যাংকার কর্তৃক পরিচালিত অমনিবাস বি.ও. একাউন্ট এর স্বচ্ছতা বাড়ানোর জন্য পৃথক বি.ও একাউন্ট সংরক্ষণ করা;
- পুঁজিবাজারের আকার বৃদ্ধির সাথে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের জনবল বাড়েনি। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের জনবল বাড়াতে হবে;
- অনুমোদিত প্রতিনিধিদের লাইসেন্স দেয়ার বিধান স্টক এক্সচেঞ্জের উপর ন্যস্ত করা;
- মিউচ্যুয়াল ফান্ডকে আইপিও'র শেয়ার বরাদ্দ ১০% কোটা সুবিধা দেয়া হয়েছে। অনেক মিউচ্যুয়াল ফান্ড বাজারে এসেছে। মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর অর্থ কোন খাতে ব্যয় করা হয়েছে তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে;
- স্টক এক্সচেঞ্জের ইনডেক্স ক্যালকুলেশন সঠিক নিয়মে করতে হবে। সকল সিকিউরিটিজের জন্য ইনডেক্স ক্যালকুলেশন বা ইনডেক্স সমন্বয় একই নিয়ম মেনে চলতে হবে।
- এ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ ইনডেক্স ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এ পৃথক নিয়ম আছে কিনা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ কর্তৃক ইনডেক্স ক্যালকুলেশনে পার্থক্য রয়েছে। তিনি ইনডেক্স ক্যালকুলেশন পদ্ধতি বর্ণনা করতে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর সহকারী জেনারেল ম্যানেজার জনাব মুহাম্মদ মর্তুজা আলমকে আহ্বান জানান। জনাব মর্তুজা বলেন, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ সব সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রে বাজার মূল্য বিবেচনায় নিয়ে ইনডেক্স ক্যালকুলেশন করে। এছাড়া, রাইট ইস্যু এবং বোনাস ইস্যু ডিলিইউশন করে ইনডেক্স সমন্বয় করে। কিন্তু, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ সব ক্ষেত্রে বাজার মূল্য বিবেচনায় নেয়নি। গ্রামীণ ফোনের ক্ষেত্রে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ শেয়ারের অভিহিত মূল্যে ইনডেক্স এর ভিত্তি নেয়ায় সেকেন্ডারী মার্কেটে বাজার মূল্য বেশী হওয়ায় গ্রামীণ ফোনের শেয়ার ট্রেডিং এর পর ডিএসই ইনডেক্স একলাফে বেড়ে গিয়েছিল। জনাব মর্তুজা বলেন, বর্তমান বিশ্বে ফ্রি ফ্লোট ইনডেক্স ক্যালকুলেশন করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ আগামীতে ফ্রি ফ্লোট ইনডেক্স ক্যালকুলেশন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
- তদন্ত কমিটির এক প্রশ্নের উত্তরে জনাব এম.কে.এম মহিউদ্দিন বলেন, অমনিবাস বি.ও. একাউন্ট এ প্রতারনা করা হচ্ছে। অমনিবাস বি.ও.একাউন্ট এর পরিবর্তে পৃথক বি.ও একাউন্ট সংরক্ষণের সুপারিশ করেন তিনি;
- এ প্রসঙ্গে জনাব মামুন রশিদ বলেন, অমনিবাস বি.ও. একাউন্ট হল ব্যাংকের অল পারপোস লোন একাউন্টের মত। তিনিও পৃথক বি.ও একাউন্ট সংরক্ষণের সুপারিশ করেন;

২। আইল্যান্ড সিকিউরিটিজ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন বলেন, লিংক বি.ও একাউন্টের মাধ্যমে ম্যানিপুলেশন হয়। একই নামে বিভিন্ন ডিপজিটরারী পার্টিসিপেন্ট এ লিংক বি.ও একাউন্ট খুলে একই সিকিউরিটিজ ক্রয় এবং বিক্রয় করে উক্ত সিকিউরিটিজের প্রাইস ম্যানিপুলেশন করা হয়। এক ব্যক্তিকে একটির বেশী লিংক বি.ও একাউন্ট খোলার অনুমতি না দেয়ার সুপারিশ করেন তিনি।

তিনি বলেন, বাজারে সিকিউরিটিজের গুজব ভিত্তিক বেচাকেনা হচ্ছে। গুজব ভিত্তিক শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করেন তিনি। এ জন্য সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ বিধিমালার যথাযথ প্রয়োগ করার সুপারিশ করেন তিনি। তিনি বলেন, মূল্য সংবেদনশীল তথ্যকে সুবিধাভোগীরা ব্যবহার করে ব্যবসা করে যাচ্ছে। তিনি মনে করেন, কোম্পানীর মধ্য থেকে এবং নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা থেকে মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ফাঁস/বের হয়ে যাচ্ছে। এতে করে, বাজারে গুজব ছড়াচ্ছে। নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার (এসইসি এবং স্টক এক্সচেঞ্জ) যে সমস্ত কর্মকর্তা মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ইনপুট দেন তাদের মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করার পরামর্শ দেন তিনি।

তিনি বলেন, আইপিও'র ক্ষেত্রে বেশী প্রিমিয়াম অনুমোদন দেয়া হয়েছে। তালিকাভুক্ত কোম্পানীর তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বনের সুপারিশ করেন তিনি।

তিনি বলেন, বর্তমান বাজারের আকারের তুলনায় এসইসি'র লোকবলের স্বল্পতা রয়েছে। এসইসি'র জনবল এবং বেতন-ভাতাদি বাড়ানোর সুপারিশ করেন তিনি। এ ক্ষেত্রে, এসইসি'র জনবল এবং তাদের দক্ষতা খতিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করেন তিনি। এছাড়া, তিনি স্টক এক্সচেঞ্জের কাজের পরিধি বাড়ানোর সুপারিশ করেন। অন্যান্যের মধ্যে, তিনি নিম্নোক্ত সুপারিশ করেন:-

- ডিভিডেন্ট ওয়ারেন্ট বিতরণ সংক্রান্ত বিধি সংশোধন করা;
- অনুমোদিত প্রতিনিধির লাইসেন্স এবং নতুন শাখা খোলার অনুমতি দেয়ার দায়িত্ব স্টক এক্সচেঞ্জের উপর অর্পন করা;
- অপ্রদত্ত ডিভিডেন্ট নির্দিষ্ট সময় পর ইনভেস্টরস এডুকেশন ফান্ডে স্থানান্তরের ব্যবস্থা/বিধি করা;

- সিকিউরিটিজ আইন, বিধি ও প্রবিধানের মধ্যে যে অসামঞ্জস্যতা আছে তা দূর করা, এবং কোম্পানী আইন ও সিকিউরিটিজ আইনের যে অসামঞ্জস্যতা আছে তা দূর করার জন্য কোম্পানী আইনের সংশোধন করা;
- অন্যান্য দেশের মত তালিকাভুক্ত কোম্পানীর পরিচালকদের জন্য আই.ডি নম্বরের ব্যবস্থা করা;
- তালিকাচ্যুত কোম্পানীগুলো রুগ্ন কি না তা পরীক্ষা করে দেখা এবং যে সমস্ত কোম্পানী তাদের শেয়ার ডিম্যাট না করার কারণে তালিকাচ্যুত হয়েছে এবং ওটিসি মার্কেটে গিয়েছে তাদের অবস্থা খতিয়ে দেখা;
- শেয়ার বাই-ব্যাক আইন প্রণয়ন করা;
- তালিকাভুক্ত কোম্পানীর বর্তমান কর সুবিধা ১০% থেকে বাড়িয়ে দেয়া;
- বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে শেয়ারের মূল্য নির্ধারণে একই স্টকের মূল্য সঠিকভাবে দেখানো;
- স্টক এক্সচেঞ্জের demutualization সময় নিয়ে করা;
- ব্রোকার হাউজগুলোর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের নিরীক্ষক প্যানেল দ্বারা করানোর ব্যবস্থা করা; এবং
- আইপিও প্রাইসিং এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রাইস ব্যান্ড নির্ধারণ করে দেয়া।

৩। ইসপি সিকিউরিটিজ লিঃ এর প্রতিনিধি এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব মির্জা সালমান ইস্পাহানী বলেন, ফিক্সড প্রাইস পদ্ধতিতে ভাল কোম্পানী আইপিওতে আসছিল না বলে বুক বিল্ডিং পদ্ধতির প্রচলন করা হল। মার্জিন ঋণ বিধিতে পি/ই রেশিও অন্তর্ভূক্ত করে বিনিয়োগকারীদেরকে বিভ্রান্তিকর সংকেত দেয়া হয়েছিল। ইনডেক্স কেন বাড়ল তা উদ্ধারের জন্য এসইসি, ডিএসই এবং সিএসই যৌথ বৈঠক করেছিল। তিনি মনে করেন, ১০০ টাকার শেয়ার ১০ টাকায় বিভক্তিকরণ করে শেয়ারের মূল্য বেড়েছে এবং কেউ কেউ এ থেকে মুনাফা করেছে। এ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যানের ইউনিফরম ফেস ভ্যালু সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, যারা আইপিও তে আসবে তাদেরকে উউনিফর্ম ফেসভ্যালুতে আসতে হবে। এক্ষেত্রে, রেমনস ইনভেস্টমেন্ট এন্ড সিকিউরিটিজ লিঃ এর প্রতিনিধি এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব মোঃ মফিজউদ্দিন বলেন, ইউনিফর্ম ফেসভ্যালুর সাথে ইউনিফর্ম মার্কেট লট বিবেচনায় নিতে হবে।

৪। এম কে এম সিকিউরিটিজ লিঃ এর প্রতিনিধি এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব এম কে এম মহিউদ্দিন পুঁজিবাজারের অতীত ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, গত দুই বছর পুঁজিবাজারের শুধু উত্থান হয়েছে। তিনি মনে করেন, সরকারি কোম্পানীগুলো সরাসরি তালিকাভুক্তি করে বাজারে শেয়ার ছাড়লে ভাল ছিল। কিন্তু, ব্যক্তি মালিকানার কোম্পানী সরাসরি তালিকাভুক্তি করে পরিচালকরা তাদের শেয়ার বেশী মূল্যে বিক্রয় করে বাজার থেকে প্রচুর অর্থ তুলে নিয়েছে। উভয় স্টক এক্সচেঞ্জই ব্যক্তি মালিকানার কোম্পানীকে সরাসরি তালিকাভুক্তিতে বাঁধা দিয়েছিল।

তিনি বলেন, বুক বিল্ডিং আইপিও মূল্য নির্ধারণের জন্য উত্তম পদ্ধতি। তিনি অভিযোগ করেন, মৌলভিত্তিকে অবজ্ঞা করে অন্যায়ভাবে বেশী প্রিমিয়াম ধার্য করা হয়েছে। ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ার ২০০ টাকায় বিক্রয় করা হয়েছে। প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে বেশী মূল্যে শেয়ার বিক্রি করে বাজার থেকে অনেক অর্থ তুলে নেয়া হয়েছে। প্রাইভেট প্লেসমেন্টের জন্য নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশ করেন তিনি। তিনি বলেন, গ্রামীণ ফোনের প্রাইভেট প্লেসমেন্ট নিয়ে কোন প্রশ্ন ছিল না।

এ প্রসঙ্গে, তালিকাভুক্তির জন্য আইপিও আবেদনের পূর্বে স্টক এক্সচেঞ্জের অনাপত্তি গ্রহণ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয়ের প্রশ্নের উত্তরে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব এ এস এম নাঈম উল্লেখ করেন, গ্রামীন ফোন ১ টা অভিহিত মূল্যের শেয়ারের জন্য ১৭ টাকা প্রিমিয়াম চেয়েছিল। ম্যারিকো ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ার ৮০ টাকা প্রিমিয়ামে মাত্র ৫% মূলধন আইপিও তে নিয়ে আসতে চেয়েছিল। সিএসই বলেছিল আইপিও তে আরো বেশী মূলধন নিয়ে আসার জন্য। এম.আই সিমেন্ট এর নির্দেশক মূল্য ১১১.৬০ টাকা দেখানো হয়েছিল। সিএসই বলেছিল নির্দেশক মূল্য হওয়া উচিত ৫৬.১৫ টাকা। এলাইন্স হোল্ডিং আইপিও'র টাকা নিয়ে প্রাইভেট কোম্পানিতে বিনিয়োগে আপত্তি দিয়েছিল সিএসই। বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী কে অভিহিত মূল্যে আইপিওতে আসার সুপারিশ করেছিল সিএসই। তিনি বলেন, আইপিও ড্রাফট প্রসপেক্টাস এ সিএসই সব সময়ই মন্তব্য/আপত্তি দিয়েছিল। ডিএসই এবং সিএসই এর লিস্টিং কমিটির মন্তব্য (আপত্তি/অনাপত্তি) বিবেচনায় নিয়ে আইপিও অনুমোদনের সুপারিশ করেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব মামুন রশিদ অভিযোগ করেন, মার্চেন্ট ব্যাংক/ইস্যু ম্যানেজার এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনকে ম্যানেজ করে কোম্পানীগুলো বেশী প্রিমিয়াম নেয়। সিটি এন.এ গ্রামীণ ফোনের ইস্যু ম্যানেজার ছিল। সিটি এন.এ ম্যানেজ হয়নি এবং এসইসিকে ম্যানেজ করা হয়নি। এ জন্য গ্রামীণ ফোন বেশী প্রিমিয়াম পায়নি।

জনাব এম কে এম মহিউদ্দিন আইপিও এর মাধ্যমে কোম্পানীকে তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে স্টক এক্সচেঞ্জের মন্তব্য এসইসিকে বিবেচনা করার সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, বিধি বিধান প্রণয়ন করতে হবে সকলের সাথে/স্টেক হোল্ডারদের সাথে আলোচনা

করে। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে হবে। তিনি বলেন, প্রেফারেন্স শেয়ার এবং রিপিট পাবলিক অফারিং করে বাজার থেকে অনেক টাকা তুলে নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সাধারণত: তালিকাচ্যুত হওয়ার সময় কোম্পানী পাবলিকের নিকট থাকা শেয়ারগুলো বাই-ব্যাক করে নেয়। কিন্তু, বর্তমানে বাই-ব্যাক অপশন এর যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা হল কোন কোম্পানীর শেয়ারের দাম কমে গেলে তা বাই-ব্যাক করা হবে। তিনি এই বাই-ব্যাক পদ্ধতিকে একটি ম্যানিপুলেশন মেকানিজম উল্লেখ করে বলেন, আরো চিন্তাভাবনা করে বাই-ব্যাক পলিসি প্রণয়ন করা যেতে পারে। সরবরাহ বৃদ্ধির নামে যে কোন কোম্পানীকে আইপিও করতে দেয়া যাবেনা এবং সবাইকে প্রিমিয়াম দেয়া যাবে না। তিনি বলেন, সিডিবিএল একটি ভাল প্রতিষ্ঠান। সিডিবিএলকে পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানী করা ঠিক হবে না। আইপিও এর নামে সিডিবিএলকে কাগজ বিক্রি করতে দেয়া যাবেনা। তিনি মনে করেন সিডিবিএল এর আর মূলধনের প্রয়োজন নেই। সিডিবিএল যে অবস্থায় আছে অর্থাৎ সিডিবিএল এর বোর্ড ও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আগের মতই থাকতে হবে।

তিনি বলেন, ব্রোকার হাউজগুলো আইপিওতে আসতে পারবেনা। স্টক এক্সচেঞ্জ এর demutualization করার জন্য আমরা নীতিগতভাবে একমত। তিনি মনে করেন, আরো চিন্তা ভাবনা করে ধীরে সুস্থে demutualization প্রক্রিয়া করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন, স্টক এক্সচেঞ্জ হল প্রাথমিক নিয়ন্ত্রক। মূলত: স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য এবং নিয়ন্ত্রককে পৃথক করার জন্য demutualization করা হয়। কিন্তু, সদস্যরা এবং পরিচালনা পর্ষদ যদি নিরপেক্ষ থাকে তাহলে তো সমস্যা হয়না। এ প্রসঙ্গে সিএসই পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাব ফকরউদ্দিন আলী আহমেদ বলেন, সিএসই কার্যালয়ে বোর্ড মেম্বারদের কোন অফিস নেই। আমরা বোর্ড মেম্বাররা শুধু বোর্ড মিটিং এ আসি এবং পলিসি ডিসিশান দেই। সিদ্ধান্ত সমূহ নিরপেক্ষভাবে বাস্তবায়ন করে সিএসই ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তারা।

জনাব এম কে এম মহিউদ্দিন বলেন, পরিশোধিত মূলধন ৫০ কোটি টাকা হলেই আইপিও তে আসার বাধ্যবাধকতা দেয়া ঠিক হয়নি। তিনি বলেন, পরিশোধিত মূলধনের মাত্র ১০% ম্যারিকো আইপিও তে নিয়ে এসেছিল। অধিকাংশ শেয়ার উদ্যোক্তাদের হাতে থাকায় তারা সুবিধা পায়। তিনি মনে করেন, পরিশোধিত মূলধনের ১০% আইপিও করলে তাকে পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানী বলা যায় না। এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি বলেন, স্টক এক্সচেঞ্জ এর মতামত বিবেচনায় নিয়ে এসইসিকে কোম্পানী তালিকাভুক্ত করার জন্য আইপিও অনুমোদন দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন, স্টক এক্সচেঞ্জের অনাপত্তি নিয়ে এসইসি কোম্পানী তালিকাভুক্তির জন্য আইপিও অনুমোদন দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে জনাব এ এস এম নাঈম বলেন, স্টক এক্সচেঞ্জের অনাপত্তি নিয়ে এসইসি আইপি অনুমোদন দিতে পারে। তবে, স্টক এক্সচেঞ্জ না বোধক মন্তব্য বা আপত্তি করলে আপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। তিনি বলেন, দুই স্টক এক্সচেঞ্জের মতামত ভিন্ন হলে সেক্ষেত্রে এসইসি, ডিএসই এবং সিএসই এর সাথে যৌথ বৈঠক করে আইপিও অনুমোদনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৫। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি জনাব হাবিবুল্লাহ খান বলেন, ১৯৯৬ সালের তদন্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে শেয়ার বাজার কেলেংকারীতে জড়িতদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় নাই। তিনি বলেন, পুঁজিবাজার হল কোন দেশের অর্থনীতির দর্পন। পুঁজিবাজারের বর্তমান অস্বাভাবিক উত্থান-পতনে কেউ না কেউ জড়িত ছিল। এ বিষয়ে সরকারের ভাবনা স্পষ্ট নয়। তিনি মনে করেন, পুঁজিবাজারের বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ছিল। সরকারের করণীয় বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য তদন্ত কমিটিকে অনুরোধ করেন তিনি।

তিনি বলেন, সিকিউরিজি ও এক্সচেঞ্জ কমিশন পূর্বে কখনও ৩০০০ কোটি টাকার দৈনিক ট্রেড নিয়ন্ত্রন করেনি। কমিশন গঠিত হয় অবসর প্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে। তারা প্রতিষ্ঠানকে নিজের ভাবেন না। তারা অবসর সময় কাটিয়ে যান। এসইসির জনবল ও বেতন-ভাতা বাড়ানোর সুপারিশ করেন তিনি। তিনি বলেন, আগামীকাল থেকেই তা করতে হবে। তিনি আরো বলেন, এসইসির জনবল এবং বেতন-ভাতা বাড়ানোর অর্থের যোগান আমরা দেব।

তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে পুঁজিবাজারে এত বড় কেলেংকারীতে সিএসই পরিচালনা পর্ষদ এবং সিএসই ব্রোকাররা জড়িত ছিলনা। আর এ জন্য আমরা গর্বিত। তিনি বলেন, ব্যাংক, ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীকে ব্রোকারেজ লাইসেন্স দিয়ে বাজারকে অস্বাভাবিক করে তোলা হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন মিডিয়াতে বিভিন্ন বক্তব্য দিয়ে বাজারকে অস্থিতিশীল করা হয়েছে।

তদন্ত কমিটিকে তিনি স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী এই তিন স্তরে সুপারিশ/রিকমেন্ডশন করার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এখনও আন্ডার ইউটিলাইজড। সিএসইতে দৈনিক লেনদেন ১০০ কোটি টাকা হলে

ডিএসইর লেনদেন হয় ২৫০০ কোটি টাকা। এ জন্য তিনি সিএসইর আন্ডার ইউটিলাইজড ক্যাপাসিটি ব্যবহারেরর ব্যবস্থা করার অনুরোধ করেন।

৬। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি এবং বর্তমান পর্ষদের পরিচালক জনাব নাসিরুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, চট্টগ্রামে সকলের সাথে মতবিনিময় করার জন্য, তদন্ত কমিটিকে ধন্যবাদ দেন। তিনি বলেন, গত বছরে অস্বাভাবিক উত্থান-পতনের পূর্বে সিএসইর দৈনিক লেনদেন ছিল ২৫/৩০ কোটি টাকা। তিনি বলেন, পুঁজিবাজারকে গতিশীল করার জন্য আমরা সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেছিলাম আইপিও বাড়ানোর জন্য। আমরা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আইপিও তে আসার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু, সরকারি প্রতিষ্ঠান আইপিও তে না আসাতে বাজারে শেয়ারের সরবরাহ বাড়ছিলনা। এতে করে শেয়ারের প্রচুর চাহিদা থাকায় বাজার অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছিল।

তিনি বলেন, এসইসির লোকবল কম থাকা সত্ত্বেও স্টক এক্সচেঞ্জের কিছু কাজ তারা নিজেরা করেছে। যেমন- অনুমোদিত প্রতিনিধিদের লাইসেন্স দিয়েছে। এমন কি তারা অনুমোদিত প্রতিনিধিদের নিয়োগপত্রের ড্রাফট করে দিয়েছে। তিনি বলেন, সিএসইর ব্রোকারদের শাখা খুলতে বাঁধা দিয়েছে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন। এখন ব্রোকারদের নতুন শাখা খোলা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কার স্বার্থে এবং কার নির্দেশে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন নতুন শাখা খোলা বন্ধ করেছে তা খতিয়ে দেখতে সুপারিশ করেন তিনি।

তিনি মনে করেন, এসইসি ঘন ঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে। বৃহৎ এই পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা এসইসির আছে কিনা তা খতিয়ে দেখার সুপারিশ করেন তিনি। তিনি মনে করেন, পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য যথার্থ নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা এসইসির ছিল না। তিনি বলেন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের অভাব ছিল। এ জন্য তিনি এসইসিকে পূনর্গঠনের সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, কমিশনের নিয়মিত সদস্যদের সাথে বাইরে থেকে দক্ষ পেশাজীবীদের সমন্বয়ে কমিশনকে সমৃদ্ধ করা যেতে পারে।

তিনি বলেন, আমরা সদস্যরা শুধু ব্রোকার নই ডিলারও। তাই আমাদের নিজস্ব পোর্টফোলিও গঠনের জন্য ব্যাংকের ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তিনি বলেন, বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। মিডিয়াতে বিভিন্ন ঋণাত্মক বক্তব্য না দিয়ে উৎসাহব্যঞ্জক বক্তব্য দিয়ে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা যেতে পারে।

৭। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের মনোনীত পরিচালক জনাব মামুন রশীদ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রশংসা করে বলেন, বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ স্টক এক্সচেঞ্জকে আধুনিক করার লক্ষ্যে অন্যান্য দেশের স্টক এক্সচেঞ্জে কি ঘটছে এবং কি কাজ করছে তা পর্যবেক্ষণ করছে। তিনি বলেন, স্টক এক্সচেঞ্জকে পরিপূর্ণ অটোমেশন করার তাগিদ দেখেছি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ থেকে এবং তা তারা করেছে। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সিএসই বেশ অগ্রগামী। সিএসইর অভ্যন্তরীণ মানব সম্পদ অত্যন্ত ভাল।

এরপর তিনি বলেন, সিটি এন.এ তে থাকাকালে ইস্যু ম্যানেজার হিসেবে দেখেছি গ্রামীণ ফোনের আইপিও করে তা ডিএসইতে তালিকাভুক্ত করতে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের সময় লেগেছিল ১০ মাস।

তিনি বলেন, গ্রামীণ ফোনের প্রতিটি ১ টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ার ১৭ টাকা থেকে কমিয়ে ৭ টাকায় আইপিও করতে হয়েছে। অভিহিত মূল্য ১০ টাকা করতে হয়েছিল। ডিএসইর তৎকালিন সভাপতি গ্রামীণ ফোনের আইপিও আটকে দিতে চেয়েছিল। তারা ডিএসইর ব্রোকারদের প্লেসমেন্ট শেয়ার না দিলে লিস্টিং করবে না বলেছিল। তারা সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনকে দিয়ে লিস্টিং রেগুলেশন পরিবর্তন করে নিয়েছিল। তারা ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের কমে কোন শেয়ার তালিকাভুক্ত করবে না সে আইন করেছিল। এসইসির এক সদস্য এতে সহায়তা করেছিল।

তিনি বলেন, ইস্যু ম্যানেজার হিসেবে আইপিও ব্যবস্থাপনা করতে গিয়ে আমাদের এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। অনেকে বলেছে, এসইসিকে ম্যানেজ করে বেশী প্রিমিয়াম পাওয়া যায়। আমরা অর্থাৎ গ্রামীণ ফোন বা নরওয়ের টেলিনর ঐ ম্যানেজ পন্থায় না যাওয়ায় প্রিমিয়াম কম পেয়েছিল।

তিনি বলেন, ম্যানেজ করে বেশী প্রিমিয়াম পাইয়ে দিতে পারব না বলে আমরা খুলনা পাওয়ার এবং আর.এ.কে সিরামিকস এর ইস্যু ম্যানেজারের দায়িত্ব হারিয়েছিলাম। মার্চেন্ট ব্যাংকের লাইসেন্স হস্তান্তরের জন্য এসইসির এক নির্বাহী পরিচালকের সাথে আলোচনার উদাহরণ দেন তিনি। তিনি বলেন, ঐ নির্বাহী পরিচালক বলেছিল জনৈককে লাইসেন্স দিলে তার ব্যক্তিগত লাভ কোথায়। এ জন্য তিনি (নির্বাহী পরিচালক) উক্ত লাইসেন্স অন্যদের নিকট ট্রান্সফারের পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি এসইসিকে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান আখ্যা দিয়ে তদন্ত কমিটিকে এসইসি পরিদর্শনের অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, এসইসির সদস্য এবং

নির্বাহী পরিচালকেরা দুর্নীতি পরায়ন। তিনি আরো বলেন, এসইসি, ডিএসই এবং বর্তমান পুঁজিবাজারের প্রধান সমস্যা হল নৈতিকতার অভাব। তিনি বলেন, এসইসিকে নিয়ন্ত্রণ করছে ডিএসই। তিনি বলেন, এসইসিকে অর্থ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণ করছে না। ডিএসই তাদের ব্যবসায়িক/ব্যক্তিগত স্বার্থে এসইসিকে ব্যবহার করছে। তিনি বলেন, বুক বিল্ডিং পদ্ধতি কোন সমস্যা নয়। সমস্যা হল নৈতিকতায়।

তিনি বলেন, সরকারি কোম্পানী ছাড়া ব্যক্তিমালিকানার কোম্পানী সরাসরি তালিকাভুক্ত হয়েছে। নাভান সিএনজি সরাসরি তালিকাভুক্ত হয়েছে যদিও ফিউচার ক্যাশ ফ্লো এবং নেট এসেট ভ্যালু সংক্রান্ত আইনের বিধান পরিপূর্ণভাবে পরিপালন করা হয়েছিল না। কিন্তু, গ্রামীণ ফোনের ক্ষেত্রে তা পুংক্ষানুপুংক্ষ পরিপালন করা হয়েছিল। তিনি বলেন, ইস্যু ম্যানেজারের প্রস্তাবনা মতে নাভানা সিএনজি কে অনুমোদন পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল।

তিনি আরো বলেন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের সদস্য হন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তারা। তাদের অনেকেরই পুঁজিবাজার সম্পর্কে ধারণা কম।

৮। রয়েল ক্যাপিটালের প্রতিনিধি এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের সহ-সভাপতি জনাব এ. কিউ. আই. চৌধুরী কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মহাধুমধাম' কবিতার অংশ বিশেষ পাঠ করে বলেন, তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট সকলের প্রত্যাশা হল- তিনি দেবতা।

তিনি বলেন, অনুমোদিত প্রতিনিধিদের লাইসেন্স এখন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন দিচ্ছে যা আগে স্টক এক্সচেঞ্জ দিত। তিনি বলেন, নতুন শাখা খোলা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, নতুন শাখার জন্য আবেদন করার সময় জায়গা ভাড়া নেয়া এবং লোকবল নিয়োগ দিয়ে অবকাঠামো তৈরি করা হয়। তারপর নতুন শাখার অনুমতি দেয়া হয়। অনুমতি পাওয়ার আগে প্রায় ২ কোটি টাকা খরচ হয় অবকাঠামোর জন্য। নতুন শাখা খোলা বন্ধ হলে ব্রোকারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

তিনি বলেন, ব্যাংকগুলো পুঁজিবাজারে এসে তাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করেনি। তিনি বলেন, ব্যাংকগুলো ক্ষুদ্র ব্যক্তি বিনিয়োগকারীদের ঋণ দিয়ে পুঁজিবাজারের অস্বাভাবিক উত্থান ঘটিয়ে ছিল। তিনি বলেন, ব্যাংকের ব্রোকার হাউজগুলোর মূলধন কত হবে তা নির্ধারণ করে দেয়া যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বলেন, ব্যাংকগুলো পুঁজিবাজারে এখন সম্পৃক্ত হয়েছে। আর এ কারণে অর্থনীতিতে কি প্রভাব পড়তে পারে এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে জনাব চৌধুরী বলেন, এই মূহুর্তে ব্যাংকগুলোর পুঁজিবাজারে ঋণ বন্ধ করা যাবে না। তিনি বলেন, ব্রোকার হাউজগুলোকে ব্যাংক থেকে পৃথক করে সাবসিডিয়ারি কোম্পানী গঠন করা যেতে পারে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ থেকে ব্রোকার হাউজগুলোর পরিচালনা পর্ষদ পৃথক করা যেতে পারে। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশ ব্যাংক এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা করে দিতে পারে। তিনি অবহিত করেন, ব্রোকার হাউজগুলো প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সিইও নিয়োগ দিয়েছে।

তিনি মনে করেন, শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০০ টাকা থেকে ১০ টাকায় বিভক্তিকরণ করে অনেকে অনেক টাকা বাজার থেকে তুলে নিয়েছে। সকল শেয়ারকে একই অভিহিত মূল্যে আনার জন্য সুপারিশ করেন তিনি।

তিনি বলেন, মিডিয়াতে বিভিন্ন বক্তব্য দিয়ে বাজারকে প্রভাবিত করা হয়েছে। ফটকা বাজার বা কেসিনো বলে বিনিয়োগকারীদের আস্থায় আঘাত করা হয়েছে। তিনি বলেন, নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনগুলো True and Fair নয়। তালিকাভুক্তির আগে উহা খতিয়ে দেখতে হবে। বুক বিল্ডিং পদ্ধতি বন্ধ না করে পূণরায় চালু করার সুপারিশ করেন তিনি। বাই-ব্যাক পদ্ধতির পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি আছে। তাই আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার সুপারিশ করেন তিনি।

তিনি মনে করেন, ঘন ঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে এসইসি বাজারকে প্রভাবিত করেছে। তিনি বলেন, আইন কানুন যত বেশী করা হবে দুর্নীতি তত বাড়বে। এসইসিকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। কমিশনে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তারা সদস্য হন। তিনি এসইসির নিজস্ব ক্যাডার সৃষ্টির সুপারিশ করেন। এ জন্য এসইসির বেতন কাঠামো এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামো পরিবর্তনের সুপারিশ করেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন, ড. এ. বি. মির্জা আজিজুল ইসলাম এবং জনাব ফারুক আহমদ সিদ্দিকী পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের লোক না হয়েও পুঁজিবাজারকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। তিনি বলেন, এসইসির বর্তমান চেয়ারম্যান পুঁজিবাজারের বিশেষজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সার্চিং কমিটির সুপারিশ মতে এসইসির চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ করা সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয়ের প্রশ্নের উত্তরে জনাব এ.এস. এম.

নাঈম বলেন, সার্চিং কমিটির সুপারিশ মতে এসইসির চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। তবে সার্চিং কমিটির গঠন বা সদস্যদের যোগ্যতা/নিরপেক্ষতা দেখতে হবে।

৯। নর্থ ওয়েস্ট সিকিউরিটিজের প্রতিনিধি এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব বিজন চক্রবর্তী বলেন, ব্রোকাররা সাধারণতঃ টার্ন ওভার বাড়াতে চাইবে। কিন্তু, আমরা সম্মেলন করে বিনিয়োগকারীদের এই অতিমূল্যায়িত বাজারে আসতে নিষেধ করেছিলাম। তখন ডিএসই ইনডেক্স ছিল ৬৪০০। নিষেধ সত্ত্বেও ইনডেক্স বেড়ে ৮৯০০ হল। আমরা গর্ব করতাম ১৯৯৬ এর মত শেয়ারবাজারে ধস হবে না। কারণ, এখন সিডিবিএল আছে এবং অনেক প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী আছে। কিন্তু দেখা গেল যে, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মত আচরণ করেছে। দাম বাড়লে কিনেছে এবং কমলে বিক্রয় করেছে। সবাই একসাথে বিক্রয়ের চাপ দিয়ে বাজারে ভীতির সৃষ্টি করে এ অস্বাভাবিক পতনের সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি মনে করেন, এসইসিরর ঘন ঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন/নির্দেশনা জারীর কারণে বাজার প্রভাবিত হয়েছে। তিনি বলেন, এসইসি কিছু সাংঘর্ষিক আইন করেছে। যেমনঃ কোন সিকিউরিটিজের পি/ই রেশিও ৪০ হলে তাকে মার্জিন ঋণযোগ্য হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু, বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে ৮০ পি/ই রেশিওতে আইপিও করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, এসইসির প্রাক্তন সদস্য জনাব সাহাবুব আলম হলেন প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু এবং প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে শেয়ার ইস্যুর পরামর্শ দাতা। তিনি এসব মেকানিজমের মাধ্যমে পুঁজিবাজার থেকে টাকা উত্তোলনের একমাত্র পরামর্শদাতা। তিনি বলেন, পুঁজিবাজার উন্নয়নে মিডিয়ার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মিডিয়াতে খুব বিবেচনা করে বক্তব্য দেয়ার সুপারিশ করেন তিনি।

তিনি বলেন, লিংক বি.ও একাউন্টের মাধ্যমে ম্যানিপুলেশন হচ্ছে। একজন বিনিয়োগকারীর মাত্র একটি লিংক বি.ও একাউন্ট থাকতে পারে বলে মনে করেন তিনি। তিনি বলেন, কোম্পানীগুলো সম্পদ পুন:মূল্যায়ন করে শেয়ারের দাম বাড়িয়ে রাইট ইস্যু করেছে। যে সমস্ত কোম্পানীর ২% নগদ লভ্যাংশ দেয়ার যোগ্যতা নেই তারা ১০% স্টক ডিভিডেন্ড দিয়েছে।

তিনি মনে করেন, ব্যাংকগুলো পুঁজিবাজারে অনেক টাকা বিনিয়োগ করেছিল। কিন্তু, তারা একসাথে বাজার থেকে তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থ তুলে নিয়ে বাজারে মূল্য পতন ঘটিয়েছে।

১০। রেমনস ইনভেস্টমেন্ট এবং সিকিউরিটিজ লিঃ এর প্রতিনিধি এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব মোঃ মফিজউদ্দিন বলেন, কোম্পানীর তালিকাচ্যুতি একটা বড় সমস্যা। তিনি অবহিত করেন, চিক টেক্স, রুপম অয়েল এবং রাসপিট গ্রুপ আইপিও করে পুঁজিবাজার থেকে প্রচুর অর্থ তুলে নেন। তারা কোম্পানীগুলো তালিকাচ্যুত করে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। বিনিয়োগকারীদের টাকা নিয়ে তারা বিদেশে ভাল অবস্থায় আছেন।

তিনি বলেন, আর্থিক প্রতিবেদন অডিটররা সঠিকভাবে অডিট করেনা। আর্থিক প্রতিবেদনের মাধ্যমেই ম্যানিপুলেশন শুরু হয়। তাই, তিনি অডিটরদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, সম্পদ মূল্যায়নকারীরাও প্রতারনা করেছেন। পুন:মূল্যায়নের ভিত্তি,ব্যাখ্যা না করে তারা সম্পদের মূল্য কয়েকগুন (কোন কোন ক্ষেত্রে শতগুন) বাড়িয়ে দিয়েছে। নেট এসেট বাড়ানোর জন্য এটা করা হয়েছে। নেট এসেট বাড়িয়ে প্রিমিয়াম বেশী দেখানো হয়েছে এবং শেয়ারের দাম বাড়ানো হয়েছে।

এসইসি অনেক সময় নির্দেশনা জারী করে বলে নির্দিষ্ট ঐ তারিখের নির্দেশনা বাতিল বা পুনর্বহাল করা হল। এখন প্রশ্ন হল, নির্দিষ্ট ঐ তারিখের নির্দেশনা কি ছিল তা খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাই, এসইসির নির্দেশনাসমূহ টেকনিক্যাল ভাষায় না করে বিস্তারিত এবং প্রাঞ্জল ভাষায় করার সুপারিশ করেন তিনি।

ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্ট এর নিকট বিনিয়োগকারীর সকল তথ্য থাকে। ডিভিডেন্ট বা রিফান্ড ওয়ারেন্ট পেতে বিনিয়োগকারীদের অনেক বেগ পেতে হয়। অনেক সময় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাই, কোম্পানী কর্তৃক ডিভিডেন্ট বা রিফান্ড ওয়ারেন্ট ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্টকে ইস্যু করে তা সংশ্লিষ্ট বি.ও একাউন্ট এ জমা করার সুপারিশ করেন তিনি।

তিনি বলেন, পুঁজিবাজারের প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান তথা স্টক এক্সচেঞ্জকে তাদের প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণের কাজ করতে দেয়ার জন্য সুপারিশ করেন তিনি।

মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্লেসমেন্ট বিক্রয় করে কারা লাভবান হয়েছে তাদের বিষয়ে খতিয়ে দেখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মার্চেন্ট ব্যাংকের অমনিবাস বি.ও. একাউন্ট খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

১১। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব এ.এস.এম নাঈম পুঁজিবাজারের অস্বাভাবিক পতনের জন্য ৩ টি কারণ উল্লেখ করেন: (ক) লোভ (খ) ভয় (fear) এবং (গ) ভীতি (panic)। লিংক বি.ও একাউন্ট এবং বেনামী বি.ও একাউন্টগুলো খতিয়ে দেখা এবং তাদের অর্থের উৎস খতিয়ে দেখার সুপারিশ করেন তিনি।

তিনি বলেন, এসইসির নির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংকগুলো তাদের ব্রোকারেজ হাউজগুলোকে সাবসিডিয়ারি কোম্পানীতে রূপান্তর করেছে। কিন্তু, এতে ব্যাংকের ৮০-৯০% মালিকানা রয়েছে। তিনি মনে করেন, এসইসি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এসইসি সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুপারিশ করেন তিনি।

মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড সৃষ্টি করার সুপারিশ করেন তিনি। রিফান্ড ওয়ারেন্ট এবং ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট যেগুলো পরিশোধ করা যায় না বা অপরিশোধিত থেকে যায় তা বাজেয়াপ্ত করে মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড এ জমা করা যেতে পারে বলে মনে করেন তিনি।

বুক বিল্ডিং পদ্ধতি ও প্রাইভেট প্লেসমেন্ট নীতিমালা খতিয়ে দেখে সংশোধনের সুপারিশ করেন তিনি। যে আইপিওগুলো পাইপ লাইনে রয়েছে সেগুলো পুন:মূল্যায়ন করে অনুমোদন দেয়া যেতে পারে বলে মনে করেন তিনি।

'এ' এবং 'বি' ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে অডিটরদের একটি প্যানেল তৈরি করতে পারে এসইসি। তিনি বলেন, বাই-ব্যাক পদ্ধতি প্রণয়ন করা যেতে পারে।

১২। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাব ফকরউদ্দিন আলী আহমেদ সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান তথা সভার সভাপতি মহোদয়কে সমাপনী বক্তব্য দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

১৩। তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বলেন, আপনারা যে মতামত দিয়েছেন তা অন্যান্য মতবিনিময় সভার সাথে মিলিয়ে দেখব। সব কিছু খতিয়ে দেখে যা পাওয়া যাবে আমরা তা রিপোর্ট করব। দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে প্রতিবেদন জমা দেয়ার পরও প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়নের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করতে চেষ্টা করব। মন্ত্রী মহোদয় প্রতিবেদন প্রকাশের আশ্বাস দিয়েছেন। আমরা সরকারের নিকট প্রতিবেদন জমা দেব। প্রতিবেদন প্রকাশের দায়িত্ব সরকারের।

সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ
চেয়ারম্যান
তদন্ত কমিটি

পরিশিষ্ট-খ(৮)

পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটি- ২০১১

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর সকল স্টক ব্রোকার/ডিলারগণের সাথে তদন্ত কমিটির মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণীঃ

তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এর সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর সকল স্টক ব্রোকার/ডিলারগণের সাথে এক মতবিনিময় সভা ০৭ মার্চ ২০১১, সোমবার সকাল ১০.৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভার সঞ্চালক হিসেবে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাব ফকরউদ্দিন আলী আহমেদ সকলকে স্বাগত জানান। চট্টগ্রাম এসে সকলের সাথে মতবিনিময়ের জন্য তদন্ত কমিটিকে ধন্যবাদ জানান। তিনি উল্লেখ করেন, পুঁজিবাজারে অস্বাভাবিক উত্থান-পতন হয়েছিল। পুঁজিবাজারের এই অস্বাভাবিক উত্থান-পতনের কারণ ও উহা হতে উত্তরণের উপায় সুপারিশ করার জন্য সকলকে আহ্বান জানিয়ে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদকে সভার সভাপতি হিসেবে স্বাগত বক্তব্য দিতে অনুরোধ করেন।

তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয় তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সকলকে স্বাগত জানান। অত:পর তদন্ত কমিটির অপর সদস্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন। তিনি অবহিত করেন যে, তদন্ত কমিটির সদস্য জনাব মোহাম্মদ আব্দুল বারী অসুস্থতার দরুন এ সভায় আসেননি। তিনি বলেন, গতকাল আমরা চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি এবং বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেছি। তদন্তের পরিধি/বিষয়ানুযায়ী (TOR) সুশীল সমাজ এবং পুঁজিবাজারের বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের (যেমন: ডিএসই পরিচালনা পর্ষদ, প্রাক্তন সভাপতি, সকল ব্রোকার/ডিলার, মার্চেন্ট ব্যাংকার, এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী, পুঁজিবাজার সাংবাদিক) সাথে মতবিনিময় করেছি। আজ আপনাদের সাথে মতবিনিময় করছি এবং আগামীকাল অধ্যাপক ও গবেষকমন্ডলীর সাথে মতবিনিময় করব। এই মতবিনিময় সভাগুলো থেকে যে সকল মতামত মিলে যাবে তা তদন্ত প্রতিবেদনে রিপোর্ট করা হবে। আপনারা সুনির্দিষ্ট করে মতামত দেবেন। যা ঘটার তা তো ঘটে গেছে। ঘটনার কারণ উল্লেখ করে পরবর্তী/ভবিষ্যতের জন্য সুপারিশ করতে পারেন যেন এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। আপনারা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং এসইসির কাঠামোগত সংস্কার অথবা সিকিউরিটিজ আইনের সংস্কারের জন্য সুপারিশ করতে পারেন।

অত:পর সভার সঞ্চালক হিসেবে চট্টগ্রাম এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাব ফকরউদ্দিন আলী আহমেদ সকলকে সংক্ষিপ্তভাবে নিজ নিজ বক্তব্য দানের আহ্বান জানালে নিম্নোক্ত সদস্যগণ তাদের বক্তব্য দেন।

১। সাউথ এশিয়া সিকিউরিটিজ লিঃ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম বলেন, বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে সঠিকভাবে সিকিউরিটিজ এর মূল্য নির্ধারণ/প্রিমিয়াম নির্ধারণ হচ্ছে না। সম্পদ পুন:মূল্যায়ন করে নেট এসেট ভ্যালু বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছে। সম্পদ পুন:মূল্যায়ন করে ভ্যালুয়াররা এবং আর্থিক প্রতিবেদন অডিট করে অডিটররা। এই মূল্যায়ন এবং আর্থিক প্রতিবেদন খতিয়ে দেখার জন্য এসইসিতে একটি কমিটি গঠন করার সুপারিশ করেন তিনি। তিনি বলেন, শেয়ারের মূল্য তথা প্রিমিয়াম নির্ধারণের উপর যথার্থ ব্যাখ্যা থাকতে হবে। আইপিও এর মাধ্যমে তালিকাভুক্ত হওয়ার প্রথম ট্রেডিং দিবসে শেয়ারের মূল্যের উপর সার্কিট ব্রেকারেরও সুপারিশ করেন তিনি।

২। হাসান শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন বলেন, ১৯৯৬ সালের তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি এবং প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কোন শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়নি। তিনি আশা করেন, এবারের তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে এবং প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। তিনি, অন্যান্যের মধ্যে, তদন্ত কমিটিকে নিম্নোক্ত সুপারিশ করেন:-

(ক) পুঁজিবাজার সংক্রান্ত আলাদা ট্রাইবুনাল/আদালত করে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা করা;

(খ) যে সমস্ত 'জেড' ক্যাটাগরী কোম্পানী স্টক ডিভিডেন্ট/বোনাস শেয়ার ইস্যু এবং রাইট ইস্যু করে ৩ টাকার শেয়ার ৫০০ টাকা এবং ৩৬ টাকার শেয়ার ৫০০০ টাকায় বিক্রয় করেছে তাদের খতিয়ে দেখা;

(গ) সম্পদ পুন:মূল্যায়ন করে আনরিয়েলাইজড এসেট রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ থেকে যে সমস্ত কোম্পানী স্টক ডিভিডেন্ট দিয়েছে তাদের খতিয়ে দেখা;

(ঘ) সিএসই, ডিএসই এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিভিন্ন বিষয়ে যেমন: মার্জিন রুল নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন আইন রয়েছে। তিনি, এ ক্ষেত্রে সম্মিলিত আইনের সুপারিশ করেন;

(ঙ) তিনি আইপিও আবেদন ফুল সার্ভিস ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্ট এর মাধ্যমে করার সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, টাকা জমা না দিয়ে বিনিয়োগকারী আইপিও'র জন্য আবেদন করতে পারবেন। বিনিয়োগকারীর নামে শেয়ার বন্টনের সময় টাকা জমা নেওয়ার সুপারিশ করেন তিনি;

(চ) বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে বেশী প্রিমিয়াম দেয়া হয়েছে। প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে শেয়ার ইস্যু করে অনেক টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। এগুলো খতিয়ে দেখার জন্য সুপারিশ করেন তিনি।

(ছ) তিনি বলেন, আইপিও এর মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি পদ্ধতি অনুসরণ করলে ভাল হবে।

৩। আইডিএলসি সিকিউরিটিজ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুদ্দিন বলেন, ব্রোকারদের দায়িত্ব হল গ্রাহকদের নির্দেশ মোতাবেক ট্রেড এক্সিকিউট করা এবং সিকিউরিটি আইন বা বিধি-বিধান পরিপালন করা। তিনি বলেন, শেয়ারের মূল্য কারসাজি/ম্যানিপুলেশন সংক্রান্ত বিষয়ে পরিস্কার আইন/বিধি-বিধান নেই। মূল্য কারসাজি হতে পারে ভলিউম এবং মূল্য ম্যানিপুলেশনের মাধ্যমে। এই প্রাইস ম্যানিপুলেশন রোধ কল্পে ইনটিগ্রেটেড সফটওয়্যার প্রয়োজন। সিডিবিএল এবং ব্রোকারদের ব্যাক অফিসে একই রকম সফটওয়্যার থাকতে হবে। এই সিস্টেম এ প্রাইস ম্যানিপুলেশন রোধ করা যাবে।

তিনি বলেন, আমাদের দেশে আমরা ব্রোকাররা শুধুমাত্র ব্রোকিং করি। আমাদের কোন এডভাইজরি ক্ষমতা নেই। তিনি মনে করেন, ব্রোকারদের রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট থাকলে এবং তারা গ্রাহকদের শেয়ার কেনা-বেচায় পরামর্শ দিলে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হত না।

তিনি বলেন, সিকিউরিটিজ এর বাজার মূল্য বিবেচনায় নিয়ে মার্জিন ক্যালকুলেশন করা হলে বাজার মূল্য পরিবর্তনের সাথে সাথে মার্জিনের পরিমাণ পরিবর্তন হয়ে যাবে। তিনি মনে করেন, মার্জিন লিমিট নির্ধারণ করতে হবে স্টক ভ্যালুয়েশন করে। তিনি মার্জিন রুল সংস্কারের সুপারিশ করেন। তিনি মনে করেন, মার্জিন ঋণ কাকে দেয়া হবে বা কত দেয়া হবে তা নির্ধারণের এখতিয়ার হল মার্চেন্ট ব্যাংক বা ব্রোকারের।

তিনি প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, ডিরেক্টর এবং অডিটরদের প্রতিবেদন খতিয়ে দেখতে হবে। সিডিরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের একটা উয়িং এ চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস, অর্থনীতিবিদ এবং ফিন্যান্সিয়াল এনালিস্ট থাকবে। তারা অডিটরস রিপোর্ট সুনির্দিষ্টভাবে খতিয়ে দেখে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ নিশ্চিত করবে।

তিনি বলেন, আমাদের পুঁজিবাজার হল ইক্যুইটি নির্ভর বাজার। ইক্যুইটি সিকিউরিটিজের মূল্য বেড়ে গেলে তা বিক্রয় করে বিনিয়োগ করার বিকল্প বাজার নেই। তিনি বলেন, বন্ড মার্কেট বা ট্রেজারি মার্কেট থাকলে সেখানে বিনিয়োগ করা যায়। তিনি বন্ড মার্কেট বা ট্রেজারি মার্কেট গঠনের সুপারিশ করেন। এছাড়া, তিনি সিকিউরিটিজের শর্ট সেল সুবিধা প্রদানের সুপারিশ করেন।

৪। আইসিবি ট্রেডিং কোং লিঃ এর প্রদান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব কাজী সানাউল হক বলেন, ক্রাইসিস মুহূর্তে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা বাজারে তাদের যথাযথ সহায়তা দিলে পুঁজিবাজারের এই ব্যাপক দরপতন হত না। বিনিয়োগকারীদের আস্থার ঘাটতি দেখা দিত না। পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের এগিয়ে আসার সুপারিশ করেন তিনি। তিনি বলেন, বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে ৪০ পি/ই রেশিওর উপরে শেয়ারের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে। তিনি মনে করেন, শেয়ারের মূল্য ১০ বা ১২ পি/ই রেশিও তে হলে তা সঠিক হবে।

৫। ডি বি এল সিকিউরিটিজ লিঃ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব তানভীর রহিম আক্রমনাত্মক বিক্রয় (Aggressive Sale) সম্পর্কে বলেন, কোন সিকিউরিটিজ এর ট্রেড এক্সিকিউট হয় টাচ লাইন মূল্যে। তিনি বলেন, গ্রাহকগণ যদি তার সিকিউরিটিজ কম মূল্যে বিক্রয় করতে চায় তাহলে ব্রোকারদের কিছু করার নেই। গ্রাহক যদি ক্রয় অফার মূল্যের চেয়ে বিক্রয় অফার কম মূল্যে দেয় এবং তা যদি এক্সিকিউট হয় সে ক্ষেত্রে ব্রোকার কি করতে পারে। ২০ জানুয়ারি ২০১১ তে মাত্র ৬ মিনিটে ৬০০ পয়েন্ট ইনডেক্স পড়ে যাওয়ায় এ ধরনের ট্রেডকে এগ্রেসিভ সেল আখ্যা দিয়ে অভিযোগ করা হয়েছে। তিনি বলেন, বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে ভিন্ন ধরনের স্টক হওয়া সত্ত্বেও একই ধরনের স্টক বিবেচনা করে যেমন: জিএমজি এয়ারলাইন্সের শেয়ার শমরিতা হসপিটালের শেয়ারের সাথে তুলনা করে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি সিকিউরিটিজের শর্ট সেলিং সুবিধা প্রদানের সুপারিশ করেন।

৬। স্কাই সিকিউরিটিজ লিঃ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এম.এ. বাতেন বলেন, আমাদের পুঁজিবাজারে গুজব ভিত্তিক লেনদেন হয়েছে। তিনি গুজব ভিত্তিক লেনদেন বন্ধের সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, আইপিওতে শেয়ারের মূল্য যেন অতিরিক্ত না হয় তা দেখতে হবে। ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ার ৮০ টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে এসইসি আইপিও অনুমোদন দিয়েছিল তা খতিয়ে দেখার সুপারিশ করেন তিনি। তিনি বলেন, এগ্রেসিভ সেলিং (বিক্রয় চাপ) এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকগুলোকে তাদের বিনিয়োগ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আনা সংক্রান্ত নির্দেশনা বাজারের অস্বাভাবিক পতনকে তরান্বিত করেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক এসএলআর এবং সিআরআর বাড়িয়ে বাজারে তারল্য সংকট সৃষ্টি করেছিল। তারল্য সংকট এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার সংকটে বাজারে দরপতন হয়েছিল। তিনি বলেন, বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। ব্যাংক এবং মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোকে এখন পুঁজিবাজারে অংশ গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, ব্যাংকগুলোকে তাদের দায়ের ১০% এর পরিবর্তে ১৫%

পর্যন্ত বিনিয়োগ করার সুবিধা দেয়া যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, ব্রোকারেজ হাউজগুলোকে ব্যাংকাররা ঋণ দেয় না। ব্যাংকগুলোকে হয় পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করতে হবে নতুবা ব্রোকারদের ঋণ দিতে হবে।

৭। আলফা সিকিউরিটিজ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শাহজাদা মাহমুদ চৌধুরী বলেন, T_{+3} তে সিকিউরিটিজ ট্রেডিং এর মাধ্যমে ম্যানিপুলেশন করা হচ্ছে। T_{+3} তম দিবসে সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য ম্যাচুর করায় সাধারণ বিনিয়োগকারীরা দাম বাড়লেও শেয়ার বিক্রয় করতে পারছে না। এ সুবিধা নিচ্ছে মূল্য কারসাজিকারীরা। এ জন্য তিনি T_{+1} তম দিবসে সিকিউরিটিজ ট্রেড করার সুবিধা প্রদানের সুপারিশ করেন তিনি।

৮। এ. বি সিকিউরিটিজ লিঃ এর প্রতিনিধি এবং এ.বি. ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এম. ফজলুর রহমান বলেন, পুঁজিবাজার মধ্যস্ততাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হল ব্রোকার, মার্চেন্ট ব্যাংকার এবং এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী। আর বিনিয়োগকারী হল ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী।

ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নীট মুনাফার ২০% বিধিবদ্ধ রিজার্ভ হিসাবে সংরক্ষণ করে। বাজার মধ্যস্ততাকারীদের নীট মুনাফার একটা অংশ রিজার্ভ হিসাবে সংরক্ষণ করে তা দিয়ে মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড তৈরী করে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করার সুপারিশ করেন তিনি। তিনি বলেন, দেশে শিল্পায়নের জন্য বাজার মধ্যস্ততাকারীদেরকে প্রাথমিক পুঁজিবাজারেও বিনিয়োগ করতে হবে। তিনি প্রাথমিক পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ বাড়িয়ে সিকিউরিটিজের সরবরাহ বাড়ানোর তাগিদ দেন। তিনি বলেন, পুঁজিবাজারে গুজব থাকবে। তবে গুজব বুঝে উঠার ক্ষমতা/দক্ষতা তৈরী করতে হবে। তিনি বলেন, আর্থিক বিশ্লেষক/স্টক বিশ্লেষকের পরামর্শে পোর্টফোলিও ম্যানেজার বা ফান্ড ম্যানেজারদের মাধ্যমে বিনিয়োগ করতে পারে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা। তিনি মনে করেন, ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ার ১০ টাকায় বিভক্তিকরণ করে বাজারকে অতিমূল্যায়িত করা হয়েছিল। তিনি বলেন, নেট এসেট ভ্যালু এর ভিত্তিতে মার্জিন ঋণ প্রদানের বিধান করাতে কোম্পানীগুলোতে সম্পদ পুন:মূল্যায়নের হিড়িক পড়ে যায়। তিনি এনএভি ভিত্তিতে মার্জিন রুল না করে বর্তমান মুনাফা বা রিজার্ভের ভিত্তিতে মার্জিন ঋণ দেয়ার সুপারিশ করেন।

ব্যাংকগুলো তাদের বিনিয়োজিত অর্থ বাজার থেকে তুলে নিয়ে, প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে শেয়ার বিক্রয় করে এবং রাইট ইস্যু করে বাজার থেকে পুঁজি তুলে নিয়ে বাজারে তারল্য সংকটের সৃষ্টি করেছে বলে তিনি মনে করেন।

৯। ভ্যানটেজ সিকিউরিটিজ লিঃ এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, কিছু কোম্পানীর শেয়ার ওটিসি মার্কেটে পড়ে আছে যা বিনিয়োগকারীরা বিক্রয় করতে পারছেনা। তিনি ঐসব কোম্পানীগুলোকে মূল মার্কেটে নিয়ে আসার সুপারিশ করেন। তিনি মিউচ্যুয়াল ফান্ডে উত্তোলিত টাকা এবং রাইট ইস্যুর মাধ্যমে উত্তোলিত টাকা কোথায় বিনিয়োগ করা হয়েছে তা খতিয়ে দেখার পরামর্শ দেন।

১০। বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান বলেন, প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এ বিক্রি করা শেয়ার এবং আইপিও এর মাধ্যমে বিক্রি করা শেয়ারের মূল্য বাড়িয়ে দেখানো হয়েছিল। কোন কোন কোম্পানীর উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেলেও সে সব শেয়ারের মূল্য সেকেন্ডারী মার্কেটে বেড়েছে। সেকেন্ডারী মার্কেটের এই পিলো পাসিং গেমের মাধ্যমে শেয়ার হাত বদল করে কেউ মুনাফা করেছে আবার কেউ সমপরিমান লোকসান দিয়েছে। এভাবে ম্যানিপুলেশন করে চলছে বর্তমান পুঁজিবাজার। কোন কোম্পানীর শেয়ার কতবার হাতবদল হয়েছে এবং এতে কারা মুনাফা করেছে এবং কারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের চিহ্নিত করার সুপারিশ করেন তিনি। তিনি মনে করেন, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মত আচরণ করেছে। নীতিগতভাবে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদেরকে স্বল্প মেয়াদী ট্রেডিং ব্যবসা না করার সুপারিশ করেন তিনি। ফোর্স সেলের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের মূলধন বিবেচনায় নেয়ার সুপারিশ করেন তিনি।

তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয়ের দুটি প্রশ্ন (১) শেয়ারের মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি কি হবে? (২) ১০০ টাকার শেয়ার কেন ১০০০ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হবে? এর উত্তরে বিভিন্ন জন নিম্নোক্ত সুপারিশ করেন:-

- সম্পদ পুন:মূল্যায়ন বা সম্পদ মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট ভ্যালুয়ার থাকতে হবে;
- সম্পদ মূল্যায়নকারীর মূল্যায়নকে নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা ডিসকাউন্ট করতে পারবে;
- লাইসেন্সধারী আর্থিক বিশ্লেষকেরা স্টক বা শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় মূল্যের জন্য পরামর্শ দেবেন;
- ভ্যালুয়ার এবং অডিটরদের প্যানেল থাকতে হবে এবং ভ্যালুয়ার রিপোর্ট ও অডিটরস রিপোর্ট পরীক্ষা করার জন্য সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের একাউন্ট্যান্টস বোর্ড থাকতে হবে;
- পোস্ট অডিট এর ব্যবস্থা থাকতে হবে;

- জনৈক সদস্য উদাহরণ দিয়ে বলেন, কোম্পানীর প্রতি বর্গফুট জায়গার মূল্যায়ন করা হয়েছে ৫ লক্ষ টাকা। এই অতিরিক্ত মূল্যায়নের ভিত্তি কি খতিয়ে দেখতে হবে। ভ্যালুয়ার এবং অডিটরদেরকে তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। চাটার্ড একাউন্ট্যান্টগণ ফি পেয়ে একাউন্টস সার্টিফিকেট করে দেন;
- জনৈক সদস্য বলেন, আইপিওতে আসার পূর্বে কোম্পানিটি কোন ব্যাংকের গ্রাহক ছিল। ঐ ব্যাংক থেকে ৩ বছরের আর্থিক হিসাব বিবরণী এনে প্রসপেক্টাসে অন্তর্ভূক্ত হিসাব বিবরণীর সাথে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।
- জনৈক সদস্য বলেন, পেশাজীবীদের তাদের দায়িত্ব পালন করতে দিতে হবে। তবে তাদের নৈতিক মান বাড়াতে হবে বলে তিনি মনে করেন।

১১। চট্টগ্রাম ক্যাপিটাল লিঃ এর প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, চাটার্ড একাউন্ট্যান্টদের কোন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নেই। তাদেরকে নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা গঠনের সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, এজন্য ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল গঠন করা যেতে পারে। তিনি বলেন, এসইসিতে কোন চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট নেই। তিনি বলেন, মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ এবং পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

তিনি বলেন, গ্যাস-বিদ্যুতের অভাবে শিল্পায়ন হচ্ছিল না বলে ব্যাংকগুলোতে তারল্য বেড়ে গিয়েছিল। তখন ব্যাংকগুলো নির্দিষ্ট সীমার (দায়ের ১০%) বেশী পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করেছিল। এছাড়া, ভিন্ন উদ্দেশ্যে গৃহিত ব্যাংক ঋণ এবং শিল্প ঋণের অর্থ পুঁজিবাজারে এসে বাজারকে অতিমূল্যায়িত করেছিল। কিন্তু, বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকগুলোকে ডিসেম্বর, ২০১০ এর মধ্যে তাদের বিনিয়োগ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আনার নির্দেশনা দিলে ব্যাংকগুলোর বিক্রয়চাপ সৃষ্টি হয়। এতে বাজারে ভীতির সঞ্চার হলে অস্বাভাবিক দরপতন হয়। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি সঠিক ছিল না। ব্যাংকের অলস তারল্য পুঁজিবাজারে এসে বাজার অতিমূল্যায়িত হয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনকে মুদ্রাবাজার এবং পুঁজিবাজারের স্বার্থে সমন্বিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

মিউচ্যুয়াল ফান্ড হল ঝুঁকিহীন বিনিয়োগের সিকিউরিটিজ। মিউচ্যুয়াল সম্পর্কে অনেকেরই ভাল জ্ঞান নেই। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদেরকে মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগে উৎসাহ দানের জন্য সচেতনতা প্রোগাম করার সুপারিশ করেন তিনি।

তিনি বলেন, প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে শেয়ার বিক্রয় করে সেকেন্ডারী মার্কেটের অনেক টাকা প্রাথমিক পুঁজিবাজারে চলে গেছে। আইপিও করে সেগুলো সেকেন্ডারী মার্কেটে নিয়ে আসার সুপারিশ করেন তিনি। তিনি বলেন, তদন্তের ভয়ে অনেকে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ থেকে দূরে সরে আছেন। তদন্ত কমিটির তথ্য সংগ্রহে অনেকে ভয় পান। তাই, তিনি তদন্ত কমিটির বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেন।

১২। ভ্যানটেজ সিকিউরিটিজ লিঃ এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, গত ১৫ বছরে যতগুলো কোম্পানীর সম্পদ পুনঃমূল্যায়ন হয়েছিল তার চেয়ে বেশী কোম্পানীর সম্পদ পুনঃমূল্যায়ন হয়েছে গত এক বছরে। যে সকল কোম্পানী উৎপাদনে নেই, ডিভিডেন্ট দেয়ার ক্ষমতা নেই সে সকল কোম্পানী সম্পদ পুনঃমূল্যায়ন করেছে। যে সমস্ত কোম্পানী সম্পদ পুনঃমূল্যায়ন করেছে তাদের খতিয়ে দেখার সুপারিশ করেন তিনি।

১৩। হাসাব শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন বলেন, ১৫ টা ব্যাংক নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করেছিল। তারা বাংলাদেশ ব্যাংকে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জমা দিয়েছিল। তখন সে বিষয়ে কিছু না বলে হঠাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক ডিসেম্বর ২০১০ এর মধ্যে ব্যাংকগুলোকে তাদের বিনিয়োগ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আনার নির্দেশনা কেন দিল এ প্রশ্ন করেন তিনি। ফোর্স সেল না দিলে ঋণের টাকা কিভাবে আদায় হবে সে প্রশ্নও তিনি করেন। কোম্পানী আইনের সংশোধন করে নিরীক্ষকদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার সুপারিশ করেন তিনি।

জনৈক সদস্য বলেন, ব্যাংকগুলো বিনিয়োগ করে নিজেদের discretion মতে। কাজেই, বাংলাদেশ ব্যাংক বা মন্ত্রীর মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করে ব্যাংকগুলোকে বিনিয়োগে বাধ্য করা ঠিক হবে না।

১৪। সুপার শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিঃ এর নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব নিজামউদ্দিন মাহমুদ হাসান বলেন, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা এসইসিকে শক্তিশালী করতে হবে। প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসাবে স্টক এক্সচেঞ্জকে ক্ষমতা দিতে হবে। নতুন শাখা খোলার অনুমতি দেয়ার ক্ষমতা চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জকে অর্পণ করার সুপারিশ করেন তিনি।

১৫। মীরপুর সিকিউরিটিজ লিঃ এর প্রতিনিধি জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম বলেন, এসইসির অনুমতি/অনুমোদন নিয়ে প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এ শেয়ার বিক্রয় করা হয়েছে। কোম্পানীগুলো আইপিওতে আসার প্রায় দুই বছর আগে টাকা নিয়েছে। তিনি এ টাকা ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, নতুন শাখার জন্য জায়গা ভাড়া নেয়া হয়েছে এবং জনবল নিয়োগ দেয়া

হয়েছে। কিন্তু, শাখা খোলার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। নতুন শাখা খোলার অনুমতি দানের সুপারিশ করেন তিনি। কোম্পানীর আইপিও আসার অনুমতি/অনুমোদন দানের ক্ষেত্রে স্টক এক্সচেঞ্জের ভূমিকা রাখার সুপারিশ করেন তিনি। তিনি বলেনি, ১০% টাকা জমা দিয়ে আইপিও আবেদন করার সুযোগ দেয়া যেতে পারে। তিনি বলেন, শেয়ার বরাদ্দ পেলে বাকী টাকা পরিশোধ করার বিধান করা যেতে পারে।

জনৈক সদস্য বলেন, সরকার মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড রাখতে পারে। আইপিও করার উদ্দেশ্যে প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এ শেয়ার বিক্রি করেছে ৩০/৪০ টি কোম্পানী। তারা প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে অনেক টাকা বাজার থেকে তুলে নিয়েছে। যে সমস্ত কোম্পানী প্রাইভেট প্লেসমেন্ট করেছে তাদের বিষয়ে খতিয়ে দেখার সুপারিশ করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয়ের প্রাইভেট প্লেসমেন্ট রিকনসিল করা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এসইসি তা করতে পারে।

১৬। কিশোয়ার সিকিউরিটি ইনভেস্টমেন্ট লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব নাসিরুদ্দিন চৌধুরী সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর একক ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করার সুপারিশ করেন। এসইসি ও স্টক এক্সচেঞ্জের মধ্যে ক্ষমতার সমতাবিধান করা যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

১৭। রেমনস ইনভেস্টমেন্ট এন্ড সিকিউরিটিজ লিঃ এর প্রতিনিধি জনাব মোঃ মফিজউদ্দিন নিম্নোক্ত সুপারিশ করেন:-

- কোম্পানীর তালিকাচ্যুতি এবং ওটিসি মার্কেটে প্রেরণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে হবে। আইপিও করে পুঁজিবাজার থেকে টাকা তুলে নিয়ে কোম্পানী তালিকাচ্যুত করে অনেকে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন বলে তিনি অবহিত করেন। তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনার সুপারিশ করেন তিনি। ওটিসি মার্কেটে কোম্পানীগুলো কত দিন থাকবে এ প্রশ্ন করেন তিনি।
- তালিকাভুক্ত কোম্পানীগুলোতে প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে শেয়ার বিক্রি করা হয়েছে। একই ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কোম্পানীর প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর শেয়ার পেয়ে থাকলে তাদের বিষয়ে খতিয়ে দেখার সুপারিশ করেন তিনি।
- যে সমস্ত কোম্পানীর সম্পদের পুন:মূল্যায়ন করে শেয়ারের মূল্য /প্রিমিয়াম বেশী দেখানো হয়েছে সেগুলো পুন:পরীক্ষা করার সুপারিশ করেন তিনি।
- ফুল সার্ভিস ব্রোকারেজ প্রবর্তনের সুপারিশ করে তিনি বলেন, ব্রোকার কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি এবং ঋণ পাওয়ার ব্যবস্তা করতে হবে।

১৮। আইল্যান্ড সিকিউরিটিজ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন বলেন, সঞ্চয়পত্রের সুদের হার, এফডিআর এর সুদের হার পুঁজিবাজারকে প্রভাবিত করে। মুদ্রাবাজার এবং পুঁজিবাজারের সম্পর্ককে অস্বীকার করার উপায় নেই। তিনি মনে করেন, ওটিসি মার্কেটে পাঠিয়ে দিয়ে কোম্পানীগুলোকে এক্সিট করার সুবিধা দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আইপিওতে আসার উদ্দেশ্যে প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এ শেয়ার বিক্রয় করা হয়েছে। কোম্পানীগুলোকে আইপিওতে এনে বিনিয়োগ ভাঙ্গানোর সুবিধা দেয়া যেতে পারে। তিনি নিটা (NITA) একাউন্ট পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধনের সুপারিশ করেন।

১৯। জনৈক সদস্য/ব্রোকার বলেন, অনেক বেনামী বি.ও একাউন্ট নিয়ম মেনে খোলা হয়নি। সিডিবিএল থেকে অনেক তথ্য ফাঁস হয়ে যায় বলে তিনি অভিযোগ করেন।

২০। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাব ফকরউদ্দিন আলী আহমেদ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তদন্ত কমিটির নিকট সকলের প্রত্যাশার কথা বলেন। অত:পর তিনি তদন্ত কমিটির সদস্যদের তাঁদের বক্তব্য দেওয়ার অনুরোধ করেন।

২১। তদন্ত কমিটির সদস্য ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী পুঁজিবাজার এবং মুদ্রাবাজারের নিবিড় সম্পর্কের কথা বলেন। তিনি বলেন, অর্থ-বাজারে যে বিপর্যয় হয়েছে তা থেকে আমরা এখনও উত্তরণ ঘটাতে পারিনি। ব্যাংকগুলো পুঁজিবাজারে অতিরিক্ত বিনিয়োগ করেছিল। তিনি, এ প্রসঙ্গে, জি- ২০ দেশগুলোর সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, পুঁজিবাজারে ব্যাংকগুলোর কোন বিনিয়োগ থাকতে পারবে না। ব্যাংকগুলো শুধু ব্যাংক ব্যবসায়/ব্যাংকিং করবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের পুঁজিবাজার সুসংগঠিত নয়। বাংলাদেশের পুঁজিবাজার ইক্যুইটি সিকিউরিটিজের বাজার। ইক্যুইটি মার্কেট হল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বাজার। তিনি বলেন, বন্ড মার্কেট সৃষ্টি না করে আর্থিক বাজার স্থিতিশীল করা যাবে না। তিনি বন্ড মার্কেট সৃষ্টির তাগিদ দেন।

২২। তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন, আমরা আপনাদের মতামত জানলাম। গতকাল আপনাদের প্রতিনিধিদের মতামত জেনেছি। আমাদের উপর আপনাদের প্রত্যাশা অনেক বেশী। আপনারা আশ্বস্ত থাকতে পারেন যে, আমরা বিশ্বস্ততার সাথে সব কিছু রিপোর্ট করব। আমরা সব কিছুই রিপোর্ট করতে চেষ্টা করব। যত বড় বা যত প্রভাবশালী ব্যক্তি হোক না কেন দোষী/

বাজার খেলোয়ারদের নাম প্রকাশ করা হবে আমাদের তদন্ত প্রতিবেদনে। তদন্ত প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করা হবে। তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা বা তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শাস্তির ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব। তিনি বলেন, তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়নে আমরা থাকব না। তবে দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ যেন বাস্তবায়িত হয় সে চেষ্টা করে যাব। আপনাদেরকেও চেষ্টা করতে হবে। নৈতিক চাপ সৃষ্টি করে এগিয়ে গেলে সফল হওয়া যেতে পারে। তিনি বলেন, দুইমাস সময় খুব অল্প সময়। এই অল্প সময়ে তিনজন সদস্য নিয়ে সকল কিছু খতিয়ে দেখে প্রতিবেদন করা সম্ভব হয়তো হবে না। তিনি বলেন, বড় বড়দের চিহ্নিত করে যাব আমরা। টাস্ক ফোর্স গঠন করে বিস্তারিত তদন্ত করা যাবে। তিনি বলেন, এসইসিকে পুন:র্গঠন করে, পুন:র্গঠিত এসইসিকে টাস্ক ফোর্স গঠন করে বিস্তারিত তদন্তের সুপারিশ করা হবে তদন্ত প্রতিবেদনে।

তিনি উল্লেখ করেন, রিকনসাইল করে মতভেদগুলো দূর করার চেষ্টা করা হবে। যে মতামতগুলো মিলে যাবে তার ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরী করা হবে। তিনি মনে করেন, তা হবে প্রতিবেদনের শতকরা আশি ভাগ। শতকরা পনের ভাগ রিকনসাইল করে রিপোর্ট করা হবে। বাকী পাঁচ ভাগ নিজস্ব বিচার বুদ্ধি থেকে রিপোর্ট করা হবে।

সভাপতি মহোদয় বলেন, অনেকেই তদন্ত কমিটিকে নিয়ে গুজব ছড়াচ্ছে। তিনি বলেন, তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যানের পদত্যাগ এবং তদন্তের সময় বাড়ানো সম্পর্কে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা তদন্তের সময় বাড়াতে চাইনা। চলতি মাসের শেষে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়া হবে। চেষ্টা করা হবে ভাল প্রতিবেদন তৈরী করার জন্য। তিনি সকলকে অবহিত করেন, প্রমান না পেলে কাউকে ধরা হবে না, আবার প্রমান পেলে কাউকে ছেড়ে দেয়া হবে না, সে যত বড় হউক না কেন। তিনি মনে করেন, তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলে ভাল হবে। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য/পরিচালকেরা যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাদের সাথে এবং আপনাদের সাথে মতবিনিময় সভা খুব ভাল হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এবং ইহার ব্রোকাররা মডেল হতে পারে।

ভাল পুঁজিবাজারের ভিত্তি চট্টগ্রাম থেকে শুরু হোক সভাপতি মহোদয় এ আশা ব্যক্ত করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ
চেয়ারম্যান
তদন্ত কমিটি

পরিশিষ্ট-খ(৭)

পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটি- ২০১১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক/গবেষকগণের সাথে তদন্ত কমিটির মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণীঃ

তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এর সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক/গবেষকগণের সাথে এক মতবিনিময় সভা ০৮ মার্চ ২০১১, মঙ্গলবার বিকাল- ৪.০০ টায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সকলকে স্বাগত জানান। সভায় তদন্ত কমিটির সদস্য ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী, জনাব মোহাম্মদ আব্দুল বারী এবং নিহাদ কবির উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক/গবেষকমন্ডলীর মধ্যে হিসাব বিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের দুইজন অধ্যাপক মাহবুব উদ্দিন আহমদ এবং ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন, আমরা সকল স্টেক হোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় করেছি। আপনারা হলেন নিরপেক্ষ পক্ষ। আমরা আপনাদের মতামত জানতে চাচ্ছি। চেয়ারম্যান মহোদয় উল্লেখ করেন যে, পুঁজিবাজারের অস্বাভাবিক উত্থান-পতনে কেউ না কেউ জড়িত ছিল। আমরা তাদেরকে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করব। তবে তারা আইন ভঙ্গ নাও করতে পারে। অনেকের মতামত থেকে বেরিয়ে এসেছে যে, তারা ঘটনার খেলোয়াড়। আমরা মতবিনিময় থেকে জেনেছি যে, সরাসরি তালিকাভুক্তি করে, বুক বিল্ডিং পদ্ধতির মাধ্যমে অত্যাধিক প্রিমিয়াম ধার্য করে বাজার থেকে অনেক টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু করেও অনেক টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। এছাড়া প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এ শেয়ার বিক্রয় করে পুঁজিবাজার থেকে প্রচুর অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে। প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এ সরকারি কর্মকর্তা, সামরিক বাহিনী, ডিজিএফআই, এসএসএফ পর্যন্ত শেয়ার বন্টন করা হয়েছে। এতে করে সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে দুর্নীতি ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে নিম্নোক্ত দুটি বিষয়ে মতামত জানতে চানঃ-

(১) সরকারি কর্মকর্তাদের শেয়ার ব্যবসা বন্ধ করা; অথবা
(২) সরকারি কর্মকর্তারা শেয়ার ব্যবসা করলে তাদের বি.ও একাউন্ট নম্বর উল্লেখ করে শেয়ার ব্যবসা সংক্রান্ত ঘোষণা দেয়া।

প্রশ্নের উত্তরে, অধ্যাপক মাহবুব আহমেদ বলেন, ব্যাংক ও সরকারি অফিসে গেলে দেখা যাবে সবাই অফিসের কাজে ফাঁকি দিয়ে শেয়ার ব্যবসা করছে। তাদের শেয়ার ব্যবসা বন্ধ করলে ভাল হবে। এরপর তিনি বাজারের অস্বাভাবিক উত্থানের নিম্নোক্ত কারণ উল্লেখ করেন:

(১) ২০০৯-২০১০ সালে প্রায় ২৫ লক্ষ নতুন বি.ও একাউন্ট খোলা হয়েছে। এতে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২) ২০১০ সালে ব্যাংকগুলো তাদের বিনিয়োগের নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত, ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীগুলো অত্যাধিক বিনিয়োগ করায় বাজার অতিমূল্যায়িত হয়েছিল। এ কারণে পুঁজিবাজারের টার্নওভার বহুগুনে বেড়েছিল।

কিন্তু, বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংকগুলোকে তাদের বিনিয়োগ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আনার নির্দেশনা দিলে ব্যাংকগুলো বিক্রয় বাড়িয়ে দেয় এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ডিসেম্বরের মধ্যে মুনাফা তুলে নেয়ার কারণেও বিক্রয়ের চাপ বেড়ে যায়। এতে করে বাজারের অস্বাভাবিক পতন হয়।

তিনি বলেন, ঐ সময়ের টপ ব্রোকার ছিল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান। তিনি আরো বলেন, বুক বিল্ডিং পদ্ধতির মাধ্যমে বেশী প্রিমিয়ামে বাজারে শেয়ার ছাড়া হল এবং রাইট ইস্যু করা হল। এতে বাজার থেকে অনেক টাকা তুলে নেয়া হল। অতিমূল্যায়িত শেয়ার নতুন বিনিয়োগকারীর হাতে পড়ে গেল এবং তারা এখন ক্ষতিগ্রস্ত।

তিনি বলেন, আইপিও এর জন্য বুক বিল্ডিং উত্তম একটি পদ্ধতি। কিন্তু, এই পদ্ধতি সঠিকভাবে কাজ করেনি। তিনি অবহিত করেন, কোম্পানী প্রথমে সম্পদ পুন:মূল্যায়ন করে। তারপর হিসাব তৈরী করে তা অডিটর বা চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট দ্বারা অডিট করা হয় এবং উহা ট্যাক্স অথরিটির নিকট পাঠাতে হয়।

ইস্যু ম্যানেজার কর্তৃক আইপিও প্রসপেক্টাস তৈরী করে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়। উক্ত প্রক্রিয়া পার হয়ে একটি আইপিও অনুমোদন হয়। এটা একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়া।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. মজিবউদ্দিন আহমেদ বলেন, যতগুলো প্রক্রিয়াই পার হোক না কেন সর্বশেষ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনকে উহা খতিয়ে দেখতে হবে। ভ্যালুয়ার, অডিটর, এবং ইস্যু ম্যানেজার কোন অনিয়ম করলে তাদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

এ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির সদস্য জনাব মোহাম্মদ আব্দুল বারী বলেন, অডিটর ভ্যালুয়েশন করতে পারবেন না। এখানে দেখা গেছে যে, যিনি অডিটর তিনিই ভ্যালুয়ারের কাজ করেছেন। তারা ওভার ভ্যালুয়েশন করে সম্পদের মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. মজিবউদ্দিন আহমেদ বলেন, এ বিষয়গুলো দেখতে হবে এসইসিকে। বিষয়গুলো যদি এসইসি না দেখে থাকে তাহলে তাদের অবহেলা ছিল অথবা তাদের খারাপ উদ্দেশ্য ছিল। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মাহবুব আহমদ বলেন, এ ক্ষেত্রে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের দক্ষতার অভাব ছিল। ভ্যালুয়ারদের ভ্যালুয়েশন অডিটরদেরকে দেখতে হবে। অডিটরদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ বলেন, প্রাইভেট প্লেসমেন্ট করে শেয়ারের মূল্য বাড়ানো হয়েছিল। প্রাইভেট প্লেসমেন্টে শেয়ার কয়েকবার হাতবদল হয়েছে। আইনগতভাবে তাদেরকে ধরার কোন দালিলিক প্রমান নেই। তিনি বলেন, অনেক মিউচ্যুয়াল ফান্ড বাজারে এসেছিল। মিউচ্যুয়াল ফান্ড বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করে শেয়ারের মূল্য বাড়িয়ে দেয়। মিউচ্যুয়াল ফান্ডেরও প্রাইভেট প্লেসমেন্ট হয়েছিল। যেখানে কোন আইপিও'র পাবলিক সাবস্ক্রিপশন ২০ গুন হয় সেখানে কেন মিউচ্যুয়াল ফান্ডে প্রাইভেট প্লেসমেন্টের অনুমোদন এসইসি দিয়েছিল এ প্রশ্ন করেন তিনি। তিনি মনে করেন, এই সাধারণ বিষয় বোঝার জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন নেই।

এ প্রসঙ্গে, তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, ড. এ.বি. মির্জা আজিজুল ইসলাম এবং জনাব ফারুক আহমদ সিদ্দিকী হিসাব বিজ্ঞানে দক্ষ ছিলেন না। কিন্তু, তারা সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান থাকা কালে এমন ঘটনা ঘটেনি। তাই, এসইসির দক্ষতার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়।

অত:পর তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদের বাই-ব্যাক পদ্ধতি বা আইন প্রণয়ন প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক মাহবুব আহমেদ বলেন, ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে শেয়ারের বাই-ব্যাক হতে পারে। এতে করে বাজারে তারল্য প্রবাহ বাড়বে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ বলেন, বাই-ব্যাক পদ্ধতি স্পনসর/পরিচালকদের ম্যানিপুলেশনের সুযোগ বাড়িয়ে দেবে। শেয়ার বাই-ব্যাক করে তাদের হোল্ডিং বাড়িয়ে বাজারে তাদের নিয়ন্ত্রন বাড়াবে। এতে করে শেয়ারের মূল্য কমিয়ে তারা বাই-ব্যাক করবে এবং পরে মূল্য বাড়িয়ে শেয়ার বিক্রয় করে অনেক টাকা হাতিয়ে নেবে। বাই-ব্যাক পদ্ধতিতে পুঁজিবাজারে ম্যানিপুলেশন আরো বেড়ে যাবে। তিনি বলেন, মোট বাজার মূলধনের মাত্র ৩০% শেয়ার বিক্রয়যোগ্য বা ফ্রি ফ্লোট।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মাহবুব আহমেদ বলেন, এ পদ্ধতিতে পরিচালকেরা বেশী দামে শেয়ার বিক্রয় করে তারপর লোকসান দেখিয়ে শেয়ারের মূল্য ফেলে দিয়ে বাই-ব্যাক করতে পারে। তাই চিন্তা ভাবনা করে বাই-ব্যাক পদ্ধতি বা আইন প্রণয়ন করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে তদন্ত কমিটির সদস্য নিহাদ কবির বলেন, স্পনসর/পরিচালকেরা ঘোষণা না দিয়ে শেয়ার বিক্রয় করতে পারেন না।

অধ্যাপক মাহবুব আহমেদ পুঁজিবাজারের বর্তমান করণীয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত সুপারিশ করেন:-

তারল্য বাড়াতে হবে। মূলত: বাজারে অতিমূল্যে শেয়ার ছেড়ে, মার্জিন-ঋণ রেশিও কমিয়ে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এসএলআর ও সিআরআর বাড়িয়ে তারল্য প্রবাহ কমিয়ে বাজারে দর পতন তরান্বিত করা হয়েছিল। এখন বাজারে তারল্য বাড়াতে হবে।

এ প্রসঙ্গে ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী বলেন, পুঁজিবাজারে বন্ড মার্কেট চালু করতে হবে। ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ বলেন, বন্ড মার্কেট হলে ইক্যুইটি মার্কেট এত অতিমূল্যায়িত হতে পারত না। কারসাজি করে বাজারের অস্বাভাবিক উত্থান-পতন করা সম্ভব হত না।

জনাব মোহাম্মদ আব্দুল বারীর কনভার্টিবল প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক মাহবুব আহমেদ কনভার্টিবল বন্ড ইস্যুর উদাহরণ দেন। তিনি বলেন, কনভার্টিবল বন্ড ইস্যু করে নির্দিষ্ট সময় পরে কোম্পানীর সাধারণ শেয়ারের মার্কেট প্রাইসের গড় মূল্যে উক্ত বন্ডকে সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করা হয়। তাত্ত্বিকভাবে এটা ইস্যু করে কোন ভুল বা আইন ভঙ্গ করা হয়েছে বলা যাবে না। কিন্তু, বোঝা যাচ্ছে আইনের ফাঁক দিয়ে কনভার্টিবল বন্ড এবং কনভার্টিবল প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু করে একটা খেলা হয়েছে।

অধ্যাপক মাহবুব আহমেদ বলেন, এই পড়তি বাজারেও anomaly লক্ষ্য করা যায়। কিছু শেয়ারের মৌলভিত্তি অত্যন্ত ভাল এবং তার পি/ই রেশিও কম। অর্থাৎ আয়ের তুলনায় কম বাজার মূল্যে শেয়ার বিক্রয় হচ্ছে। অপরপক্ষে, যেসব শেয়ারের মৌলভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল এবং পরিশোধিত মূলধনের আকার ছোট সেসব শেয়ারের পি/ই রেশিও অত্যন্ত বেশী অর্থাৎ ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত। পুঁজিবাজারে এখনও এমন অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। এটা পুঁজিবাজারের ভাল দিক নয়।

জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ অবহিত করেন, মোট বি.ও হিসাবধারীদের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ শেয়ার কেনা-বেচা করে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মাহবুব আহমদ বলেন, বি.ও হিসাবগুলো আইপিও তে আবেদন করার জন্য ব্যবহার করা হয়। অধ্যাপক ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ বলেন, সেকেন্ডারী মার্কেট অতিমূল্যায়িত থাকায় এবং আইপিও প্রাইসে ব্যবসার সুযোগ থাকায় আইপিও'র জন্য বি.ও হিসাব খোলা হয়েছিল।

অধ্যাপক মাহবুব আহমদ নিম্নোক্ত সুপারিশ করেন:-

(১) বাজারে তারল্য বাড়াতে হবে। মিউচ্যুয়াল ফান্ড নিয়ে আসা যেতে পারে।
(২) বাজার সংশ্লিষ্টদের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে। ভ্যালুয়ার, অডিটর, ইস্যু ম্যানেজার, স্টক এক্সচেঞ্জ এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে।
(৩) সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনকে শক্তিশালী করতে হবে।
(৪) মিডিয়াতে নেগেটিভ বক্তব্য বন্ধ করে বিনিয়োগকারীর আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।
(৫) ভাল মৌলভিত্তির শেয়ারের মূল্য এখনও কম থাকায় মৌলভিত্তির শেয়ারের বিনিয়োগ বাড়ানো যেতে পারে।

অধ্যাপক ড. মজিব উদ্দিন আহমদ বলেন, লেনদেন নিস্পত্তির সময় কমাতে হবে। T + 3 এর পরিবর্তে T + 0 অথবা T + 1 এ শেয়ার বিক্রয়ের সুবিধা দিতে হবে। ক্রয়ের পর T + 3 দিনে উক্ত শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ম্যাচ্যুর হওয়াতে প্রকৃতপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ শেয়ার মাত্র লেনদেনযোগ্য হয়। আর এ সুবিধা গ্রহণ করে মূল্য কারসাজিকারীরা। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মাহবুব আহমদের একই সিকিউরিটিজের নিটিং সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ বলেন, T + 0 ট্রেডিং সুবিধা থাকলে তা অবশ্যই হবে। এতে করে সরবরাহ বাড়বে।

অধ্যাপক মাহবুব আহমদ অমনিবাস একাউন্টগুলো খতিয়ে দেখার সুপারিশ করেন। মৌলভিত্তিহীন শেয়ার কারা বেশী পি/ই রেশিওতে ক্রয়-বিক্রয় করেছিল তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে বলে মনে করেন তিনি।

তদন্ত কমিটির সদস্য নিহাদ কবিরের নির্দিষ্ট দিনে কোন নির্দিষ্ট সেক্টরের শেয়ারের দাম বাড়া সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ বলেন, এটা হতে পারে। কোন সেক্টরের কয়েকটি শেয়ারের দাম বাড়লে ঐ সেক্টরের অন্য শেয়ারের দাম বাড়তে পারে।

তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর ইনডেক্স নির্ণয় সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ বলেন, ইনডেক্স নির্ণয় সঠিকভাবে হচ্ছে না। আমাদের দেশে মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বাজার মূলধন যুক্ত হচ্ছে এবং ইনডেক্স নির্ণয়ে নেয়া হচ্ছে। এতে করে ইনডেক্স এবং বাজার মূলধনে মিউচ্যুয়াল ফান্ড দ্বৈত প্রভাব ফেলছে। অন্যান্য দেশে মিউচ্যুয়াল ফান্ড বাজার মূলধনে এবং ইনডেক্স নির্ণয়ে নেয়া হয় না।

অধ্যাপক মাহবুব আহমেদ বলেন, শেয়ার বাজারের মূলধনী লাভের উপর কর দিতে হয় ১০%। কিন্তু, ব্যাংকের অন্যান্য আয়ের উপর কর দিতে হয় ৪২.৫০%। এতে করে প্রতিষ্ঠানগুলো তার নিজ ব্যবসার পরিবর্তে শেয়ার বাজারের মূলধনী লাভের উপর ঝুকে পড়বে। তাই, তিনি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সকল আয়ের জন্য একই হারে কর ধার্য করার সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, ব্যাংকগুলোকে গণ হারে মার্চেন্ট ব্যাংকার লাইসেন্স দিয়ে বাজার অতিমূল্যায়িত করা হয়েছিল। ইনডেক্স বেড়ে গিয়েছিল। তিনি মনে করেন, ডিএসই ইনডেক্স ৮৯০০ হওয়াতেই এ অস্বাভাবিক পতন হয়েছে। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোকে ব্যাংকের পুরোপুরি সাবসিডিয়ারী কোম্পানীতে রূপান্তরের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

অধ্যাপক মাহবুব আহমেদ বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ভাল প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী হল ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী। ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীগুলো এখন পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করছে কিনা খতিয়ে দেখতে সুপারিশ করেন তিনি।

তদন্ত কমিটির সদস্য ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী বলেন, জি- ২০ দেশগুলো ব্যাংকগুলোকে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করতে নিষেধ করে দিয়েছে। তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বলেন, ব্যাংকগুলো কিছু নির্বাচিত শেয়ার এসএলআর হিসাবে বিনিয়োগ করতে পারে।

তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বলেন, সব কিছু আমরা রিপোর্ট করব। মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আলোচনা হয়েছে। আলোচনা হতে মনে হয়েছে এবার তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে। এজন্য আমরা আমাদের সর্বোত্তম চেষ্টা করে যাচ্ছি। নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা শক্ত হাতে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে না পারাতে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ
চেয়ারম্যান
তদন্ত কমিটি

পরিশিষ্ট-খ (১০)

পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটি- ২০১১

বাংলাদেশ ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্ট ফোরাম এর সাথে তদন্ত কমিটির মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণীঃ

তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্ট ফোরাম এর সাথে এক মতবিনিময় সভা ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১১, রবিবার বিকাল ৪.০০ টায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে তিনি সকলকে স্বাগত জানান। তদন্ত কমিটির সদস্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে তিনি তদন্তের বিষয় (TOR) সবাইকে অবহিত করে সভার কাজ আরম্ভ করেন। তদন্ত কমিটির সদস্য ড: তৌফিক আহমেদ চৌধুরী সভায় উপস্থিত ছিলেন ।

তিনি সকলকে অবহিত করেন যে, বিভিন্ন পক্ষের সাথে যেমন- ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদ, মার্চেন্ট ব্যাংকারস্ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানীজ এবং এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানীসমূহের সাথে মতবিনিময় হয়েছে। তাদের নিকট থেকে মতামত পাওয়া গেছে। পুঁজিবাজারের স্টেক হোল্ডার হওয়াতে তারা নিজেদের কথা বেশী বলেছেন। আপনারা পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সংবাদ দেন। তাই আপনাদের থেকে নিরপেক্ষ মতামত আশা করছি। এই তদন্তের জন্য দুই মাস সময় দেয়া হয়েছে। দুই মাস সময়ে তদন্ত প্রতিবেদন সম্পন্ন করা কঠিন তবুও চ্যালেঞ্জটা নিয়েছি, মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধে। ইতোমধ্যে অনেক তথ্য পেয়েছি। স্বল্প সময়ে সকল তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন তৈরী করা কঠিন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই সময়েই অনেক কিছু চিহ্নিত করা যাবে। তিনি আরো বলেন, টপ প্লেয়ারদের চিহ্নিত করতে হবে। টপ প্লেয়ারদের অনেকের এক এক জনের এক হাজারেরও বেশী বি,ও একাউন্ট রয়েছে। এতগুলো বি,ও একাউন্ট রিকনসাইল করে তাদের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করা কঠিন। এক্ষেত্রে আপনাদের কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকলে দিতে পারেন। আমরা বড়দের চিহ্নিত করে দেব। এরপর টাস্ক ফোর্স গঠন করে বা সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন বিস্তারিত তদন্ত করে সংশ্লিষ্টদের চিহ্নিত করার কাজটি করবেন।

সভায় উপস্থিত সকলকে একটি questionnaire দেয়া হয়। সভাপতি মহোদয় আশা প্রকাশ করেন যে, উপস্থিত সবাই তার উত্তর দেবেন। পুঁজিবাজারে শেয়ারের মূল্যের যে বড় রকম উত্থান পতন ঘটেছে তা অস্বাভাবিক মনে করলে; উহার জন্য (ক) কোন্ কোন্ পন্থা; (খ) কোন্ কোন্ কোম্পানী (গ) কোন্ কোন্ সংশ্লিষ্ট সংস্থা দায়ী? এবং কিভাবে? তা ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করেন। ভবিষ্যতে করণীয় বিষয় যথা: আইন, বিধি-বিধান এর সংশোধন এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর কাঠামোগত পরিবর্তন/পরিবর্ধন অথবা পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিষয়ে সকলকে মতামত দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

সভাপতি মহোদয়ের আহ্বানের পর দৈনিক প্রথম আলোর সিনিয়র রিপোর্টার জনাব হাসান ইমাম 'শেয়ারবাজারে বড় ধরণের উত্থান-পতন ও অস্থিরতা বিষয়ে ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্ট ফোরামের পর্যবেক্ষণ' শিরোনামে একটি লিখিত প্রতিবেদন ফোরামের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটির নিকট উপস্থাপন করেন। জনাব হাসান ইমাম জানান, ফোরামের সভাপতি ও সকালের খবরের সংবাদদাতা জনাব জিয়াউর রহমান উক্ত লিখিত প্রতিবেদন ফোরামের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা/উপস্থাপন করবেন। প্রথম আলোর সিনিয়র রিপোর্টার জনাব হাসান ইমাম এবং সকালের খবরের বিশেষ সংবাদদাতা ও ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্ট ফোরামের সভাপতি জনাব জিয়াউর রহমান সহ উপস্থিত অন্যান্যরাও লিখিত প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশ ব্যাখ্যা করেন। লিখিত প্রতিবেদন থেকে, অন্যান্যের মধ্যে, তারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেনঃ-

পুঁজিবাজার উত্থানের কারণঃ

১। ২০১০ সালে শেয়ারবাজার অস্বাভাবিক উত্থানের কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেন- ১৩ লাখ নতুন বিনিয়োগকারীর বাজারে প্রবেশ, বিপুল তারল্য প্রবাহ, নতুন শেয়ারের স্বল্পতা, শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০০ টাকা থেকে ১০ টাকায় রূপান্তরের প্রবণতা, ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতা হিসেবে শেয়ারের মূল্য আয় অনুপাত বেঁধে দেয়া, উদ্ভট এনএভি ফর্মুলা এবং অসাধু উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ততাকে। তারা মনে করেন, বাজারের অস্বাভাবিক উর্ধগতির কারণেই বাজারে বড় ধরণের মূল্য সংশোধন শুরু হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের নানা ভুল পদক্ষেপ, কিছু বড় বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগ প্রত্যাহার, সরকারের মন্ত্রী-উপদেষ্টাসহ নীতি নির্ধারকদের দায়িত্বহীন বক্তব্য এবং ব্রোকার হাউজের ট্রিগার সেলের কারণে শেষ পর্যন্ত যা ধসে পরিণত হয়েছে।

২। তারা উল্লেখ করেন যে, ১০ জানুয়ারি ২০০৭ তে স্টক এক্সচেঞ্জে মোট লেনদেন ছিল মাত্র ১৬ কোটি টাকা। সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার পর ১৪ জানুয়ারী ২০০৭ তে স্টক এক্সচেঞ্জের মোট লেনদেন হয়েছিল ৯৬ কোটি টাকা। তখন থেকেই শেয়ারবাজারের উত্থান শুরু হয়। এ সময় সামরিক বাহিনীর সদস্যরা শেয়ারবাজারে যুক্ত হয়ে পড়েন। জাতিসংঘ মিশন ফেরত সেনা কর্মকর্তা ও সেনা সদস্যরা তাদের মিশনে প্রাপ্ত অর্থ এবং ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দুতে থাকা কিছু অসৎ/অসাধু সেনা কর্মকর্তা তাদের হঠাৎ উপার্জিত অর্থ পুঁজিবাজারে নিয়ে আসে। ২০০৭ সালে দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের কারণে হাজার হাজার মানুষ তাদের অপ্রদর্শিত অর্থও শেয়ারবাজারে নিয়ে আসে। এসব কারণে বাজারে তারল্য প্রবাহ বেড়ে যায়। সে অনুপাতে শেয়ারের সরবরাহ না থাকায় শেয়ার মূল্য বাড়তে থাকে। বাজারের উর্ধ্বগতি দেশের সাধারণ মানুষকে প্রলুব্ধ করে এবং এতে বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

২০১০-১১ অর্থ বছরের বাজেটে সঞ্চয়পত্রের সুদের হার হ্রাস, গ্যাস-বিদ্যুতের সংকটে শিল্প বিনিয়োগে স্থবিরতা এবং কর্মসংস্থানের অভাবে মানুষ তাদের সঞ্চিত অর্থ, শিল্পঋণের অর্থ এবং কিছু বেকার তরুণ-তরুণী পুঁজিবাজারে ঝুঁকে পড়ে। এছাড়া ব্রোকার হাউজগুলো নতুন শাখা খুলে তাদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করেও সাধারণ মানুষকে বিনিয়োগে উৎসাহ যুগিয়েছে।

ব্যাংক ও ব্যাংক বর্হিভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এসময় পুঁজিবাজারে অত্যাধিক বিনিয়োগ করে। মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোও এসময় অতিরিক্ত ঋণ দিয়েছিল। এবি ব্যাংক মার্চেন্ট ব্যাংক উয়িং কিছু কিছু ঋণ গ্রহীতার ইক্যুইটির অনেক গুন ঋণ দিয়েছিল। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এ বিষয়ে তদন্ত করে এবি ব্যাংক কে ১০ কোটি টাকা জরিমানা করেছিল। ব্যাংক, মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অত্যাধিক ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ পুঁজিবাজারে অত্যাধিক তারল্য প্রবাহের মাধ্যমে শেয়ারের মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছিল।

৩। এসময়ে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা পুঁজিবাজারে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছিল। তারা তাদের পুঁজিকে কয়েকগুণে বাড়ানোর জন্য ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালনা পর্ষদে তাদের মনোনীত লোক বসিয়েছিল। ডিজিএফআই এ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করেছিল। তাদের মনোনীত পরিচালকরা হলেন- মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন চৌধুরী, মাসুদুল হক, লাইলুন নাহার একরাম এবং সাইফুল ইসলাম।

৪। তারা বলেন, বাজারে তারল্য বৃদ্ধি হলেও সে অনুপাতে বাজারে নতুন শেয়ারের সরবরাহ বাড়েনি। ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে ২৬ টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির মাধ্যমে অফলোড করার কথা বলা হলেও তাদের শেয়ার বাজারে আসেনি। আইপিও এর ক্ষেত্রে ৪০ কোটি টাকার ন্যূনতম মূলধনের শর্ত বেঁধে দিয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে পুঁজিবাজারে আসতে নিরুৎসাহী করে তোলা হয়েছে। এভাবে শেয়ারের কৃত্রিম সংকট তৈরী করে বাজারের উর্ধ্বগতি ধরে রাখার অভিযোগ করেন তারা। এই সময়ে সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর পারিবারিক ব্যবসায়িক গ্রুপ বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে মূল্য নির্ধারণের পর সরাসরি তালিকাভুক্তির মাধ্যমে ওশেন কন্টেইনার লিঃ এবং খুলনা পাওয়ার কোং লিঃ এর শেয়ার অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্যে বিক্রি করেন। ১ বছরের মধ্যে উহার মূল্য অর্ধেকে নেমে আসে। সরকারের ঘনিষ্ট অপর একজন ব্যবসায়ী একাধিক লোকসানী প্রতিষ্ঠান কিনে সেগুলোকে লাভজনক দেখিয়ে উচ্চ মূল্যে প্লেসমেন্টে শেয়ার বিক্রি করেছে বলে তারা উল্লেখ করেন।

৫। ২০১০ সালে তালিকাভুক্ত কোম্পানীসমূহের ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ারকে ১০ টাকায় বিভক্তিকরণের হিড়িক পড়ে যায়। অভিহিত মূল্য পরিবর্তনে শেয়ারের মৌল ভিত্তির কোন পরিবর্তন না হলেও একে সামনে রেখে তার বাজার মূল্যকে প্রভাবিত করা হয়েছে বলে তারা উল্লেখ করেন। বিষয়টিকে বিনিয়োগকারীর নজরে এনে একে একটি ইস্যুতে পরিণত করা হয়। কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ এবং শেয়ারহোল্ডারদের সম্মতিতে সহজভাবে শেয়ারের অভিহিত মূল্য পরিবর্তন করা যায়। আর এভাবে, ইসলামী ব্যাংক, ওরিয়েন্টাল ব্যাংক (বর্তমানে আইসিবি ইসলামী ব্যাংক) এবং আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক তাদের শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০০০ টাকা থেকে ১০০ টাকায় বিভক্তিকরণ করেছিল। কিন্তু এই সরল প্রক্রিয়াটাকে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন, অর্থমন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ পাল্টা সুপারিশ একটি ইস্যুতে পরিণত করে। অভিহিত মূল্যকে বিভক্তিকরণের ইস্যুকে (১০০ টাকার শেয়ারকে ১০ টাকায় বিভক্তিকরণ) কাজে লাগিয়ে শেয়ারের মূল্য কয়েকগুণ বাড়ানো হয়েছে।

এক্ষেত্রে তারা অর্থমন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব আ.হ.ম. মোস্তফা কামালের মালিকানাধীন সি.এম.সি কামাল টেক্সটাইল মিলের উদাহরণ দেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ২০০৪ সাল থেকে পরবর্তী পাঁচ বছর পর্যন্ত কোন লভ্যাংশ দেয়নি। ২০১০ সালের প্রথমে উক্ত কোম্পানীর ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ারের বাজার মূল্য ছিল ১৩০ টাকা। কোম্পানীর Asset Revaluation করে এবং ২০০৯ সালের একাউন্টস্ এ মুনাফা দেখিয়ে ১০% স্টক ডিভিডেন্ট ঘোষণা করে শেয়ারের মূল্য বাড়ানো হয়। বছরের মাঝামাঝিতে অভিহিত মূল্য ১০ টাকায় বিভক্তিকরণ করার পর শেয়ারের সর্বোচ্চ বাজার মূল্য দাড়ায় ২৯০ টাকা। ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যে যার দাম দাঁড়ায় ২৯০০ টাকা।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব ফারুক আহমদ সিদ্দিকী এর মেয়াদ শেষ হলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের সদস্য জনাব মনসুর আলম, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তখন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর সভাপতি ছিলেন জনাব মোঃ রকিবুর রহমান। ঐ সময় গ্রামীণ ফোনকে ১ টাকা অভিহিত মূল্যে আইপিও তে আসতে বাঁধা দেয়া হয়। জনাব রকিবুর রহমান গ্রামীণ ফোনের আইপিও আটকিয়ে দিতে চেয়েছিল। এসইসি'র তৎকালীন সদস্য জনাব মনসুর আলমের মাধ্যমে গ্রামীণ ফোনকে তখন আইপিও তে আসতে বাঁধা দেয়া হয়। গ্রামীণ ফোনকে মোট মূলধনের ১০% আইপিও তে নিয়ে আসতে বাধ্য করা হয়। এতে মিঃ রকিবুর রহমানরা প্লেসমেন্ট শেয়ার পান। এরপর গ্রামীণ ফোনকে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যে আইপিও তে আসার অনুমতি দেয়া হয়। প্রকৃত পক্ষে তখন থেকেই শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকায় রূপান্তরের বিষয়টি চলে আসে। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের সদস্য মনসুর আলম এর নেতৃত্বে গঠিত কনসালটেটিভ কমিটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকায় রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন, অর্থমন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ পাল্টা সুপারিশ এটাকে একটি ইস্যুতে পরিণত করেছিল। তারা উল্লেখ করেন, এ পর্যন্ত ৫৪ টি কোম্পানীর শেয়ার ১০ টাকায় বিভক্তিকরণ করা হয়েছে।

৬। মার্জিন ঋণের ক্ষেত্রে মূল্য আয় অনুপাতের শর্ত জুড়ে দেয়ায় কোম্পানীগুলো শেয়ার প্রতি আয় বাড়িয়ে দেখানোর এবং বিতর্কিত এনএভি ফর্মূলা (ঋণের সীমা নির্ণয়ে পোর্ট ফোলিও ভ্যালু নির্ধারণে) জারী করায় কোম্পানীগুলোর নীট সম্পদ বাড়ানোর জন্য Asset Revaluation এর প্রবণতা বেড়ে গিয়েছিল। এভাবেও শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তারা মনে করেন।

৭। দেশের পুঁজিবাজারে বিধি বহির্ভূত সুবিধাভোগী লেনদেন বা নিজ কোম্পানীর শেয়ার মূল্য কারসাজির সঙ্গে উদ্যোক্তারা ২০০৯ এবং ২০১০ সালে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়েন। অনেক উদ্যোক্তারা বিভিন্ন সিন্ডিকেটের সাথে বৈঠক করে সে অনুসারে কোম্পানীর ইপিএস বাড়িয়ে দেখানো, সম্পদের পুনঃমূল্যায়ন, বোনাস, স্টক ডিভিডেন্ট ঘোষণা ইত্যাদি চূড়ান্ত করেন। ফাইন ফুড, বীচ হ্যাচারী, রহিমা ফুড, লিগ্যাসী ফুটওয়্যারসহ কয়েকটি কোম্পানীর লভ্যাংশের অংশ বিভিন্ন সিন্ডিকেট যোগান দিয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেন। 'জেড' ক্যাটাগরি কোম্পানী আগের কয়েক বছর টানা লোকসান দিয়েছে এমন কিছু কোম্পানী হঠাৎ ২০১০ সালে বিপুল মুনাফা দেখিয়েছে। তারপর ব্যবসা

সম্প্রসারণের নামে রাইট শেয়ার ইস্যু করে-মূলধন নিয়েছে। অসাধু উদ্যোক্তারা এভাবে বাজার থেকে মূলধন নিয়েছে এবং হঠাৎ মুনাফা দেখিয়ে অর্থাৎ স্টক/বোনাস ঘোষণা করে শেয়ারের মূল্য বাড়িয়েছে এবং সুবিধাভোগী লেনদেনের মাধ্যমে অনেক অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে।

৮। ২০১০ সালের জানুয়ারিতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাধারণ সূচক ছিল ৪৫২৩ পয়েন্ট তা ৫ ডিসেম্বর ৮৯১৮ পয়েন্টে পৌঁছায়। ঐ সময়ে সূচক বৃদ্ধি পায় ৪৩৯৫ পয়েন্ট। সেপ্টেম্বর ২০১০ থেকে ডিসেম্বরে প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সূচক বাড়ে ২৩০০ পয়েন্ট। আর এসময়ে বড় ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের একটি গ্রুপ বাজারে প্রবেশ করে। তারা তাদের নিজস্ব মূলধন ছাড়াও ব্যাংক থেকে নেয়া শিল্প ঋণের টাকা পুঁজিবাজারে নিয়ে এসেছিল। তারা সিন্ডিকেট করে বিভিন্ন শেয়ারের মূল্য বাড়াতে থাকে। খুব বড় আকারের ফান্ডের কারণে ব্যাপক মূল্য পরিবর্তন হয়। নভেম্বর থেকে গ্রুপটি বাজার থেকে বেরিয়ে যেতে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক নভেম্বরে শিল্প ঋণের টাকা শেয়ারবাজার থেকে প্রত্যাহার করে নিতে কঠোর হুশিয়ারী এবং সময়সীমা বেঁধে দেন। এসময়ের আলোচিত বিনিয়োগকারীদের মধ্যে এফবিসিসিআই এর সভাপতি এ,কে আজাদ চৌধুরী, মেট্রোপলিটন চেম্বারের সাবেক সভাপতি জনাব কুতুবউদ্দিন আহমেদ, আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক এমপি ডাঃ এইচ.বি.এম ইকবাল, এ.কে খান পরিবারের একাধিক সদস্য, এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার, চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী ডিসকো শওকত প্রমূখের নাম তারা উল্লেখ করেন।

৯। সরাসরি তালিকাভুক্তির প্রসঙ্গে তারা বলেন, সরাসরি তালিকাভুক্তির প্রবিধান হয়েছিল সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডঃ এ.বি. মির্জা আজিজুল ইসলামের সময়ে। তখন সরকারি কোম্পানীর শেয়ার যথাঃ ডেসকো এবং পাওয়ার গ্রীডের শেয়ার সরাসরি তালিকাভুক্তির মাধ্যমে কমমূল্যে বিক্রয় করা হয়েছিল। পরে যমুনা অয়েল এবং মেঘনা পেট্রোলিয়াম সরাসরি তালিকাভুক্তির মাধ্যমে বেশী মূল্যে বাজারে এসেছিল। কিন্তু সেটা হয়েছিল বিনিয়োগকারীদের অজ্ঞতার কারণে। তারা বুঝতে পারছিল না যে যমুনা অয়েল কোম্পানীর শেয়ার ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের। তারা পদ্মা অয়েল কোম্পানীর ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ারের সাথে তুলনা করেছিল। কিন্তু বেসরকারি কোম্পানী এসিআই ফরমুলেশন এবং নাভানা সিএনজি সরাসরি তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে দু'ভাবে মূল্য বাড়িয়ে পরিচালকরা অনেক অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন। এসিআই ফরমুলেশন এর শেয়ারের একটা বড় অংশ ছিল এসিআই লিঃ এর। এতে করে এসিআই লিঃ এর শেয়ারের দাম বাড়ানো হয়েছিল। কেননা, এসিআই ফরমুলেশন এর দাম বাড়লে এসিআই লিঃ এর আয় বেড়ে গিয়েছিল। পরিচালকরা দুই কোম্পানীর শেয়ারের দাম বাড়িয়েছিল এসিআই ফরমুলেশন এর শেয়ারের এই সরাসরি তালিকাভুক্তির মাধ্যমে। অনুরূপভাবে, আফতাব অটোমোবাইল, নাভানা সিএনজি এর ২০% শেয়ার অধিগ্রহণ করে নাভানা সিএনজি এর দাম বাড়িয়ে আফতাব অটোমোবাইল এর শেয়ারের দাম বাড়িয়েছিল।

এছাড়া, ওশেন কন্টেইনার এর শেয়ার অধিগ্রহণ করেছিল সামিট এলায়েন্স পোর্ট লিঃ। ওশেন কন্টেইনার লিঃ কে সরাসরি তালিকাভুক্তি করে শেয়ারের দাম বাড়িয়ে সামিট এলায়েন্স পোর্ট লিঃ এর শেয়ারের দাম বাড়ানো হলো। খুলনা পাওয়ার কোম্পানী লিঃ প্রথমে প্রাইভেট প্লেসমেন্ট করে পরে উচ্চ মূল্যে সরাসরি তালিকাভুক্ত করা হয়।

বাজার পতনের কারণঃ

বাজারের অস্বাভাবিক উত্থানের পেছনেই বড় ধরণের পতন বা মূল্য সংশোধনের বীজ নিহিত ছিল বলে তারা মনে করেন। ২০১০ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর সূচকের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি (৯৮%) প্রাতিষ্ঠানিক (ব্যাংক ও ব্যাংক বর্হিভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বছরের শেষে মুনাফা গ্রহণ ও বিনিয়োগ নির্দিষ্ট সীমায় আনয়নের জন্য) বিক্রির চাপ, মৌসুমী বিনিয়োগকারীদের (ব্যাংক ঋণ/শিল্পঋণের টাকা পুঁজিবাজার থেকে ফেরত নেয়ার জন্য) বিনিয়োগ প্রত্যাহার, মুদ্রাবাজারের অস্থিরতা (এসএলআর ও সিআরআর বৃদ্ধি), ট্রিগার সেলের চাপ (মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারেজ হাউজগুলোর ঋণের অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে) এবং নীতি নির্ধারকদের দায়িত্বহীন বক্তব্যের কারণে বাজারে অতিদ্রুত এই ব্যাপক দরপতন হয়েছিল বলে তারা মনে করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ব্যাংকগুলোকে প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা- ড. মশিউর রহমান বলেছেন শেয়ারবাজার অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখেনা। তিনি বিনিয়োগকারীদের বিক্ষোভকে প্রতিহত করার কথা বলেছেন। এতে করে বিনিয়োগকারীদের আস্থায় ভাটা পড়েছে। এই ক্ষেত্রে সর্বশেষ ও সর্বনাশা বক্তব্য দেন অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি- জনাব আ.হ.ম. মোস্তফা কামাল। তিনি বলেছেন, দেশের অর্থনীতি বা শিল্পের এমন কোন উন্নতি হয়নি যাতে সূচক ৯০০০ এ উঠতে পারে। তার মতে সূচক তিন থেকে সাড়ে তিন হাজারে থাকলে তা যৌক্তিক হবে। তার এই বক্তব্যে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এতে দরপতন তীব্রতর হয়ে উঠে।

তারা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করেন, জনাব মোস্তফা কামালের মালিকানাধীন কোম্পানী সিএমসি কামাল টেক্সটাইল মিলস লিঃ ২০০৯ সালের আগের ৫ বছরে টানা লোকসান দেখিয়েছে। বিনিয়োগকারীদের কোন লভ্যাংশ দেয়নি। অথচ এই কোম্পানী ২০১০ সালে ১০% স্টক ডিভিডেন্ট দিয়েছে। কোম্পানী সম্পদের পুনঃমূল্যায়ন করেছে। কোম্পানী রাইট শেয়ার ইস্যু করে মূলধন বাড়িয়েছে। এতে শেয়ারের ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। জনাব আ.হ.ম মোস্তফা কামালের বক্তব্য অনুসারে দেশের শিল্পায়নের যদি কোন উন্নতি না হয়ে থাকে তাহলে তাঁর মালিকানাধীন কোম্পানী রাইট ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন উত্তোলন করলেন কেন- এ প্রশ্ন তারা করেন। তারা উল্লেখ করেন যে, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এ ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

১০। বাজারের অস্বাভাবিক উত্থানে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ভূমিকা ছিল। তৎকালিন সভাপতি মোঃ রকিবুর রহমান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার কার্যালয়ের সঙ্গে সুসম্পর্কের জোরে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পাশাপাশি সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কে নিয়ন্ত্রণ করেছেন বলে তারা অভিযোগ করেন। তার পরামর্শ বা চাপে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনকে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে, কখনও বা গৃহীত সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হয়েছে। তিনি শেয়ারের প্লেসমেন্ট বাণিজ্যের বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং

বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার উর্ধতন কর্মকর্তাদেরকে এই প্লেসমেন্টের ভাগ দিয়ে ম্যানেজ করে রাখেন বলে তারা অভিযোগ করেন। জনাব মোঃ রকিবুর রহমানের চাপে ব্রোকারেজ হাউজগুলোর শাখা খোলার অনুমতি দিয়েছে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন। এতে বিনিয়োগকারীর সংখ্যা ও তারল্য বেড়েছে। কিন্তু নতুন শেয়ারের যোগান বাড়েনি। তারই পরামর্শে আইপিও এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূলধন ৪০ কোটি টাকায় বেঁধে দেয়া হয় বলে তারা অভিযোগ করেন। শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকায় রূপান্তরের বিষয়টি তিনিই প্রথম নিয়ে আসেন। গ্রামীণ ফোনের শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকায় রূপান্তরে বাধ্য করেন তিনি। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের পরামর্শক কমিটির বৈঠকে তিনিই প্রথম সব শেয়ারের অভিহিত মূল্য অভিন্ন করার প্রস্তাব করেন।

১১। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের কিছু ভুল সিদ্ধান্তের কারণেও পুঁজিবাজারের অস্বাভাবিক উত্থান-পতন হয়েছে বলে তারা মনে করেন। মার্জিন ঋণের ক্ষেত্রে পিই রেশিও নির্ধারণ (এতে কোম্পানীগুলো ইপিএস বাড়িয়ে দেখিয়েছে), মিউচ্যুয়াল ফান্ডের উপর লক-ইন, ইনভেস্টমেন্ট কোটাসহ বিভিন্ন ধরণের বিধি নিষেধ আরোপ, শেয়ারের অভিহিত মূল্যের বিভক্তিকরণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, আইপিও এর ক্ষেত্রে কোম্পানীর ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন ৪০ কোটি টাকা করার শর্ত আরোপ ইত্যাদি সিদ্ধান্ত বাজারে উত্থান-পতনে ভূমিকা রেখেছে বলে তারা মনে করেন।

তারা বলেন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনে লোকবলের অভাব রয়েছে। দক্ষ জনবল নিয়োগের জন্য বেতন-ভাতা বাড়ানোর প্রস্তাব করেন তারা। তারা আরো বলেন, অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনে ক্ষুদ্র জনবলের অধিকাংশই সৎ এবং উদ্যোমী। দুই/একজন যারা অসৎ ছিলেন তারা এখন নিস্ক্রীয়। স্বল্প বেতনের কারণে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনে কোন চার্টাড একাউটেন্টস নেই। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের জনবল কাঠামোতে নির্বাহী পরিচালকের পরে আর কোন পদোন্নতি নেই। এ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন, নির্বাহী পরিচালকদের পদত্যাগের মাধ্যমে কমিশনের সদস্য পদে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।

১২। বিশেষ কিছু ব্যক্তির অপতৎপরতা: বিশেষ কিছু ব্যক্তির অপতৎপরতার বিষয়ে জার্নালিস্ট ফোরাম বলেন, পুঁজিবাজারের ব্যাপক উত্থান-পতনে মিঃ রকিবুর রহমান, মিঃ নূর আলী, মিঃ মোসাদ্দেক আলী ফালু, মিঃ লোটাস কামাল, মিঃ সালমান এফ রহমান এবং মিঃ লুৎফর রহমান বাদলের বিশেষ ভূমিকা আছে। ২০০৯ ও ২০১০ সালের উর্ধগতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অপরীসীম সম্পদ গড়ার চেষ্টা অনেকেই করেছেন। এর মধ্যে দুজন ব্যক্তির তৎপরতা বিশেষভাবে নজরে এসেছে। কখনো ওয়ারেন্ট ইস্যু, কখনো প্রিফারেন্স শেয়ার ইস্যু, কখনোবা প্লেসমেন্ট শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে এরা দুজন বাজার থেকে কোটি কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন। বাংলাদেশ থাই এ্যালুমিনিয়াম (বিডি থাই) নামের একটি কোম্পানীকে দিয়ে শুরু হয়। জেম ঈস্ট গ্লোবাল ফান্ড নামের একটি বিতর্কিত কোম্পানী উচ্চ মূল্যে বিডি থাই এর ওয়ারেন্ট কিনতে চুক্তিবদ্ধ হয়। এই ওয়ারেন্ট আবার সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর যোগ্য ছিল। একাধিক সময়ে এই মূল্য বাড়ানোর ঘোষণা দেয়া হয়। যা ওই শেয়ারের বাজার মূল্যের কয়েকগুন বেশী। সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ট একজন বড় ব্যবসায়ী পরীক্ষামূলকভাবে বিডি থাইকে দিয়ে কাজটি শুরু করেন বলে শোনা গেছে। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের কাছ থেকে সহজেই অনুমোদন পেয়ে যাবার পর এতে উৎসাহী হয়ে বেক্সিমকো ফার্মা, আফতাব অটোমোবাইলস সহ কয়েকটি কোম্পানী ওয়ারেন্ট ইস্যুর ঘোষণা দেয়। পত্র-পত্রিকায় বিষয়টি বিস্তর লেখালেখির প্রেক্ষিতে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কিছু শর্ত আরোপ করলে এই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই চক্রটি রূপান্তরযোগ্য প্রিফারেন্স শেয়ার ইস্যু নিয়ে মাঠে নামে। রূপান্তরযোগ্য প্রিফারেন্স শেয়ার ইস্যু করে কোম্পানীর সাধারণ শেয়ারের মূল্য বাড়িয়ে দেবার গুজব বাজারে রটিয়ে দেয়া হয়। উল্লেখ করা হয়, রূপান্তরের সময় কম শেয়ার ইস্যু করে বেশী অর্থ পাবার উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তারাই আলোচিত শেয়ারের বাজার মূল্য বাড়িয়ে দেবেন। এই প্ররোচনা এবং উদ্যোক্তাদের কারসাজিতে সত্যি সত্যি ওইসব শেয়ারের বাজার মূল্য বেড়ে যায়। তালিকাভুক্ত কোম্পানীগুলোর মধ্যে বিডি থাই, বেক্সিমকো ফার্মা, আফতাব অটোমোবাইল, সামিট পাওয়ার, এস আলম কোল্ড রোল, বিডিকম, পিপলস লিজিং এইভাবে প্রিফারেন্স শেয়ার ইস্যু করে। এই প্রক্রিয়ার পেছনে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রাক্তন একজন সদস্য, সরকারের ঘনিষ্ট একজন ব্যবসায়ী, সাবেক বিএনপি সরকারের ঘনিষ্ট এক তরুণ ব্যবসায়ীসহ কয়েকজন যুক্ত ছিলেন।

১৩। ২০ থেকে ৩০ টি কোম্পানী প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে মূলধন বাড়িয়েছে। এখন এই কোম্পানীগুলো যদি আইপিও তে না আসে তাহলে প্লেসমেন্ট হোল্ডাররা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে তারা মনে করেন।

১৪। একই স্টক এর মূল্য বাড়িয়ে বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে কোন কোন কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য বাড়ানো হয়েছে বলে তারা উল্লেখ করেন। জিএমজি এয়ারলাইনস বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে বাজারে আনার লক্ষ্যে ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ এর শেয়ারের মূল্য বাড়ানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বলেন, এক্ষেত্রে একই ধরণের স্টক না হলেও অর্থাৎ ভিন্ন ধরণের স্টক কে একই স্টক ক্যাটাগরিতে ফেলে বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে শেয়ারের মূল্য বাড়ানো হয়েছে।

সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ
চেয়ারম্যান
তদন্ত কমিটি

পরিশিষ্ট-খ (১৯)

পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটি- ২০১১

ফোরাম বহির্ভূত ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্ট এর সাথে তদন্ত কমিটির মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণীঃ

তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এর সভাপতিত্বে ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্টদের সাথে এক মতবিনিময় সভা ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১১, মঙ্গলবার বিকাল ৪.০০ টায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে তিনি সকলকে স্বাগত জানান। তদন্ত কমিটির সদস্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে তিনি তদন্তের বিষয় (TOR) সবাইকে অবহিত করে সভার কাজ আরম্ভ করেন। তদন্ত কমিটির সদস্য ডঃ তৌফিক আহমেদ চৌধুরী সভায় উপস্থিত ছিলেন ।

তিনি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে অবহিত করেন যে, পুঁজিবাজার সংক্রান্ত খবরের গত দুই মাসে পেপার ক্লিপিং এবং টেলিভিশনে প্রচারিত সংবাদের ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। তিনি বলেন, এর আগে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদ, মার্চেন্ট ব্যাংকারস্ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানীজ এবং এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী এবং বাংলাদেশ ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্ট ফোরামের সাথে মতবিনিময় হয়েছে। তাদের থেকে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া গেছে। এখন আপনাদের থেকে আপনাদের ব্যক্তিগত মতামত ও নির্দিষ্ট তথ্য আহ্বান করছি। আপনারা তথ্য দিতে পারেন। আমরা সব নোট নেব। দুই মাসের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট সমাপ্ত করতে হবে। তদন্ত রিপোর্ট অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট জমা দেয়া হবে। তদন্ত রিপোর্ট মন্ত্রী মহোদয় প্রকাশ করবেন। তিনি সভায় আরো অবহিত করেন যে, মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত কমিটির কোন সমস্যা থাকলে তা জানানোর জন্য বলেন। সে মোতাবেক কমিটিতে একজন আইনবিদ নিয়োগের সুপারিশ করা হলে মন্ত্রণালয় আজ একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তদন্ত কমিটিতে এডভোকেট নিহাদ কবির, বার-এট-ল কে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তিনি অবহিত করেন যে, নিহাদ কবির, কোম্পানী আইনের উপর বিশেষজ্ঞ আইনবিদ।

সভার কার্য বিবরণী উপস্থিত সাংবাদিকদের একজন প্রতিনিধির নিকট প্রেরণের প্রস্তাবে সকলে 'দৈনিক জনকণ্ঠের' সাংবাদিক জনাব রাজু আহমেদকে মনোনীত করেন। সভাপতি মহোদয় বলেন, আমরা সভার কার্য বিবরণী রাজু আহমেদের নিকট পাঠাবো।

সভায় উপস্থিত সকলকে একটি questionnaire দেয়া হয়। সভাপতি মহোদয় আশা প্রকাশ করেন যে, উপস্থিত সবাই তার উত্তর দেবেন। পুঁজিবাজারে শেয়ারের মূল্যের যে বড় রকম উত্থান পতন ঘটেছে তা অস্বাভাবিক মনে করলে; উহার জন্য (ক) কোন্ কোন্ পন্থা; (খ) কোন্ কোন্ কোম্পানী (গ) কোন্ কোন্ সংশ্লিষ্ট সংস্থা দায়ী? এবং কিভাবে? তা ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করেন। ভবিষ্যতে করণীয় বিষয় যথা: আইন, বিধি-বিধান এর সংশোধন এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর কাঠামোগত পরিবর্তন/পরিবর্ধন অথবা পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিষয়ে সকলকে মতামত দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

সভাপতি মহোদয়ের আহ্বানের পর উপস্থিত সকলে নিজ নিজ পরিচয় দেন। এরপর সকলের পক্ষ থেকে দৈনিক জনকণ্ঠের সাংবাদিক জনাব রাজু আহমেদ "শেয়ারবাজারে বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধানে গঠিত তদন্ত কমিটির সঙ্গে সাংবাদিকদের মতবিনিময়ে উত্থাপিত বিষয়" শিরোনামে একটি লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন, সাংবাদিকরা পুঁজিবাজারের কারসাজি/অনিয়ম সম্পর্কে যে সব সুনির্দিষ্ট তথ্য পেয়েছে সেগুলো বিভিন্ন সময়ে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। তদন্ত কমিটি সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। তিনি, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা/সুপারিশ করেনঃ-

১। **শেয়ারবাজারে বিপুল অর্থ সমাগমের কারণ:** কালো টাকার শর্তহীন বিনিয়োগের সুযোগ, গ্যাস-বিদ্যুতের সংকটের কারণে শিল্পায়ন ব্যাহত হলে শিল্প ঋণের অর্থ, ব্যাংক আমানত ও সঞ্চয় পত্রের সুদের হার কমে যাওয়ায় মুদ্রা বাজারের অর্থ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পুঁজিবাজারে অত্যাধিক বিনিয়োগ এবং মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারেজ হাউজগুলোর ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুঁজিবাজারে বিপুল অর্থের সমাগম হয়েছিল বলে তারা উল্লেখ করেন এবং তদন্ত কমিটিকে খতিয়ে দেখার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ করেন:

ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম ছিল কিনা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন অনুসরণ করেছে কিনা, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শেয়ারবাজারে মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারেজ হাউজগুলো নিয়ম বহির্ভূত কোন কর্মকান্ড পরিচালনা করেছে কিনা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ সরিয়ে নেয়া শেয়ারবাজার ধসের পেছনে ভূমিকা রেখেছে কিনা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রবণতা রোধে করণীয় বিষয়।

২। **শেয়ারের যোগান বাড়াতে ব্যর্থতা:** পুঁজিবাজারে বিপুল অর্থ সরবরাহ (পুঁজিবাজারে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি) হলেও শেয়ারের যোগান না বাড়ানো, সরকারের পদক্ষেপ এবং তালিকাভক্তির ক্ষেত্রে ৪০% শেয়ার ছাড়ার শর্ত বেঁধে দেয়ায় এবং পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম পরিমাণ (৪০ কোটি টাকা) বেঁধে দেয়ায় বেসরকারি খাতের কোম্পানীর তালিকাভুক্তির সুযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়ে তদন্ত কমিটিকে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হয়:

শেয়ারবাজার সম্পর্কে সরকারের সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা ছিল কিনা, বাজারের অস্বাভাবিক উর্ধগতি সম্পর্কে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো সতর্ক ছিল কিনা, বাজারে নতুন কোম্পানী তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো কী, নতুন কোম্পানী নিয়ে আসার ক্ষেত্রে মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো যথাযথ ভূমিকা পালন করছে কিনা এবং সম্ভাবনাময় ছোট ও মাঝারি কোম্পানীর তালিকাভুক্তির সুযোগ বন্ধ

করে ৪০ শতাংশ শেয়ার ছাড়া বাধ্যতামূলক করার পেছনে যুক্তি কি ছিল বিষয়গুলো খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত কমিটিকে অনুরোধ করেন।

৩। **বাজারে রাশ টানার ক্ষেত্রে বাঁধ সেধেছে কারা:** পুঁজিবাজার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির দিকে ধাবিত হলে (ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাধারণ সূচক ৫০০০ অতিক্রম করলে) সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন সহ বিভিন্ন মহল থেকে সরকারকে সতর্ক করা এবং অর্জিত মূলধনী মুনাফার উপর আয়কর আরোপের বিষয়টি চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত স্টক এক্সচেঞ্জ ও তালিকাভুক্ত কোম্পানীর প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তৎপরতায় শেষ মুহূর্তে বাতিলের বিষয়ে তদন্ত কমিটিকে নিম্নোক্ত বিষয় খতিয়ে দেখার সুপারিশ করা হয়:

বিভিন্ন সময়ে বাজারের লাগাম টানতে এসইসি যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেগুলোর বিরোধীতা কারা করেছে, বাজারের সঙ্গে এদের সম্পর্ক কী, নামে-বেনামে এদের বিনিয়োগ রয়েছে কিনা, দেশে উৎপাদনশীল খাতের জন্য পুঁজিবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহের তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা বা বিনিয়োগ পরিবেশ না থাকলেও শেয়ারবাজার বিনিয়োগ উৎসাহিত করার কারণ কী ছিল এবং শেয়ারবাজার থেকে অর্জিত মুনাফার উপর কর আরোপে বাঁধা দিয়েছে কারা, তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল।

৪। **প্লেসমেন্ট শেয়ারের সুফল:** কোম্পানীর মূলধন বৃদ্ধির জন্য শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ার আগেই প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে শেয়ার বরাদ্দ দিয়ে অনেকেই জমজমাট ব্যবসা চালিয়েছে। স্টক এক্সচেঞ্জের নীতি নির্ধারক থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিই প্লেসমেন্টের মাধ্যমে শেয়ার বরাদ্দ পেয়েছেন। কোন কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধন ৫০ কোটি টাকা অতিক্রম করলে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ার প্রজ্ঞাপন কার্যকর থাকা সত্ত্বেও ৫০ কোটি টাকার বেশী পরিশোধিত মূলধনের কোম্পানীকে প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এছাড়া, বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদেরকে কারসাজি করে শেয়ারের অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করেছে ইস্যু ব্যবস্থাপকরা এবং এর মাধ্যমে তারা অনৈতিক প্লেসমেন্ট বাণিজ্য করেছে। প্রাইভেট প্লেসমেন্টে শেয়ার বন্টনে যারা অনৈতিক সুবিধা পেয়েছেন তাদের বিষয়ে খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত কমিটিকে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হয়:

গত কয়েক বছরে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়া কোম্পানীগুলোর প্লেসমেন্ট শেয়ার পেয়েছে কারা, অতিরিক্ত প্রিমিয়াম নিয়ে এসব কোম্পানীকে বাজারে আনার ক্ষেত্রে প্লেসমেন্টপ্রাপ্তদের কোন ভূমিকা ছিল কিনা, ওইসব কোম্পানীর শেয়ারের দর বাড়াতে কারা কীভাবে ভূমিকা রেখেছে, বুকবিল্ডিং পদ্ধতিতে অতি মূল্যায়নের পেছনে কারা ভূমিকা রেখেছে এবং শেয়ারবাজার থেকে তুলে নেয়া অতিরিক্ত অর্থ কী কাজে ব্যয় করা হয়েছে।

৫। **প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু:** বাংলাদেশে প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত বিষয়ে সিকিউরিটিজ আইনে সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা না থাকলেও অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করে গত দেড় বছরে কয়েকটি কোম্পানী/উদ্যোক্তারা বাজার থেকে প্রায় ১১৬২,৯৮,৪৮,০০০/- টাকা তুলে নিয়েছেন। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় রাইট শেয়ার ইস্যুর যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কিছু কোম্পানী বিকল্প হিসেবে অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করে বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছে। লোকসানী কোম্পানী লভ্যাংশ দিতে ব্যর্থ হলেও অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করে অর্থ সংগ্রহ করেছে। অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করে বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহের বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত কমিটিকে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হয়:

কোনো রকম নীতিমালা না থাকলেও কী কারণে বা কাদের চাপে এসইসি একের পর এক কোম্পানীকে প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যুর সুযোগ দিয়েছে, রাইট শেয়ার না ছেড়ে এসব কোম্পানী কেনো প্রেফারেন্স শেয়ার ছাড়লো এবং প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু করে সংগৃহীত টাকা কী কাজে লাগানো হয়েছে।

৬। **সুবিধাভোগী নিষিদ্ধ শেয়ার ব্যবসা এবং গুজব ছড়িয়ে মুনাফা অর্জন:** কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদে লভ্যাংশ অনুমোদন, বোনাস ঘোষণা, রাইট শেয়ার ইস্যু বা অভিহিত মূল্য পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য শেয়ারবাজারে কোম্পানীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে আগাম ছড়িয়ে দিয়ে এবং সুবিধাভোগীরা নিষিদ্ধ সময়ে বেনামে কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করে থাকে। সুবিধাভোগীদের নিষিদ্ধ শেয়ার ব্যবসায় এবং গুজব ছড়িয়ে মুনাফা অর্জনের বিষয়টি তদন্ত কমিটিকে খতিয়ে দেখার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হয়:

বিভিন্ন কোম্পানীর পরিচালকরা বাজার অতি মূল্যায়িত হওয়ার পর কী পরিমান শেয়ার বিক্রি করেছেন, গুজব ছড়ানোর পেছনে কারা জড়িত, কোনো কোম্পানীর মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশের আগে বা পরে কারা বিপুল পরিমান শেয়ার কিনেছেন বা বিক্রি করেছেন, কোম্পানীর পরিচালক, স্টক এক্সচেঞ্জের কর্মকর্তাসহ বাজার সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক কী ও মূল্য সংবেদনশীল তথ্য কারসাজি বন্ধে করণীয় বিষয়।

৭। **সম্পদের পুর্নমূল্যায়নের মাধ্যমে শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি:** কোম্পানীর নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনে সম্পদের পুনমূল্যায়ন করে নীট সম্পদ বাড়িয়ে দেখিয়ে শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত কমিটিকে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হয়:

গত এক দেড় বছরে সম্পদ পুনর্মূল্যায়ন করেছে কোন কোন কোম্পানী, এর পেছনে কী যুক্তি রয়েছে, পুনর্মূল্যায়নের ফলে শেয়ারের দরে কী ধরনের প্রভাব পড়েছে, এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে কোম্পানীর উদ্যোক্তা, পরিচালক বা সংশ্লিষ্টদের শেয়ার বিক্রি করে লাভবান হয়েছে কিনা এবং কোনো কারণ ছাড়াই সম্পদ পুনর্মূল্যায়ন প্রবণতা রোধে এসইসি বা নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো কোনো পদক্ষেপ নেয়নি কেন?

৮। **অভিহিত মূল্য পরিবর্তন:** এসইসি, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং এসইসি'র পরামর্শক কমিটির শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০০ টাকা নির্ধারণ এবং পরে ১০ টাকায় বিভক্তিকরণ সংক্রান্ত সুপারিশ পাল্টা সুপারিশ/সিদ্ধান্ত পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত কমিটিকে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হয়:

হঠাৎ করে কী কারণে অভিহিত মূল্য পরিবর্তনের বিষয়টি সামনে আনা হলো, পুঁজিবাজারসহ অর্থনীতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকতে সংসদীয় কমিটি এ বিষয়ে উৎসাহিত হলো কেনো, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের পরও এসইসির পরামর্শক কমিটিতে কারা বিষয়টি সামনে আনলো, তাদের যুক্তি কী ছিল, একবার প্রজ্ঞাপন জারির পরও কী কারণে বা কাদের চাপে এসইসি অভিহিত মূল্য ১০ টাকা করার প্রস্তাব পুনরায় অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠালো, অর্থ মন্ত্রণালয় কী কারণে আগের সিদ্ধান্ত পাল্টে দিল, গত এক বছরে বিভিন্ন কোম্পানীর অভিহিত মূল্য পরিবর্তনের ফলে বাজারে কী প্রভাব পড়েছে এবং ওইসব কোম্পানীর পরিচালক, উদ্যোক্তা এবং বাজার সংশ্লিষ্টরা এতে কীভাবে লাভবান হয়েছেন।

৯। **শেয়ারবাজারে কালো টাকা বিনিয়োগ:** কালো টাকা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের সুবিধা থাকায় বিনিয়োগকৃত অর্থের হিসাব গোপন করে নতুন করে কালো টাকা সৃষ্টি হয়েছে যার সঠিক হিসাব পাওয়া সম্ভব নয়। বাজারের অস্বাভাবিক পতনে পুঁজিবাজার থেকে উক্ত কালো টাকা সরিয়ে নেয়ার ভূমিকা থাকতে পারে। শেয়ারবাজারে কালো টাকা বিনিয়োগের হিসাব জানতে তদন্ত কমিটিকে নিম্নোক্ত বিষয় খতিয়ে দেখার সুপারিশ করা হয়:

বাজারে কী পরিমান কালো টাকা বিনিয়োগ হয়েছিল, সরকারের দেয়া শর্ত অনুযায়ী ওই টাকা দু'বছর শেয়ারবাজারে রাখা হচ্ছে কিনা এবং বাজারে ধসের পেছনে বিনিয়োগকৃত কালো টাকার ভূমিকা ছিল কিনা।

১০। **লক-ইন তুলে নেয়ার চেষ্টা:** বাজারে শেয়ারের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ার পর গ্রামীনফোনসহ কয়েকটি কোম্পানীর প্লেসমেন্ট শেয়ারের লক-ইন তুলে নেয়ার প্রস্তাব দেন কিছু প্রভাবশালী ব্যাক্তি। প্লেসমেন্টের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত শেয়ারের ওপর থেকে লক-ইন তুলে নেবার পরিবেশ তৈরীর লক্ষ্যেই পরিকল্পিতভাবে বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। বাজারের উর্ধগতি বজায় থাকতেই প্লেসমেন্টের শেয়ার বিক্রি করে দেয়া ছিল তাদের উদ্দেশ্য। লক-ইন তুলে নেয়ার প্রস্তাবকারীরা সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলোর প্লেসমেন্ট নিয়েছিলেন কিনা তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটিকে সুপারিশ করা হয়।

১১। **নিয়ন্ত্রক সংস্থার উপর সরকারি হস্তক্ষেপ:** ১৯৯৩ সালে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ২০০৮ সাল পর্যন্ত সংস্থাটি অনেকটাই স্বাধীনভাবে কাজ করছিলো। কিন্তু সরকার আর্থিক খাতের উপর নিজস্ব নীতি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ও এসইসি'র কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অর্থমন্ত্রণালয়ে পৃথক বিভাগ সৃষ্টি করে। বাজার বিষয়ে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ নীতি-পরিকল্পনায় অর্থমন্ত্রণালয় সরাসরি এসইসি'র কার্যক্রমের উপর হস্তক্ষেপ করে এবং প্রায়শই বিশেষ নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপে এসইসি কখনোই বাজার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাচ্ছন্দ বোধ করছে না। তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে এসইসি'র একচ্ছত্র অধিকার থাকলেও সরাসরি অর্থমন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে ওসিএল ও কেপিসিএল'র মত কোম্পানীকে বুক বিল্ডিং প্রক্রিয়ায় বাজারে অন্তর্ভূক্তির সুযোগ করে দেয়া হয়। অর্থমন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বাজার বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে বাজার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। এছাড়াও অর্থমন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটিও এসইসি'র কর্মকর্তাদের উপর হস্তক্ষেপ করছে বলে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকরা তাদের লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেন। তারা আরো উল্লেখ করেন, স্বায়ত্বশাষিত সংস্থা এসইসি'র উপর সরকারি হস্তক্ষেপের ফলে সংস্থাটি গত দুই বছরে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন ও বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি। শেয়ারবাজারের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারের এবং এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের অযাচিত হস্তক্ষেপের কারণে বাজার পরিস্থিতি আজকের এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। সাংবাদিকগণ তদন্ত কমিটিকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খতিয়ে দেখার সুপারিশ করেন:

শেয়ারবাজারে গত দুই বছরে সরকারের হস্তক্ষেপগুলো কি ছিল, সরকারের হস্তক্ষেপ যথাযথ ছিল কিনা, বাজারে এ কারণে বিরূপ প্রভাব পড়েছিলো কিনা, পড়লে কি ও কতটুকু প্রভাব ছিল, শেয়ারবাজার বিষয়ে অনভিজ্ঞদের নিয়ে বাজারে নির্দেশনা দেয়ার পেছনে বিশেষ কোনো গোষ্ঠির ইন্ধন ছিল কিনা, সরকারের কোন কোন কর্মকর্তা শেয়ারবাজারের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছিলো, শেয়ার ব্যবসায় তারা জড়িত ছিল কিনা এবং এসইসি'র পক্ষ থেকে বিশেষ কোনো কর্মকর্তার অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিশেষ কোন যোগসাজশ ছিল কিনা।

এরপর তদন্ত কমিটির জন্য নিম্নোক্ত দুটি প্রস্তাবিত পর্যালোচনা লিখিত বক্তব্যের সাথে সংযুক্তি আকারে সন্নিবেশ করা হয়। সারসংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

(ক) **শেয়ার অতিমূল্যায়িত করে রমরমা প্লেসমেন্ট বাণিজ্য: পাঁচ কোম্পানী প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ১৫৫২ কোটি টাকা সংগ্রহ:-** প্রাইভেট প্লেসমেন্টের নামে পুঁজিবাজারে অনৈতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে ১৫৫২ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে ৫ কোম্পানী। পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া শুরুর আগেই ওরিয়ন ফার্মা লিঃ, ইউনিক হোটেল এন্ড রিসোর্ট লিঃ, লংকা বাংলা সিকিউরিটিজ, জিএমজি এয়ারলাইন্স, এসটিএস হোল্ডিং (এপোলো হাসপাতাল) মূলধনের সংগ্রহের নামে স্বল্প সংখ্যক শেয়ার প্লেসমেন্টে বিক্রির মাধ্যমে এ বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেছে। সিকিউরিটিজ আইনে প্লেসমেন্ট বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু না থাকার সুযোগে স্টক এক্সচেঞ্জের বাইরে অবৈধ এ লেনদেন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। তবে উচ্চহার প্রিমিয়ামে প্লেসমেন্ট শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে কয়েকটি কোম্পানী হাজার হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করলেও নির্দিষ্ট সময়ে কোম্পানী তালিকাভুক্ত না হওয়ায় প্লেসমেন্টে বরাদ্দ পাওয়া ব্যক্তিরা বিপাকে পড়েছেন। এদিকে প্লেসমেন্টে হাজার হাজার কোটি টাকা আটকে যাওয়ায় পুঁজিবাজারে বিদ্যমান তারল্য সংকট আরো প্রকট আকার

ধারণ করেছ। অপরদিকে মূলধন বৃদ্ধির অনুমোদনের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন নিজেই অবৈধ প্লেসমেন্টের ব্যবসার সুযোগ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

প্লেসমেন্টের কারণে পুঁজিবাজারের বাইরে শেয়ার লেনদেনের নতুন পদ্ধতি চালু হয়েছে যা সম্পূর্ণ বেআইনী। এর মধ্যে কয়েকটি দুর্বল কোম্পানী মিথ্যা আর্থিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে শত শত কোটি টাকা অতিরিক্ত হাতিয়ে নিয়েছে।

লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় যে, ওরিয়ন ফার্মা লিঃ ৭০ কোটি টাকার (প্রতিটি ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ার ৭৫ টাকায়) শেয়ার প্লেসমেন্টের মাধ্যমে বিক্রি করে ৫২৫ কোটি টাকায়, ইউনিক হোটেল এন্ড রিসোর্ট লিঃ ৩০ কোটি টাকার শেয়ার (প্রতিটি ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ার ১৬০ টাকায়) প্লেসমেন্টের মাধ্যমে বিক্রি করে ৪৮০ কোটি টাকায়, জিএমজি এয়ারলাইন্স ৬০ কোটি টাকার শেয়ার (প্রতিটি ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ার ৫০ টাকায়) প্লেসমেন্টের মাধ্যমে বিক্রি করেছে ৩০০ কোটি টাকায়, লংকা বাংলা সিকিউরিটিজ লিঃ ৫ কোটি টাকার শেয়ার (প্রতিটি ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ার ২৫০ টাকায়) প্লেসমেন্টের মাধ্যমে বিক্রয় করেছে ১২৫ কোটি টাকায় এবং এসটিএস হোল্ডিংস লিঃ ৮৬ কোটি ৯৭ লাখ টাকার শেয়ার (প্রতিটি ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ার ১৫ টাকায়) প্লেসমেন্টের মাধ্যমে বিক্রয় করেছে ১৩০ কোটি টাকায়। তবে রোড শো'র জন্য প্রস্তুত করা কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীতে প্রতিটি শেয়ারের নির্দেশক মূল্য প্রস্তাব করা হয়েছে ১২৫ টাকা। অথচ মাত্র ১৫ টাকায় কোম্পানীর অর্ধেকের বেশী শেয়ার প্লেসমেন্টের মাধ্যমে কারা বরাদ্দ পেয়েছে তা প্রকাশ করা হয়নি। এ কোম্পানীর শেয়ার প্রতি আয় ১.৪৪ টাকা। ২০০৬ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত কোম্পানীর শেয়ার প্রতি আয় ছিল ঋণাত্মক।

তারা অবহিত করেন যে, অনেক আগেই প্লেসমেন্ট নিয়ে নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত থাকলেও তা কার্যকর করেনি এসইসি। প্রাইভেট প্লেসমেন্ট নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে গত বছরের এপ্রিল মাসে এ বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এসইসি। সেই সময় সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) বিধিমালা সংশোধন আইপিও এর ক্ষেত্রে ১৫০ কোটি টাকার কম পরিশোধিত মূলধনের কোম্পানীর জন্য প্রাইভেট প্লেসমেন্ট বন্ধ করা হয়। এছাড়া প্রাথমিকভাবে আইপিও প্রক্রিয়ার আগে কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের ওটিসি মার্কেটকে কাজে লাগানোর চিন্তা করা হয়েছিল। তবে প্লেসমেন্টের জন্য আলাদা নীতিমালা না করে গত বছরের ৩০ এপ্রিল ওটিসি সংক্রান্ত বিধিমালা সংশোধনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের মতামত চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ওটিসি মার্কেটের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের এই চিন্তাকে অবাস্তব হিসাবে আখ্যায়িত করেন দুই স্টক এক্সচেঞ্জের নেতারা। তালিকাচ্যুত এবং তালিকাবহির্ভূত কোম্পানীর শেয়ার লেনদেনের জন্য চালু হওয়া ওটিসি মার্কেটের মূলধন সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব নয় বলে তাঁরা মতামত ব্যক্ত করেন। শেষ পযন্ত ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর করেনি এসইসি। তবে পুঁজিবাজারে কয়েক হাজার কোটি টাকার জমজমাট প্লেসমেন্ট ব্যবসার পর গত বছরের ২৮ ডিসেম্বর প্রাথমিকভাবে পাবলিক বা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহের জন্য বরাদ্দ করা শেয়ারের মালিকানা হস্তান্তরের এক বছরের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার সিদ্ধান্ত নেয় এসইসি। কমিশন থেকে বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডার বা নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জন্য শেয়ার বরাদ্দের অনুমোদন দেয়া হলেও অনেক কোম্পানী অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে গণহারে প্লেসমেন্ট শেয়ার বিক্রি করছে। এক্ষেত্রে শেয়ারের মালিকানা হস্তান্তরের নির্ধারিত ফরমে (১১৭) আগাম স্বাক্ষর দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে। এ ধরনের প্রবণতা সম্পূর্ণ বেআইনি ও অনৈতিক। এসব কর্মকান্ড বন্ধের জন্যই মূলধন সংগ্রহের জন্য বরাদ্দ করা শেয়ার এক বছরের মধ্যে হস্তান্তরের লক-ইন আরোপের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়াও পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির আগে মূলধন সংগ্রহের জন্য উদ্যোক্তাদের বাইরে অন্য কারও কাছে শেয়ার বিক্রি করতে হলে কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীসহ প্রস্তাবনাপত্র প্রকাশ বাদ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নেয় এসইসি। প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহে শৃঙ্খলা আনতে এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও এখন পর্যন্ত কোন নির্দেশনা জারি করেনি এসইসি।

উল্লেখ্য গত বছরের ১৫ জুলাই পুঁজিবাজারে অবৈধ প্লেসমেন্ট ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে নবীউল্লাহ নবী ওরফে শফীউল আলম নবী এবং পরিচালক সাত্তারুজ্জামান শামীমকে আটক করে জেলখানায় পাঠানো হয়। আটককৃতদের হাতে ১৩ টি কোম্পানীর অবৈধ প্লেসমেন্ট শেয়ার পাওয়া যায়।

(খ) **মূলধন বৃদ্ধির সুযোগে দেড় বছরে পরিচালকরা বিক্রি করেছেন ৬০০০ কোটি টাকার শেয়ার:** পুঁজিবাজারে হঠাৎ করেই অধিক সংখ্যক বিনিয়োগকারীর উপস্থিতি এবং শেয়ারের প্রচন্ড সঙ্কটে দরবৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত বিভিন্ন কোম্পানীর পরিচালকরা তাদের হাতে থাকা শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছেন। শুধুমাত্র গত দেড় বছরে বিভিন্ন কোম্পানীর পরিচালকরা বিক্রি করেছেন প্রায় ৬০০০ কোটি টাকার শেয়ার। এর মধ্যে এবি ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, সামিট পাওয়ার, লংকা-বাংলা, আইডিএলসি, বিএসআরএম ষ্টীল, বেক্সিমকো ফার্মা, বেক্সিমকো সিনথেটিকের পরিচালকরা উল্লেখযোগ্য পরিমানের শেয়ার বিক্রি করে পুঁজিবাজার থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন।

জ্বালানী সংকট ও অর্থনীতির অন্যান্য ধারায় বিনিয়োগের অনুকুল পরিবেশ না থাকায় মাত্র এক বছরের ব্যবধানে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীর সংখ্যা ১৪ লাখ থেকে ৩০ লাখে পৌঁছেছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় শেয়ারের সরবরাহ না বাড়ায় অধিকাংশ শেয়ারের দর হয়ে পড়েছে অতি মূল্যায়িত। এছাড়া শেয়ার সঙ্কটের পাশাপাশি শেয়ারের অভিহিত মূল্য পরিবর্তন, রাইট শেয়ার ইস্যু, প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু, উৎপাদন বৃদ্ধির গুজব, ব্যবসায়ের ধরন পরিবর্তন ছাড়াও নানা ধরনের কারসাজির কারণে ২০১০ সালে শেয়ারের দর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায়, শেয়ারের অভিহিত মূল্যের ১০ গুন থেকে শুরু করে ৫০ গুন পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় কোম্পানীর উদ্যোক্তারা তাদের হাতে থাকা বিপুল পরিমানের শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছেন। এর মধ্যে বেশ কিছু বিদেশী উদ্যোক্তাও শেয়ারের

অস্বাভাবিক দর বৃদ্ধিতে তাদের হাতে থাকা শেয়ার বিক্রি করে চলে গেছেন। এ তালিকায় লংকা-বাংলা ফাইন্যান্স, ফু-ওয়াং ফুডস ও ফু-ওয়াং সিরামিক অন্যতম। এদিকে ২০১০ সালে শেয়ারের অস্বাভাবিক দর বৃদ্ধির কারণে প্রতিদিনই স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন কোম্পানীর পরিচালকরা শেয়ার বিক্রির ঘোষণা দিয়েছেন।

বিভিন্ন খাতের কোম্পানীর পরিচালকদের গত ১৬ মাসের শেয়ার বিক্রির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

টেক্সটাইল খাত: গত ১৬ মাসে টেক্সটাইল খাতের বিভিন্ন কোম্পানীর পরিচালকরা এক হাজার কোটি টাকার বেশী শেয়ার বিক্রি করেছেন। শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে আল-হাজ্ব টেক্সটাইলের পরিচালকরা ৪৯ কোটি ৪৫ লাখ টাকা, বেক্সিমকো টেক্সটাইলের পরিচালকরা ৭৫০ কোটি টাকা, মেট্রো স্পিনিং এর পরিচালকরা ৩৩ কোটি ৩৫ লাখ টাকা এবং ম্যাকসন্স স্পিনিং এর পরিচালকরা প্রায় ১৭২ কোটি ৮১ লাখ টাকা বাজার থেকে তুলে নিয়েছে।

ব্যাংক খাত: ২০০৯ সালের মে মাস থেকে ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরর পর্যন্ত মাত্র ১৬ মাসে বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালকরা ২০০০ কোটি টাকারও বেশী শেয়ার বিক্রি করেছেন। এবি ব্যাংকের পরিচালকরা ১২০৩ কোটি টাকা, সিটি ব্যাংকের পরিচালকরা ২৪৯ কোটি টাকা, আইএফআইসি ব্যাংকের পরিচালকরা ৯০ কোটি টাকা এবং সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের পরিচালকরা ১৩০ কোটি টাকা শেয়ার বিক্রি করে বাজার থেকে তুলে নিয়েছেন। ব্যাংক এশিয়ার পরিচালকরা তাদের হাতে থাকা ৫১.৮৮ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করে চলে গেছেন যার অর্ধেক শেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা কিনেছেন। অবশিষ্ট অর্ধেক শেয়ারের মূল্য প্রায় ৩৬৮ কোটি টাকা। এছাড়া ইউসিবিএল, এনসিসি, ডাচ-বাংলাসহ কয়েকটি ব্যাংকের পরিচালকরা তাদের হাতে থাকা শেয়ার বিক্রি করেছেন যার মূল্য শত কোটি টাকারও বেশী।

ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক খাত: গত ১৬ মাসে শেয়ারেরর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকেরা প্রায় হাজার কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছেন। আইডিএলসির পরিচালকেরা ২৩৮ কোটি টাকা, ফার্স্ট লিজ ইন্টান্যাশনালের পরিচালকেরা ৮৭ কোটি টাকা, প্রিমিয়ার লিজিং এন্ড ফাইন্যান্সের পরিচালকেরা ৩২ কোটি টাকা, ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টের পরিচালকেরা ৪৫ কোটি টাকা, লংকা-বাংলা ফাইন্যান্সের উদ্যোক্তারা ২৪১ কোটি ৫৬ লাখ টাকা, বিডি ফাইন্যান্সের উদ্যোক্তারা ৪৪ কোটি টাকা এবং ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এর পরিচালকেরা ৮১ কোটি টাকা শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে পুঁজিবাজার থেকে তুলে নিয়েছেন।

প্রকৌশল খাত: গত ১৬ মাসের ব্যবধানে প্রকৌশল খাতের কয়েকটি কোম্পানীর পরিচালকেরা বিক্রি করেছেন ৮০০ কোটি টাকারও বেশী শেয়ার। বিএসআরএম ষ্টীল লিঃ এর পরিচালকেরা ৫৪৭ কোটি টাকা, বাংলাদেশ থাই এলুমিনিয়ামের পরিচালকেরা ৫৪ কোটি টাকা, গোল্ডেন সন কোম্পানীর পরিচালকেরা ১৯৮ কোটি টাকা এবং ন্যাশনাল পলিমারের পরিচালকেরা ১০ কোটি টাকা শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বাজার থেকে তুলে নিয়েছেন।

জ্বালানী ও খাদ্য খাত: এই সময়ে জ্বালানী ও খাদ্য খাতের বিভিন্ন কোম্পানীর পরিচালকেরা বিক্রি করেছেন ৪৫০ কোটি টাকার শেয়ার। সামিট পাওয়ারের পরিচালকেরা ৪০৮ কোটি টাকা, বিচ হ্যাচারীর পরিচালকেরা ৩০ কোটি টাকা এবং ফাইন ফুডসের পরিচালকেরা ৮ কোটি টাকা বাজার থেকে তুলে নিয়েছে শেয়ার বিক্রি করে।

ওষুধ ও রসায়ন এবং আইটি খাত: বেক্সিমকো ফার্মার প্রাতিষ্ঠানিক ও বিদেশী বিনিযোগকারীরা প্রায় শত কোটি টাকা, বেক্সিমকো সিনথেটিকের পরিচালকেরা প্রায় ২০ কোটি টাকা, ইনফরমেশন সার্ভিসের পরিচালকেরা ৪ কোটি টাকা, বিডিকম অনলাইনের পরিচালকেরা ৮ কোটি টাকা, ইনটেক অনলাইনের পরিচালকেরা ৬ কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন বাজার থেকে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে।

এছাড়া এই সময়ের মধ্যে শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধির সুযোগে অন্যান্য খাতের কয়েকটি কোম্পানীর পরিচালকেরা শেয়ার বিক্রি করে বাজার থেকে ৬০০ কোটি টাকা তুলে নিয়েছে। ইন্স্যুরেন্স খাতের পিপলস ইন্স্যুরেন্সের পরিচালকেরা ১০২ কোটি টাকা, কর্ণফুলী ইন্স্যুরেন্সের পরিচালকেরা ৪০ কোটি টাকা, প্রাইম ইন্স্যুরেন্সের পরিচালকেরা সাড়ে ৮ কোটি টাকা, ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের পরিচালকেরা ৮৪ কোটি টাকা এবং মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্সের পরিচালকেরা ১০৫ কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন। এছাড়া ফু-ওয়াং সিরামিকের পরিচালকেরা শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে ৪৫ কোটি টাকা বাজার থেকে তুলে নিয়ে গেছে।

ব্যাংক ঋণকে শেয়ারে রূপান্তর: একই গ্রুপর ৬ টি কোম্পানীর ঋণ পরিশোধের জন্য ২০০৯ সালের আগস্টে ৬৩৫ কোটি ১৭ লাখ ৮৯ হাজার ১২ টাকার শেয়ার ইস্যু করে বেক্সিমকো গ্রুপের কোম্পানী বেক্সটেক্স লিঃ। এজন্য কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধন ২০৭ কোটি ১১ লাখ ৩০ হাজার ৮৭০ টাকা থেকে ৪০৫ কোটি ৬০ লাখ ৬৫ হাজার ৩০ টাকায় উন্নীত করা হয়। ঋণের বিনিময়ে শেয়ার পাওয়া কোম্পানীগুলো হলো নিউ ইংল্যান্ড ইক্যুয়িটি লিঃ, বেক্সিমকো লিঃ, শাইনপুকুর সিরামিকস, বাংলাদেশ অনলাইন লিঃ, নিউ ঢাকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এবং বেক্সিমকো হোল্ডিংস লিঃ। এরমধ্যে নিউ ইংল্যান্ড ইক্যুয়িটি বেক্সিমকো গ্রুপের উপদেষ্টা সাহাবুব আলমের মালিকানাধীন এবং বাকিগুলো বেক্সিমকো গ্রুপের সহযোগী কোম্পানী। ঋণের বিনিময়ে এসব কোম্পানীর নামে সর্বমোট ১৯ কোটি ৮৪ লাখ ৯৩ হাজার ৪১৬ টি শেয়ার ইস্যু করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ধরা হয় ৩২ টাকা। তবে মাত্র ৬ মাসের মধ্যে এসব শেয়ারের বাজার মূল্য দ্বিগুনেরও বেশি দাঁড়ায়।

লিখিত বক্তব্য শেষ হলে উপস্থিত সাংবাদিকদের মধ্য থেকে কয়েকজন সাংবাদিক ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করেন-

প্রথমে দৈনিক ভোরের কাগজের সাংবাদিক জনাব টুটুল রহমান বলেন, কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদে সিদ্ধান্ত না হওয়া সত্ত্বেও পত্রিকায় মূল্য সংবেদনশীল তথ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি উদাহরণ দেন, কোন এক কোম্পানীর বিস্কুট রপ্তানী হবে মর্মে

প্রতিবেদন প্রকাশের বিষয়ে। তিনি তদন্ত কমিটিকে এ ধরনের মূল্য সংবেদনশীল তথ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের বিষয়টি খতিয়ে দেখার সুপারিশ করেন। এ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন, এগুলো মূল্য সংবেদনশীল তথ্য নয় গুজব। এরপর শেয়ার বিজ কড়চার সাংবাদিক জনাব আমিরুল ইসলাম নয়ন বলেন, বাজারে ৩০০ জনের মত বড় বিনিয়োগকারী আছেন। তাদের তালিকা নিয়ে তাদের বি,ও একাউন্টগুলো খতিয়ে দেখা যেতে পারে। তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান এ প্রসঙ্গে বলেন, একজন ব্যক্তি নামে-বেনামে ১০০০ টা বি,ও একাউন্ট এর মাধ্যমে শেয়ার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। ১০০০ টা বি,ও একাউন্ট হোল্ডারদের সাথে ঐ ১জন ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ণয় করা কঠিন। তবে আমরা ১/২ জনকে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করব।

- এরপর জনৈক সাংবাদিক এ প্রসঙ্গে ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স গ্রুপ থাকার কথা বলেন। তিনি বলেন, সিডিবিএল এ শুধুমাত্র সেকেন্ডারী মার্কেটে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের তথ্য পাওয়া যাবে। আইনানুযায়ী শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে কোন বাধা নেই। বাজারের কেন এই অস্বাভাবিক পতন হয়েছে তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। বাজারের অস্বাভাবিক পতন ৫ ডিসেম্বর ২০১০ এ শুরু হয়। কিন্তু তার আগে নভেম্বর ২০১০ থেকে বড় বড় বিনিয়োগকারীরা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা বাজার থেকে বের হয়ে গেছে। সরাসরি কোম্পানীগুলোও শেয়ার বিক্রয়ে জড়িত ছিল। এরা সবাই এক সাথে বাজার থেকে বের হয়ে গেল কেন বিষয়টি খতিয়ে দেখা যেতে পারে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সে সময় বের হয়ে গেলেও জানুয়ারি ২০১১ তে আর কোন বিনিয়োগ করেনি। তিনি মনে করেন, বাজারের এই অস্বাভাবিক পতনে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের হাত থাকতে পারে। তালিকাভুক্ত কোম্পানীর পরিচালকেরা সুবিধাভোগী শেয়ার ব্যবসায় জড়িত ছিলেন। তারা পূর্ব থেকে জানা মূল্য সংবেদনশীল তথ্য কাজে লাগিয়ে শেয়ার ব্যবসা করেছে। এ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, অনেক দেশে ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স গ্রুপ আছে কিন্তু আমাদের নেই।

- এরপর একজন সাংবাদিক বলেন, ৫ নভেম্বর ২০০৯ কোম্পানীর সরাসরি তালিকাভুক্তি (বিশেষ করে ব্যক্তি মালিকানা কোম্পানী) বন্ধ করা হয়। ৫ নভেম্বরের আগে আবেদন করার অজুহাতে কেপিসিএল এবং ওশেন কন্টেইনার কে সরাসরি তালিকাভুক্ত করা হয়। এ দুটি কোম্পানীর সরাসরি তালিকাভুক্তির অনুমোদনে কারা সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লি কে বাধ্য করল এবং প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করে কোম্পানীগুলো কি করেছে তা খতিয়ে দেখার সুপারিশ করেন তিনি। প্রাইভেট প্লেসমেন্ট সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালার উপর জনমত চেয়েও কেন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন নীতিমালা সম্পন্ন করেনি তা খতিয়ে দেখারও সুপারিশ করেন তিনি।

- এরপর অপর একজন সাংবাদিক বলেন, সিকিউরিটিজ আইনে প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যুর নীতিমালা না থাকলেও কেন কয়েকটি কোম্পানী প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু করে বাজার থেকে অনেক টাকা তুলে নিয়েছে তা খতিয়ে দেখতে পারে তদন্ত কমিটি। অমনিবাস বি.ও. একাউন্টে ১০-১৫ হাজার গ্রাহকের পরিচালিত হিসাব খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

- অপর এক সাংবাদিক বলেন, নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেনি। কারা তাদের নিয়ন্ত্রন করেছে বিষয়টি খতিয়ে দেখার সুপারিশ করেন তিনি। সরকারের উচ্চ মহল থেকে যেমনঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি থেকে অনেক সময় বিভিন্ন বক্তব্য দিয়ে বাজারকে প্রভাবিত করা হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

বিভিন্ন সময়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন। কেন এবং কাদের প্ররোচনায় এসইসি সিদ্ধান্ত দিয়েছিল বা পরিবর্তন করেছিল তা খতিয়ে দেখতে সুপারিশ করা হয়। তিনি মনে করেন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন ছিল মনিটর। সকল ইনপুট আসত অর্থ মন্ত্রণালয় বা অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি থেকে। অর্থ মন্ত্রণালয়, দুটি কোম্পানীর সরাসরি তালিকাভুক্তির নির্দেশনা দিয়েছিল। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর উপর অর্থ মন্ত্রণালয় প্রভাব খাটিয়েছিল। সরকার অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'এজন্য তদন্ত প্রতিবেদনে সরকারের প্রতি ভবিষ্যত দিক নির্দেশনা/পরামর্শ রাখার অনুরোধ করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন হল স্বায়ত্বশাষিত প্রতিষ্ঠান। তাদেরকে শক্তিশালী করতে হবে।

- এক সাংবাদিক বলেন, পুঁজিবাজারের জ্ঞান নেই এমন লোক যেমনঃ পুলিশের কনস্টেবল পর্যন্ত শেয়ার ব্যবসা করে। সরকারি কর্মকর্তাদের শেয়ার ব্যবসায় জড়িত না হওয়ার সুপারিশ করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন, চাকুরীতে নিয়োগের সময় এরূপ শর্ত থাকলে ভাল হয় কিংবা পরিপত্র জারি করে কর্মকর্তাদের শেয়ার ব্যবসা বন্ধ করা যেতে পারে।

সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ
চেয়ারম্যান
তদন্ত কমিটি

পরিশিষ্ট - খ (২২)

(অর্থ কমিটির সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীদের বৈঠকে পরিবেশিত)

Bangladesh Bank's response to Recent Capital Market Mayhem

A. Recognition of unusual stock market behavior

Apparently, the unusual behavior of the stock market was noticed by Bangladesh Bank as early as in January 2009. Consequently, the alarming situation was brought to notice of the other regulators i.e. representatives of MOF, SEC and DSE in a seminar arranged in February 2009.

Referring to the past stock market history around the globe, it was stated that bubbles are created whenever the gap between P/E ratio and dividend yield increases in a stock market, and, if the fundamentals of the stocks go beyond the rationale of the price hike, it collapses. All bubble episodes are preceded by a steady increase in stock prices leading to a rapid change in the price index, which is then followed by a rapid fall. The seminar was warned about the fact that same phenomenon is also being observed in Bangladesh.

Price Indices of DSE

The stock prices in DSE had increased very fast within a very short time

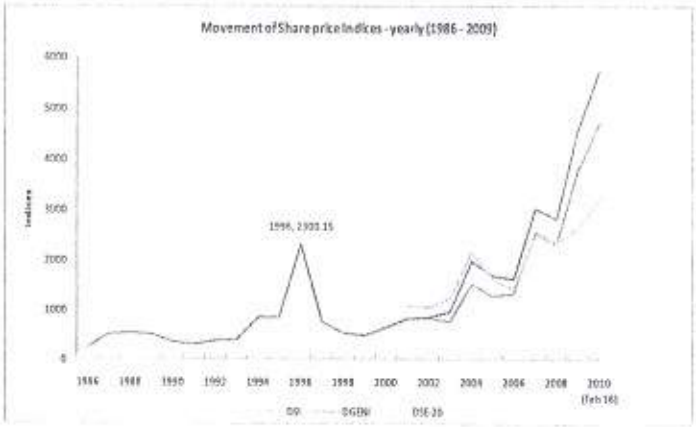

P/E Ratio and Divined Yield in DSE

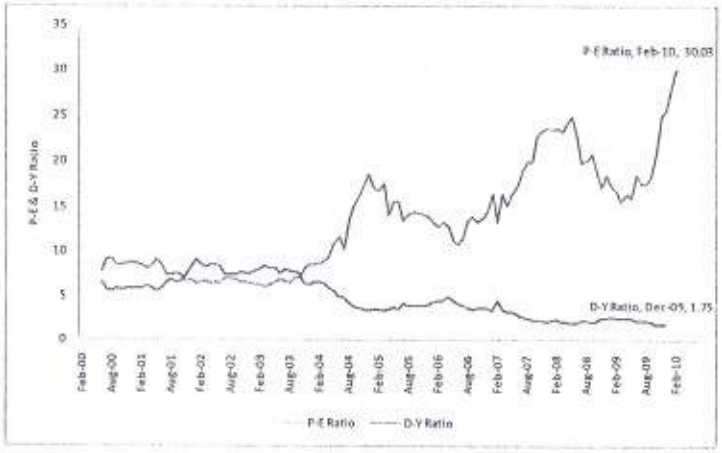

Key Recommendations at the Seminar

The following suggestions were made in the seminar to minimize the risk of capital market collapse:

1. All relevant government agencies, including SEC, BB, and the MOF need to work jointly and implement a strategy for stabilizing the stock market.

2. The measures have to be implemented immediately and should include strong public pronouncements urging common people not to come to the stock market in the near term until the situation stabilizes.

3. Introduction of capital gains tax on realized capital gains from the sale of shares, including withholding at the time of sales.

B. Measures taken by Bangladesh Bank

Following the recommendations of the seminar, Bangladesh Bank took several steps to protect the financial system stability; a chronological short description is as under:

1. BB issued a Circular Letter (No. 13, 6 July 2009) to gather the necessary data regarding capital market exposure of the scheduled banks. BB held a series of meetings with the CEOs of several banks having exposures beyond the regulatory limits. In the meetings, BB reiterated the provisions of section 26(2) of the BCA, 1991 where it is stated that the total holdings of shares by a bank should not exceed 10% of its total liabilities and advised the banks to maintain their share holding positions within the prescribed limit.

2. At this point of time, BB decided in principle to separate the merchant banking wings/branches & brokerage houses and thus create a firewall between commercial banking and capital market business. Accordingly a circular (BRPD 12/2009) was issued instructing banks to establish separate subsidiary companies within January, 2010 to conduct capital market operations.

3. A total of 31 banks applied to BB and got the permission to establish separate subsidiary companies. But, as almost all the banks were failing to do so by January 2010, BB issued a circular (DOS 04/ 2010) giving new timeline of 30 September 2010. At the same time, to monitor the involvement of banks in capital market through their subsidiary companies, maximum exposure limit of 10% of the total liabilities was also introduced. Only 5 banks managed to establish and start operation of separate subsidiary company within the time limit.

4. BB again extended the timeline up to November, 2010 and finally up to December, 2010. By then, almost all the banks had established separate subsidiary companies, but failed to become operational due to non-receipt of SEC's permission to run the business as a separate company.

5. Besides, (i) BB increased the risk weight (125%) for calculation of RWA of investment in equity shares under Basel II framework, (ii) advised banks to ensure proper use of loan, enhanced the provisioning rate (2%) for UC loan provided for capital market activities.

6. Observing that some banks were borrowing a substantial amount of money from call money market and supplying the amount to their merchant banking or brokerage house units and also building their own

portfolios resulting in maturity mismatches in their balance sheets. BB warned them about the risk they were taking by doing so in various meetings held in 2009-10. However, considering the sensitivity of the capital market, BB refrained from taking any punitive actions other than moral suasion.

7. At the end of December 30, 2010 banks did not have significant involvement (Own portfolio was 3.01% of total market capital and loan to subsidiary and others was TK. 1,193.87 crore in the capital market.

C. Some Misperceptions

1. There is a general misperception in the market that Bangladesh Bank (BB) is the regulator of merchant banks. According to the Gazette Notification of the Finance Division of Ministry of Finance dated 23 October 2000, merchant banks are excluded from the jurisdiction of BCA, 1991. In fact, merchant banks and brokerage houses are licensed by SEC, and their activities are supposed to be monitored by SEC.

2. There is also a misconception in the market that the capital market liquidity was reduced due to increase of CRR rate by Bangladesh Bank. In view of inflationary pressure being built up in August 2010, BB increased its REPO rates by 100 basis points which was a clear signal of monetary tightening in near future.

   - The inflation rate shot-up from 7.63% in July 2010, to 7.87% in August,2010, and to 8.12% in September 2010 showing a continuing increasing trend against the target rate of 6.5%. This was a matter of great concern for BB, and considering the overall situation, BB increased CRR requirement with effect from 15 December 15 2010 by 0.5%.

   - As a result of increased CRR, the amount of money withdrawn from the market on December 15, 2010 was Taka 1,771.00 crore. On the other hand, to quell the inter-bank rate that shoot up in the following week, BB increased Liquidity support and Repo facility, the amount of Liquidity support (LS) and Repo facility provided to the banks from December 15, 2010 to December 26, 2010 was as follows:

(Taka in crore)

Date	Liquidity Support	REPO	Total
15/12/2010	3899.55	2155.81	6055.36
19/12/2010	3637.71	3274.79	6912.50
20/12/2010	3697.71	4127.44	7825.15
21/12/2010	3591.37	3925.93	7517.30
22/12/2010	3864.18	3358.23	7222.41
23/12/2010	3817.14	2830.39	6647.53
26/12/2010	3699.18	2759.48	6458.66

D. Regarding Liquidity Crunch

Although all the necessary measures (including market intervention) were taken by BB to stabilize the market liquidity position, a liquidity crunch was observed in the money market due to the following reasons:

1. The average growth of credit in 2010 was 28.44% whereas the average growth of deposit was 21.59%.
2. From July to December, 2010 significant growth in L/C's settlement was observed. The settlement of L/C's increased 39.97% mainly due to 91.72% increase in settlement of L/C's opened for food grains and 55.10% for Petroleum & Petroleum products.
3. Due to excessive credit growth, some mismatch in the asset-liability position of some banks had been detected.

E. Causes of capital market turmoil as perceived by BB

As per Bangladesh Bank's standpoint, despite the clear indication from BB, no measures were taken by the other regulators to normalize the market. The following are the root causes of the recent capital market turmoil as identified by BB:

1. In several cases, the face value and the market lot of the shares were not splited at the same ratio. This made those shares affordable to the small investors and created a demand pull.
2. The conditions imposed by SEC regarding availability of margin loan for purchasing shares sent wrong signal among the investors. In 2010, SEC declared that investors could avail margin loan for purchasing shares having P/E ratio up to 75 (later it was reduced to 50 and finally 40) .This created a misconception among the general investors that Shares having P/E ratio up to 75 were safer to purchase. As a result, a demand pull was created for the low priced shares and ultimately those shares were overpriced without any fundamental reason.
3. Improper use of Book Building method caused overvaluation of some shares by manipulating market prices even at the initial stage. Placement of shares to the parties related to attend the price discovery process made the whole process less accountable.
4. Overvalued (with premium) shares with high P/E ratio (highest 60) entered into the market and traded. But, later SEC allowed margin loan for shares with P/E ratio up to 40. This reduced the liquidity of those shares and ultimately caused price to fall.
5. Huge amount of liquidity was withdrawn from the capital market through placement of shares by different companies. These shares were in lock-in period for at least one year causing a decrease in the capital market liquidity position and ultimately created pressure in the money market.
6. Over subscription (total Taka 4,000.00 crore against Taka 934.00 crore.) for IPOs of shares of Mobil Jamuna and MI Cement within January 2 to 13, 2011 had further squeezed the liquidity in the capital market.
7. For the past two years, in several occasions' margin call or trigger sale situations were avoided by increasing the loan margin ratio. This prevented the natural correction of the market and helped to inflate the share price.

8. Allowing the opening of branches of brokerage houses at the district level helped to attract more people in an un-stabilized market.

9. Instead of urging common people not to come to the stock market until the situation stabilizes, the regulators arranged road show and investor fair to attract common people to come into the market. This caused a huge flow of seasonal investors but there was shortage in the supply of new shares. As a result the seasonal investors started buying the old shares causing a price hike in the market.

10. The abrupt downward movement in price of some of the newly listed companies in DSE or CSE reveals that those companies might have manipulated their balance sheets before they came into the market to justify high price (premium) of their shares.

11. Direct listing and book-building system (e.g. inclusion of future earnings and popping-up of price of shares of similar stocks) were abused to artificially inflate price. KPCL and Ocean Containers Ltd. are cases in point.

12. Despite rejection by DSE, a large number of stocks were directed to be listed with the DSE by SEC during 2010.

13. Merchant banks and brokerage houses were not closely monitored by the regulator.

F. Suggestions/Recommendations

The following recommendations have been suggested by Bangladesh Bank for maintaining stability in the capital market:

1. The previous 2-3 years financial data of some companies should be re-examined to find out any accounting jugglery that might have done to inflate the share price of those companies.

2. There should be closer communication among the regulators of the financial market so that coordinated supervision can be done.

3. SEC should be strengthened in all respect so that it can effectively supervise the capital market.

4. Margin rule, 1999 should be amended and SEC should not fix the loan-margin ratio.

5. There should be separate loan-margin ratio for day traders and portfolio traders.

6. Section 26(2) of BCA, 1991 should be amended and the total amount of share holding by a bank company should be fixed against its Tier-I capital.

7. Provision of severe sanctions should be incorporated in BCA, 1991 in case of violation of rules and regulations by any bank company regarding share holdings and capital market exposures.

8. In order to prevent accounting jugglery, a National Accounting Oversight Board should be established as early as possible.

9. Demutualization of DSE should be done as early as possible to prevent any insider trading.

পরিশিষ্ট-খ (২৩)

চার্টার্ড একাউন্টেন্টদের প্রদত্ত মতামত ও সুপারিশ

Concentration on Primary Market only

The major problems and issues in the primary market and some potential solutions are discussed below under several headings as follows.

1. Book Building System

a. We see no commitment on the part of Eligible Institutional Investors to the indicative price quotes given by them.
   i. Short lock in period (only 15 days) for Eligible Institutional Investors who participate in the bidding.
   ii. No commitment on the part of the Eligible Institutional Investors who provides indicative price quotes that they must bid at the price quoted by them.

Potential Solutions –

i. Increase the lock period for Eligible Institutional Investors at least upto 6 months, so that such institutions would be more careful in bidding and providing indicative price quotes.

ii. It shall be made mandatory that Eligible Institutional Investors must bid at the price they quote within a 10% range both upwards and downwards. This will ensure that Eligible Institutional Investors will not purposely under quote or over quote when giving the indicative price. (For an example if an institution gives a quote for BDT 100, he must bid within a range of BDT 90 to 110 only)

b. Potential conflict of interest situations – Eligible Institutional Investors with "Related Party relationships" with the Issuer had participated in providing indicative price quotes and bidding. This includes instances such as common directors/chairman, common material shareholding etc. In addition, there were instances where Related Parties of the issuer / manager had provided price quotes.

Examples

i. In the IPO prospectus of Unique Hotel and Resorts Limited (Westin), the Eastern Bank provided one of the highest price quotes where as the Chairman of Eastern Bank and the Managing Director of the issuer is the same person (Mr. Noor Ali). In addition Brac Bank also provided an indicative price quote which is the holding company of the issue manager, BRAP EPL Investments Limited. Similar situation is also observed in IPO of Active Fine Chemical where the project is funded by Janata Bank, the IPO fund is raised for paying off Janata Bank loan, Janata Bank is the issue manager and most of the pre-IPO placement of shares of Active Fine Chemical is taken by officers of Janata Bank itself including the current Managing Director of Janata Bank.

Potential Solutions –

The Book Building Regulations shall define the Related Parties and then such Related Parties should be prohibited from providing indicative price quotes, bidding, issue management as well as taking up placement shares. In this regard, Related Party definition used in International Accounting Standards may be used as a guide.

c. Present book building system can be managed with only a few Eligible Institutional Investors. Since each Eligible Institutional Investor can bid upto 10% of the bidding shares, issuer and issue manager can easily manipulate the bidding process by managing 4 – 5 Eligible Institutional Investors who together can bid 40% - 50% of bidding shares. Smaller stock dealers and insurance companies are more vulnerable to such influencing.

Potential Solutions –

i. The maximum amount allowed to be bided by a single Eligible Institutional Investor shall be reduced to 5% from present 10%. (At 5%, a minimum of 20 Eligible Institutional Investors are required to bid their full quota for the bidding shares to be oversubscribed).
ii. While bidding, thresholds can be set for key categories of Eligible Institutional Investors such as merchant banks, banks and asset management companies. (For example, at least 20% of the bidding should come from Merchant Banks). If such minimum threshold for each category of investor is not bided then the issue should be cancelled.

d. Too broad pool of Eligible Institutional Investors is allowed in the book building process. Present pool of Eligible Institutional Investors mainly consists of stock dealers, banks, merchant banks and insurance companies. Most of the stock dealers and insurance companies are small in size which do not have professional setups and can be influenced by the issuers in quoting the indicative price and subsequent bidding.

It is alleged that many stock brokers participated in the book building process by using clients' money and some of the clients even got together with some stock brokers to participate in the bidding to share profits arising of such bidding. It is also alleged that some of the brokers were financed by some of the issuers to participate in the bidding.

Potential Solutions –

In order to prevent potential instances of influencing/manipulating, a minimum net asset value can be specified for stock dealers and insurance companies as an eligibility criteria to qualify to participate in the bidding process. Such minimum Net Asset Value shall not be imposed on asset management companies and merchant banks.

e. Longer period between the time of giving indicative price quote and subsequent bidding. There is a substantial time gap (may be 3 – 4 months) between providing the indicative

price quote and bidding. Such a longer time period is undesirable since market conditions and issuer specific circumstances can materially change.

Potential Solutions –
The Securities and Exchange Commission needs to reduce the time taken to process the IPO application.

2. IPO Pricing/Determination of the Offer Price

a. Manipulation of Earnings Per Share (EPS)

i. Annualizing EPS computation - There were instances where issuers annualized the latest quarterly or semi-annual EPS without using latest available full year EPS. Such quarterly/semi annual EPS figures were significantly higher than historical EPS which is most likely to be "managed".

ii. Manipulation related to weighted average number of shares in computing EPS. As per accounting standards, in computing EPS, time weighted average number of shares has to be used. There have been instances where Issuers had issued a large number of shares closer to the balance sheet date so that such new shares will have lesser impact in computing weighted average number of shares.

iii. Issuer of shares subsequent to the balance sheet date – There were instances where new shares issued subsequent to the balance sheet date and impact of such new shares were not taken into account in computing EPS in pricing the IPO.

iv. Inclusion of exceptional non recurring income into the EPS computation (example : capital gains)

Examples

i. **GMG Airlines Limited IPO** – The issuer had issued shares at various stages both before and after the balance sheet date. In the EPS computation used for IPO pricing it used only 99.07 million shares whereas it had 246.66 million pre IPO shares. As a result, the fully diluted pre IPO EPS should have been BDT 4.13 whereas, the issuer manager had used an EPS of BDT 10.31 for 2010. (annualized).

ii. **Unique Hotel and Resorts Limited (Westin IPO)** - The issuer reported a net profitability of Tk. 69.09 crore for the 6 months ended 30th June 2010 which included a capital gain of Tk. 28.43 crore. Therefore, the adjusted net profits for the six months period ended 30th June 2010 is only Tk. 40.66 crore which gives an annualized EPS of 3.54 for 2010. The indicative price proposed of Tk 185 in

turn reflects a P/E ratio of 52.32 based on the adjusted annualized EPS which is way above any accepted market norm for pricing an IPO.

Potential Solutions –

i. It shall be made mandatory that in justifying the issue price, the EPS shall be computed on a **fully diluted basis using pre IPO number of shares outstanding**.
ii. For the purpose of justifying the offer price, EPS shall be computed based solely on recurring income/profits of the issuer.

b. Fixed Asset Revaluation – It has become a recent trend that issuers substantially enhance the net asset value by revaluing the fixed assets prior to the IPO. There is nothing wrong in revaluation of fixed assets as long as revaluation is realistic and it is done on a consistent basis and respective deferred tax implications are recognized in the financial statements. However, in most instances the reliability of revaluations is questionable. Further, there had been instances where deferred tax implications were not properly accounted in the financial statements.

c. Future Earnings Based Valuation methods – There are two main future earnings based valuation methods i.e. future P/E multiple and Discounted Cash Flow. Both methods largely depend on the future profitability/cash flow projections of the Issuer. In all most all such instances, not enough information/discussion has been provided with regard to the basis of projections and key assumptions used in the projections that allows prospective investors to make an informed investment decision.

Examples
Unique Hotel and Resorts Limited IPO – Does not give any key assumption or basis of projections.

Potential Solutions –

In the event forward earnings based valuations are used, it shall be made mandatory that key acceptable assumptions and basis of the projections needs to be disclosed in sufficient level of detail in the prospectus. Unacceptable assumptions if made, will defeat the purpose again. Acceptable assumptions must be made in line with guidelines.

d. Comparison of absolute share prices – There were instances where absolute share prices of similar companies used as the basis of valuation. To serve the purpose, many stock prices were allegedly significantly manipulated upward by the "would be issuers" to justify their offer pricing. Example, United Air verses GMG Airlines. Fundamentally and theoretically absolute share prices have no relationship with each other and cannot be used as a basis to price an IPO.

Potential Solutions –

Comparison of absolute share prices as a basis of pricing an IPO must not be allowed. Instead Price to Earnings Multiples and Price to Book Value ratios of similar companies can be used for the purpose of valuation.

e. Selection of comparable companies – Similar companies outside the industry of the issuer has been used in terms of equity base, turnover, profitability etc. However, there is no reason why two companies should have same P/E or price book value multiples just because they have similar share capital, profitability or turnover etc. Most issuers used this unacceptable technique to justify their offer price under book building method.

Potential Solutions –
In the event, an issue manager uses similar companies outside the industry of the issuer, comparability of such companies needs to established scientifically/statistically.

3. Inadequate Disclosures in the Prospectus

Most instances disclosures with regard to following aspects are not adequate.

i. Use of proceeds – Most prospectuses briefly discusses the utilization of IPO proceeds. Further in certain instances, utilization of proceeds is too broad and general. It is important to have specific disclosures with regard to use of proceeds and detailed discussion on future plans. Proper disclosure of use of proceeds is very important in instances where IPO money is used to finance expansion projects.
ii. Future plans/business plan of the issuer- In most instances very little information is provided on this aspect.
iii. Industry scenario – In most instances very little information is provided on this aspect.
iv. Risk factors – Discussed in general in most prospectuses. Not enough customization to the specific issue.
v. Given the present energy crisis in the country, the prospectus shall specifically mention whether the issuer is suffering from any gas/power shortfall and future plans to address such issues. It is noticed that some Issuers diverted fund to other sister concerns within months of closing of issue on ground that the issuer did not get gas connection. Reference is Malek Spinning who ensured gas connectivity in its risk analysis.

The absence of such critical information negatively affects informed decision making by prospective investors.

Potential Solutions –
The issuers and issue managers should be encouraged to share/disclose more information in the prospectus. In this regard, specific disclosure requirements need to be stipulated in public issue rules.

Other matters to consider:

Fund utilization report must be given to the Stock Exchange on monthly basis, in addition to existing reporting requirements.

All diversion or alternative use of fund must be reported to the stock exchange within a month to the Stock Exchange, in addition to existing reporting requirements.

Since fund for project implementation is not required at a time, it is better that the funds are raised in instaliments. That will serve following purposes:

1. Market will not feel the liquidity crisis all on a sudden if many issues are processed in a short span of time.
2. Investors may be able to participate in many issues as he will only pay in installments.
3. The stock exchange can keep track of fund utilization more effectively, diversion as well as poor utilization can be checked.
4. The issuer will be governing better to ensure future installments from the subscribers.
5. Price management on the stock exchange by many issuers, as alleged, are greatly defeated because of longer time horizon.
6. Issue managers exposed to responsibility for longer period for their due diligence work which safeguards the interest of the investors.
7. The issuer will be able to pay dividend to the extent of installment payments, financial burden on the issuer will be less.
8. Fund raising cost may be little higher (!), one may argue!!, which is not true.
9. Installment subscription is an acceptable mode as far as accounting is concern.
10. Precedence is available in abroad, for direct listing, /offloading / IPO, in relation to installment subscription.

4. Quality of Financial Statements of the Issuer

The quality of financial statements of most of the issuer companies is a concern. Major concerning areas are as follows.

i. Quality of earnings – In many instances a sudden surge in profitability has been reported in the IPO year. This has been the case mostly for book building transactions. Further in most cases, such hike in profits has not been properly explained in the prospectus which cause doubts with regard to the accuracy of such profitability. Example: In the Direct Listing of Ocean Container Limited, net profitability increased by 269% in the IPO year which has not been adequately explained in the Information Document.

ii. Non compliance to accounting standards – There has been many instances of non compliance to accounting standards which also go un-noticed to the auditor.

iii. Revaluation of fixed assets – Revaluation of fixed assets has become a common practice in most of the occasions. The reliability of such revaluations is a concern in some instances.

iv. Poor quality of work of some audit firms which are in the SEC panel of auditors. There had been instances where auditors have not noted errors in EPS computation, inadequate provisioning related to WPPF, deferred taxation etc.

Potential Solutions –

i. It should be made mandatory that sudden increase in profitability needs to be well explained in the prospectus.

ii. The panel of SEC auditors should be limited to 10 (ideally) in order to maintain the quality of audit work. (The present SEC panel of auditors includes 42 firms.)

iii. Using panel auditor shall be made compulsory for Fixed Price IPOs as well.

iv. In instances where financial statements look obviously suspicious, SEC shall re-audit the financial statements by another audit firm selected by the SEC.

5. Securities and Exchange Commission

a. Longer and cumbersome regulatory process

Public issue of securities involves lengthy and cumbersome regulatory process involving SEC, DSE and CSE. For an IPO the regulatory process could take between 4 – 6 months and in certain instances even longer period of time. On top of that the issue managers and issuers have to "beg" behind the regulatory officials in order to move the file forward throughout the regulatory process. However, this is not so for some issue managers who have "informal" relationships with SEC officials.

b. Policy inconsistency

SEC polices, rules and regulation have been subject to frequent changes. Two apparent reasons for such changes are influence of powerful elements and haphazard/ad-hoc basis of policy formulation without prior consultation of stakeholders.

c. Relaxation of Issue of Capital Rules

As per present regulatory framework, the consent of SEC is required to raise capital in excess of BDT 100.0 mn including bonus issue of shares by a private company. Given the scale of business enterprises in today's context, this limit is too small and as a result SEC is flooded with capital raising applications.

Potential Solutions –

The following instances of capital raising can be excluded from SEC consent.

i. Issue of bonus shares (upto any amount) by private companies and unlisted public companies.

ii. Issue of capital upto BDT 250.0 mn to sponsor shareholders by private and unlisted public companies.

d. Lack of human resources at SEC:

6. Due Diligence

As per public issue rules, the issue managers and underwriters are required to issue a due diligence certificate confirming the accuracy of disclosures made in the prospectus. The public issue rules do not mention on any specific aspects to be covered on the part of the issue managers and underwriters with regard to the due diligence. As a result, the process and criteria of due diligence varies between issue managers. This creates a scenario where prospective issuers would be discouraged to work with issue managers that maintain higher standards of due diligence.

Potential Solutions –

i. Public issue rules need to set out a comprehensive checklist that needs to be submitted by the issue manager with the due diligence certificate.
ii. The issuer manager should be allowed to rely on third party professional services with regard to certain aspects of due diligence such as title verification of properties, tax related disclosures, revaluation of fixed assets, financial statements and any other area where external expert knowledge is required.

7. Other areas of Concerns

a. Issue of Capital (through private placement) and subsequent IPOs – There is a practice in the market that companies go public (IPO) soon after raising money by way of private placements (Issue of Capital). Such privately placed shares have a huge informal market where those shares change hands several times prior to the IPO. This has given rise to a lot of malpractices.
b. Cap on issue management fee for Fixed Price IPOs. As per Public Issue Rules, the issue management fee for Fixed Price IPOs is limited to a lower of BDT 2.0 mn or 1% of issue size. This is in comparison to the 5% limit on issue management (including post issue) fees imposed on IPOs executed under Book Building method. As a result, there is a tendency for Issue Managers to push IPOs towards Book Building method.

   The cap on issue management fee needs to be revised upwards given the larger size of IPOs coming to the market, increased responsibilities on the part of the issue manager and enhance professionalism of services.
c. Corporate Governance – It should be made mandatory that important elements of corporate governance are implemented prior to filling the IPO application. This includes appointment of independent directors, separation of duties of chairman and chief executive officer, formation of audit committee, creation of internal audit function etc.
d. Auditors consent to Prospectus: There should be an arrangement where Auditors consent must be obtained and printed on the face of the prospectus that the Audit Report will be used as part of the Prospectus and auditor has consented to this.
e. Opinions of DSE / CSE regarding listing of issues are grossly disregarded by the SEC .

8. Apart from the IPO manipulations, directors / issuers may have used any combination of the following tactics to encourage the public to buy stock at increasingly higher prices:

a. Using buy or sell pressure by stock brokers who may be receiving special secret commissions.
b. Distributing false press releases and rumours. That has gone beyond comprehensions. 90 days transactions profile prior to any such declaration could lead to significant revelation. That includes most issues including Square group shares.
c. Releasing false ownership information.
d. Promoting fictitious or grossly exaggerated profits, assets or future prospects (or any combination thereof). Manipulating quarterly accounts. Example, Exim Bank ,BSRM etc.
e. Warehousing to help restrict the supply of shares. Can be verified by trailing series of similar buy trends. Significant transaction limit of 10% is too high to come to reporting net. The significant holding must be brought down to 2.5%.
f. Using wash trading (that is, trading that results in no change in beneficial ownership) to stimulate public interest due to high-trading volumes. Check out transactions of merchant banks where same customers open accounts with many merchant bankers and create circular wash trading.

ANNEXRUE - A FEW SELECTED CASE STUDIES

CASE STUDY 1

IPO of Unique Hotels and Resort Limited (Westin Hotel)

1. Overview of the Transaction

Unique Hotels and Resort Limited (UHRL) was planning to raise Tk. 555.0 crore by way of an Initial Public Offering (IPO) under the book building method. The main features of the issue are as follows.

Salient Features of the Offer

	No of Shares	Paid Up Capital
Present Paid Up Capital	230,000,000.00	2,300,000,000.00
IPO	30,000,000.00	300,000,000.00
Post IPO Paid Up Capital	260,000,000.00	2,600,000,000.00
Indicative Price per Share (Tk.)	185.00	
Issue Size at Indicative Price (Crore Tk.)	555.00	
Post IPO Public Shareholding	11.5%	

The Issuer Manager is Brac EPL Investments Limited.

Note:- As per the regulation number No. SEC/CMRRCD/2006-159/27/Admin/03-40 dated 11th March 2010, at the time of filling the IPO application, an issuer with over BDT 150 crore paid up capital had to offer a minimum of 15% of post IPO paid up capital to the public. The IPO application of UHRL violated this condition since its post IPO paid up capital was only 11.5%. **But surprisingly SEC amended the above notification on 14th November 2010 by way of a fresh notification No. SEC/CMRRCD/2009-193/67/Admin/ to proceed with the IPO application of UHRL. Reportedly this was done by SEC under the influence of certain interested parties.**

2. Project Cost and Means of Financing

UHRL plans to implement three new hotel projects using the IPO proceeds. The estimated cost of these new projects and IPO related expenses is Tk. 1,777.5 crore against the IPO proceeds of Tk. 555.0 crore leaving a funding deficit of Tk. 1,222.5 crore. **The prospectus does not include a proper plan on how to bridge this massive financing gap to implement expansion projects.**

3. Discounted Cash Flow Based Valuation

The Discounted Cash Flow (DCF) method has been used as the primary valuation technique by the issue manager.

i. The DCF based valuation in the prospectus is Tk. 148 per share where as in the Information Memorandum distributed to the Eligible Institutional investors at the time of road show, the DCF based valuation was Tk. 211.56 per share. Such a drastic drop in valuation has not been explained in the prospectus and eligible institutional investors quoted their prices based on the higher valuation given in the information memorandum. **This can be considered as misguiding the investors at the time of obtaining indicative quotes.**

ii. The discount rate used in the DCF valuation is 11.5% p.a. whereas the risk free rate (as reflected by 5 year treasury bond) is around 8% p.a. indicating an equity and specific risk premiums of only 3.5%p.a.. Given the risks associated with the capital market and specific risks attributable to implementation of three mega projects, a 3.5% risk premium is barely adequate. (even the preference share issued by UHRL is carrying a dividend rate of 12% which is 0.5% higher than the discount rate used for the valuation of ordinary shares.)

iii. Even without making adjustments for risk premium as discussed in (ii) above, the per share value as per DCF method is only Tk. 148/- against the proposed indicative price of Tk. 185/-. **This indicates that the primary valuation method used by the issue manager cannot justify the proposed indicative price of Tk 185.**

iv. Accordingly, it could be comfortably concluded that the proposed indicative price is **"highly over priced"**.

v. **Further, the basis of financial projections and key assumptions underlying the projections were not discussed in the prospectus.**

4. P/E Based Valuation

ii. The Issuer Manager had used the estimated EPS (profitability per share) for the year ended 31st December 2010 which was Tk. 4.8 per share for the P/E based valuation.

iii. UHRL has reported a net profitability of Tk. 69.09 crore for the 6 months ended 30th June 2010 which includes **a capital gain of Tk. 28.43 crore which is 41.1% of total profits for the period.**

iv. The above capital gain shall be considered as **non recurring one off income item**. (This is further confirmed by the projected financial statements given in the Information Memorandum distributed to institutional investors which does not reveal capital gains in future years.)

v. Therefore, the adjusted net profits for the six months period ended 30th June 2010 is only Tk. 40.66 crore.

vi. Based on the adjusted net profits above, the annualized EPS for 2010 is 3.54.

vii. The indicative price proposed of Tk 185 in turn reflects a **P/E ratio of 52.32** based on the adjusted annualized EPS which is way above any accepted market norm for pricing an IPO.

viii. In the event a P/E ratio of 25 is applied (in line with the market P/E) on the adjusted annualized EPS, the share price is **only Tk. 88.39** against the proposed indicative price of Tk. 185.

ix. Further based on the own projections given in the prospectus the EPS for next 3 years is ranging from 4.6 to 4.9 reflecting a **forward (future) P/E ratio of 37.9 to 41.8.**

x. Accordingly, it could be comfortably concluded that the proposed indicative price is **"highly over priced"**.

5. Conflict of Interest Situations in Indicative Price Quotes

The Eastern Bank provided one of the highest price quotes for UHRL IPO where as the Chairman of Eastern Bank and the Managing Director of the issuer is the same person (Mr. Noor Ali). In addition Brac Bank also provided an indicative price quote which is the holding company of the issue manager, BRAP EPL Investments Limited.

6. Other Material Observations

i. The revaluation of buildings, civil construction, furniture, office equipment, motor vehicles and hotel equipment has been carried out by the external auditor of the company. Ideally it should have been done by an external party independent from the auditor.

ii. One of the main risk factors faced by the public investors is the implementation of new hotel projects. There is no discussion on such implementation risks in the prospectus and how the management plans to mitigate such risks.

iii. **The company had Tk. 126.9 crore worth investments in shares as at 30th June 2010, which is 55% of the Paid-up-Capital of the Company.** The risks associated with investments in the capital market which is absolutely unrelated to the core business.

Despite above limitations and clearly over valued scenario, SEC gave consent to the IPO of UHRL to the surprise of all capital market stakeholders. (SEC later suspend all book building transactions)

CASE STUDY 2 –

Direct Listing of Khulna Power Company Limited (KPCL) under the Book Building Method

The direct listing transaction of Khulna Power Company Limited (KPCL) was carried out using the book building method. The basic information of the transactions is given in the table below.

KPCL Facts (BDT)	
EPS as per Prospectus	2.79
Offer Price to Public	194.40
P/E at Offer Price	69.68
Share Price as at 31.12.2010	112.60

Accordingly, the KPCL was priced at a P/E ratio of 69.68 beyond any accepted market normals. direct listing price could not sustain the secondary market and the price crashed 55.6% by 31st Decem 2010 from its peak level.

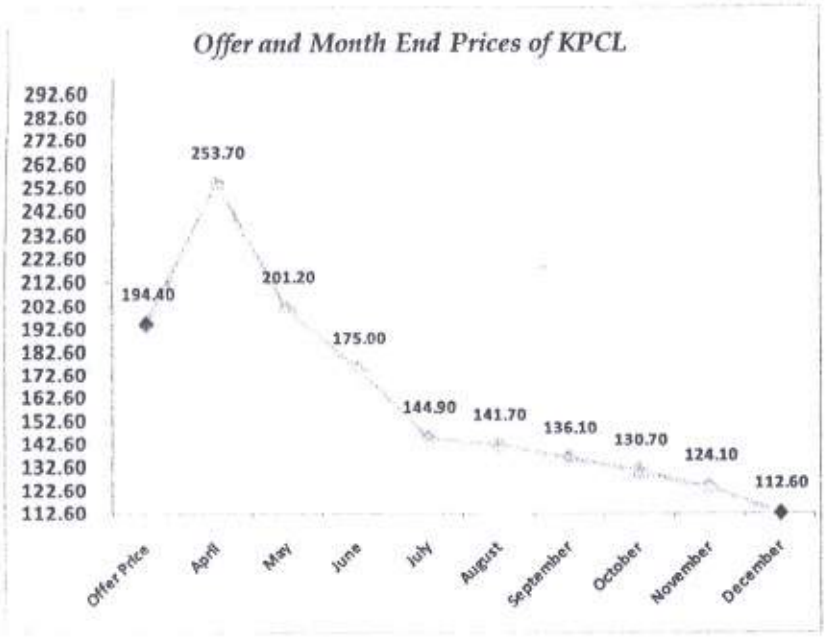

It is alleged that the issue manager have sold pre-IPO shares of KPCL in private to many investors at significantly high unrecorded prices. This is true specially in the case of KPCL. This can be verified through interviewing many placement holders.

জনকণ্ঠ
৩০ জানুয়ারি ২০১১

শেয়ারবাজারের কারসাজি– ১

কৌশলে দর বাড়িয়ে সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছেন পরিচালকরা

রাজু আহমেদ ॥ সরকারের নীতি-নির্ধারক, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং লাখ লাখ বিনিয়োগকারীকে বিভ্রান্ত করে গত দেড় বছরে পুঁজিবাজার থেকে কয়েক দফায় অর্থ হাতিয়ে নেয়া হয়েছে। আইন ও বিধি-বিধানের দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে এই বাজারকে লুটপাটের অবাধ ক্ষেত্রে পরিণত করেন তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়ায় থাকা বিভিন্ন কোম্পানির উদ্যোক্তারা। স্টক এক্সচেঞ্জের প্রভাবশালী সদস্য, মার্চেন্ট ব্যাংক এবং নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগশাজস করে নানা কৌশলে শেয়ারবাজার থেকে অর্থ হাতিয়েছেন এরা। মুনাফালোভীদের অপতৎপরতাই পুঁজিবাজারকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, , পুঁজিবাজারে নতুন কোম্পানির তালিকাভুক্তি থেকে শুরু করে প্রতিটি পর্যায়ে তথ্য কারসাজির মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ হাতিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন কোন কোন কোম্পানির পরিচালকরা। হিসাব কারসাজির মাধ্যমে প্রাথমিক গণ প্রস্তাবে (আইপিও) শেয়ারের অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করে নতুন কোম্পানির পরিচালকরা তুলে নিয়েছেন বিপুল পরিমান টাকা। অন্যদিকে তথ্য কারসাজির মাধ্যমে দর বাড়িয়ে নিজেদের হাতে থাকা শেয়ার বিক্রি করে অতিরিক্ত মুনাফা করেছে আগে থেকেই তালিকাভুক্ত কোম্পানির পরিচালকরা। দু' পর্যায়েই বিভ্রান্ত হয়ে লোকসানের শিকার হয়েছেন সাধারণ বিনিয়োগকারীরা।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কয়েকটি কোম্পানির পরিচালকরা গত দেড় বছরে নিজেদের শেয়ার বিক্রি করে প্রায় সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এসব শেয়ার বিক্রির আগে মূল্য সংবেদনশীল তথ্য নিয়ে কারসাজির মাধ্যমে দর বাড়াতে তৎপর ছিলেন এরা। এসইসি ও স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়ে যে কোন কোম্পানির পরিচালকের জন্য শেয়ার বিক্রির সুযোগ থাকলে তথ্য কারসাজির এই প্রবণতা বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টির পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে। শেয়ারের দর বাড়াতে বোনাস ঘোষণা, সম্পদ পূর্ণমূল্যায়ন, অভিহিত মূল্য পরিবর্তন, রাইট শেয়ার ইস্যুসহ নানা পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। নিয়মিত বিরতিতে একটির পর একটি মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ঘোষণা করে শেয়ারের দর বাড়ানো হয়েছে। এই সুযোগে দফায় দফায় বিক্রি করা হয়েছে পরিচালকদের হাতে থাকা শেয়ার।

পরিচালক ও উদ্যোক্তাদের শেয়ার বিক্রির প্রবণতায় উদ্বেগ প্রকাশ করে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সভাপতি ফখর উদ্দীন আলী আহমেদ বলেন, বাজারে শেয়ারের দর অতি মূল্যায়িত হয়ে পড়ায় অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোক্তারা ঘোষণা দিয়ে তাদের শেয়ার বিক্রি করেন। একটি কোম্পানির উদ্যোক্তা ও পরিচালকরা যখন ঘোষণা দিয়ে শেয়ার বিক্রি করে দেন, তখণ সাধারণ বিনিয়োগকারীরা কেনো সেই শেয়ার কিনবেন?

ডিএসইর ওয়েবসাইটে দেয়া বিবরণী ও কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গত দেড় বছরে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে কমপক্ষে ৬০টির শেয়ার বিভাজনে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে গেছে। ২০০৯ সালের জুনের আগে এসব কোম্পানির পরিচালকদের হাতে যে পরিমান শেয়ার ছিল, বর্তমানে তা অনেক কমে গেছে। বাজারে শেয়ারের দরবৃদ্ধির সুযোগ পরিচালকরা এসব শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছেন।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, ২০০৯ সালের জুন থেকে ২০১০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন খাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছে ব্যাংক খাতের কোম্পানিগুলোর উদ্যোক্তারা। এর পরপরই রয়েছে ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, টেক্সটাইল, প্রকৌশল, জ্বালানীসহ বিভিন্ন খাতের কোম্পানিগুলো। এরমধ্যে বেক্সিমকো গ্রুপের ৫ কোম্পানির কোম্পানি পরিচালক ও উদ্যোক্তারা ১৬৫০ কোটি টাকারও বেশি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছেন।

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত দেড় বছরে বস্ত্র খাতের বিভিন্ন কোম্পানির পরিচালকরা ১ হাজার কোটি টাকার বেশি শেয়ার বিক্রি করেছেন। ২০০৯ সালের মে মাসে আলহাজ্জ টেক্সটাইলের মোট শেয়ারের ৯৯.১৬ শতাংশ ছিল পরিচালকদের হাতে। বর্তমানে কোম্পানিতে তাদের অংশীদারিত্ব মাত্র ২৭.৪১ শতাংশে নেমে এসেছে। এক বছরে এ কোম্পানির শেয়ারের গড় মূল্য হচ্ছে ছিল ৮৯ টাকা ৬০ পয়সা। এ হিসাবে পরিচালকরা তাদের ৭১.৭৫ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করে বাজার থেকে প্রায় ৪৯ কোটি ৪৫ লাখ টাকা তুলে নিয়েছেন। একই সময়ে বেক্সটেক্সের পরিচালকদের শেয়ার ৩৯.৪৭ শতাংশ থেকে বর্তমানে ২০.১৫ শতাংশে নেমে এসেছে। ফলে ওই কোম্পানির পরিচালকরা তাদের ১৯.৩২ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করেছেন। গত এক বছরে গড় মূল্য ৮৩ হলে প্রায় ৭৪৯ কোটি ৫২ লাখ টাকার শেয়ার বিক্রি করেছেন তারা। মেট্রো স্পিনিং এর পরিচালকরা ১১ শতাংশ শেয়ার প্রায় ৩৩ কোটি ৩৫ লাখ টাকায় বিক্রি করেছেন। একইভাবে ম্যাকসন্স স্পিনিং এর পরিচালকরা ৩৭.৭৫ শতাংশ শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে প্রায় ১৭২ কোটি ৮১ লাখ টাকা তুলে নিয়েছে।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত দেড় বছরে বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালকরা ২ হাজার কোটি টাকারও বেশি শেয়ার বিক্রি করেছেন। ২০০৯ সালের জুনে এবি ব্যাংকের পরিচালকদের শেয়ার ছিল ৫০ শতাংশ। কিন্তু বর্তমানে এই ব্যাংকের পরিচালকদের শেয়ার ১৩.৯৭ শতাংশে নেমে এসেছে। এ সময়ের মধ্যে শেয়ারের গড় মূল্য হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরা ৩৬.০৩ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করেছেন প্রায় ১২০৩ কোটি টাকায়। একই সময়ে সিটি ব্যাংকের পরিচালকদের হাতে ২৯.১৬ থেকে বর্তমানে ১২.৫০ শতাংশে নেমে আসায় পরিচালকদের শেয়ার বিক্রির পরিমান হচ্ছে প্রায় ২৪৯ কোটি টাকা। এছাড়া আইএফআইসি ব্যাংকের পরিচালকদের শেয়ার ৪ শতাংশ কমে বর্তমানে ৮.৬২ শতাংশে নেমে এসেছে। এ সময়ের মধ্যে এই ব্যাংকের শেয়ারের গড় মূল্য ১০৪১ টাকা হলে পরিচালকরা ৯০ কোটি টাকারও বেশি শেয়ার বিক্রি করেছেন। সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক ৩৯.৫৬ থেকে বর্তমানে ২৮.১৯ শতাংশে নেমে আসায় পরিচালকরা প্রায় ১৩০ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছে। একই সময়ে ব্যাংক এশিয়ার পরিচালকরা তাদের হাতে থাকা ৫১.৮৮ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করেছেন। পরিচালকদের অংশের প্রায় অর্ধেক শেয়ার (২৬.৭৮ শতাংশ) প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা কিনে নিয়েছেন। অবশিষ্ট শেয়ারের বাজার দর হচ্ছে ৩৬৮ কোটি টাকা। উত্তরা ব্যাংকের ৯৫.৭৭শতাংশ শেয়ার রয়েছে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের হাতে। এছাড়া ইউসিবিএল, এনসিসি, ডাচ-বাংলাসহ কয়েকটি ব্যাকের পরিচালকরা তাদের হাতে থাকা শেয়ার একই সময়ের মধ্যে বিক্রি করছেন– যার মূল্য শত কোটি টাকারও বেশি।

আর্থিক খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরা প্রায় হাজার কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছেন। এর মধ্যে আইডিএলসি'র পরিচালকদের হাতে ২০০৯ সালের জুন পর্যন্ত ৪৭.৩৫ শতাংশ থাকলেও বর্তমানে রয়েছে ৩৬.০১ শতাংশ। এ সময়ের মধ্যে এ কোম্পানির শেয়ারের গড় মূল্য ৩৪৯৮ টাকা হিসেবে পরিচালকরা শেয়ার বিক্রি করেছেন ২৩৮ কোটি টাকার। একই সময়ের ব্যবধানে ফার্স্ট লিজ ইন্টারন্যাশনালের পরিচালকদের শেয়ার ৩৫.৫৫ থেকে ১৮.১৬ শতাংশে নেমে এসেছে। শেয়ারের গড় মূল্য ১২০২ টাকা হলে এ ব্যাংকের পরিচালকরা মোট ৮৭ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছেন। প্রিমিয়ার লিজিং এ্যান্ড ফাইন্যান্সের পরিচালকরা ১২ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করেছেন অন্তত ৩২ কোটি টাকায়। ইসলামিক ফাইন্যান্স এ্যান্ড ইনভেস্টেমেন্টের পরিচালকরা ১৬.০৫ শতাংশ শেয়ার বিক্রির মাধমে

প্রায় ৪৫ কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন। একই সময়ের মধ্যে লঙ্কা-বাংলা ফাইন্যান্সের উদ্যোক্তাদের শেয়ার ৭০.৯১ থেকে ৫৮.৮৫ শতাংশে নেমে এসেছে। ১২.০৬ শতাংশ শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকরা পুঁজিবাজার থেকে প্রায় ২৪১ কোটি ৫৬ লাখ টাকা তুলে নিয়েছেন। একইভাবে আইপিডিসি'র পরিচালকরা ২৬.৪২ শতাংশ শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে অন্তত ১৩০ কোটি টাকা, ইউনিয়ন ক্যাপিটালের উদ্যোক্তা শেয়ার ৬৯ থেকে ৬৩ শতাংশে নেমে আসায় এর পরিচালকরা ৫০ কোটি টাকা, বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (বিডি ফাইন্যান্স) উদ্যোক্তাদের শেয়ার ৭৬.৯২ থেকে ৬৮.৫৬ শতাংশে নেমে আসায় এর পরিচালকরা ৪৪ কোটি টাকা, আইএলএফএসএল ১০ শতাংশ শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে পরিচালকরা ৮১ কোটি টাকা পুঁজিবাজার থেকে তুলে নিয়েছেন।

অপরদিকে প্রকৌশল খাতের কয়েকটি কোম্পানির পরিচালকেরা বিক্রি করেছেন ৮০০ কোটি টাকারও বেশি শেয়ার। এরমধ্যে বিএসআরএম স্টিলস্ লিমিটেডের পরিচালকদের শেয়ার ৮৬.২১ থেকে বর্তমানে ৬৫.৫২ শতাংশে নেমে আসায় এর পরিচালকরা শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে প্রায় ৫৪৭ কোটি টাকা পুঁজিবাজার থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন। একই সময়ে বাংলাদেশ থাই এলুমিনিয়ামের পরিচালকদের শেয়ার ৫৩.৬১ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৩৯.৯১ শতাংশে নেমে আসায় এর পরিচালকরা ৫৪ কোটি টাকা পুঁজিবাজার থেকে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে তুলে নিয়েছেন। এছাড়া গোল্ডেনসন কোম্পানির পরিচালকরা ৩৪.৭৮ শতাংশ শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে ১৯৮ কোটি টাকা, ন্যাশনাল পলিমারের পরিচালকরা ১১.৩১ শতাংশ শেয়ার ১০ কোটি টাকায় বিক্রি করেছেন।

এছাড়া একই সময়ে জ্বালানী ও খাদ্যখাতের বিভিন্ন কোম্পানির পরিচালকরা বিক্রি করেছেন ৪৫০ কোটি টাকার শেয়ার। এরমধ্যে জ্বালানি খাতের সামিট পাওয়ারের উদ্যোক্তা শেয়ার ৫৮.৬ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৪৯ শতাংশে নেমে আসায় এর পরিচালকরা পুঁজিবাজার থেকে ৪০৮ কোটি টাকা তুলেছেন। একই সময়ের মধ্যে খাদ্য ও অনুষাঙ্গিক খাতের বিচ হ্যাচারির পরিচালকরা ১৭.০৫ শতাংশ শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে প্রায় ৩০ কোটি টাকা এবং ফাইন ফুডসের পরিচালকদের শেয়ার ৪৪.২৪ থেকে ৩২.২০ শতাংশে নেমে আসায় ৮ কোটি টাকা বাজার থেকে নিয়েছে।

২০০৯ সালে জুন মাসে বেক্সিমকো ফার্মার পরিচালকদের শেয়ার ২০.৬৩ শতাংশ থেকে বর্তমানে ১০.৯১ শতাংশে নেমে এসেছে। এ সময়ে এ কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও তাদের হাতে থাকা ৯.৫৮ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করেছেন। শেয়ারের গড় মূল্য অনুযায়ী শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে এ কোম্পানির পরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক ও বিদেশী বিনিয়োগকারীরা প্রায় ৬৮৩ কোটি টাকা বাজার থেকে তুলে নিয়েছেন। একই সময়ে বেক্সিমকো সিনথেটিকের পরিচালকরা ৬.৩২ শতাংশ শেয়ার প্রায় ২০ কোটি টাকায় বিক্রি করেছেন।

দেড় বছরে ইনফর্মেশন সার্ভিস নেটওয়ার্কের পরিচালকদের শেয়ার ৩১.৩১ থেকে ২১.৩৯ শতাংশে নেমে আসায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা, বিডিকম অনলাইনের পরিচালকদের ২৩.৩৮ থেকে ১৩.৭৬ শতাংশে নেমে আসায় ৮ কোটি টাকা, ইনটেক অনলাইনের ১২.২৮ থেকে ৩.৭৯ শতাংশে নেমে আসায় ৬ কোটি টাকা তুলে নিয়েছে এসব কোম্পানির পরিচালকরা।

এছাড়া একই সময়ের মধ্যে শেয়ারের দরবৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে পুঁজিবাজারের অন্যান্য খাতের কয়েকটি কোম্পানির পরিচালকরা তাদের হাতে থাকা শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে অন্তত ৬০০ কোটি টাকা তুলে নিয়েছে। এরমধ্যে বীমা খাতের পিপলস ইন্স্যুরেন্সের পরিচালকরা ১০২ কোটি টাকা, কর্নফুলী ইন্স্যুরেন্স ৪০ কোটি টাকা, প্রাইম ইন্স্যুরেন্স সাড়ে ৮ কোটি টাকা, ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ৮৪ কোটি টাকা এবং মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্সের পরিচালকরা ১০৫ কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন।

একই সময়ের মধ্যে বিবিধ খাতের বেক্সিমকো লিমিটেডের পরিচালকদের শেয়ার ২৪.৮৮ থেকে ২১.২৬ শতাংশে নেমে এসেছে। শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বেক্সিমকো লিমিটেডের পরিচালকরা বাজার থেকে প্রায়

২১১ কোটি টাকা তুলেছেন। এছাড়া ফু-ওয়াং সিরামিকসের পরিচালকরা শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে ৪৫ কোটি টাকা বাজার থেকে নিয়ে গেছে।

ডিএসইর ওয়েবসাইটে দেয়া সংবাদ ভান্ডারে (নিউজ আর্কাইভ) দেয়া তথ্যে দেখা গেছে, প্রতিটি কোম্পানির ক্ষেত্রেই পরিচালকদের শেয়ার বিক্রির আগে বাজারে দরবৃদ্ধির জন্য নানা কৌশলের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময় পর পর মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ঘোষণা করে শেয়ারের দর বাড়ানো হয়েছে। মূল্য সংবেদনশীল তথ্য কারসাজির মাধ্যমে দর বাড়িয়ে পরিচালকদের শেয়ার বিক্রির বড় উদাহরণ আফতাব অটোমোবাইল। গত দেড় বছরে একের পর এক গুজবে বিভ্রান্ত হয়ে একশ্রেণীর বিনিয়োগকারী এই কোম্পানির শেয়ার কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন। এই সুযোগে বেশি দরে শেয়ার বিক্রি করে লাভবান হয়েছেন কোম্পানিটির পরিচালকরা। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, ২০০৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর কোম্পানিটির এজিএম অনুষ্ঠিত হয়। এজিএমে কোম্পানিটি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ২৫ শতাংশ লভ্যাংশ অনুমোদন করে। এজিএমের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় (ইজিএম) কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৪০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ২০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। আফতাব অটোর মোট শেয়ার সংখ্যা ২৩ লাখ ১৯ হাজার ৫শ' ৭০। এরমধ্যে ৪১.৩৩ শতাংশই এর পরিচালক ও স্পন্সরদের হাতে। প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের হাতে রয়েছে ২৫.২ শতাংশ শেয়ার। অর্থাৎ, মোট শেয়ারের ৭৬.৫৩ শতাংশ পরিচালক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে। বাকি ৩৩.৪৪ শতাংশ শেয়ার রয়েছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে। ফলে কোম্পানির এজিএমে ঘোষিত লভ্যাংশের বড় অংশই পেয়েছেন পরিচালকরা। ২০০৯ সালের ১৩ জানুয়ারি এই লভ্যাংশ বিতরণ শেষ হয়। এ সময় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে গুজব ছড়ানো হয়, আফতাব অটো কোনো প্রিমিয়াম চাড়াই রাইট শেয়ার ইস্যু করবে। ১০ দিনের ব্যবধানে শেয়ারটির দর ৩০২ টাকা থেকে বেড়ে ৪০০ টাকায় উঠে যায়। দর বেড়ে যাওয়ার পর ২৫ জানুয়ারি কোম্পানির উদ্যোক্তা পরিচালক আনোয়ারুল ইসলাম তার ২২ হাজার ৮শ' ৬৮টি শেয়ারের মধ্যে ৪ হাজার ১শ' ৫৮টি শেয়ার বিক্রির ঘোষণা দেন। ২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেয়ারটির দর বেড়ে ৬০০ টাকায় উঠে যায়। অস্বাভাবিক এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানে ডিএসইর পক্ষ থেকে কোম্পানির কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, তাদের কাছে মূল্যসংবেদনশীল কোনো তথ্য নেই। ১ ফেব্রুয়ারি ডিএসইর ওয়েবসাইটে এ তথ্য জানানো হয়। ওইদিনই কোম্পানির আরেক স্পন্সর মাফিয়া ইয়াসমিন তার ৫ হাজার ৬শ' ৬২টি শেয়ারের মধ্যে ১ হাজার ২৯টি শেয়ার বিক্রির ঘোষণা দেন। ৮ ফেব্রুয়ারি আরেক স্পন্সর সুমাইয়া ইসলাম তার ৫ হাজার ৬শ' ৬৬টি শেয়ারের মধ্যে ১ হাজার ৫শ' শেয়ার বিক্রির ঘোষণা দেন। পরদিন ৯ ফেব্রুয়ারি আনোয়ারুল ইসলাম তার কাছে থাকা বাকি ২০ হাজার ৩শ' ৩৮টি শেয়ারের মধ্যে আরো ১ হাজার ৬শ' ২৮টি শেয়ার বিক্রির ঘোষণা দেন। এর আগে থেকেই বাজারে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, নাভানা সিএনজি ডিএসই এবং সিএসইতে সরাসরি তালিকাভুক্ত হচ্ছে। আর এ প্রতিষ্ঠানের বড় অংশ শেয়ারের মালিক আফতাব অটোমোবাইলস। ফলে এ ক'দিনে ব্যাপক হারে বাড়তে থাকে কোম্পানিটির শেয়ারর দর। এরপর থেকে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত কোম্পানিটি অবিহিত মূল্য পরিবর্তন, নতুন যন্ত্র স্থাপন, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, বিদেশি প্রতিষ্ঠান জেম গ্লোবালের বিনিয়োগ, অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু, বোনাস শেয়ার ঘোষণাসহ একের পর এক মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ঘোষণা করে শেয়ারের দর প্রভাবিত করা হয়েছে। আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোম্পানির পরিচালক ও উদ্যোক্তারা ঘোষণা দিয়ে হাজার হাজার শেয়ার বিক্রি করেছেন। ২০০৯ সালের শুরুতে এই কোম্পানির ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ারের দর ছিল ৩০০ টাকার কম। অভিহিত মূল্য ১০ টাকায় পরিবর্তনের পর বর্তমানে এই শেয়ারের দর ৩১৬ টাকা (১০০ টাকা অভিহিত মূল্য হিসাবে দর ৩১৬০ টাকা)। শুধু আফতাব অটোই

নয়, তালিকাভুক্ত অধিকাংশ শেয়ারের ক্ষেত্রেই এভাবে মূল্য সংবেদনশীল নানা ঘোষণা দিয়ে শেয়ারের দর প্রভাবিত করা হয়েছে।

রাজু আহমেদ

জনকণ্ঠ
৩১ জানুয়ারি ২০১১

শেয়ারবাজারে কারসাজি ২

কারসাজির হাতিয়ার বোনাস শেয়ার

এক বছরে পরিচালকরা মুনাফা করেছেন ৮ হাজার কোটি টাকা

রাজু আহমেদ ॥ পুঁজিবাজার হলো এমন একটি জায়গা যেখানে সাধারণ মানুষ তার সঞ্চিত পুঁজি বিনিয়োগ করবে আর বড় উদ্যোক্তারা তাদের প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ছেড়ে সেখান থেকে অর্থ তুলে নিয়ে উৎপাদন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করবে। স্বাভাবিক অবস্থায় শেয়ার ছেড়ে শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য টাকা তুলে নেয়ার মধ্যেই সীমিত থাকবে উদ্যোক্তার ভূমিকা। অর্থাৎ, তাদের তৎপরতা সাধারণভাবে প্রাথমিক বাজারে (প্রাইমারি মার্কেট) সীমিত থাকবে। বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সংগৃহিত টাকায় শিল্প স্থাপন এবং বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনই হবে তার মূল কাজ। বছর শেষ অর্জিত মুনাফার অংশ আনুপাতিক হারে বণ্টন করা তার দায়িত্ব। আর নতুন পুঁজির প্রয়োজন হলে আবার শেয়ার ছেড়ে টাকা নেয়ার সুযোগও তার জন্য খোলা থাকে।

কিন্তু স্বাভাবিক সূত্র এই মেনে চলছে না দেশের পুঁজিবাজার। নানা কারণে উদ্যোক্তাদের মধ্যে শিল্পবিমুখতা তৈরি হওয়ায় মুনাফা অর্জনের মূল কেন্দ্র হয়ে উঠেছে শেয়ারবাজার। গ্যাস-বিদ্যুৎ সঙ্কটের দোহাই দিয়ে শিল্পের টাকা নিয়ে তারা ছুটে এসেছেন শেয়ারবাজারে। সরকারের পক্ষ থেকে কালো টাকার শর্তহীন বিনিয়োগের সুযোগ দেয়ায় এই প্রক্রিয়া আরও জোরদার হয়ে উঠে। অন্যদিকে ব্যাংক আমানত ও সঞ্চয়পত্রের সুদের হার কমিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকেও অনুৎপাদনশীল এই খাতে ঠেলে দেয়া হয়। ফলে বিপুল পরিমাণ অলস অর্থ এসে জমা হয় শেয়ারবাজারে। আর সেই সুযোগে নানা কায়দায় টাকা তুলে নেয়ার ফাঁদ তৈরি করে লুটেরা চক্র। বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করে অধিকাংশ তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের দর সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরও নানা ধরনের গুজব ও প্রলোভনের কারণে শেয়ার ধরে রাখেন অধিকাংশ বিনিয়োগকারী। একের পর এক পদক্ষেপ নিয়েও বাজারের রাশ টানতে ব্যর্থ হয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা এসইসি। এ অবস্থায় শেয়ারবাজারে জমে উঠা পুঁজি উৎপাদনমুখী খাতে স্থানান্তর করে শেয়ারের যোগান বাড়ানো ছিল সবচেয়ে জরুরি। কিন্তু চাহিদা ও যোগানের অসামঞ্জস্যতা কমাতে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা বাড়াতে না পারায় নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে পুঁজিবাজার।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত দেড় বছরে পুঁজিবাজার থেকে নানা কায়দায় অর্থ তুলে নিয়েছে তালিকাভুক্ত কোম্পানির পরিচালক ও উদ্যোক্তারা। এ সময় শেয়ারের দর বাড়িয়ে লাভবান হওয়ার ক্ষেত্রে বোনাস শেয়ার ইস্যুকে সবচেয়ে কার্যকর উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করেই বাজার থেকে সবচেয়ে বেশি অর্থ তুলে নেয়া হয়েছে বলে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে

শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টণ না করে কোম্পানির অর্জিত মুনাফা পরিশোধিত মূলধনে রূপান্তর বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত পন্থা। এক্ষেত্রে নগদ অর্থের পরিবর্তে শেয়ারহোল্ডারদের সমপরিমান টাকার নতুন শেয়ার ইস্যু করা হয়। বর্ধিত এই মূলধন কোম্পানির কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহৃত হওয়ার কথা। অর্থাৎ, কোম্পানির কর্মাকণ্ড সম্প্রসারণ বা নতুন বিনিয়োগের প্রয়োজন না হলে বোনাস ইস্যু অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে বোনাস প্রদানের এই সুযোগের যথেচ্ছ ব্যবহার করা হচ্ছে। তালিকাভুক্ত অধিকাংশ কোম্পানির মোট শেয়ারের বড় অংশ পরিচালক ও উদ্যোক্তাদের হাতে রয়েছে। মুনাফাকে মূলধনের রূপান্তরের জন্য যে সংখ্যক বোনাস শেয়ার ইস্যু কর হয় আনুপাতিক হারে তার অধিকাংশই

পান উদ্যোক্তারা। তাছাড়া বোনাস ঘোষণার আগে অনেক কোম্পানির উদ্যোক্তারা বেনামে সিংহভাগ শেয়ার কিনে নেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। পরে নানা ধরনের মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রচার করে বাজারে দর বাড়িয়ে বোনাস শেয়ার বিক্রি করে দেন তারা। এভাবে ব্যক্তি মুনাফার সহজ পথ তৈরি করতেই গত দেড়-দু' বছরে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর বোনাস শেয়ার ঘোষণার হিড়িক পড়েছে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে ২০১০ সালে ২১৬টি কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) করেছে। এরমধ্যে ১৪৪টি কোম্পানিই শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বোনাস শেয়ার ঘোষণা করে। এছাড়া ৯৫টি কোম্পানি নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করে। বাকি কোম্পানিগুলো কোনও লভ্যাংশ প্রদান করেনি।

ডিএসই'র তথ্য মতে, তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো গত বছর সর্বমোট ৭৫ কোটি ৩০ লাখ ১০ হাজার ৬৩৬টি বোনাস শেয়ার ইস্যু করে। এর মাধ্যমে সর্বমোট ৩ হাজার ১২০ কোটি ৪৯ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকার মুনাফাকে মূলধনে রূপান্তর করা হয়। এর আগে ২০০৯ সালে ইস্যু করা হয়েছিল ১ হাজার ৮৫৩ কোটি ৪৭ লাখ ৭০ হাজার টাকা মূলধনের ৩২ কোটি ৮৩ লাখ ৪৫ হাজার ১৬টি বোনাস শেয়ার। ২০০৮ সালে ১৭ কোটি ৯৯ লাখ ৩ হাজার ৯৫৭টি বোনাস শেয়ারের মাধ্যমে ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমান ছিল ১ হাজার ৪৪১ কোটি ৮৯ লাখ ২০ হাজার টাকা। দু' বছরের ব্যবধানে বোনাস শেয়ার ইস্যুর সংখ্যা প্রায় ৪ গুণে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে ২০১০ সালে ডিএসইতে সকল শেয়ারের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমান ছিল ৬৬ হাজার ৪২৪ কোটি ২০ লাখ টাকা। এর বিপরীতে বছরের শেষ লেনদেন দিবসে সকল শেয়ারের বাজার মূল্য (বাজার মূলধন) ছিল ৩ লাখ ৫০ হাজার ৮০০ কোটি ৫৮ লাখ টাকা। অর্থাৎ, ইস্যু মূল্যের তুলনায় শেয়ারের বাজার মূল্য প্রায় ৫.২৮ গুণ বেশি। সেই হিসাবে ২০১০ সালে ইস্যুকৃত সকল বোনাস শেয়ারের মূল্য দাঁড়ায় ১৬ হাজার ৪৭৬ কোটি ২৩ লাখ ৪৭ হাজার টাকা। পরিচালক ও স্পন্সরদের হাতে গড়ে কোম্পানির মোট শেয়ারের অর্ধেক থাকলেও এক বছরে শুধু বোনাস শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে তাদের মুনাফা হয়েছে ৮ হাজার ২০০ কোটি টাকা। ইতোমধ্যেই অধিকাংশ কোম্পানির উদ্যোক্তারা তাদের বোনাস শেয়ারের সিংহভাগ বিক্রি করে দিয়েছেন বলে ডিএসইর তথ্য ভান্ডারে (নিউজ আর্কাইভ) প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে।

তথ্য ভান্ডার বিশ্লেষণে দেখা যায়, এজিএমে বোনাস শেয়ার অনুমোদনের পর তা বিতরণের আগে বা পরপরই অধিকাংশ কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনও না কোনও মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ঘোষণা করা হয়েছে। এর প্রভাবে বেড়েছে শেয়ারের দর। এরপরই উদ্যোক্তা ও পরিচালকরা তাদের বোনাস শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছেন। উদাহরণ হিসাবে দেখা যায়, ঢাকা ডায়িংয়ের পরিচালনা পর্ষদ ২৮ অক্টোবর কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ১২ শতাংশ হারে বোনাস শেয়ার প্রদানের ঘোষণা দেয়। ৭ ডিসেম্বর কোম্পানির এজিএম অনুষ্ঠিত হয়। ২২ ডিসেম্বর শেয়ারহোল্ডারদের বিও হিসাবে বোনাস শেয়ার পাঠানো হয়। একই সময়ে কোম্পানিটি রাইট শেয়ার ইস্যু করবে বলে বাজারে গুজব ছড়ানো হয়। এর ফলে এক সপ্তাহের মধ্যে শেয়ারটির দর ৮০ টাকা থেকে বেড়ে ১০১ টাকায় উঠে যায়। ২ জানুয়ারি পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে ১ঃ১ হারে রাইট শেয়ার ইস্যুর ঘোষণা দেয়া হয়। এভাবে বোনাস ইস্যু করা অধিকাংশ কোম্পানিই মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ব্যবহার করে শেয়ারের দর বাড়িয়েছে বলে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়।

বোনাস ঘোষণা করে পরিচালকদের অতিরিক্ত মুনাফার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ফার্মা এইড। ২৮ অক্টোবর ফার্মা এইডের পরিচালনা পর্ষদ ২০০৯-০১ অর্থবছরের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের ৫০০ শতাংশ হারে বোনাস শেয়ার প্রদানের ঘোষণা দেয়। কোম্পানিটি এর আগের ১০ বছর সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছিল। একটি সাধারণ শেয়ারের বিপরীতে ৫টি বোনাস শেয়ার প্রদানের

ঘোষণায় শেয়ারবাজারে ফার্মা এইডের শেয়ারের দর অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেছে। আগের দিন ৭ হাজার ৮৩ টাকায় লেনদেন হওয়া শেয়ারটির দর ২৮ অক্টোবর ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত উঠে যায়। হঠাৎ করেই ৫০০ শতাংশ হারে বোনাস ঘোষণা এবং দরবৃদ্ধির প্রবণতাকে অস্বাভাবিক মনে করে ১ নভেম্বর কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেয় এসইসি। একইসঙ্গে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে গঠন করা হয় তদন্ত কমিটি। তবে তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই ২ ডিসেম্বর থেকে পুনরায় লেনদেন চালু করা হয়। ১০ ডিসেম্বর কোম্পানির উদ্যোক্তা পরিচালক এমএ মাসুদ শেয়ারবাজারে ১ হাজার শেয়ার বিক্রির ঘোষণা দেন। ১৫ দিনের মধ্যে তিনি আরও ৭০০ শেয়ার বিক্রির ঘোষণা দেন।

মূল্য সংবেদনশীল তথ্যে বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করে বাজার মূল্য বাড়িয়ে পরিচালকদের শেয়ার বিক্রির প্রবণতা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে এসইসি চেয়ারম্যান মো. জিয়াউল হক খোন্দকার জনকণ্ঠকে বলেন, শেয়ারবাজারের সব রকম অনিয়ম খতিয়ে দেখতে সরকার ইতোমধ্যেই একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। ফলে এই মুহূর্তে কোন বিষয়ে মন্তব্য করা ঠিক হবে না। আশা করি, তদন্ত কমিটি বাজারের সব রকম নেতিবাচক প্রবণতা চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করার বিষয়ে যথাযথ সুপারিশ পেশ করবে।

ডিএসই সভাপতি শাকিল রিজভী বলেন, বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুযায়ী কোম্পানির মূলধন বাড়াতে মুনাফাকে বোনাসে রূপান্তর করা দোষের কিছু নয়। তবে শুধু পরিচালকদের অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বোনাস ঘোষণা করা এবং মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ঘোষণা করে দর বাড়িয়ে সেই শেয়ার বিক্রি করার প্রবণতা অবশ্যই কারসাজির পর্যায়ে পড়ে। এ ধরনের প্রবণতার বিরুদ্ধে অবশ্যই কঠোর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

জানা গেছে, আইপিও বা রাইট শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে হলে কোম্পানিকে এসইসির কাছে এর যৌক্তিক কারণ ব্যাখ্যা করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় সংগৃহিত অর্থের সামগ্রিক ব্যয়ে হিসাব এসইসিতে দাখিল করতে হয়। কিন্তু বোনাস শেয়ার ইস্যু করে মুনাফাকে মূলধনে রূপান্তরের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনও ব্যবস্থা নেই। এক্ষেত্রে শুধু এসইসির কাছ থেকে মূলধন বৃদ্ধির অনুমোদন নিলেই চলে। প্রকৃতপক্ষেই কোম্পানির উৎপাদন ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের জন্য মূলধন বাড়ানো প্রয়োজন কিনা– সে ধরনের কোনও ব্যাখ্যা দিতে হয় না। বর্ধিত মূলধনের টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা– সে বিষয়েও কোন তথ্য দিতে হয় না। এ কারণে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বোনাস শেয়ার ইস্যুর প্রবণতা ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। বাজারে শেয়ারের সরবরাহ বাড়াতে ভূমিকা রাখলেও বোনাস শেয়ার ইস্যু এখন অনেক কোম্পানির উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের কারসাজির হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে বলে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

জনকণ্ঠ
১ ফেব্রুয়ারি ২০১১

শেয়ারবাজারের কারসাজি– শেষ পর্ব

নতুন নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে তুলে নেয়া হয়েছে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা

পুঁজিবাজার থেকে অর্থ হাতিয়ে নিতে গত দু' বছরে নানা ধরনের প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন কয়েকটি কর্পোরেট গ্রুপের উদ্যোক্তারা। নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছেন তারা। রূপান্তরযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু, ব্যাংক ঋণকে শেয়ারের রূপান্তর, বুকবিল্ডিং পদ্ধতির অপব্যবহার এবং সরাসরি তালিকাভুক্তির সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন কোম্পানির উদ্যোক্তারা বাজার থেকে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন বলে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে।

সিকিউরিটিজ এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) সূত্রে জানা গেছে, গত দেড় বছরে রূপান্তরযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করে ৮টি কোম্পানি বাজার থেকে ১ হাজার ১৮২ কোটি ৯৮ লাখ ৪৮ হাজার টাকা সংগ্রহ করেছে। একই সময়কালে ব্যাংক ঋণকে শেয়ারে রূপান্তর করে বাজার থেকে নেয়া হয়েছে ৬৩৫ কোটি ১৭ লাখ ৮৯ হাজার ৩১২ টাকা। বুকবিল্ডিং পদ্ধতিতে মূল্য নির্ধারণের পর প্রাথমিক গণ প্রস্তাবের (আইপিও) মাধ্যমে তিনটি কোম্পানি বাজার থেকে সংগ্রহ করেছে ১ হাজার ১৯৮ কোটি ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা। এছাড়া একই পদ্ধতিতে মূল্য নির্ধারণের পর সরাসরি তালিকাভুক্ত হয়ে তিনটি কোম্পানির উদ্যোক্তারা বাজার থেকে তুলে নিয়েছেন কমপক্ষে ১ হাজার ৫৬১ কোটি ৯১ লাখ ৪০ হাজার ৬০ টাকা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রচলিত বিধি অনুসরণ করা হলেও কারসাজির মাধ্যমে শেয়ারের অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করে বাজার থেকে বাড়তি অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

অগ্রাধিক শেয়ার ॥ কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের জন্য অগ্রাধিকার শেয়ার একটি স্বীকৃত মাধ্যম হলেও বাংলাদেশে এর খুব বেশি প্রচলন ছিল না। কিন্তু গত দেড় বছরে হঠাৎ করেই শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার শেয়ার ছেড়ে মূলধন বৃদ্ধির হিড়িক পড়ে যায়। স্বল্প সময়ে অনুমোদন নিয়ে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহের সুযোগ থাকায় অধিকাংশ কোম্পানিই এখন এই পথ বেছে নিতে শুরু করে। সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা না থাকায় এর মধ্য দিয়ে কোম্পানির সাধারণ শেয়ারহোল্ডাররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন।

অগ্রাধিকার শেয়ার ছেড়ে গত দেড় বছরে শেয়ারবাজার থেকে ১ হাজার ১৬২ কোটি ৯৮ লাখ ৪৮ হাজার টাকা তুলে নিয়েছে বিভিন্ন কোম্পানির উদ্যোক্তারা। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় রাইট শেয়ার ছাড়ার যোগ্যতা না থাকলেও কোন কোন কোম্পানি বিকল্প হিসেবে অগ্রাধিকার শেয়ারের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের পথ বেছে নেয়। এমনকি লোকসানের কারণে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ দিতে ব্যর্থ হলেও অগ্রাধিকার শেয়ার ছেড়ে অর্থ সংগ্রহ করেছে একাধিক কোম্পানি।

এসইসি থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, গত দেড় বছরে অগ্রাধিকার শেয়ার ছেড়ে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড সর্বোচ্চ ৪১০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। এরপরের অবস্থানে রয়েছে সামিট পাওয়ার লিমিটেড। কোম্পানিটি অগ্রাধিকার শেয়ার ছেড়ে বাজার থেকে তুলে নিয়েছে ৩০০ কোটি টাকা। এছাড়া আফতাব অটোমোবাইলস ১৮০ কোটি টাকা, পিপলস লিজিং ১২০ কোটি টাকা, বাংলাদেশ থাই এলুমিনিয়াম ৭৫ কোটি টাকা, এস আলম কোল্ড রোল্ড ৫৩ কোটি ৩৪ লাখ ৪৮ হাজার টাকা, বিডিকম লিমিটেড ২৪ কোটি ৬৪ লাখ টাকা এবং অগ্নি সিস্টেমস ২০ কোটি টাকার অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করে।

সাধারণভাবে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি মূলধন বাড়াতে চাইলে রাইট শেয়ারের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর বিশেষ সাধারণ সভা (ইজিএম) ডেকে শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন নিতে হয়। এরপর রাইট শেয়ার ইস্যুর অনুমোদন চেয়ে এসইসিতে আবেদন করতে হয়। এসইসি'র পক্ষ থেকে কোম্পানির আর্থিক অবস্থান, উৎপাদন ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম, মুনাফা অর্জনের রেকর্ড, লভ্যাংশ বিতরণসহ ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি ওই কোম্পানি বা এর পরিচালকদের নামে কোনো ব্যাংকে খেলাপী ঋণ রয়েছে কিনা– তা যাচাই-বাছাই করা হয়। এছাড়া যে উদ্দেশ্যে মূলধন বাড়ানো হচ্ছে– তার বাস্তবতা সম্পর্কেও খোঁজ-খবর নেয়া হয়। এর আগে শেয়ারবাজারের মাধ্যমে সংগৃহিত অর্থ সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়েছে কিনা– সে বিষয়ে তদন্ত করে এসইসি। কোম্পানির দেয়া তথ্যে কোনো ঘাটতি থাকলে প্রয়োজনে একাধিকবার তদন্ত করা হয়। প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র পাওয়ার পর কোম্পানির সামগ্রিক অবস্থান সম্পর্কে ইতিবাচক প্রতিবেদন পেলেই কেবল রাইট শেয়ার অনুমোদন করা হয়। আর সামগ্রিক প্রক্রিয়া শেষ করতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৬ থেকে ৭ মাস লেগে যায়।

জানা গেছে, রাইট শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা এবং কোম্পানির যোগ্যতায় ঘাটতি থাকার কারণেই অনেক কোম্পানি ভিন্ন পথ হিসাবে অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যুর প্রতি ঝুঁকে পড়ে। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ এবং ইজিএমে অনুমোদনের পর স্বল্প সময়ের মধ্যেই অগ্রাধিকার শেয়ার ছাড়ার এসইসি'র কাছ থেকে অনুমোদন পেয়ে যায় এসব কোম্পানি। বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য রাইট শেয়ারের ক্ষেত্রে ব্যাপক যাচাই-বাছাই করা হলেও অগ্রাধিকার শেয়ারের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। কোম্পানির এজিএমে অনুমোদনের পর ২০ থেকে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যেই এসইসি'র কাছ থেকে অনুমোদন পেয়েছে অধিকাংশ কোম্পানি। নীতিমালা না থাকায় কোম্পানি যেভাবে প্রস্তাব দিয়েছে সেভাবেই অগ্রাধিকার শেয়ারের সব রকম শর্ত বহাল রেখেছে এসইসি।

অগ্রাধিকার শেয়ারকে সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরের মাধ্যমে কোম্পানির পরিচালকরা কৌশলে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। রাইট শেয়ারের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোম্পানির আর্থিক অবস্থান ও সুনাম বিবেচনা করে এসইসি প্রিমিয়াম হিসেবে সাধারণত শেয়ারের অভিহিত মূল্যের ২ থেকে ৩ গুণ অর্থ সংগ্রহের অনুমোদন দেয়। কিন্তু অগ্রাধিকার শেয়ারকে সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরের সময় নির্দিষ্ট সময়ের বাজার মূল্যের গড়ের চেয়ে মাত্র ২০ থেকে ৩০ শতাংশ ছাড় দিয়ে শেয়ারের অভিহিত মূল্যের চেয়ে ১০ থেকে ১৫ গুণ অর্থ তুলে নেয়া হচ্ছে। এতে কোম্পানির পরিচালকরা বিপুল পরিমান অর্থ সংগ্রহের সুযোগ পেলেও সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। কারণ কোম্পানির শেয়ারসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বাজারে এর দর কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে অগ্রাধিকার শেয়ারের প্রায় ৯০ শতাংশ প্লেসমেন্টের মাধ্যমে বিক্রি হওয়ায় এ নিয়ে অনৈতিক বাণিজ্যেরও অভিযোগ রয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, রাইট শেয়ার ছাড়ার যোগ্যতা না থাকলেও একাধিক কোম্পানিকে অগ্রাধিকার শেয়ার ছেড়ে বিপুল পরিমান অর্থ সংগ্রহের অনুমোদন দিয়েছে এসইসি। বিডিকম লিমিটেড ১ঃ১ হারে মোট ১ কোটি ২৩ লাখ ২০ হাজার রাইট শেয়ার ছাড়ার জন্য এসইসিতে আবেদন করেছিল। কিন্তু কোম্পানির পরিচালকদের কাছে মাত্র ১৩.৭৬ শতাংশ শেয়ার থাকায় এসইসি'র কাছে রাইট শেয়ার ইস্যুর প্রস্তাবটি অযৌক্তিক মনে হওয়ায় কমিশনের ৩৩২তম সভায় আবেদনটি বাতিল করা হয়। কোম্পানির পক্ষ থেকে পুনরায় আবেদন করা হলে কমিশন আবারো তা বাতিল করে দেয়। কিন্তু এর পরপরই কোম্পানির পক্ষ থেকে ২৪ কোটি ৬৪ লাখ টাকার অগ্রাধিকার শেয়ার ছাড়ার আবেদন করা হলে এসইসি তা অনুমোদন করে। একইভাবে পরিচালকদের হাতে মাত্র ৬.৩৯ শতাংশ শেয়ার থাকায় অগ্নি

সিস্টেমসকে রাইট শেয়ার ইস্যুর অনুমোদন দেয়নি এসইসি। কিন্তু অগ্রাধিকার শেয়ার ছেড়ে ইতোমধ্যেই কোম্পানিটি ২০ কোটি টাকা তুলে নিয়েছে।

অগ্রাধিকার শেয়ারকে সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরের প্রক্রিয়া নিয়ে ইতোমধ্যেই নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। সাধারণভাবে অগ্রাধিকার শেয়ার ছাড়ার পর নির্ধারিত সময় শেষে তা সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করার সুযোগ থাকে। কিন্তু অন্যান্য দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এজন্য কয়েক বছর সময় নেয়া হয়। এজন্য অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বছর নির্ধারিত হারে লভ্যাংশ দেয়া হয়। কোম্পানি মুনাফা অর্জন করলে সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার শেয়ারধারীদের লভ্যাংশ দিতে হয়। কিন্তু দেশের পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো মাত্র কয়েক দিনের জন্য অগ্রাধিকার শেয়ার ছেড়ে অর্থ সংগ্রহ করছে। সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরের জন্য কোনো কোম্পানিই তিন মাসের বেশি সময় নেয়নি। এ পর্যন্ত অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যুকারী কোম্পানিগুলোর মধ্যে বেক্সিমকো লিমিটেড ৩ মাস, আফতাব অটো ৪ মাস, বিডি থাই দেড় মাস এবং এস আলম কোল্ড রোল্ড স্টিল ৩ মাস পর ওইসব শেয়ারকে সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করেছে। অগ্রাধিকার শেয়ার ছেড়ে মূলধন সংগ্রহের এ প্রবণতা বিষয়ে এসইসি চেয়ারম্যান জিয়াউল হক খোন্দকার গত আগস্ট মাসে *জনকণ্ঠকে* বলেছিলেন, অগ্রাধিকার শেয়ারের মাধ্যমে কোম্পানিগুলো অবশ্যই মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু যে কয়টি কোম্পানি এই প্রক্রিয়ায় অর্থ সংগ্রহ করেছে– প্রতিটিরই অগ্রাধিকার শেয়ারের মেয়াদ ছিল খুবই কম। এ কারণেই মূলত বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ কারণে অগ্রাধিকার শেয়ার নিয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বুকবিল্ডিং পদ্ধতিতে কারসাজি ॥ দীর্ঘদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পুঁজিবাজারে নতুন কোম্পানির তালিকাভুক্তির জন্য শেয়ারের প্রাথমিক মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে বুক বিল্ডিং পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনেক আগে থেকেই সফলভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। দেশের পুঁজিবাজারে এই পদ্ধতি চালু করার জন্য গত বছরের ৯ মার্চ বিধিমালা জারি করে এসইসি। প্রচলিত পদ্ধতির নির্ধারিত মূল্যের (ফিক্সড প্রাইস) পাশাপাশি বুকবিল্ডিং পদ্ধতিতে শেয়ারের দর নির্ধারণের লক্ষ্যে ২০০৬ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়। বুক বিল্ডিং পদ্ধতি চালুর হলেও প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি না থাকায় এটি প্রয়োগ করতে সময় লেগেছে এক বছর। ২০১০ সালের মার্চে এই পদ্ধতির প্রয়োগ শুরু হয়।

কিন্তু শুরু থেকেই সংশ্লিষ্ট বিধির দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে কারসাজির মাধ্যমে শেয়ারবাজার থেকে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করে কয়েকটি কোম্পানি। এ পদ্ধতিতে মূল্য নির্ধারণের পর আইপিওর মাধ্যমে আরএকে সিরামিকস ২১৩ কোটি ৬৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা, মবিল যমুনা লুব্রিক্যান্ট ৬৪৯ কোটি ৬০ লাখ টাকা এবং এমআই সিমেন্ট ৩৩৪ কোটি ৮০ লাখ টাকা সংগ্রহ করেছে। একই পদ্ধতিতে মূল্য নির্ধারণের পর সরাসরি তালিকাভুক্ত হয়ে সামিট গ্রুপের কোম্পানি ওশন কন্টেইনার ১৭২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা এবং খুলনা পাওয়ার ১ হাজার ১২ কোটি ৭১ লাখ ৯০ হাজার ১৫০ টাকা সংগ্রহ করে। এর আগে সরাসরি তালিকাভুক্ত হয়ে ২০০৮ সালে বেক্সিমকো গ্রুপের শাইনপুকুর সিরামিকস ২৮৬ কোটি ১১ লাখ ৬২ হাজার ৬০ টাকা এবং ২০০৯ সালে আফতাব গ্রুপের নাভানা সিএনজি ৩৭৬ কোটি ৬৪ লাখ ৭৯ হাজার ৯১০ টাকা তুলে নেয়। তবে এ দু'টি কোম্পানির মূল্য নির্ধারণে বুকবিল্ডিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়নি।

বিশ্লেষকদের মতে, বুকবিল্ডিং পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত অনুমোদন পাওয়া সবগুলো কোম্পানিই মৌলভিত্তির তুলনায় অতিরিক্ত অর্থ তুলে নেয়ার সুযোগ গ্রহণ করেছে। এই পদ্ধতি প্রথম মূল্য নির্ধারণ হয় ওশন কন্টেইনারের। ২০০৯ সালে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) ছিল ২ টাকা ৪০ পয়সা। বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে কোম্পানির ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতিটি শেয়ারের মূল্য নির্ধারিত হয় ১৪৫ টাকা। ফলে লেনদেন শুরুর আগেই প্রতিটি শেয়ারের দর এর প্রকৃত আয়ের তুলনায় ৬০ গুণ বেশি নির্ধারিত হয়। খুলনা পাওয়ারের ইপিএস ছিল ২ টাকা ৭৯ পয়সা। এই কোম্পানির শেয়ারের মূল্য নির্ধারিত হয়

১৯৪ টাকা। ফলে লেনদেনের শুরুতেই খুলনা পাওয়ারের শেয়ারের পিই দাঁড়ায় ৬৯। বর্তমানে বাজারে আসার প্রক্রিয়ায় থাকা মবিল যমুনা লুব্রিক্যান্টের সর্বশেষ বার্ষিক হিসাবে ইপিএস ২ টাকা ৪৫ পয়সা। এই কোম্পানির প্রতিটি শেয়ারের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫২ টাকা ৪০ পয়সা। ফলে মবিল যমুনার পিই দাঁড়ায় ৬২।

সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, নির্ধারিত মূল্য (ফিক্সড প্রাইস) পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোনো কোম্পানির শেয়ারের দর মৌলভিত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হলে এসইসি তা কাঁটছাট করতে পারে। কিন্তু বুকবিল্ডিং পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্টভাবে সেই সুযোগ নেই। আইনের এই দূর্বলতার সুযোগ নিয়েই সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলো প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে যোগশাজস করে শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আর কোনো রকম প্রশ্ন ছাড়াই তা অনুমোদন করেছে এসইসি।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, বুকবিল্ডিং পদ্ধতির অপব্যহার করে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে শেয়ারের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতির অংশ হিসেবে দর প্রস্তাবের (বিডিং) মাধ্যমে বরাদ্দ পাওয়া শেয়ার বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞার (লক ইন) মেয়াদ খুব কম হওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা বেশি দরে শেয়ার বিক্রি করে বের হয়ে যায়। পরবর্তীতে ওই শেয়ারের দর কমে যায়। এতে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন।

ব্যাংক ঋণকে শেয়ারে রূপান্তর ॥ একই গ্রুপের ৬টি কোম্পানির ঋণ পরিশোধের জন্য ২০০৯ সালের আগস্টে ৬৩৫ কোটি ১৭ লাখ ৮৯ হাজার ১২ টাকার শেয়ার ইস্যু করে বেক্সিমকো গ্রুপের কোম্পানি বেক্সটেক্স লিমিটেড। এজন্য কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ২০৭ কোটি ১১ লাখ ৩০ হাজার ৮৭০ টাকা থেকে ৪০৫ কোটি ৬০ লাখ ৬৫ হাজার ৩০ টাকায় উন্নীত করা হয়। ঋণের বিনিময়ে শেয়ার পাওয়া কোম্পানিগুলো হলো– নিউ ইংল্যান্ড ইক্যুয়িটি লিমিটেড, বেক্সিমকো লিমিটেড, শাইনপুকুর সিরামিকস, বাংলাদেশ অনলাইন লিমিটেড, নিউ ঢাকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং বেক্সিমকো হোল্ডিংস লিমিটেড। এরমধ্যে নিউ ইংল্যান্ড ইক্যুয়িটি বেক্সিমকো গ্রুপের উপদেষ্টা সাহাবুল আলমের মালিকানাধীন এবং বাকিগুলো বেক্সিমকো গ্রুপের সহযোগী কোম্পানি। ঋণের বিনিময়ে এসব কোম্পানির নামে সর্বমোট ১৯ কোটি ৮৪ লাখ ৯৩ হাজার ৪১৬টি শেয়ার ইস্যু করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ধরা হয় ৩২ টাকা। তবে মাত্র ৬ মাসের মধ্যে এসব শেয়ারের বাজার মূল্য দ্বিগুণেরও বেশি দাঁড়ায়।

পরিশিষ্ট-১খ (১৫).

রেজিষ্টার্ড এ/ডি
৩০ শে জানুয়ারী, ২০১১

জনাব, জিয়াউল হক খন্দকার
চেয়ারম্যান
সিকিউরিটি এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
জীবন বীমা টাওয়ার
১০, দিলকুশা বা/এ
ঢাকা।

বিষয় ঃ পদ্মা ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী I.P.O. তে আসার প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রসঙ্গে।

প্রিয় চেয়ারম্যান সাহেব,

বাংলাদেশ পুঁজি বাজার আপনাদের অদক্ষতা এবং স্বচ্ছতার কারনেই আজ বিপন্ন হয়েছে এবং জনগন সংকিত ও বিব্রত। যাহোক, পদ্মা ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর I.P.O. তে আসার যে আবেদন S.E.C. তে বিবেচনাধীন আছে তার প্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য নিম্নে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হল যা' আশাকরি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

পদ্মা ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর বয়স হয়েছে ১১ বছর, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোম্পানীটি পলিসি হোল্ডারদের কোন বোনাস অর্থাৎ লাভ দিতে পারে নি। তারা এরপরও নিজেদের গুণকীর্তণ করে তাদের শেয়ারের মূল দামের ৩/৪ গুণ প্রিমিয়াম হাকিয়ে অসৎ পথে অনুমোদন লাভের চেষ্টা করছে। বীমা আইন অনুযায়ী যে কোন লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর মূল শেয়ার হোল্ডার হল তার বীমা গ্রাহকগণ এবং যদি কোন জীবন বীমা কোম্পানী লাভ ঘোষণা করে তার ৯০% ই বীমা গ্রাহকদের প্রাপ্য এবং মাত্র ১০% পাবেন শেয়ার হোল্ডারগণ। কিন্তু এই কোম্পানীটি বীমা গ্রাহকদের এড়িয়ে ৩/৪ গুণ প্রিমিয়াম হাকিয়ে অসৎভাবে পয়সা বানানোর উদ্দেশ্যে S.E.C. তে আবেদন করেছে যা' কোনক্রমেই অনুমোদন পাওয়ার যোগ্য নয়। আর্থিকভাবে অগোছালো এবং অন-অগ্রগামী প্রতিষ্ঠানের I.P.O. তে শেয়ার বিক্রীর ক্ষেত্রে কোন Premium যোগ করা অযুক্তিক। তদুপরি আরও উল্লেখ উল্লেখ না করলেই নয় যে, এই বীমা কোম্পানীটির বোর্ড মেম্বারগণ অসৎ পন্থায় তাদের লাইফ ফান্ডের অনেক অর্থ আত্মসাৎ করেছে যা প্রধান বীমা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর কর্তৃক তদন্ত করে অভিযোগ সমূহ প্রমানিত।

২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

RECEIVED
31 JAN 2011
301
Securities & Exchange Commission

পুঁজি বাজারে সংশ্লিষ্টদের স্বার্থেই উল্লেখিত বিষয়গুলো আপনাকে অবহিত করা হল।

ইতি

(এ.কে.এম. মোস্তাফিজুর রহমান)
অবসরপ্রাপ্ত ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
জীবন বীমা কর্পোরেশন
৮৮, শান্তিনগর, ফ্লাট নং ১/২০১
ঢাকা।

১০/১/২০১১

প্রতিলিপি ঃ

১। জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত
মাননীয় অর্থমন্ত্রী
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

রেজিস্টার্ড

২। জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ
চেয়ারম্যান, শেয়ার বাজারের অনিয়ম তদন্ত কমিটি
সিকিউরিটিজ এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

পরিশিষ্ট-খ (২৮)

Pubali Bank Securities Limited

Head Office, A-A Bhaban (7th Floor)
23, Motijheel C/A, Dhaka- 1000

PBSL/HO/PRIVATE PLACEMENT/110/11

March 01, 2011

The Chairman
Investigation Committee
Securities and Exchange Commission
Dhaka

Dear Sir,

Pubali Bank Securities Limited, the fully owned subsidiary company of Pubali Bank Limited has purchased the following 2 company shares under private place arrangement with an anticipation of flotation of the same in the secondary market through IPO within the time frame as was shown in the respective IMs:

Sl.No.	Name of the Issuer	Amount in Tk.
1.	Unique Hotel & Resorts Ltd.	Tk. 8.00 Crore
2.	Energy Prima Limited	Tk. 4.75 Crore

But due to the recent changes in capital market environment, we perceive that the above-mentioned shares will take longer time to get SEC nod for secondary market trading.

At this back drop, we need your support to get back our invested money in either of the following manner:

1. The company should be asked for refunding our investment; or
2. The sponsors of the respective companies would be asked to buy back our shares of the respective company holdings.

Thanking you.

Yours Sincerely,

M. Rafiqul Islam
Managing Director & CEO

পরিশিষ্ট-খ (১৭)

AKM SAHABUB ALAM FCS, FCMA, FCA, PhD (USA)

BTA Tower (Ground Floor), 29 Kemal Ataturk Avenue, Banani C/A, Dhaka-1213
Phone: 01715006014 Email: sahabub@bol-online.com

1 October 2009

Please refer to our recent discussion with you on the above subject.

I hereby express my interest to act as "Adviser" to ********** and ********** and then, direct listing of the shares ******. In DSE/CSE; and now give below my proposal therefor:-

1. **Objective of the Work:** Raising fund for the owners of *** at Tk 150 crore by direct listing of its 1,50,00,000 crore shares of Tk 10 each in DSE/CSE; and then, offloading the same at DSE/CSE at Tk 100 per share.

2. **Scope of Work:** Assist/Advise you in-
   (a) Valuation of Shares of *** and **** for merger of **** with
   (b) Holding Board Meeting/EGM of ****and ***** for merger of***** with
   (c) Obtaining High Court's Approval to merger of **** with
   (d) Obtaining SEC's Consent/Approval for merger of ***** with **********
   (e) Re-constructing the financial statements of ****and ***** to reflect fair picture.
   (f) Re-valuation of assets of *** and***** to reflect fair value.
   (g) Determining the Fund Raising Method, Amount, Pricing and Timing for
   (h) Holding Board Meeting/EGM for approval of fund raising for
   (i) Obtaining SEC's Consent/Approval for fund raising for
   (j) Obtaining DSE's Consent/Approval for listing of
   (k) Making Private Placement of shares of
   (l) Preparation of Prospectus/Information Memoranda of
   (m) Taking all steps for fund raising for

3. **Fee for the Work:** 5% of the fund raised.

4. **Schedule of Payment of Fee:**
   (a) On appointment-Tk 10,00,000/- as advance.
   (b) At the end of every month-Tk 5,00,000/- as advance.
   (c) Balance proportionately on receipt of the fund.

5. **Time limit for Completion of the Work:**
   Within 31 March 2010.

I look forward to hearing from you soon.

Thanks and regards.

Yours truly

Sahabub Alam

AKM Sahabub Alam FCS, FCMA, FCA, PhD (USA)

পরিশিষ্ট-গ

১। ২০০৯ এবং ২০১০ সালে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনের দিবস-ওয়ারি ইনডেক্স ও টার্নওভার।

২। ২০১০ সালে টার্নওভার ভিত্তিতে শীর্ষ দশ কোম্পানী ।

৩। ২০১০ সালে মূল্য তারতম্যে (price fluctuation) এ শীর্ষ দশ কোম্পানী ।

৪। জানুয়ারী ২০১০ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০১১ পর্যন্ত সময়কালে শীর্ষ লেনদেনকারী।

৫। ২০১০ সালে ৫০ শীর্ষ লাভ অর্জনকারী (Top Gainers)।

৬। ২০০৯ সালে ৫০ শীর্ষ লাভ অর্জনকারী (Top Gainers)।

৭। অক্টোবর ২০১০ থেকে জানুয়ারী ২০১১ সময়কালে ৫০ জন শীর্ষ বিক্রেতা (দরপতন সময়কাল)।

৮। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১০ সময়কালে ৫০ শীর্ষ বিক্রেতা (দর উত্থান সময়কাল)।

৯। অক্টোবর-নভেম্বর ২০০৯ সময়কালে ৫০ শীর্ষ বিক্রেতা (প্রথম দর উত্থান পর্ব)।

১০। আইপিও'র জন্য প্রসপেক্টাস এসইসি-তে দাখিল করেছে, এমন কোম্পানী সমূহের তালিকা (প্রিমিয়াম, ইনডিকেটিভ মূল্য, আইপিও মূল্য সহ)।

১১। আইপিও'র জন্য রোড শো করেছে, কিন্তু এসইসি-তে ফর্মাল আবেদন করেনি, এমন কোম্পানীর তালিকা।

১২। প্রাইভেট প্লেসমেন্ট গ্রহনকারী শীর্ষ ১০০ ব্যক্তি/সংস্থার নাম এবং প্রাপ্ত প্লেসমেন্টের অংক।

১৩। সম্পদ পূনর্মূল্যায়িত হয়েছে, এমন কোম্পানীসমূহের তালিকা।

পরিশিষ্ট-গ (১)

Daywise Index & Turnover Changes of Dhaka Stock Exchange 2009 - 2010

ছক-৩:২

Date	DSE General Index	Point Change	% Change	Turnover (In Tk)	% Change
01/01/09	2,807.6126	12.277	0.44	4,306,562,879	(0.07)
04/01/09	2,844.7707	37.158	1.32	4,467,449,253	3.74
05/01/09	2,808.4462	(36.325)	(1.28)	4,642,238,808	3.91
06/01/09	2,756.6555	(51.791)	(1.84)	3,788,712,874	(18.39)
07/01/09	2,760.6698	4.014	0.15	3,397,369,016	(10.33)
11/01/09	2,726.9847	(33.685)	(1.22)	3,164,801,186	(6.85)
12/01/09	2,716.5321	(10.453)	(0.38)	3,595,441,039	13.61
13/01/09	2,726.2750	9.743	0.36	3,926,627,003	9.21
14/01/09	2,712.6567	(13.618)	(0.50)	3,224,592,617	(17.88)
15/01/09	2,695.5785	(17.078)	(0.63)	3,301,498,264	2.38
18/01/09	2,677.1922	(18.386)	(0.68)	3,380,168,475	2.38
19/01/09	2,596.3178	(80.874)	(3.02)	3,213,953,658	(4.92)
20/01/09	2,672.6535	76.336	2.94	2,337,224,237	(27.28)
21/01/09	2,664.8997	(7.754)	(0.29)	2,995,482,724	28.16
22/01/09	2,671.0614	6.162	0.23	2,446,236,436	(18.34)
25/01/09	2,688.1740	17.113	0.64	2,712,328,841	10.88
26/01/09	2,662.0479	(26.126)	(0.97)	2,830,154,144	4.34
27/01/09	2,637.0380	(25.010)	(0.94)	2,543,991,830	(10.11)
28/01/09	2,653.4224	16.384	0.62	2,614,260,380	2.76
29/01/09	2,649.4943	(3.928)	(0.15)	2,975,876,400	13.83
01/02/09	2,661.6902	12.196	0.46	2,406,789,409	(19.12)
02/02/09	2,639.2803	(22.410)	(0.84)	2,492,653,533	3.57
03/02/09	2,612.6688	(26.611)	(1.01)	2,357,864,463	(5.41)
04/02/09	2,611.2083	(1.461)	(0.06)	2,294,484,458	(2.69)
05/02/09	2,634.4770	23.269	0.89	2,392,265,362	4.26
08/02/09	2,598.0494	(36.428)	(1.38)	2,296,961,970	(3.98)
09/02/09	2,520.2152	(77.834)	(3.00)	2,120,144,899	(7.70)
10/02/09	2,503.2119	(17.003)	(0.67)	2,181,087,070	2.87
11/02/09	2,416.6655	(86.546)	(3.46)	2,540,489,865	16.48
12/02/09	2,538.3792	121.714	5.04	2,512,188,257	(1.11)
15/02/09	2,567.8290	29.450	1.16	2,620,575,327	4.31
16/02/09	2,563.6900	(4.139)	(0.16)	2,873,871,568	9.67
17/02/09	2,574.4726	10.783	0.42	3,223,104,171	12.15
18/02/09	2,604.7215	30.249	1.17	3,194,013,430	(0.90)
19/02/09	2,599.0805	(5.641)	(0.22)	3,021,457,214	(5.40)
22/02/09	2,604.1765	5.096	0.20	4,224,855,012	39.83
23/02/09	2,606.0592	1.883	0.07	3,844,203,965	(9.01)
24/02/09	2,611.9478	5.889	0.23	3,861,940,135	0.46
25/02/09	2,581.1180	(30.830)	(1.18)	3,721,598,084	(3.63)
26/02/09	2,570.9641	(10.154)	(0.39)	3,175,598,225	(14.67)
01/03/09	2,626.2695	55.305	2.15	3,495,875,925	10.09
02/03/09	2,592.8374	(33.432)	(1.27)	3,993,439,782	14.23
03/03/09	2,567.9705	(24.867)	(0.96)	3,800,883,257	(4.82)
04/03/09	2,551.4431	(16.527)	(0.64)	3,310,710,472	(12.90)
05/03/09	2,575.1961	23.753	0.93	3,840,443,430	16.00
08/03/09	2,645.8418	70.646	2.74	4,282,425,773	11.51

09/03/09	2,648.3179	2.476	0.09	4,929,364,232	15.11
11/03/09	2,654.9757	6.658	0.25	5,884,708,891	19.38
12/03/09	2,653.1127	(1.863)	(0.07)	6,119,824,139	4.00
15/03/09	2,671.3859	18.273	0.69	6,110,834,829	(0.15)
16/03/09	2,653.1170	(18.269)	(0.68)	5,576,778,243	(8.74)
17/03/09	2,638.0000	(15.117)	(0.57)	4,967,968,397	(10.92)
18/03/09	2,635.0454	(2.955)	(0.11)	5,758,888,433	15.92
19/03/09	2,622.7737	(12.272)	(0.47)	6,479,705,787	12.52
22/03/09	2,592.6932	(30.080)	(1.15)	5,662,795,541	(12.61)
23/03/09	2,594.2564	1.563	0.06	4,170,319,081	(26.36)
24/03/09	2,561.6347	(32.622)	(1.26)	4,840,716,572	16.08
25/03/09	2,527.0568	(34.578)	(1.35)	3,355,926,811	(30.67)
29/03/09	2,450.8329	(76.224)	(3.02)	2,952,023,455	(12.04)
30/03/09	2,476.8157	25.983	1.06	2,751,245,926	(6.80)
31/03/09	2,446.9223	(29.893)	(1.21)	3,255,289,202	18.32
01/04/09	2,443.2516	(3.671)	(0.15)	4,103,253,459	26.05
02/04/09	2,428.6344	(14.617)	(0.60)	4,681,126,472	14.08
05/04/09	2,426.5365	(2.098)	(0.09)	4,541,726,912	(2.98)
06/04/09	2,466.1602	39.624	1.63	4,521,188,032	(0.45)
07/04/09	2,438.4486	(27.712)	(1.12)	4,356,136,455	(3.65)
08/04/09	2,414.2723	(24.176)	(0.99)	4,112,429,839	(5.59)
09/04/09	2,408.6716	(5.601)	(0.23)	3,757,725,338	(8.63)
12/04/09	2,437.7868	29.115	1.21	3,907,237,671	3.98
13/04/09	2,467.3943	29.608	1.21	3,896,050,594	(0.29)
15/04/09	2,539.4697	72.075	2.92	4,009,814,456	2.92
16/04/09	2,550.7443	11.275	0.44	4,294,464,462	7.10
19/04/09	2,587.5503	36.806	1.44	4,773,486,969	11.15
20/04/09	2,653.0997	65.549	2.53	5,426,486,787	13.68
21/04/09	2,620.1629	(32.937)	(1.24)	5,270,559,320	(2.87)
22/04/09	2,611.5517	(8.611)	(0.33)	4,561,666,002	(13.45)
23/04/09	2,596.6628	(14.889)	(0.57)	4,771,906,324	4.61
26/04/09	2,594.9253	(1.737)	(0.07)	4,115,766,212	(13.75)
27/04/09	2,585.0812	(9.844)	(0.38)	5,020,942,211	21.99
28/04/09	2,560.8401	(24.241)	(0.94)	5,207,866,593	3.72
29/04/09	2,553.7306	(7.110)	(0.28)	3,315,933,259	(36.33)
30/04/09	2,554.3553	0.625	0.02	3,725,105,586	12.34
03/05/09	2,539.1693	(15.186)	(0.59)	4,879,122,343	30.98
04/05/09	2,509.1376	(30.032)	(1.18)	6,525,158,452	33.74
05/05/09	2,507.8995	(1.238)	(0.05)	3,911,083,188	(40.06)
06/05/09	2,499.5753	(8.324)	(0.33)	3,933,184,415	0.57
07/05/09	2,493.5880	(5.987)	(0.24)	4,368,240,501	11.06
10/05/09	2,489.0158	(4.572)	(0.18)	4,795,682,336	9.79
11/05/09	2,496.0480	7.032	0.28	4,245,518,468	(11.47)
12/05/09	2,528.1746	32.127	1.29	4,057,961,485	(4.42)
13/05/09	2,519.8299	(8.345)	(0.33)	4,239,345,597	4.47
14/05/09	2,506.8940	(12.936)	(0.51)	4,241,817,808	0.06
17/05/09	2,500.0730	(6.821)	(0.27)	5,092,942,059	20.07
18/05/09	2,526.7738	26.701	1.07	5,592,705,035	9.81
19/05/09	2,557.0992	30.325	1.20	4,771,609,260	(14.68)
20/05/09	2,554.3456	(2.754)	(0.11)	4,147,111,423	(13.09)
21/05/09	2,552.9560	(1.390)	(0.05)	4,184,821,098	0.91
24/05/09	2,570.5833	17.627	0.69	5,757,459,441	37.58
25/05/09	2,584.2324	13.649	0.53	4,105,536,201	(28.69)
26/05/09	2,570.0780	(14.154)	(0.55)	6,519,233,492	58.79

27/05/09	2,580.8045	10.726	0.42	6,362,736,702	(2.40)
28/05/09	2,588.7226	7.918	0.31	6,508,148,976	2.29
31/05/09	2,573.1803	(15.542)	(0.60)	4,887,266,111	(24.91)
01/06/09	2,596.9978	23.817	0.93	5,497,810,971	12.49
02/06/09	2,633.6904	36.693	1.41	6,080,707,493	10.60
03/06/09	2,643.5159	9.825	0.37	5,447,641,732	(10.41)
04/06/09	2,683.4826	39.967	1.51	6,727,637,605	23.50
07/06/09	2,790.4633	106.981	3.99	7,816,805,768	16.19
08/06/09	2,750.3185	(40.145)	(1.44)	6,362,326,691	(18.61)
09/06/09	2,740.7718	(9.547)	(0.35)	5,596,204,141	(12.04)
10/06/09	2,743.1996	2.428	0.09	5,389,193,844	(3.70)
11/06/09	2,747.2707	4.071	0.15	6,726,392,769	24.81
14/06/09	2,774.3934	27.123	0.99	6,969,100,684	3.61
15/06/09	2,777.7059	3.313	0.12	6,122,175,370	(12.15)
16/06/09	2,778.0340	0.328	0.01	6,600,708,879	7.82
17/06/09	2,780.8566	2.823	0.10	6,771,193,300	2.58
18/06/09	2,807.5704	26.714	0.96	7,731,321,171	14.18
21/06/09	2,855.1426	47.572	1.69	8,346,960,217	7.96
22/06/09	2,849.3715	(5.771)	(0.20)	7,182,286,859	(13.95)
23/06/09	2,871.1911	21.820	0.77	7,923,476,602	10.32
24/06/09	2,882.1259	10.935	0.38	7,029,713,762	(11.28)
25/06/09	2891.05391	8.928	0.31	6,467,977,490	(7.99)
28/06/09	2,950.4728	59.419	2.06	7,752,175,953	19.85
29/06/09	2,952.6290	2.156	0.07	6,815,584,100	(12.08)
30/06/09	3,010.2638	57.635	1.95	9,421,982,332	38.24
02/07/09	3,069.7100	59.446	1.97	11,497,110,182	22.02
05/07/09	2,966.0456	(103.664)	(3.38)	9,850,059,906	(14.33)
06/07/09	2,944.0541	(21.992)	(0.74)	6,789,332,545	(31.07)
07/07/09	2,957.1977	13.144	0.45	5,411,156,981	(20.30)
08/07/09	2,959.5246	2.327	0.08	7,122,927,247	31.63
09/07/09	2,982.6821	23.157	0.78	7,127,209,774	0.06
12/07/09	2,980.5136	(2.168)	(0.07)	7,305,861,791	2.51
13/07/09	2,965.9623	(14.551)	(0.49)	6,706,056,009	(8.21)
14/07/09	2,917.0674	(48.895)	(1.65)	5,616,534,595	(16.25)
15/07/09	2,883.3625	(33.705)	(1.16)	4,900,159,769	(12.75)
16/07/09	2,896.4931	13.131	0.46	4,956,687,770	1.15
19/7/2009	2,870.1386	(26.354)	(0.91)	5,289,324,116	6.71
20/07/09	2,833.6371	(36.502)	(1.27)	4,704,136,416	(11.06)
21/07/09	2,828.0707	(5.566)	(0.20)	3,858,060,869	(17.99)
22/07/09	2,873.7000	45.629	1.61	3,685,447,229	(4.47)
23/07/09	2,866.2149	(7.485)	(0.26)	4,079,232,553	10.68
26/7/2009	2,829.5673	(36.648)	(1.28)	4,627,268,484	13.43
27/07/09	2,843.2775	13.710	0.48	3,980,299,575	(13.98)
28/07/09	2,861.6850	18.407	0.65	3,793,973,330	(4.68)
29/07/09	2,898.4958	36.811	1.29	5,852,191,947	54.25
30/07/09	2,914.5337	16.038	0.55	6,545,220,739	11.84
02/08/09	2,941.0170	26.483	0.91	6,886,155,948	5.21
03/08/09	2,923.4793	(17.538)	(0.60)	6,696,688,827	(2.75)
04/08/09	2,926.6605	3.181	0.11	6,499,120,627	(2.95)
05/08/09	2,926.9190	0.258	0.01	5,207,529,038	(19.87)
06/08/09	2,955.6253	28.706	0.98	6,890,335,619	32.31
09/08/09	2,974.7404	19.115	0.65	7,388,096,093	7.22
10/08/09	2,996.8296	22.089	0.74	6,746,961,204	(8.68)
11/08/09	2,996.4884	(0.341)	(0.01)	7,039,246,948	4.33

12/08/09	3,001.4592	4.971	0.17	7,417,509,635	5.37
16/8/2009	3,002.5023	1.043	0.03	6,805,552,295	(8.25)
17/8/2009	3,007.4350	4.933	0.16	6,680,259,467	(1.84)
18/8/2009	3,039.6441	32.209	1.07	7,107,794,780	6.40
19/8/2009	3,034.7915	(4.853)	(0.16)	7,741,402,383	8.91
20/8/2009	3,027.9427	(6.849)	(0.23)	8,064,952,789	4.18
23/8/2009	2,996.6881	(31.255)	(1.03)	6,855,719,815	(14.99)
24/8/2009	2,991.2693	(5.419)	(0.18)	4,926,431,036	(28.14)
25/8/2009	3,004.7615	13.492	0.45	5,965,022,084	21.08
26/8/2009	3,001.6026	(3.159)	(0.11)	6,160,331,904	3.27
27/8/2009	2,977.7221	(23.881)	(0.80)	5,100,501,255	(17.20)
30/08/09	2,966.2123	(11.510)	(0.39)	3,931,369,462	(22.92)
31/08/09	2,941.2836	(24.929)	(0.84)	4,202,860,624	6.91
01/09/09	2,950.1207	8.837	0.30	4,998,991,623	18.94
02/09/09	2,974.4934	24.373	0.83	4,463,147,670	(10.72)
03/09/09	2,985.4608	10.967	0.37	5,268,001,579	18.03
06/09/09	2,960.9680	(24.493)	(0.82)	5,828,901,932	10.65
07/09/09	2,936.3114	(24.657)	(0.83)	4,971,093,672	(14.72)
08/09/09	2,936.8210	0.510	0.02	3,364,881,151	(32.31)
09/09/09	2,931.8602	(4.961)	(0.17)	4,347,175,699	29.19
10/09/09	2,942.4371	10.577	0.36	4,463,601,142	2.68
13/9/2009	2,953.0967	10.660	0.36	4,388,203,631	(1.69)
14/9/2009	2,995.3814	42.285	1.43	5,159,612,000	17.58
15/9/2009	2,991.6216	(3.760)	(0.13)	4,825,605,172	(6.47)
16/9/2009	3,044.1079	52.486	1.75	5,428,772,391	12.50
17/9/2009	3,058.7996	14.692	0.48	5,811,070,550	7.04
27/9/2009	3,075.0605	16.261	0.53	4,880,276,928	(16.02)
29/9/2009	3,086.9041	11.844	0.39	7,112,267,253	45.73
30/9/2009	3,083.8860	(3.018)	(0.10)	7,352,112,373	3.37
01/10/09	3,123.2396	39.354	1.28	7,985,535,113	8.62
04/10/09	3,145.8012	22.562	0.72	8,650,220,786	8.32
05/10/09	3,187.7077	41.907	1.33	8,457,982,246	(2.22)
06/10/09	3,215.7938	28.086	0.88	9,241,265,939	9.26
07/10/09	3,216.3803	0.586	0.02	8,775,159,461	(5.04)
08/10/09	3,259.0379	42.658	1.33	9,961,966,810	13.52
11/10/09	3,259.6520	0.614	0.02	10,340,720,061	3.80
12/10/09	3,236.9760	(22.676)	(0.70)	7,995,113,173	(22.68)
13/10/09	3,280.3224	43.346	1.34	11,038,971,006	38.07
14/10/09	3,296.0337	15.711	0.48	12,010,529,416	8.80
15/10/09	3,284.4968	(11.537)	(0.35)	10,985,777,576	(8.53)
18/10/09	3,309.5221	25.025	0.76	10,784,996,571	(1.83)
19/10/09	3,306.1242	(3.398)	(0.10)	12,166,787,658	12.81
20/10/09	3,326.0840	19.960	0.60	12,451,792,161	2.34
21/10/09	3,318.9506	(7.133)	(0.21)	12,417,951,219	(0.27)
22/10/09	3,317.9338	(1.017)	(0.03)	8,800,843,415	(29.13)
25/10/09	3,356.5130	38.579	1.16	11,847,713,600	34.62
26/10/09	3,341.5915	(14.921)	(0.44)	11,464,350,801	(3.24)
27/10/09	3,311.9928	(29.599)	(0.89)	8,032,745,171	(29.93)
28/10/09	3,346.7869	34.794	1.05	7,031,515,965	(12.46)
29/10/09	3,364.2619	17.475	0.52	10,064,087,827	43.13
01/11/09	3,392.0215	27.760	0.83	9,706,509,000	(3.55)
02/11/09	3,412.9210	20.900	0.62	9,517,865,575	(1.94)
03/11/09	3,409.8543	(3.067)	(0.09)	8,183,108,574	(14.02)
04/11/09	3,403.6372	(6.217)	(0.18)	9,758,697,416	19.25

05/11/09	3,413.5271	9.890	0.29	8,451,948,076	(13.39)
08/11/09	3,411.4816	(2.046)	(0.06)	10,202,490,934	20.71
09/11/09	3,428.8976	17.416	0.51	9,307,525,083	(8.77)
10/11/09	3,446.6191	17.722	0.52	8,671,572,100	(6.83)
11/11/09	3,422.6298	(23.989)	(0.70)	10,879,272,879	25.46
12/11/09	3,382.8724	(39.757)	(1.16)	8,891,853,628	(18.27)
15/11/09	3,383.2399	0.368	0.01	6,951,944,500	(21.82)
16/11/09	4,148.1193	764.879	22.61	7,380,390,248	6.16
17/11/09	4,149.8206	1.701	0.04	9,138,104,760	23.82
18/11/09	4,077.7793	(72.041)	(1.74)	8,161,475,012	(10.69)
19/11/09	4,144.7457	66.966	1.64	8,619,708,635	5.61
22/11/09	4,203.0827	58.337	1.41	9,437,589,829	9.49
23/11/09	4,273.9116	70.829	1.69	10,589,470,831	12.21
24/11/09	4,292.7775	18.866	0.44	8,822,599,316	(16.69)
25/11/09	4,325.5145	32.737	0.76	8,019,114,474	(9.11)
26/11/09	4,380.9481	55.434	1.28	9,126,322,304	13.81
01/12/09	4,424.0186	43.071	0.98	10,155,853,924	11.28
02/12/09	4,403.5232	(20.495)	(0.46)	10,336,668,229	1.78
03/12/09	4,410.4762	6.953	0.16	10,160,784,024	(1.70)
06/12/09	4,383.3098	(27.166)	(0.62)	10,527,722,979	3.61
07/12/09	4,339.6835	(43.626)	(1.00)	10,006,049,008	(4.96)
08/12/09	4,356.0125	16.329	0.38	8,803,844,866	(12.01)
09/12/09	4,415.2766	59.264	1.36	9,188,019,767	4.36
10/12/09	4,437.7267	22.450	0.51	11,449,888,245	24.62
13/12/09	4,438.5007	0.774	0.02	10,202,092,612	(10.90)
14/12/09	4,452.1984	13.698	0.31	8,652,475,448	(15.19)
15/12/09	4,414.3467	(37.852)	(0.85)	11,006,521,497	27.21
17/12/09	4,393.6386	(20.708)	(0.47)	8,356,387,029	(24.08)
20/12/09	4,312.2416	(81.397)	(1.85)	7,488,691,615	(10.38)
21/12/09	4,329.4954	17.254	0.40	6,374,865,365	(14.87)
22/12/09	4,408.9565	79.461	1.84	6,333,340,508	(0.65)
23/12/09	4,428.0670	19.111	0.43	7,355,807,698	16.14
24/12/09	4,429.1869	1.120	0.03	6,788,299,971	(7.72)
27/12/09	4,475.4426	46.256	1.04	7,541,491,153	11.10
29/12/09	4,519.3566	43.914	0.98	9,207,306,221	22.09
30/12/09	4,535.5318	16.175	0.36	9,327,153,067	1.30
03/01/10	4,568.4041	32.872	0.72	10,949,540,965	17.39
04/01/10	4,643.3972	74.993	1.64	10,245,717,659	(6.43)
05/01/10	4,678.0488	34.652	0.75	10,775,281,948	5.17
06/01/10	4,707.5282	29.479	0.63	11,355,436,763	5.38
07/01/10	4,722.0995	14.571	0.31	11,004,858,605	(3.09)
10/01/10	4,730.7404	8.641	0.18	13,249,763,330	20.40
11/01/10	4,749.6333	18.893	0.40	10,719,212,856	(19.10)
12/01/10	4,794.7121	45.079	0.95	11,130,084,322	3.83
13/01/10	4,704.1500	(90.562)	(1.89)	14,386,627,613	29.26
14/01/10	4,838.0578	133.908	2.85	10,727,213,518	(25.44)
17/01/10	4,876.2531	38.195	0.79	11,078,473,319	3.27
18/01/10	4,923.3823	47.129	0.97	10,375,935,443	(6.34)
19/01/10	4,956.7368	33.355	0.68	11,915,783,029	14.84
20/01/10	4,998.5885	41.852	0.84	11,081,080,992	(7.01)
21/01/10	5,095.2100	96.622	1.93	12,411,534,297	12.01
24/01/10	5,156.6174	61.407	1.21	14,528,163,664	17.05
25/01/10	5,312.4434	155.826	3.02	15,035,563,540	3.49
26/01/10	5,243.4491	(68.994)	(1.30)	14,818,112,801	(1.45)

27/01/10	5,310.7466	67.298	1.28	15,169,826,791	2.37
28/01/10	5,390.4835	79.737	1.50	15,813,442,848	4.24
31/01/10	5,367.1066	(23.377)	(0.43)	16,097,753,714	1.80
01/02/10	5,451.1514	84.045	1.57	16,894,250,968	4.95
02/02/10	5,503.3789	52.228	0.96	16,909,913,056	0.09
03/02/10	5,399.6470	(103.732)	(1.88)	16,375,146,890	(3.16)
04/02/10	5,434.0394	34.392	0.64	11,442,987,434	(30.12)
07/02/10	5,490.1068	56.067	1.03	9,869,289,258	(13.75)
08/02/10	5,552.8599	62.753	1.14	12,070,312,505	22.30
09/02/10	5,603.1860	50.326	0.91	12,958,111,755	7.36
10/02/10	5,600.7347	(2.451)	(0.04)	14,115,478,298	8.93
11/02/10	5,635.7298	34.995	0.62	14,083,683,259	(0.23)
14/02/10	5,745.3697	109.640	1.95	16,136,877,420	14.58
15/02/10	5,728.9146	(16.455)	(0.29)	16,521,260,273	2.38
16/02/10	5,745.7846	16.870	0.29	14,694,482,881	(11.06)
17/02/10	5,828.3829	82.598	1.44	13,817,090,088	(5.97)
18/02/10	5,760.9457	(67.437)	(1.16)	13,058,301,180	(5.49)
22/02/10	5,622.9951	(137.951)	(2.39)	10,989,454,420	(15.84)
23/02/10	5,607.3694	(15.626)	(0.28)	11,856,373,115	7.89
24/02/10	5,691.0297	83.660	1.49	10,734,748,268	(9.46)
25/02/10	5,683.9270	(7.103)	(0.12)	8,843,126,465	(17.62)
28/02/10	5,560.5610	(123.366)	(2.17)	8,611,231,660	(2.62)
01/03/10	5,567.4002	6.839	0.12	7,861,221,352	(8.71)
02/03/10	5,588.0061	20.606	0.37	8,532,274,132	8.54
03/03/10	5,634.0600	46.054	0.82	7,881,118,149	(7.63)
04/03/10	5,640.9437	6.884	0.12	8,253,073,537	4.72
07/03/10	5,602.5940	(38.350)	(0.68)	9,592,345,574	16.23
08/03/10	5,486.4349	(116.159)	(2.07)	7,451,473,249	(22.32)
09/03/10	5,400.3984	(86.036)	(1.57)	6,291,200,018	(15.57)
10/03/10	5,519.6693	119.271	2.21	6,256,962,579	(0.54)
11/03/10	5,499.8374	(19.832)	(0.36)	6,720,557,543	7.41
14/03/10	5,375.0737	(124.764)	(2.27)	6,238,070,262	(7.18)
15/03/10	5,338.1385	(36.935)	(0.69)	6,263,260,699	0.40
16/03/10	5,460.7518	122.613	2.30	7,118,073,276	13.65
18/03/10	5,408.6634	(52.088)	(0.95)	8,978,237,812	26.13
21/03/10	5,548.2277	139.564	2.58	9,743,370,318	8.52
22/03/10	5,562.3751	14.147	0.25	10,122,905,603	3.90
23/03/10	5,518.9378	(43.437)	(0.78)	11,026,456,719	8.93
24/03/10	5,633.4560	114.518	2.08	8,968,644,147	(18.66)
25/03/10	5,617.9335	(15.523)	(0.28)	8,794,218,584	(1.94)
28/03/10	5,560.1012	(57.832)	(1.03)	7,727,535,152	(12.13)
29/03/10	5,524.1066	(35.995)	(0.65)	7,462,155,425	(3.43)
30/03/10	5,533.6229	9.516	0.17	6,848,883,537	(8.22)
31/03/10	5,582.3343	48.711	0.88	6,983,950,187	1.97
01/04/10	5,594.3162	11.982	0.21	6,403,878,624	(8.31)
04/04/10	5,596.8635	2.547	0.05	7,165,816,136	11.90
05/04/10	5,573.3692	(23.494)	(0.42)	7,116,631,563	(0.69)
06/04/10	5,502.7460	(70.623)	(1.27)	5,937,334,629	(16.57)
07/04/10	5,515.9781	13.232	0.24	5,064,120,874	(14.71)
08/04/10	5,569.6437	53.666	0.97	6,621,803,954	30.76
11/04/10	5,556.5279	(13.116)	(0.24)	9,290,695,874	40.30
12/04/10	5,527.8060	(28.722)	(0.52)	7,914,179,476	(14.82)
13/04/10	5,522.6692	(5.137)	(0.09)	7,257,110,094	(8.30)
15/04/10	5,489.6731	(32.996)	(0.60)	7,722,531,613	6.41

18/04/10	5,467.1251	(22.548)	(0.41)	9,079,587,642	17.57
19/04/10	5,529.0552	61.930	1.13	9,637,155,910	6.14
20/04/10	5,608.9029	79.848	1.44	10,534,529,056	9.31
21/04/10	5,597.0356	(11.867)	(0.21)	11,832,254,200	12.32
22/04/10	5,615.2889	18.253	0.33	12,373,151,241	4.57
25/04/10	5,626.1550	10.866	0.19	15,101,722,210	22.05
26/04/10	5,645.2929	19.138	0.34	12,979,071,907	(14.06)
27/04/10	5,644.1927	(1.100)	(0.02)	11,722,575,314	(9.68)
28/04/10	5,655.8385	11.646	0.21	13,654,824,015	16.48
29/04/10	5,654.8772	(0.961)	(0.02)	13,894,205,757	1.75
02/05/10	5,631.2955	(23.582)	(0.42)	15,475,036,107	11.38
03/05/10	5,593.7975	(37.498)	(0.67)	15,705,408,273	1.49
04/05/10	5,534.6535	(59.144)	(1.06)	14,797,455,682	(5.78)
05/05/10	5,585.3976	50.744	0.92	12,948,247,277	(12.50)
06/05/10	5,618.4191	33.021	0.59	14,083,706,052	8.77
09/05/10	5,581.0102	(37.409)	(0.67)	15,374,604,279	9.17
10/05/10	5,567.5238	(13.486)	(0.24)	18,660,223,641	21.37
11/05/10	5,728.2320	160.708	2.89	18,749,461,046	0.48
12/05/10	5,811.7383	83.506	1.46	22,823,496,817	21.73
13/05/10	5,747.3541	(64.384)	(1.11)	18,539,505,567	(18.77)
16/05/10	5,825.8887	78.535	1.37	18,921,499,033	2.06
17/05/10	5,839.1522	13.263	0.23	23,056,514,546	21.85
18/05/10	5,876.5537	37.402	0.64	20,414,392,680	(11.46)
19/05/10	5,921.4978	44.944	0.76	19,399,232,324	(4.97)
20/05/10	5,981.8563	60.358	1.02	17,964,853,641	(7.39)
23/05/10	6,096.8819	115.026	1.92	20,540,411,475	14.34
24/05/10	5,993.0409	(103.841)	(1.70)	18,516,855,541	(9.85)
25/05/10	5,988.9444	(4.097)	(0.07)	18,959,205,821	2.39
26/05/10	6,073.9233	84.979	1.42	20,608,380,693	8.70
30/05/10	6,108.5034	34.580	0.57	21,363,198,591	3.66
31/05/10	6,107.8139	(0.690)	(0.01)	19,336,677,383	(9.49)
01/06/10	6,152.3857	44.572	0.73	21,229,292,603	9.79
02/06/10	6,140.2058	(12.180)	(0.20)	17,188,177,644	(19.04)
03/06/10	6,202.6691	62.463	1.02	16,218,963,057	(5.64)
06/06/10	6,194.9051	(7.764)	(0.13)	16,714,730,479	3.06
07/06/10	6,067.4323	(127.473)	(2.06)	15,970,681,344	(4.45)
08/06/10	6,176.4947	109.062	1.80	13,647,924,754	(14.54)
09/06/10	6,194.8403	18.346	0.30	17,796,864,848	30.40
10/06/10	6,259.7027	64.862	1.05	20,552,987,484	15.49
13/06/10	6,332.6872	72.984	1.17	22,053,142,585	7.30
14/06/10	6,324.9746	(7.713)	(0.12)	24,400,255,685	10.64
15/06/10	6,332.2074	7.233	0.11	19,808,884,251	(18.82)
16/06/10	6,249.9126	(82.295)	(1.30)	24,860,437,307	25.50
17/06/10	6,299.7381	49.825	0.80	16,881,588,645	(32.09)
20/06/10	6,217.2724	(82.466)	(1.31)	17,021,292,408	0.83
21/06/10	6,101.1455	(116.127)	(1.87)	12,456,035,317	(26.82)
22/06/10	6,207.5561	106.411	1.74	12,491,885,004	0.29
23/06/10	6,187.4965	(20.060)	(0.32)	16,332,103,310	30.74
24/06/10	6,189.8533	2.357	0.04	15,590,896,413	(4.54)
27/06/10	6,212.7021	22.849	0.37	15,219,788,813	(2.38)
28/06/10	6,201.4903	(11.212)	(0.18)	15,671,294,835	2.97
29/06/10	6,172.5429	(28.947)	(0.47)	16,752,661,462	6.90
30/06/10	6,153.6774	(18.866)	(0.31)	18,873,757,475	12.66
04/07/10	6,217.0762	63.399	1.03	21,273,248,993	12.71

05/07/10	6,354.6833	137.607	2.21	21,082,156,431	(0.90)
06/07/10	6,354.6994	0.016	0.00	22,467,903,800	6.57
07/07/10	6,404.7158	50.016	0.79	21,717,183,148	(3.34)
08/07/10	6,432.5003	27.785	0.43	21,753,783,804	0.17
11/07/10	6,303.5429	(128.957)	(2.00)	16,182,218,415	(25.61)
12/07/10	6,313.3190	9.776	0.16	11,694,634,970	(27.73)
13/07/10	6,381.0431	67.724	1.07	16,142,942,501	38.04
14/07/10	6,304.8682	(76.175)	(1.19)	15,934,203,882	(1.29)
15/07/10	6,309.4378	4.570	0.07	12,488,288,171	(21.63)
18/07/10	6,375.9378	66.500	1.05	16,405,202,721	31.36
19/07/10	6,462.3914	86.454	1.36	15,347,002,932	(6.45)
20/07/10	6,468.2255	5.834	0.09	17,382,519,291	13.26
21/07/10	6,495.2028	26.977	0.42	18,048,231,551	3.83
22/07/10	6,404.9683	(90.234)	(1.39)	17,849,420,257	(1.10)
25/07/10	6,200.2161	(204.752)	(3.20)	14,496,727,400	(18.78)
26/07/10	6,325.7815	125.565	2.03	12,857,042,619	(11.31)
27/07/10	6,287.5324	(38.249)	(0.60)	16,053,046,105	24.86
29/07/10	6,342.7581	55.226	0.88	13,593,523,203	(15.32)
01/08/10	6,436.7664	94.008	1.48	16,120,031,830	18.59
02/08/10	6,439.0989	2.332	0.04	16,186,086,613	0.41
03/08/10	6,483.9264	44.828	0.70	19,744,615,620	21.99
04/08/10	6,531.6029	47.676	0.74	19,808,491,005	0.32
05/08/10	6,575.5915	43.989	0.67	19,881,096,052	0.37
08/08/10	6,601.7702	26.179	0.40	21,840,093,646	9.85
09/08/10	6,620.9811	19.211	0.29	21,511,202,455	(1.51)
10/08/10	6,662.9640	41.983	0.63	24,388,816,807	13.38
11/08/10	6,673.1321	10.168	0.15	17,270,855,175	(29.19)
12/08/10	6,672.9657	(0.166)	(0.00)	14,433,249,724	(16.43)
16/08/10	6,622.5232	(50.443)	(0.76)	15,403,451,677	6.72
17/08/10	6,633.4699	10.947	0.17	19,277,034,107	25.15
18/08/10	6,719.8345	86.365	1.30	21,773,402,708	12.95
19/08/10	6,743.2069	23.372	0.35	17,995,871,162	(17.35)
22/08/10	6,760.5568	17.350	0.26	18,526,538,679	2.95
23/08/10	6,741.3753	(19.181)	(0.28)	19,861,682,491	7.21
24/08/10	6,777.9572	36.582	0.54	19,466,604,812	(1.99)
25/08/10	6,649.6041	(128.353)	(1.89)	16,858,697,233	(13.40)
26/08/10	6,653.2939	3.690	0.06	12,488,197,318	(25.92)
29/08/10	6,670.1666	16.873	0.25	11,544,513,204	(7.56)
30/08/10	6,620.3314	(49.835)	(0.75)	15,173,106,746	31.43
31/08/10	6,657.9750	37.644	0.57	14,884,434,543	(1.90)
02/09/10	6,774.8683	116.893	1.76	15,217,662,784	2.24
05/09/10	6,889.8781	115.010	1.70	16,228,352,231	6.64
06/09/10	6,803.6854	(86.193)	(1.25)	15,061,717,872	(7.19)
08/09/10	6,807.2409	3.556	0.05	16,046,656,980	6.54
13/09/10	6,796.4762	(10.765)	(0.16)	10,283,618,958	(35.91)
14/09/10	6,805.7122	9.236	0.14	11,315,585,610	10.04
15/09/10	6,792.8426	(12.870)	(0.19)	13,371,847,034	18.17
16/09/10	6,797.4694	4.627	0.07	13,409,994,281	0.29
19/09/10	6,844.9776	47.508	0.70	18,166,056,463	35.47
20/09/10	6,897.5642	52.587	0.77	19,009,547,626	4.64
21/09/10	6,947.1388	49.575	0.72	20,795,128,240	9.39
22/09/10	6,882.1228	(65.016)	(0.94)	17,776,445,046	(14.52)
23/09/10	6,904.0823	21.960	0.32	15,806,255,633	(11.08)
26/09/10	6,958.6929	54.611	0.79	19,111,911,466	20.91

27/09/10	7,026.2686	67.576	0.97	22,569,767,051	18.09
28/09/10	7,042.3685	16.100	0.23	24,719,486,038	9.52
29/09/10	7,088.5373	46.169	0.66	20,173,344,641	(18.39)
30/09/10	7,097.3816	8.844	0.12	23,498,974,613	16.49
03/10/10	7,223.4876	126.106	1.78	24,892,195,184	5.93
04/10/10	7,262.5166	39.029	0.54	24,365,380,985	(2.12)
05/10/10	7,327.3113	64.795	0.89	21,972,872,159	(9.82)
06/10/10	7,412.6060	85.295	1.16	24,365,417,538	10.89
07/10/10	7,480.3359	67.730	0.91	28,010,958,854	14.96
10/10/10	7,292.5425	(187.793)	(2.51)	23,647,633,249	(15.58)
11/10/10	7,396.4329	103.890	1.42	15,648,455,447	(33.83)
12/10/10	7,463.0568	66.624	0.90	20,189,895,159	29.02
13/10/10	7,513.4568	50.400	0.68	20,337,212,716	0.73
14/10/10	7,492.8264	(20.630)	(0.27)	19,758,943,103	(2.84)
18/10/10	7,493.6032	0.777	0.01	19,000,650,897	(3.84)
19/10/10	7,476.8338	(16.769)	(0.22)	19,395,642,775	2.08
20/10/10	7,522.3888	45.555	0.61	19,087,706,171	(1.59)
21/10/10	7,615.3723	92.984	1.24	24,234,699,852	26.96
24/10/10	7,699.6864	84.314	1.11	24,394,968,772	0.66
25/10/10	7,740.4781	40.792	0.53	23,339,549,982	(4.33)
26/10/10	7,817.2414	76.763	0.99	28,368,509,595	21.55
27/10/10	7,848.5536	31.312	0.40	25,445,480,025	(10.30)
28/10/10	7,937.0462	88.493	1.13	29,463,714,273	15.79
31/10/10	7,957.1211	20.075	0.25	32,089,082,998	8.91
01/11/10	7,947.7977	(9.323)	(0.12)	22,707,863,213	(29.23)
02/11/10	7,940.2898	(7.508)	(0.09)	24,804,128,277	9.23
03/11/10	7,931.5944	(8.695)	(0.11)	21,932,958,932	(11.58)
04/11/10	7,986.9191	55.325	0.70	24,902,919,017	13.54
07/11/10	7,988.7124	1.793	0.02	27,207,511,000	9.25
08/11/10	7,974.0471	(14.665)	(0.18)	24,265,134,052	(10.81)
09/11/10	8,083.0179	108.971	1.37	23,295,068,032	(4.00)
10/11/10	8,141.2486	58.231	0.72	25,811,757,314	10.80
11/11/10	8,187.3306	46.082	0.57	22,527,103,996	(12.73)
14/11/10	8,307.7034	120.373	1.47	22,027,286,043	(2.22)
15/11/10	8,443.3490	135.646	1.63	25,736,019,407	16.84
21/11/10	8,598.1701	154.821	1.83	28,247,832,254	9.76
22/11/10	8,521.0591	(77.111)	(0.90)	27,457,182,690	(2.80)
23/11/10	8,554.8221	33.763	0.40	27,360,697,027	(0.35)
24/11/10	8,672.9074	118.085	1.38	26,930,331,251	(1.57)
25/11/10	8,721.0865	48.179	0.56	28,702,674,941	6.58
28/11/10	8,658.8622	(62.224)	(0.71)	25,803,619,005	(10.10)
29/11/10	8,599.4111	(59.451)	(0.69)	19,225,808,566	(25.49)
30/11/10	8,602.4415	3.030	0.04	24,793,557,641	28.96
01/12/10	8,723.1824	120.741	1.40	24,793,557,641	-
02/12/10	8,838.0998	114.917	1.32	31,796,934,726	28.25
05/12/10	8,918.5135	80.414	0.91	32,495,756,023	2.20
06/12/10	8,771.4127	(147.101)	(1.65)	27,106,181,834	(16.59)
07/12/10	8,585.8807	(185.532)	(2.12)	20,506,341,647	(24.35)
08/12/10	8,451.5944	(134.286)	(1.56)	19,694,928,536	(3.96)
09/12/10	8,580.1978	128.603	1.52	16,227,485,803	(17.61)
12/12/10	8,295.4184	(284.779)	(3.32)	17,173,664,225	5.83
13/12/10	8,329.1136	33.695	0.41	17,454,151,269	1.63
14/12/10	8,354.8407	25.727	0.31	15,571,007,850	(10.79)
15/12/10	8,206.1723	(148.668)	(1.78)	12,699,428,274	(18.44)

19/12/10	7,654.4051	(551.767)	(6.72)	14,868,147,772	17.08
20/12/10	7,959.2753	304.870	3.98	14,592,649,301	(1.85)
21/12/10	8,168.7487	209.473	2.63	16,833,089,027	15.35
22/12/10	8,171.5737	2.825	0.03	16,223,274,466	(3.62)
23/12/10	8,108.1060	(63.468)	(0.78)	13,446,504,432	(17.12)
26/12/10	8,096.1383	(11.968)	(0.15)	15,246,387,286	13.39
27/12/10	8,205.0803	108.942	1.35	14,137,831,275	(7.27)
28/12/10	8,206.3772	1.297	0.02	13,675,826,090	(3.27)
29/12/10	8,215.0548	8.678	0.11	14,799,906,843	8.22
30/12/10	8,290.4129	75.358	0.92	17,831,040,234	20.48

পরিশিষ্ট-গ (২)

Top Ten Companies By Turnover Value

(For the Period of January to December 2010)

Sl. No	Company Name	Value (Tk. mn)	Value (%)	High Price (Tk.)	Low Price (Tk.)
1	BEXIMCO LTD.	190,672.61	4.76	500.00	245.00
2	TITAS GAS TRANSMISSION & DIST	149,913.66	3.74	1300.00	656.00
3	LANKABANGLA FINANCE LTD	105,348.33	2.63	570.00	285.00
4	AB BANK LIMITED.	103,480.83	2.58	1815.00	950.00
5	GRAMEENPHONE LTD	83,932.47	2.09	395.00	187.00
6	SUMMIT POWER LTD	79,987.19	1.99	2699.00	169.90
7	PEOPLE'S LEASING & FIN.	78,579.25	1.96	148.00	120.00
8	BEXTEX LTD.	77,469.11	1.93	108.00	50.00
9	PRIME FINANCE & INVST.	69,329.95	1.73	375.00	301.00
10	THE PREMIER BANK LTD	63,931.52	1.59	74.20	40.00
	TOTAL	1,002,644.93	25.00		

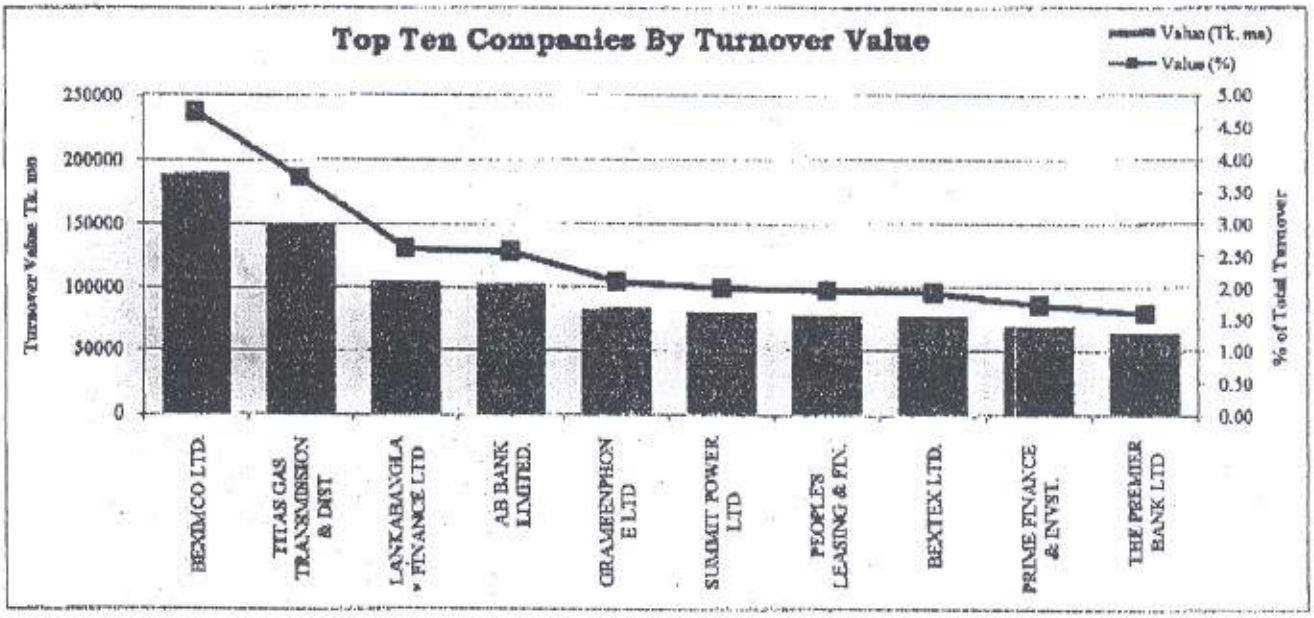

Attn: Mr. Saifur Rahman, ED, SEC.

13/02/11

পরিশিষ্ট -ঘ(৩)

Top Ten Companies By High Low Deviation				
Sl. No.	Company Name	High Price (Tk.)	Low Price (Tk.)	Deviation (%)
1	Chittagong Vegetables	5,634.00	115.00	4,799.13
2	Ocean Containers Ltd.	2,254.00	101.00	2,131.68
3	Summit Alliance Port Ltd.	2,699.00	169.90	1,488.58
4	Safko Spinning Mills Ltd.	910.00	80.50	1,030.43
5	Pharma Aids Ltd.	25,000.00	2,925.00	754.70
6	Tallu Spinning Mills Ltd.	1,273.75	150.50	746.35
7	Rahima Foods Ltd.	880.00	162.75	440.71
8	Sonargaon Textiles Ltd.	1,744.75	323.25	439.75
9	Mithun Nitting Ltd.	2,557.75	490.25	421.72
10	H.R. Textiles Ltd.	1,169.75	237.00	393.57

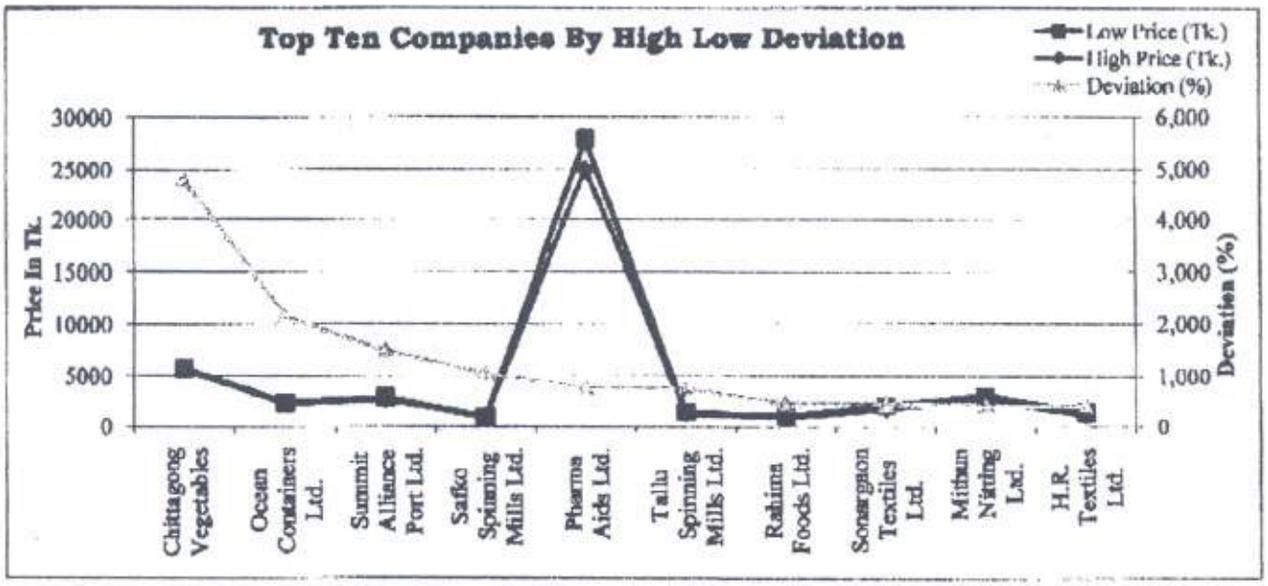

জানুয়ারী ২০১০ – ফেব্রুয়ারী ২০১১ সময়কালে শীর্ষ লেনদেনকারী

পরিশিষ্ট-গ (৪)

Top Client Information (Sale).

Date	Broker	Code	Client Name	Tk
12/12/10	AB Investment Ltd	2	AB Bank Ltd	120,273,272
19/12/10	AB Investment Ltd	2	AB Bank Ltd	309,200,151
4/01/11	AB Investment Ltd	2	AB bank Ltd	
06/01/11	AB Investment Ltd	2	AB bank Ltd	14,563,149
9/12/10	Al Arafah	999	Abdul Hafiz	18,572,940
09/01/11	Al Arafah	999	Abdul Hafiz	10,049,940
9/01/11	Al Arafah	1666	Abdul Hafiz	27,461,680
06/01/11	Multi	I2057	Abdul Wahab	14,435,975
9/01/11	IDLC	2057	Abdul Wahab Asia Parvin	14,435,575
12/12/10	Prime Bank Investment	1414	Abu Taib Md hasan	68,581,063
9/12/10	Prime Bank Investment	N88	Abu Taib Md hasan	18,085,218
19/12/10	Prime Bank Investment	1414	Abu Taib Md hasan	13,584,862
12/10	Md. Fakrul Islam Securities	60	AKM Anwarul Haq	12,616,450
04/01/11	Md. Fakrul Islam Securities	60	AKM Anwarul Haq	65,723,530
9/01/11	Fakrul Islam Sec	60	AKM Anwarul Haq	39,386,215
7/01/11	Fakrul Islam Sec	60	AKM Anwarul Haq	10,572,510
18/01/11	Fakrul Islam Sec	60	AKM Anwarul Haq	24,922,010
12/12/10	Fareast Stock & Bond	D0003	**AKM Arifur Rahman**	10,984,062
04/01/11	Lanka Bangla Securities	A3306	**AKM Arifur Rahman**	27,917,440
4/01/11	Fareast Stock & Bond	D0003	**AKM Arifur Rahman**	139,393,717
16/01/11	Fareast	D0003	**AKM Arifur Rahman**	107,518,230
7/01/11	Fareast	D0003	**AKM Arifur Rahman**	27,163,860
18/01/11	Lanka Bangla	A3306	**AKM Arifur Rahman**	39,763,841
9/01/11	Trust Bank	2005	AKM Zahidur Rahman	17,310,600
09/01/11	Trust Bank	2005	AKM Zahidur Rahman	17,749,025
1/01/11	Trust Bank	2005	AKM Zahidur Rahman	18,341,000
04/01/11	Trust Bank	233	**Amyn Rezwani**	12,945,065
9/01/11	Trust Bank	233	**Amyn Rezwani**	60,384,869
18/01/11	Trust Bank	233	**Amyn Rezwani**	21,508,659
1/01/11	AB Investment Ltd	957	Amzad Hossain fakir	29,155,198
12/12/10	Prime Bank Investment Ltd	110	Amzad Hossain fakir/ Roksana Amzad	12,270,042
1/01/11	AB Investment Ltd	2319	Roksana Amzad/ Md Amzad Hossain Fakir	10,110,013
04/01/11	Multi Securities	I0121	Ataur Rahman	11,362,050
1/01/11	IDLC	121	Ataur Rahman	11,362,050
12/12/10	Brac EPL	12606	Brac bank Ltd	65,198,518
1/12/10	Brac EPL	12606	Brac bank Ltd	26,707,789
09/01/11	Brac EPL	12606	Brac bank Ltd	149,521,578
04/01/11	Brac EPL	1	Brac EPL Inv Ltd	25,348,437
1/01/11	IDLC	520	Bilkis Fatema Jesmin	19,211,575

19/01/11	IDLC	4895	Dr Md Saiful Alam Siddiki	14,678,312
04/01/11	Prime Bank	1754	Dr Md Saiful Alam Siddique	14,495,149

06/01/11	Bank Asia	838	Dr Mohammad Imarn	32,479,742
09/01/11	Bank Asia	838	Dr Mohammad Imarn	11,965,425

19/12/10	Prime Bank Investment	1652	**Eliza Rahman**	11,621,504
04/01/11	Prime Bank	1652	**Eliza Rahman**	17,155,822
10/01/11	Prime Bank	1652	**Eliza Rahman**	11,024,678

12/12/10	Fareast Stock & Bond	D0013	Golam Kibria	10,687,395
19/12/10	Fareast Stock & Bond	D0002	Golam Kibria	13,786,137
19/12/10	Fareast Stock & Bond	D0013	Golam Kibria	58,804,670
04/01/11	Fareast Stock & Bond	D0002	Golam Kibria	11,427,312
06/01/11	Fareast	D0002	Golam Kibria	31,297,977
09/01/11	Fareast	D0002	Golam Kibria	12,289,042
09/01/11	Fareast	D0013	Golam Kibria	16,215,368
16/01/11	Fareast	D0013	Golam Kibria	51,673,012
18/01/11	Farest	D0013	Golam Kibria	11,090,237

04/01/11	Al Arafah	14	Kamrul Ahsan	18,374,450
06/01/11	Al Arafah	14	Kamrul Ahsan	65,494,706
09/01/11	Al Arafah	14	Kamrul Ahsan	26,310,840

04/01/11	Prime Bank	916	Kazi Yusuf Khalid	32,361,335
06/01/11	Prime Bank	916	Kazi Yusuf Khalid	45,006,548
09/01/11	Prime Bank	916	Kazi Yusuf Khalid	30,109,403
18/01/11	Prime Bank	916	Kazi Yusuf Khalid	41,248,464

19/01/11	AB Investment Ltd	258	Khandakar Bazlul haider	12,512,203
19/12/10	AB Investment Ltd	I258	Khondoker Bozlul Haider	12,512,203

12/12/10	Lanka Bangla Securities	A2900	Kutubuddin Ahmed	10,450,150
12/12/10	Brac EPL	756	Kutubuddin Ahmed	10,060,786
04/01/11	City Bank	325	Kutubuddin Ahmed	10,769,720

12/12/10	Trust Bank	T235	Mahaboobur Rashid Khan	19,317,650
04/01/11	Trust Bank	235	Mahaboobur Rashid Khan	18,546,890
09/01/11	Trust Bank	235	Mahaboobur Rashid Khan	16,547,785

18/01/11	Southeast Bank	S10041	Md Abdur Rahim	28,825,957
19/01/11			Md Abdur Rahim	11,188,311

19/12/10	Union capital	2357	Md Abdur Rob	10,766,322
04/01/11	Union capital	2357	Md Abdur Rob	19,432,563
06/01/11	Multi	1660	Md Abdur Rob	27,992,647

10/01/11	Trust Bank	453	Md Abul Hasnat	26,246,670
18/01/11	Trust Bank	453	Md Abul Hasnat	11,261,880

18/01/11	Multi	T0530	**Md Bhai**	11,692,380
09/01/11	Trust Bank	530	**Md Bhai, Nur jahan Huda**	10,197,776
18/01/11	Trust Bank	530	**Md Bhai, Nur jahan Huda**	11,188,101
18/01/11	Trust Bank	530	**Md Bhai, Nur jahan Huda**	11,692,380

09/01/11	Brac EPL	10	Md Jainal Abedin	13,166,705
19/01/11	Brac EPL	10	Md jainal Abedin	13,969,448
19/01/11	IDLC	178	Md Jainal Abedin	11,086,850
19/01/11	IDLC	226	Md Jainal Abedin/ Mrs Gulshan Abedin	21,645,082

19/12/10	Union capital	2186	Md Kafil uddin	12,686,601
09/01/11	Union capital	2186	Md Kafil uddin	32,162,830

12/12/10	Prime Bank Investment Ltd	533	**Md Khaliluzzaman**	18,736,394
19/12/10	Prime Bank Investment Ltd	533	**Md Khaliluzzaman**	36,098,489
04/01/11	PFI Securities Ltd	533	**Md Khaliluzzaman**	26,810,355
06/01/11	PFI Securities Ltd	533	**Md Khaliluzzaman**	17,175,450
[illegible]01/11	PFI Securities Ltd	533	**Md Khaliluzzaman**	10,011,000

12/12/10	AB Investment Ltd	378	Md Louthful Goni	17,526,382
09/01/11	AB Investment Ltd	378	Md Louthful Goni	47,379,110
12/01/11	AB Investment Ltd	378	Md Louthful Goni	17,526,382

12/12/10	Al Arafah	305	Md Mahbubul Alam	30,456,650
18/01/11	Al Arafah	305	Md Mahbubul Alam	17,005,780
19/01/11	Al Arafah	305	Md Mahbubul Alam	83,176,010

12/12/10	National Bank	394	Md Mizanur Rahman Sardar	11,371,460
12/12/10	National Bank	1730	Md Mizanur Rahman Sardar	14,000,633

04/01/11	Multi Securities	G694	Md Mostafa Kamal	28,613,315
17/01/11	Union capital	1072	Md Mostofa kamal	16,208,617

[illegible]12/10	IIDFC	438	Md Saifuddin	25,981,836
06/01/11	Trust Bank	399	Md Saiful Islam Mojumder	22,721,478

04/01/11	Lanka Bangla Securities	C6886	Md Salamat ullah	13,475,812
19/01/11	IDLC	2158	Md Salamt Ullah	36,459,520

04/01/11	AB Investment Ltd	318	Md Shafiqul Islam	25,004,165
04/01/11	Al Arafah	920	Md Shafiqul Islam	10,700,400
09/01/11	Al Arafah	920	Md Shafiqul Islam	18,364,987
10/01/11	Al Arafah	920	Md Shafiqul Islam	21,569,350

12/12/10	Prime Bank Investment	923	MM Abed Ullah, Nadira Sharmin	13,799,506
04/01/11	Prime Bank	923	MM Abed Ullah, Nadira Sharmin	14,620,820
09/01/11	Prime Bank	923	MM Abed Ullah, Nadira Sharmin	36,155,422

19/12/10	Union capital	1054	Moin Uddin Ahmed Chy	27,502,960
04/01/11	Union capital	1054	Moin Uddin Ahmed Chy	16,030,297
06/01/11	Union capital	1054	Moin Uddin Ahmed Chy	26,193,066
19/01/11	Union capital	1054	Moin Uddin Ahmed Chy	28,239,770

19/12/10	Southeast Bank	S10061	Moklasur Rahman Bhuiyan	30,679,801
19/12/10	IIDFC	S10061	Moklasur Rahman Bhuiyan	30,725,982

19/12/10	Southeast Bank	S10106	Moshior Rahman Bhuiyan	14,546,835
19/12/10	IIDFC	S10106	Moshior Rahman Bhuiyan	14,568,732

04/01/11	Bank Asia	1207	Mr Kamran Uddin	12,393,250
09/01/11	Bank Asia	1207	Mr Kamran Uddin	18,760,691
09/01/11	Bank Asia	1208	Mr Kamran Uddin	29,750,707
10/01/11	Bank Asia	1207	Mr Kamran Uddin	21,586,710
18/01/11	Bank Asia	1207	Mr Kamran Uddin	46,344,457

19/12/10	National Bank	2700	Mr. Anirban Das Gupta	43,752,220
04/01/11	National Bank	2700	Mr. Anirban Das Gupta	35,185,850
18/01/11	National Bank	2700	Mr. Anirban Das Gupta	43,752,220

16/01/11	Fakrul Islam Sec	16037	Mrs Sabrina Shafique	10,091,327
17/01/11	Fakrul Islam Sec	16037	Mrs Sabrina Shafique	11,543,884
01/11	Fakrul Islam Sec	16037	Mrs Sabrina Shafique	11,311,337

04/01/11	Trust Bank	3500	Mrs. Sabrina Chy	11,693,560
06/01/11	Trust Bank	3500	Mrs. Sabrina Chy	10,005,012

19/12/10	Trust Bank	579	**Mst Rehana Khan Majlish**	16,057,100
06/01/11	Trust Bank	579	**Mst Rehana Khan Majlish**	19,622,155
09/01/11	Trust Bank	579	**Mst Rehana Khan Majlish**	10,802,122
12/01/11	Trust Bank	T0579	**Mst Rehana Khan Majlish**	

19/12/10	Southeast Bank	S10609	New England Equity Ltd	144,236,306
06/01/11	Southeast Bank	S10609	New England Equity Ltd	41,242,015

19/12/10	Union capital	1319	**Nripen Chowdhury**	18,049,440
12/12/10	Union capital	1319	**Nripen Chy**	17,938,685
12/10	SES Company	H408	**Nripen Chy**	10,076,870
04/01/11	Prime Bank	N35	**Nripen Chy**	23,255,352
06/01/11	Prime Bank	285	**Nripen Chy**	13,133,138
06/01/11	Union capital	1319	**Nripen Chy**	25,566,666
06/01/11	SES Company	H408	**Nripen Chy**	15,504,460
09/01/11	Union capital	1319	**Nripen Chy**	17,270,750
17/01/11	SES Company	H408	**Nripen Chy**	17,397,390
18/01/11	Union capital	1319	**Nripen Chy**	10,610,211

19/12/10	Md. Fakrul Islam Securities	75005	O. K Enterprise Pvt Ltd	15,601,260
04/01/11	Md. Fakrul Islam Securities	75005	O. K Enterprise Pvt Ltd	34,386,870
16/01/11	Fakrul Islam Sec	75005	O. K Enterprise Pvt Ltd	10,603,172
18/01/11	Fakrul Islam Sec	75005	O. K Enterprise Pvt Ltd	24,555,635
19/12/10	Md. Fakrul Islam Securities	75011	O. K Properties Ltd	15,378,732
04/01/11	Md. Fakrul Islam Securities	75011	O. K Properties Ltd	14,408,882
18/01/11	Fakrul Islam Sec	75011	O. K Properties Ltd	17,368,962

04/01/11	Bank Asia	1685	Rehana Khatun	23,877,112
09/01/11	Bank Asia	1685	Rehana Khatun	10,965,500
16/01/11	Bank Asia	1685	Rehana Khatun	29,989,450
17/01/11	Bank Asia	1685	Rehana Khatun	14,193,600

12/12/10	IIDFC	S10007	**Richard D Rozario**	32,409,346
06/01/11	IIDFC	S10007	**Richard D Rozario**	22,949,708
06/01/11	Southeast Bank	S10007	**Richard D Rozario**	22,915,215

06/01/11	PFI Securities Ltd	650	S M Jillur Rahman	68,292,825
09/01/11	PFI Securities Ltd	650	S M Jillur Rahman	26,782,825

04/01/11	Trust Bank	483	Sakina Mir Aly	38,772,400
09/01/11	Trust Bank	483	Sakina Mir Aly	13,445,950

12/12/10	Prime Bank Investment	434	**Sara Khondoker**	31,092,563
12/12/10	Prime Bank Investment	209	**Yakub Ali Khondoker**	22,514,075
16/01/11	Prime Bank	209	**Yakub Ali Khondoker**	11,339,013
12/12/10	Prime Bank Investment	433	**Yakub Ali Khondoker, Sara Khondoker**	23,550,379
12/12/10	Prime Bank Investment Ltd	D501	**Dream Holding Ltd**	27,237,387
19/12/10	Prime Bank Investment Ltd	D501	**Dream Holding Ltd**	21,550,068
06/01/11	PFI Securities Ltd	D501	**Dreamland Holding**	23,911,853

16/01/11	MTBL	3030	SM Masudur Rahman	12,454,225
17/01/11	MTBL	3030	SM Masudur Rahman	10,321,762

19/12/10	BLI Securities	6	Southeast	69,314,026
04/01/11	BLI Securities	6	Southeast	13,840,765
04/01/11	BLI Securities	6	Southeast Bank	13,840,765
09/01/11	IIDFC	S10609	Southeast bank	25,922,521
19/12/10	IIDFC	S10609	Southeast bank Ltd	19,513,824

12/12/10	Union capital	1292	Starlit Services Ltd	37,998,780
04/01/11	Union capital	1292	Starlit Services Ltd	145,455,925
17/01/11	Union capital	1292	Starlit Services Ltd	83,127,825
18/01/11	Union capital	1292	Starlit Services Ltd	67,548,250
19/01/11	Union capital	1292	Starlit Services Ltd	69,048,837

19/12/10	NCC Bank Ltd	4901	**Syed Abu Zafar**	21,441,775
09/01/11	NCC Bank Ltd	4901	**Syed Abu Zafar**	13,354,550
18/01/11	NCC Bank Ltd	4901	**Syed Abu Zafar**	13,354,550

19/12/10	Trust Bank	314	Syed Jahirul Islam	23,649,110
09/01/11	Trust Bank	314	Syed Jahirul Islam	29,616,500
18/01/11	Trust Bank	314	Syed Jahirul Islam	10,622,165

12/12/10	Prime Bank Investment Ltd	526	Syed Sirajud Dawla	19,512,388
19/12/10	Prime Bank Investment Ltd	526	Syed Sirajud Dawla	33,300,150
19/12/10	IIDFC	1803	Syed Sirajud Dawla	29,165,192
04/01/11	IIDFC	1803	Syed Sirajud Dawla	34,959,389
04/01/11	PFI Securities Ltd	526	Syed Sirajud Dawla	53,425,013
06/01/11	PFI Securities Ltd	D526	Syed Sirajud Dawla	13,556,150
18/01/11	PFI Securities Ltd	526	Syed Sirajud Dawla	47,625,875
12/12/10	Prime Bank Investment Ltd	640	Rashada Akter Maya	21,044,161
19/12/10	Prime Bank Investment Ltd	640	Rashada Akter Maya	13,497,010
06/01/11	PFI Securities Ltd	640	Rashada Akter Maya	27,046,452

06/01/11	Trust Bank	1116	Zaeem Ahmed	28,973,800
09/01/11	Trust Bank	1116	Zaeem Ahmed	12,532,975

[illegible]/01/11	City Bank	C083	The Kapna Tea Company	82,855,870
09/01/11	City Bank	C083	The Kapna Tea Company	72,311,545

পরিশিষ্ট-গ (৫)

Top 50 Gainer (2010)				
No	COMPANY NAME	3-Jan-10	30-Dec-10	% Change
1	Ctg Vegetables (z)	119.75	5,099.50	4,158.46
2	Safko Spinn (z)	84.50	753.75	792.01
3	Tallu Spinn (z)	156.00	848.75	444.07
4	Rahima Food (B)	165.25	693.75	319.82
5	Bd Welding	66.80	266.50	298.95
6	Prime Insurance	444.00	1,584.25	256.81
7	Monno Staffler	978.25	3,366.50	244.13
8	Sonargaon Textile	380.00	1,288.00	238.95
9	Dhaka Insurance	812.25	2,646.50	225.82
10	City General Ins	474.25	1,503.75	217.08
11	HR Textile	271.00	842.25	210.79
12	Mithun Knitting	534.75	1,655.75	209.63
13	Mercantile Insurance	488.50	1,454.25	197.70
14	Libra Infution	1,782.00	4,944.75	177.48
15	Delta Life Insurance (z)	14,450.25	38,899.25	169.19
16	One Bank Ltd	451.75	1,153.75	155.40
17	Continental Insurance	434.50	1,105.00	154.32
18	Aramit Cement	628.00	1,591.00	153.34
19	Singer Bd	2,873.25	7,169.50	149.53
20	Monno Ceramics	462.00	1,138.25	146.37
21	Takaful Insurance	494.50	1,218.00	146.31
22	Imum Button (B)	250.75	606.25	141.77
23	Meghna Condence Milk (B)	33.60	80.10	138.39
24	Ambee Pharma	211.50	497.20	135.08
25	Midas Financing Ltd	808.50	1,853.25	129.22
26	Savar Refrectories (B)	513.50	1,169.00	127.65
27	Prime Textile	360.75	813.00	125.36
28	Paramount Insurance	381.75	839.00	119.78
29	Fu Wang Food	53.30	117.00	119.51
30	Janata Insurance	913.00	1,991.00	118.07
31	Sonali Ansh	1,204.50	2,601.00	115.94
32	Fine Food	45.50	97.20	113.63
33	Quasem Drycell	72.00	153.00	112.50
34	Progressive Life Ins	1,572.00	3,298.00	109.80
35	BIFC	543.25	1,117.00	105.61
36	Sonar bangla Ins	398.00	817.50	105.40
37	BSRM Steel	1,036.50	2,118.50	104.39
38	Purabi General Insurance	1,100.50	2,245.25	104.02
39	National Life Insurance	3,710.50	7,532.00	102.99
40	Rupali Life Insurance	1,627.00	3,300.50	102.86
41	Premier Leasing	553.25	1,116.50	101.81
42	Desh Garments (B)	271.00	545.00	101.11
43	Standard Bank	325.25	646.00	98.62
44	Apex Spinning & Knitting	832.25	1,648.75	98.11
45	Republic Insurance	434.00	855.00	97.00
46	Union Capital	125.40	246.80	96.81
47	Eastern Housing	723.25	1,416.00	95.78
48	Agrani Insurance	462.50	902.00	95.03
49	Phoenix Insurance	780.75	1,519.00	94.56
50	International Leasing	1,315.50	2,544.00	93.39

পরিশিষ্ট-১ (ঙ)

Top 50 Gainer (2009)

No	COMPANY NAME	1-Jan-09	30-Dec-09	% Change
1	Beach Hatchery	5.80	53.90	829.31
2	Purabi General Insurance	170.00	1,133.75	566.91
3	Aftab Automobiles	354.25	2,048.75	478.33
4	Padma Cement (z)	4.40	24.90	465.91
5	Rahim Textile	418.00	1,849.75	342.52
6	Meghna Pet (z)	4.00	17.70	342.50
7	Desh Garments (B)	61.75	271.75	340.08
8	Confidence Cement	323.00	1,398.25	332.89
9	Orion Infution (z)	172.75	727.25	320.98
10	Delta Spinn	139.75	550.25	293.74
11	Olymic Industries	410.75	1,565.25	281.07
12	Savar Refrectories (B)	141.00	535.50	279.79
13	Samorita hospital	250.00	938.50	275.40
14	First Lease International	363.25	1,327.75	265.52
15	Meghna Condence Milk (z)	8.80	32.10	264.77
16	Ctg Vegetables (z)	31.50	110.75	251.59
17	Hakkani Pulp (B)	16.20	56.60	249.38
18	Mithun Knitting	153.00	533.25	248.53
19	Reckit & Benkiser	453.00	1,556.40	243.58
20	BEXTEX	23.80	81.40	242.02
21	Fuwang Ceramic (B)	115.75	389.75	236.72
22	Dulamia Cotton (B)	59.50	199.25	234.87
23	Meghna Cement	402.50	1,304.00	223.98
24	Jamuna Oil	141.80	454.40	220.45
25	Rahima Food (B)	52.50	167.25	218.57
26	Aramit Cement (z)	178.50	565.25	216.67
27	Bd Auto Car (B)	128.75	406.00	215.34
28	Standard Insurance (B)	152.00	472.00	210.53
29	Prime Textile	120.75	370.75	207.04
30	Northen Insurance	166.50	510.00	206.31
31	Fine Foods	14.80	45.30	206.08
32	Eastern Housing	238.00	719.25	202.21
33	Dhaka Fisheries (B)	57.50	172.25	199.57
34	CMC Kamal (z)	47.00	137.25	192.02
35	Phoenix Finance	440.25	1,261.50	186.54
36	Uttara Finance	745.50	2,123.25	184.81
37	Asia Pasific	224.25	631.25	181.49
38	Anwar Galvanizing (z)	136.75	381.50	178.98
39	Aziz Pipe (z)	173.50	484.00	178.96
40	S. Alam	340.25	946.25	178.10
41	Modern Dyeing (B)	169.25	467.75	176.37
42	Saiham Textile	112.50	307.75	173.56
43	Bd Thai	437.00	1,192.25	172.83
44	Anlima Yarn (B)	55.50	151.25	172.52
45	City General Ins	177.00	479.75	171.05
46	Sonar bangla Ins	150.75	408.00	170.65
47	Global Insurance	187.50	502.50	168.00
48	Bd Welding (B)	24.20	63.60	162.81
49	Paramount Insurance (B)	149.00	390.50	162.08
50	Standerd Ceramic (B)	105.25	271.00	157.48

পরিশিষ্ট-গ (৭)

Top 50 sellers for the period of October 2010 to January 2011

As per verbally instruction of SEC regarding submission of information of Top 50 clients who has involved major trading **during the period of October 2010 to January 2011,** in this connection we have collected the data from surveillance software and identified manually the top 50 sellers clients with respective broker as per turnover during the period. **The top 50 seller clients have been included chronologically as follows:**

S.L. No.	Name of Clients	Client code	Name of Brokers	Turnover
21	Omnibus	AGB	ICB Securities Trading	9,435,963,978.50
11	BRAC BANK LIMITED	12606	Brac EPL Stock Brokerage Ltd.	6,840,956,773.00
22	Omnibus	ICML	ICB Securities Trading Company Ltd.	6,105,946,262.40
23	Omnibus	ABMUF	ICB Securities Trading Company Ltd.	4,791,828,493.25
12	Everest Capital	F44	Brac EPL Securities ltd.	4,755,001,931.15
2	National Bank Limited (Dealer)	00001	National Bank Limited	4,306,960,317.50
24	Omnibus	SOB	ICB Securities Trading Company Ltd.	4,188,559,047.50
9	SOUTHEAST BANK LTD	6	BLI Securities Limited.	4,122,656,352.50
48	UTTARA FINANCE & INVESTMENTS LT	X1	UGC Securities Ltd.	4,094,601,761.75
5	AB-BANK LTD	002	AB Securities Ltd.	3,919,911,637.00
17	FAREAST ISLAMI LIFE INSURANCE	1	Hazrat Amanat Sha Secuties	3,872,605,846.00
4	The Premier bank Ltd.	00200	The Premeir Bank Ltd.	3,659,005,499.50
20	IDLC Finance Managed Cap	M1	IDLC Securities Limited	2,670,171,529.25
25	Omnibus	RAJICML	ICB Securities Trading Company Ltd.	2,496,586,093.45
3	Pubali Bank Limited	1	Pubali Bank Ltd.	2,445,218,350.50
26	Omnibus	ICB	ICB Securities Trading Company Ltd.	2,399,504,477.00
14	MR GOLAM KIBRIA	D0013	Fareast Stock and Bond Ltd.	2,369,075,562.50
27	Omnibus	KHLICML	ICB Securities Trading Company Ltd.	2,067,880,739.00
28	Omnibus	BOGICML	ICB Securities Trading Company Ltd.	2,001,308,296.85
6	AB-BANK BDA	026	AB Securities Ltd.	1,981,873,405.00
35	FRONTIER FUND (BERMUDA) LTD	F0016	LankaBangla Securities Ltd.	1,941,599,105.50
18	MOHAMMAD HELAL MIAH	2	Hazrat Amanat Sha Secuties	1,804,694,621.00
42	HAZI SHAKHAWAT ANWARA EYE HOSPITA	00045	National Bank Limited	1,798,558,948.75
36	TASMIA AMBEREEN	C2003	LankaBangla Securities Ltd.	1,684,644,025.00
41	MISS. AFROZA SHARMIN	O0999	Multi Securities & Services Limited.	1,679,906,105.00
1	DhaKa Bank Limited	5	DBL Securities Limited	1,592,882,873.50
29	Omnibus	HO	ICB Securities Trading Company Ltd.	1,580,990,921.65
44	THE CITY BANK LTD	2444	Phoenix Securities Limited	1,558,986,317.75

S.L. No.	Name of Clients	Client code	Name of Brokers	Turnover
30	Omnibus	UF	ICB Securities Trading Company Ltd.	1,554,235,820.00
43	Syed Siraj Ud Dawla	526	PFI Securities Limited	1,542,692,083.50
31	Omnibus	CTGICML	ICB Securities Trading Company Ltd.	1,500,985,523.10
13	Morgan	F29	Brac EPL Securities ltd.	1,358,837,032.50
37	ZARA NAMREEN	C7098	LankaBangla Securities Ltd.	1,318,703,517.50
47	Starlite Services Limited	UCL1292	SES Company Limited.	1,318,045,044.50
40	Delta Life Insurance Company Ltd.	4	EBL Securities Ltd.	1,270,888,643.75
45	Standard Bank Ltd.	W9001	SAR Securities Ltd.	1,255,156,105.45
49	A.B.M Faruque Hossain	P819	Wifang Securities Ltd.	1,208,969,487.50
34	MD. AMZAD HOSSAIN FAKIR	I957	Popular Equities Limited	1,183,957,023.75
7	SHARIF AHMED	730	Al-Arafah Islami Bank Ltd.	1,182,957,248.75
46	MR. ARIFUR RAHMAN	A0365	Vision Capital Management Ltd.	1,174,631,090.50
8	MD MAHBUBUL ALAM	305	Al-Arafah Islami Bank Ltd.	1,163,730,467.50
10	Beximco Ltd.	C063	City Brokerage Ltd.	1,123,131,020.00
32	Omnibus	ICMF	ICB Securities Trading Company Ltd.	1,114,319,690.75
38	Sujit Shaha	D9555	LankaBangla Securities Ltd.	1,102,482,230.00
50	Abu Taib Md.Hasan	P1414	Wifang Securities Ltd.	1,081,689,640.00
39	MD. MAHABUBUR RAHMAN	D0582	LankaBangla Securities Ltd.	1,080,107,553.75
16	(GREEN DELTA INSURANCE COMPANY LIMITED	24	Green Delta Financial Services Limited.	1,063,831,753.75
15	GOLAM KIBRIA	D0002	Fareast Stock and Bond Ltd.	1,055,970,549.75
19	ZINNAT BEGUM	D1379	International Leasing Securities Limited	1,042,504,095.00
33	Omnibus	BARICML	ICB Securities Trading Company Ltd.	1,042,016,151.25

পরিশিষ্ট-ঘ (৮)

Top 50 buyer for the period of January 2010 to February 2010

As per verbally instruction of SEC regarding submission of information of Top 50 clients who has involved major trading during the period of **January 2010 to February 2010**, in this connection we have collected the data from surveillance software and entified manually the top 50 buyer clients with respective broker as per turnover during the period. **The top 50 buyer clients have been included chronologically as follows:**

.. No.	Name of ther Clients	Client Code	Name of the Brokers	TURNOVER
1	National Bank Limited	00001	National Bank Limited	4,239,469,726.25
2	Omnibus	SOB	ICB Securities Trading Company Ltd.	3,686,054,173.50
3	Omnibus	ICML	ICB Securities Trading Company Ltd.	2,873,294,694.75
4	Gulam Mostafa	P1301	Wifang Securities Limited	1,683,967,907.50
5	Syed Siraj Ud Dawla	526	PFI Securities Limited	1,456,173,940.00
6	Uttara Finance and Investment Ltd.	X1	UGC Securities Limited	1,440,326,941.00
7	AB Bank Limited	002	AB Securities Limited	1,428,652,380.75
8	Shahjalal Islami Bank Limited	100	Shahjalal Islami Bank Limited	1,359,520,802.50
9	Omnibus	ABMUF	ICB Securities Trading Company Ltd.	1,069,422,191.00
10	FAREAST ISLAMI LIFE INSURANCE	1	Hazrat Amanat Shah Securities Limited	1,062,429,854.25
11	Premier BankLimited	00007	Premier Bank Limited	1,040,014,863.25
12	Omnibus	RAJICML	ICB Securities Trading Company Ltd.	960,496,147.25
13	Omnibus	KHLICML	ICB Securities Trading Company Ltd.	920,727,691.75
14	Prime Bank Investment Limited	P1348	Wifang Securities Limited	912,399,990.00
15	AB Bank BDA	026	AB Securities Limited	871,785,394.00
16	Tayeb Ali Khan	27455	EBL Securities Limited	853,883,173.75
17	SOUTHEAST BANK LTD	6	BLI Securities Limited	842,958,047.50
18	Abdul Matin	O0999	Prilink Securities Limited	821,482,062.50
19	Standard Bank Limited	W9001	SAR Securities Limited	801,938,273.25
20	Mr. M. Shahadat Hossain	A0021	PFI Securities Limited	776,890,741.80
21	Yeakub Ali Khandaker	P209	CMSL Securities Limited	769,777,162.50
22	Md. Shahid Ullah	22	Crest Securities Limited	760,828,915.00
23	Pubali Bank Limited	1	Pubali Bank Limited	740,196,262.75
24	ABDUL HAFIZ	999	Al-Arafah Islami Bank Limited	703,293,480.00
25	Gulam Mustafa	P1301	PFI Securities Limited	702,679,007.50
26	PFI A/C MR. ARIFUR RAHMAN	A0365	Vision Capital Management	675,624,937.50
27	Omnibus	EPF1	ICB Securities Trading Company Ltd.	650,383,667.50
28	Omnibus	PBM1	ICB Securities Trading Company Ltd.	644,628,905.50
29	Omnibus	BOGICML	ICB Securities Trading Company Ltd.	639,150,840.75
30	Mohammed Rezaul Karim	P350	PFI Securities Limited	635,027,316.25
31	FAISAL IBNE YOUSUF	01663	National Bank Limited	630,244,763.75
32	THE CITY BANK LTD	2444	Phoenix Securities Limited	621,846,750.25
33	MR GOLAM KIBRIA	D0004	Internation.al Leasing Securities Ltd.	618,664,545.00
34	Mrs. Soma Alam Rahman	I1782	AB Securities Limited	610,735,762.50
35	Mr. Sabbir Hossain	00055	IIDFC Securities Limited	606,594,248.75

36	Syed Siraj Ud Dawla	D526	PFI Securities Limited	598,910,718.75
37	Md. Iftekhar Uddin Khan	P85	Wifang Securities Limited	588,855,353.25
38	Md. Amzad Hossain Fakir	I957	Popular Equities Limited	571,809,648.75
39	Fareast Finance and Investment	A0745	PFI Securities Limited	564,079,262.50
40	Omnibus	HO	ICB Securities Trading Company Ltd.	561,481,708.00
41	INTERNATIONAL LEASING & FINANCIAL	D0231	International Leasing Securities Ltd.	559,420,572.75
42	Mr. Newaz Md. Iqbal Yousuf	00100	IIDFC Securities Limited	558,933,462.50
43	Asad Md. Sadaqul Islam	2288	IFIC Bank Limited	551,923,627.50
44	MR. MD.RUHUL AMIN	2724	NCC Bank Limited	547,663,263.75
45	Exim Bank Limited	O0999	Multi Securities and Consultant Ltd.	545,412,492.50
46	Omnibus	CTGICML	ICB Securities Trading Company Ltd.	543,784,647.00
47	Mr. Arif Masud Chowdhury	UCL1100	SES Company Limited	536,551,034.50
48	Omnibus	ICMF	ICB Securities Trading Company Ltd.	526,205,086.25
49	Sujit Shaha	D9555	LankaBangla Securities	526,037,492.50
50	Rashada Akter (Maya)	640	PFI Securities Limited	521,699,830.00

পরিশিষ্ট-গ (২)

Top 50 Buyers for the period of October 2009-November 2009

As per verbally instruction of SEC regarding submission of information of Top 50 clients who has involved major ading **during the period of October 2009 to November 2009**, in this connection, we have collected the data from surveillance software and identified manually the top 50 buyer clients with respective broker as per turnover during the period. **The top 50 buyer clients have been included chronologically as follows:**

Sl.	Name of Client	Client Code	Name of Broker	Turn Over
1	AB-BANK LTD	002	AB Securities Ltd.	3,290,787,649.25
2	Gulam Mustafa	P1301	Wifang Securities Ltd.	2,718,390,913.75
3	Omnibus	ICML	ICML	2,228,208,495.75
4	Omnibus	SOB	ICML	2,192,735,428.50
5	Mohammed Rezaul Karim	P350	PFI Securities Ltd.	1,394,962,212.50
6	Shahjalal Islami Bank Ltd.	100	Shahjalal Islami Bank Ltd.	1,360,042,365.00
7	Pubali bank Limited (Dealer)	1	Pubali Bank Ltd.	1,315,331,651.25
8	Syed Siraj Ud Dawla	526	PFI Securities Ltd.	1,196,127,760.00
9	Md. Khaliluzzaman	533	PFI Securities Ltd.	1,112,688,728.75
10	Uttara Finance and Investment Ltd.	X1	UGC Securities Ltd.	1,088,935,338.75
11	Yeakub Ali Khandaker	P209	CMSL Securities Ltd.	1,040,804,790.00
12	MD. Shahid Ullah	22	Crest Securities Ltd.	781,686,317.25
13	Omnibus	JBM	ICML	759,937,924.75
14	AB Investment Limited (Omnibus)	026	AB Securities Ltd.	748,005,248.75
15	Omnibus	KHLICML	ICML	686,702,731.75
16	Omnibus	RAJICML	ICML	658,898,320.00
17	Abu Sadat Md. Sayem	I1858	Salta Capital Limited	643,616,773.75
18	Standard Bank Ltd. Potfolio A/C	W9001	SAR Securities Limited	633,821,281.50
19	Omnibus	ICB	ICML	632,212,293.50
20	Md. Amzad Hossain Fakir	I957	Popular Equities Limited	612,707,447.25
21	Mrs. Soborna Mustafa	I2306	Popular Equities Limited	610,048,100.00
22	Standard Bank Ltd. Potfolio A/C	12840	SAR Securities Limited	600,170,645.50
23	PFI A/C MR. ARIFUR RAHMAN	A0365	Vision Capital Mgt. Limited	587,931,212.50
24	Omnibus	HO	ICML	560,116,564.00
25	MOMTAZ BEGUM	D0008	International Leasing Securities Ltd	557,976,431.75
26	ABDUL HAFIZ	999	Al-Arafah Islami Bank ltd.	557,019,316.25
27	Md. Zahid Miah	I2369	Popular Equities Limited	542,198,903.00
28	Md. Jahangir Miah	I2370	Popular Equities Limited	524,491,046.50
29	NAHAR INTERNATIONAL TRADING CO	968	Al-Arafah Islami Bank ltd.	522,574,698.75
30	SULAIMAN RUBELL	1240	Al-Arafah Islami Bank ltd.	521,463,816.25
31	Jesmin Arzu,Md. Fazlur Rahman	P114	CMSL Securities Ltd.	516,009,328.25
32	Iqbal Ahmed	P708	CMSL Securities Ltd.	490,028,267.50
33	Mr. SM Jillur Rahman	650	PFI Securities Ltd.	482,072,080.00
34	ZINNAT BEGUM	D1379	International Leasing Securities Ltd	478,500,946.00
35	Omnibus	CTGICML	ICML	477,939,442.00
36	Abu Sadat Md. Sayem	I570	Salta Capital Limited	475,573,947.50

37	Mohammed Moksedul Islam	I2057	Popular Equities Limited	474,640,955.00
38	R. Y. Shamsher	1118	Shahjalal Islami Bank Ltd.	463,079,715.00
39	MR GOLAM KIBRIA	D0004	International Leasing Securities Ltd	449,926,832.50
40	A.K.M Mostafizur Rahman	S50	BLI Securities Ltd.	449,484,886.25
41	MD. FAZLUR RAHMAN	01590	National Bank Ltd.	442,737,840.00
42	Mr. Rabindar Nath Sarker	S0016	Shahjalal Islami Bank	428,034,150.00
43	MARIAM ALI	01368	National Bank Ltd.	423,939,975.00
44	Kazi M. Shahadat Hossain	UCL1055	SES Company	394,609,096.25
45	MR MD SHAMSUL ALAM	40	Al-Arafah Islami Bank ltd.	394,139,795.00
46	Omnibus	BARICML	ICML	392,989,997.25
47	THE CITY BANK LTD	2444	Phoenix Securities	389,331,025.00
48	Omnibus	ICMF	ICML	389,297,443.75
49	Abu Talha	I606	IDLC Securities Limited	387,628,617.50
50	Rashada Akter (Maya)	640	PFI Securities Ltd.	386,266,416.25

PROSPECTUS SUBMITTED FOR IPO UNDER BOOK BUILDING METHOD (RECENTLY SUSPENDED)

SL NO.	NAME OF COMPANY	FACE VALUE	INDICATIVE PRICE	PREMIUM	AMOUNT OF IPO	NUMBER OF SHARES
		TK	TK.	TK.	TK.	
1	LANKA BANGLA SECURITIES LIMITED	10	250	240	750 crore	3,00,00,000
2	NAVANA REAL ESTATE LIMITED	10	124.08	114.08	372.24 crore	3,00,00,000
3	KEYA COTTON MILLS LIMITED	10	49.53	39.53	247.65 crore	5,00,00,000
4	UNIQUE HOTELS & RESORTS LIMITED **(Commission approved for Bidding)**	10	185	175	555.00 crore	3,00,00,000
5	BANGLADESH SUBMARINE CABLES LIMITED	10	10	N/A	31 crore	3,10,00,000

PROSPECTUS SUBMITTED FOR IPO UNDER FIXED PRICE METHOD (IN PROCESS)

SL NO.	NAME OF COMPANY	FACE VALUE	OFFER PRICE	PREMIUM	AMOUNT OF IPO	NUMBER OF SHARES
		TK	TK.	TK.	TK.	
1	CENTRAL DEPOSITORY BANGLADESH LTD. (CDBL)	10	60	50	240 crore	4,00,00,000
2	STS HOLDINGS LIMITED	10	125	115	375	3,00,00,000
3	BARKATULLAH POWER AND ELECTRODYNAMICS LIMITED **(Already approved and issued consent letter)**	10	60	50	120 crore	2,00,00,000
4	SHURWID INDUSTRIES LIMITED	10	10	N/A	14 crore	1,40,00,000
5	RANGPUR DAIRY & FOOD PRODUCTS LIMITED	10	25	15	40.85 crore	1,63,41,400
6	GBB POWER LIMITED	10	70	60	143.5 crore	2,05,00,000

3/2/11
ATM Tariquzzaman
Executive Director
Securities and Exchange Commission

COMPANIES CONDUCTED ROAD SHOW RECENTLY FOR IPO UNDER BOOK BUILDING METHOD BUT NOT SUBMITTED FORMAL APPLICATION TO THE COMMISSION

SL NO.	NAME OF COMPANY
1	KYCR COIL INDUTRIES LIMITED
2	SUMMIT SHIPPING LIMITED
3	GOLDEN HARVEST AGRO INDUSTRIES LIMITED
4	ORION PHARMA LIMITED
5	FAR EAST KNITTING & DYEING INDUSTRIES LIMITED
6	ANANDA SHIPYARD & SLIPWAYS LIMITED
7	GMG AIRLINES LIMITED
8	PHP FLOAT GLASS INDUSTRIES LIMITED
9	KDS STEEL LIMITED

2/2/11

ATM Tariquzzaman
Executive Director
Securities and Exchange Commission

Annexure-A
পরিশিষ্ট-ক (২২)
(সংযোজনী-২২ক)

Private Placement Summary

Based on information available from Prospectus and Information Memorandum

Sl_No	Name of the Company	Private Placement (Share/Unit)	Post IPO Paid Up Capital (actual or as proposed)	%age of Paid up capital	Placement Price	Placement Amount
1	ACI Limited (ACI 20% Convertible Zero Coupon Bonds)	801,510	17,505,850	4.6%	1000	801,510,000
2	Active Fine Chemicals Limited	4,000,000	40,000,000	10.0%	10	40,000,000
3	AIBL 1st Islamic Mutual Fund	40,000,000	100,000,000	40.0%	10	400,000,000
4	Barakatullah Electro Dynamics Limited	43,271,052	86,000,000	50.3%	10	432,710,520
5	Beacon Pharmaceuticals Limited	130,000,000	220,000,000	59.1%	10	1,300,000,000
6	BRAC Bank 25% Subordinated Convertible Bonds	2,700,000	3,000,000	90.0%	1000	2,700,000,000
7	DBH First Mutual Fund	60,000,000	120,000,000	50.0%	10	600,000,000
8	Deshbandhu Polymer Limited	8,000,000	40,000,000	20.0%	10	80,000,000
9	EBL First Mutual Fund	60,000,000	100,000,000	60.0%	10	600,000,000
10	First Janata Bank Mutual Fund	50,000,000	200,000,000	25.0%	10	500,000,000
11	GMG Airlines Limited	60,000,000	346,660,000	17.3%	50	3,000,000,000
12	Grameenphone Limited	65,685,800	1,350,299,997	4.9%	74	4,860,749,200
13	Green Delta Mutual Fund	60,000,000	150,000,000	40.0%	10	600,000,000
14	ICB AMCL 3rd NRB Mutual Fund	10,000,000	100,000,000	10.0%	10	100,000,000
15	ICB Employees Provident Mutual Fund One , Scheme One	15,000,000	75,000,000	20.0%	10	150,000,000
16	IFIC Bank 1st Mutual Fund	55,000,000	120,000,000	45.8%	10	550,000,000
17	IFIL Islamic Mutual Fund-1	40,000,000	100,000,000	40.0%	10	400,000,000
18	Keya Cotton Mills Limited	6,000,000	116,000,000	5.2%	20	120,000,000
19	Lanka Bangla Securities	5,000,000	90,000,400	5.6%	250	1,250,000,000
20	Maksons Spinning Mills Limited	12,000,000	42,000,000	28.6%	10	120,000,000
21	Malek Spinning Mills Limited	50,000,000	160,000,000	31.3%	25	1,250,000,000
22	MBL 1st Mutual Fund	40,000,000	100,000,000	40.0%	10	400,000,000
23	Orion Pharma Limited	75,000,000	195,000,000	38.5%	100	7,500,000,000
24	Phoenix Finance 1st Mutual Fund	10,000,000	60,000,000	16.7%	10	100,000,000
25	PHP First Mutual Fund	80,000,000	200,000,000	40.0%	10	800,000,000
26	Popular Life First Mutual Fund	80,000,000	200,000,000	40.0%	10	800,000,000
27	Prime Bank 1st ICB AMCL Mutual Fund	40,000,000	100,000,000	40.0%	10	400,000,000
28	Prime Finance First Mutual Fund	6,000,000	20,000,000	30.0%	10	60,000,000
29	RAK Ceramics (Bangladesh) Limited	10,000,000	230,073,500	4.3%	40	400,000,000
30	Salvo Chemical Industry Limited	6,060,010	40,100,010	15.1%	10	60,600,100
31	STS Holdings (Appolo Hospital)	86,979,500	260,566,500	33.4%	15	1,304,692,500
32	Trust Bank 1st Mutual Fund	120,000,000	200,000,000	60.0%	10	1,200,000,000
33	Unique Hotel and Resorts	30,000,000	260,000,000	11.5%	150	4,500,000,000
34	United Airways (BD) Limited	5,000,000	20,000,000	25.0%	100	500,000,000

Total Placement amount 37,880,262,320

Listed:
Not yet Listed

A-5

List of 100 placement holders - sorted by amount of placement received

Data is based on placement list or hint of shares being alloted to investors other than sponsors found in all draft prospectus and information memorandum

	Unified Placement Holder	Placement Price	Issue	PlacementQty	PlacementHolder	Address
	Agrani Bank Limited	750,000,000	BRAC Bank 25% Subordinated Convertible Bonds	750,000	Agrani Bank Limited	9D Dilkusha Commercial Area Dhaka 1000
	Agrani Bank Limited	5,000,000	Green Delta Mutual Fund	500,000	Agrani Bank Ltd.	NULL
	Agrani Bank Limited	5,000,000	Popular Life First Mutual Fund	500,000	Agrani Bank Limited	NULL
1	**Agrani Bank Limited Total**	**760,000,000**				
	A. K. Khan & Co. Ltd.	411,225,400	Grameenphone Limited	5,557,100	A K KHAN & COMPANY LTD.	BAY'S GALLERIA(2ND FLOOR),GULSHAN AVENUE,GULSHAN-1,DHAKA-1212
	A. K. Khan & Co. Ltd.	142,895,110	Grameenphone Limited	1,931,015	A. K. Khan & Co. Ltd.	Batali Hills, Chittagong
	A. K. Khan & Co. Ltd.	20,946,070	Grameenphone Limited	283,055	A. K. Khan & Co. Ltd.	Batali Hills, Chittagong
	A. K. Khan & Co. Ltd.	5,304,024	Grameenphone Limited	71,676	A. K. Khan & Co. Ltd.	Batali Hills, Chittagong
2	**A. K. Khan & Co. Ltd. Total**	**580,370,604**				
	United Commercial Bank Ltd.	155,155,800	Grameenphone Limited	2,096,700	United Commercial Bank Ltd.	United Commercial Bank Ltd., Head Office, 1, CWS(A), Gulshan-1, Dhaka-1212
	United Commercial Bank Ltd.	133,580,000	ACI 20% Convertible Zero Coupon Bonds	133,580	United Commercial Bank Limited	59-60, Motijheel C/A, Dhaka-1000
	United Commercial Bank Ltd.	60,000,000	STS Holdings (Appolo Hospital)	4,000,000	United Commercial Bank Ltd.	Federation Bhaban, 60, Motijheel Commercial Araea, Dhaka-1000
	United Commercial Bank Ltd.	50,000,000	MBL 1st Mutual Fund	5,000,000	United Commercial Bank Ltd.	NULL
3	**United Commercial Bank Ltd. Total**	**398,735,800**				
	Pubali Bank Limited	50,000,000	PHP First Mutual Fund	5,000,000	Pubali Bank Limited	NULL
	Pubali Bank Limited	75,000,000	Unique Hotel and Resorts	500,000	Pubali Bank Ltd.	Mr. Helal Ahmed Chowdhury Head Office, 26 Dilkusha C/A, Dhaka-1000
	Pubali Bank Limited	70,000,000	Malek Spinning Mills Limited	2,800,000	Pubali Bank Limited	Head Office, 26, Dilkusha C/A, Dhaka-1000.
	Pubali Bank Limited	50,000,000	AIBL 1st Islamic Mutual Fund	5,000,000	Pubali Bank Ltd.	NULL
	Pubali Bank Limited	50,000,000	Green Delta Mutual Fund	5,000,000	Pubali Bank Ltd.	NULL
	Pubali Bank Limited	50,000,000	MBL 1st Mutual Fund	5,000,000	Pubali Bank Ltd.	NULL
	Pubali Bank Limited	20,000,000	DBH First Mutual Fund	2,000,000	Pubali Bank Ltd.	NULL
	Pubali Bank Limited	5,000,000	Lanka Bangla Securities	20,000	PUBALI BANK LTD.	26, DILKUSHA C/A DHAKA – 1000
4	**Pubali Bank Limited Total**	**370,000,000**				

List of 10 placement holders sorted by amount of placement received

Data is based on placement list or hint of shares being alloted to investors other than sponsors found in all draft prospectus and information memorandum

	Unified Placement Holder	Placement Price	Issue	PlacementQty	PlacementHolder	Address
	Popular Life Insurance Co. Ltd.	91,345,600	Grameenphone Limited	1,234,400	Popular Life Insurance Co. Ltd.	Popular Life Insurance Co. Ltd., Peoples Insurance Bhaban, 36 Dilkusha C/A, Dhaka-1000
	Popular Life Insurance Co. Ltd.	50,000,000	PHP First Mutual Fund	5,000,000	Popular Life Insurance Company Limited	NULL
	Popular Life Insurance Co. Ltd.	15,000,000	Malek Spinning Mills Limited	600,000	Popular Life Insurance Company Limited	Peoples Insurance Bhaban (3rd Floor), 36, Dilkusha C/A, Dhaka-1000.
	Popular Life Insurance Co. Ltd.	10,000,000	First Janata Bank Mutual Fund	1,000,000	POPULAR LIFE INSURANCE CO. LTD.	Peoples Insurance Bhaban, 3rd Floor, 36 Dilkusha C/A, Dhaka- 1000
	Popular Life Insurance Co. Ltd.	10,000,000	United Airways (BD) Limited	100,000	Popular Life Insurance Co. Ltd.	36. Dilkusha C/A. Dhaka-1000.
	Popular Life Insurance Co. Ltd.	2,500,000	Trust Bank 1st Mutual Fund	250,000	Popular Life Insurance Company Ltd	NULL
5	**Popular Life Insurance Co. Ltd. Total**	**178,845,600**				
	ICB	20,000,000	Maksons Spinning Mills Limited	2,000,000	Investment Corporation of Bangladesh	NULL
	ICB	15,000,000	RAK Ceramics (Bangladesh) Limited	375,000	I.C.B	I.C.B, 8 D.I.T Avenue, BSB Building, Dhaka
	ICB	10,000,000	Prime Bank 1st ICB AMCL Mutual Fund	1,000,000	Investment Corporation Of Bangladesh *	NULL
	ICB	8,000,000	Beacon Pharmaceuticals Limited	800,000	ICB Self	8 ,DIT Avenue (13-16 Floor) ,Dhaka ,PABX 9563455 , FAX 88-02-9563313
	ICB	8,000,000	Beacon Pharmaceuticals Limited	800,000	Investment Corporation Of Bangladesh	8 ,DIT Avenue (13-16 Floor) ,Dhaka
	ICB	7,000,000	EBL First Mutual Fund	700,000	ICB	NULL
	ICB	100,000,000	Malek Spinning Mills Limited	4,000,000	ICB	8 DIT Avenue,(12-15th Floor), Dhaka-1000.
6	**ICB Total**	**168,000,000**				
	Bank Asia Limited	65,005,000	ACI 20% Convertible Zero Coupon Bonds	65,005	Bank Asia Limited	Tea Board Building, 111-113 Motijheel C/A, Dhaka 1000
	Bank Asia Limited	50,000,000	First Janata Bank Mutual Fund	5,000,000	Bank Asia Limited	Bank Asia: Corporate Office, Tea Board Building (1st Fl), 111-113 Motijheel C/A
	Bank Asia Limited	50,000,000	MBL 1st Mutual Fund	5,000,000	Bank Asia Ltd.	NULL
7	**Bank Asia Limited Total**	**165,005,000**				
	Dhaka Bank Limited	70,000,000	Malek Spinning Mills Limited	2,800,000	Dhaka Bank Limited	C/O-Head of CMS, Dhaka Bank Limited, Capital Market Services Division, Adamjee Court, 115-120 Motijheel C/A, Dhaka-1000
	Dhaka Bank Limited	50,000,000	MBL 1st Mutual Fund	5,000,000	Dhaka Bank Ltd.	NULL
	Dhaka Bank Limited	45,000,000	Unique Hotel and Resorts	300,000	Dhaka Bank Ltd	Head of CMS, Dhaka Bank Ltd. Capital Market Services Div. Adamjee Court, 115-120 Motijheel C/A, Dhaka-1000
8	**Dhaka Bank Limited Total**	**165,000,000**				

List of 100 placement holders - sorted by amount of placement received

Data is based on placement list or hint of shares being alloted to investors other than sponsors found in all draft prospectus and information memorandum

Unified Placement Holder	Placement Price	Issue	PlacementQty	PlacementHolder	Address
Mr. Mohd. Noor Ali	165,000,000	GMG Airlines Limited	3,300,000	Mr. Mohd. Noor Ali	Kemal Ataturk Avenue, Banani, Dhaka-1213
Mr. Mohd. Noor Ali Total	165,000,000				
Richard D Rozario	150,000,000	Unique Hotel and Resorts	1,000,000	Richard D Rozario	14/28, Block-B, Babor Road, Mohammadpur, Dhaka-1207.
Richard D Rozario	3,200,000	IFIC Bank 1st Mutual Fund	320,000	Richard D' Rozario	14/28, Block-B, Babor Road, Mohammadpur, Dhaka-1207
Richard D Rozario	2,500,000	Salvo Chemical Industry Limited	250,000	Richard D Rozario	14/28, Block-B, Babar Road, Mohammadpur, Dhaka-1207
Richard D Rozario	500,000	DBH First Mutual Fund	50,000	Richard D' Rozario	14/28, Babar Road, Block-B, Mohammadpur, Dhaka
Richard D Rozario Total	**156,200,000**				
New England Equity Ltd.	150,000,000	GMG Airlines Limited	3,000,000	New England Equity Ltd.	BSEC Bhaban, Level-4,102 Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka
New England Equity Ltd. Total	150,000,000				
Standard Bank Ltd. (Portfolio)	80,000,000	IFIC Bank 1st Mutual Fund	8,000,000	Standard Bank Ltd. (Portfolio)	NULL
Standard Bank Ltd. (Portfolio)	70,000,000	Trust Bank 1st Mutual Fund	7,000,000	Standard Bank Ltd. (Portfolio)	NULL
Standard Bank Ltd. (Portfolio) Total	**150,000,000**				
Union Capital Limited Investor's Account	77,078,400	Grameenphone Limited	1,041,600	Union Capital Ltd. - Investors A/C	Union Capital Ltd.-Investors A/C, Noor Tower, 5th Floor, 1/F, Free School Street, 73, Sonargaon Road, Dhaka-1205
Union Capital Limited Investor's Account	22,000,000	Malek Spinning Mills Limited	880,000	Union Capital Limited Investors' Account	Noor Tower, 5th Floor, 73 Sonargoan Road, Dhaka-1205
Union Capital Limited Investor's Account	15,000,000	Unique Hotel and Resorts	100,000	Union Capital Limited Investor's Account	Mr. Saifuddin M. Naser Noor Tower (5t hfloor), 73 Sonargaon Road, Dhaka
Union Capital Limited Investor's Account	13,300,000	Deshbandhu Polymer Limited	1,330,000	UNION CAPITAL LTD. INVESTORS A/C	Noor Tower (5th Floor), 73, Sonargaon Road, Dhaka
Union Capital Limited Investor's Account	7,500,000	Maksons Spinning Mills Limited	750,000	Union Capital Limited Investors Account	NULL
Union Capital Limited Investor's Account	7,350,000	Unique Hotel and Resorts	49,000	Union Capital Limited Investor's Account	Mr. Saifuddin M. Naser Noor Tower (5th floor), 73 Sonargaon Road, Dhaka
Union Capital Limited Investor's Account	3,000,000	Orion Pharma Limited	30,000	UNION CAPITAL LTD INVESTORS	NOOR TOWER 73 SONARGOAN ROAD
Union Capital Limited Investor's Account Total	**145,228,400**				
Eastern Bank Limited	45,000,000	Unique Hotel and Resorts	300,000	Eastern Bank Limited	Mr. Ali Reza Iftekhar Jiban Bima Bhaban, 10 Dilkusha C/A, Dhaka-1000
Eastern Bank Limited	2,500,000	Active Fine Chemicals Limited	250,000	Eastern Bank Limited.	Jiban Bima Bhaban, 10, Dilkusha C/A, Dhaka
Eastern Bank Limited	30,000,000	PHP First Mutual Fund	3,000,000	Eastern Bank Limited	NULL

List of 100 placement holders - sorted by amount of placement received

Data is based on placement list or hint of shares being alloted to investors other than sponsors found in all draft prospectus and information memorandum

	Unified Placement Holder	Placement Price	Issue	PlacementQty	PlacementHolder	Address
	Eastern Bank Limited	26,950,800	Grameenphone Limited	364,200	Eastern Bank Limited	Eastern Bank Limited, Head Office,Jiban Bima Bhaban,10,Dilkusha C/A,Dhaka-1000
	Eastern Bank Limited	20,000,000	Orion Pharma Limited	200,000	EASTERN BANK LTD	10 DILKUSHA C/A JIBAN BIMA BHABAN
	Eastern Bank Limited	10,000,000	Green Delta Mutual Fund	1,000,000	Eastern Bank Ltd.	NULL
	Eastern Bank Limited	10,000,000	Popular Life First Mutual Fund	1,000,000	Eastern Bank Ltd.	NULL
14	**Eastern Bank Limited Total**	**144,450,800**				
	Peoples Leasing & Financial Services Ltd.	59,177,800	Grameenphone Limited	799,700	Peoples Leasing and Financial Services Ltd.	Peoples Leasing and Financial Services Ltd., The City Heart, 7th Floor, 67 Nayapaltan, Dhaka-1000
	Peoples Leasing & Financial Services Ltd.	40,000,000	Malek Spinning Mills Limited	1,600,000	Peoples Leasing & Financial Services Ltd.	Paramount Heights, (12th & 13th Floor), 65/2/1, Box Culvert Road, Purana Paltan, Dhaka-1000.
	Peoples Leasing & Financial Services Ltd.	30,000,000	Unique Hotel and Resorts	200,000	People's Leasing and Financial Services Ltd.	Md. Dalil-Ul-haque, Paramount Heights (12th & 13th floor), 65/2/1 Box Culvert Road, Purana paltan, Dhaka-1000
	Peoples Leasing & Financial Services Ltd.	10,000,000	Maksons Spinning Mills Limited	1,000,000	Peoples Leasing and Financial Services Ltd.	NULL
15	**Peoples Leasing & Financial Services Ltd. Total**	**139,177,800**				
	AB Investment Limited-A/C Koh Yew Chuan, Singapore	68,750,000	GMG Airlines Limited	1,375,000	AB Investment Limited-A/C Koh Yew Chuan, Singapore	BCIC Bhaban, 7th Floor, 30-31 Dilkusha C/A, Dhaka-1000
	AB Investment Limited-A/C Koh Yew Chuan, Singapore	68,500,000	GMG Airlines Limited	1,370,000	AB Investment Limited-A/C Koh Yew Chuan, Singapore	BCIC Bhaban, 7th Floor, 30-31 Dilkusha C/A, Dhaka-1000
16	**AB Investment Limited-A/C Koh Yew Chuan, Singapore Total**	**137,250,000**				
	Delta Life Insurance Company Limited	60,000,000	DBH First Mutual Fund	6,000,000	Delta Life Insurance Company Ltd.	NULL
	Delta Life Insurance Company Limited	26,715,000	ACI 20% Convertible Zero Coupon Bonds	26,715	Delta Life Insurance Company Limited	Uttara Bank Bhaban, 90, Motijheel C/A, Dhaka 1000
	Delta Life Insurance Company Limited	20,000,000	BRAC Bank 25% Subordinated Convertible Bonds	20,000	Delta Life Insurance Company Limited	90-91 Motijheel Commercial Area Uttara Bank Bhaban (10th Floor) Dhaka 1000
	Delta Life Insurance Company Limited	20,000,000	PHP First Mutual Fund	2,000,000	Delta Life Insurance Company Limited	NULL
	Delta Life Insurance Company Limited	5,000,000	Popular Life First Mutual Fund	500,000	Delta Life Insurance Company Ltd.	NULL
	Delta Life Insurance Company Limited	1,500,000	Trust Bank 1st Mutual Fund	150,000	Delta Life Insurance Company Ltd.	NULL

List of 100 placement holders - sorted by amount of placement received

Data is based on placement list or hint of shares being alloted to investors other than sponsors found in all draft prospectus and information memorandum

	Unified Placement Holder	Placement Price	Issue	PlacementQty	PlacementHolder	Address
17	**Delta Life Insurance Company Limited Total**	**133,215,000**				
	NCC Bank Ltd.	100,000,000	ACI 20% Convertible Zero Coupon Bonds	100,000	National Credit and Commerce Bank Ltd	7/8, Motijheel C/A Dhaka- 1000
	NCC Bank Ltd.	10,000,000	DBH First Mutual Fund	1,000,000	NCC Bank Ltd.	NULL
	NCC Bank Ltd.	10,000,000	Green Delta Mutual Fund	1,000,000	National Credit & Commerce Bank Ltd.	NULL
	NCC Bank Ltd.	10,000,000	MBL 1st Mutual Fund	1,000,000	National Credit and Commerce Bank Ltd.	NULL
18	**NCC Bank Ltd. Total**	**130,000,000**				
	National Bank Limited	75,000,000	STS Holdings (Appolo Hospital)	5,000,000	National Bank Limited	Head Office, 18, Dilkusha Commercial Area, Dhaka-1000
	National Bank Limited	47,700,400	Grameenphone Limited	644,600	National Bank Limited	National Bank Ltd., 18 Dilkusha C/A, Dhaka-1000
	National Bank Limited	5,000,000	Lanka Bangla Securities	20,000	NATIONAL BANK LTD.	18, DILKUSHA C/A DHAKA – 1000
	National Bank Limited	1,500,000	Prime Finance First Mutual Fund	150,000	National Bank Limited	NULL
19	**National Bank Limited Total**	**129,200,400**				
	DBH First Mutual Fund	93,750,000	Unique Hotel and Resorts	625,000	DBH First Mutual Fund	Mr. Reaz Islam 1-K Tower, 4th floor, Plot-2, Block CEN(A), Gulshan North Avenue, Gulshan-2, Dhaka-1212
	DBH First Mutual Fund	13,900,000	MBL 1st Mutual Fund	1,390,000	DBH First Mutual Fund	NULL
	DBH First Mutual Fund	12,550,000	Green Delta Mutual Fund	1,255,000	DBH First Mutual Fund	NULL
	DBH First Mutual Fund	7,500,000	Lanka Bangla Securities	30,000	DBH FIRST MUTUAL FUND	I-K TOWER, 4th FLOOR, PLOT – 2 BLOCK – CEN (A) GULSHAN NORTH AVENUE GULSHAN – 2, DHAKA – 1212
20	**DBH First Mutual Fund Total**	**127,700,000**				
	Trust Bank Limited	66,178,200	Grameenphone Limited	894,300	Trust Bank Ltd.	Trust Bank Ltd., Head Office, Peoples Insurance Bhaban, 36 Dilkusha C/A (16th Floor), Dhaka-1000
	Trust Bank Limited	15,000,000	EBL First Mutual Fund	1,500,000	Trust Bank Ltd	NULL
	Trust Bank Limited	13,355,000	ACI 20% Convertible Zero Coupon Bonds	13,355	Trust Bank Limited	Peoples Insurance Bhaban, 36 Dilkusha C/A, Dhaka-1000
	Trust Bank Limited	10,000,000	DBH First Mutual Fund	1,000,000	Trust Bank Limited	NULL
	Trust Bank Limited	10,000,000	Popular Life First Mutual Fund	1,000,000	Trust Bank Ltd.	NULL
	Trust Bank Limited	3,700,000	ICB AMCL 3rd NRB Mutual Fund	370,000	Trust Bank Limited	NULL
	Trust Bank Limited	2,000,000	Prime Finance First Mutual Fund	200,000	Trust Bank Limited	NULL
21	**Trust Bank Limited Total**	**120,233,200**				
	R. Y. Shamsher	100,000,000	Orion Pharma Limited	1,000,000	R.Y. SHAMSER	SURJUMUKHI BUILDINGI, EAST RAMPUR, MOLLAPARA, 01711863351 (MOBILE)

List of 100 placement holders - sorted by amount of placement received

Data is based on placement list or hint of shares being alloted to investors other than sponsors found in all draft prospectus and information memorandum

	Unified Placement Holder	Placement Price	Issue	PlacementQty	PlacementHolder	Address
	R. Y. Shamsher	5,000,000	Malek Spinning Mills Limited	200,000	R. Y. Shamsher	Eastern Orchid Flat# 1/202, Cirkit House Road, 6, Nayaratan, Shantinagar, Dhaka.
	R. Y. Shamsher	4,000,000	Beacon Pharmaceuticals Limited	400,000	R.Y. Shamsher	Father's Name: Late P.H.M. Yahiyah,Address: Eastern Orchid, Flat # 1/202, Cirkit House Road, Shantinagar,Dhaka. Mobile: 01711863351.
	R. Y. Shamsher	4,000,000	United Airways (BD) Limited	40,000	R.Y. Shamsher	Eastern Orchid" Flat# 1/202, Cirkit House Road, Shantinagar, Dhaka.
	R. Y. Shamsher	2,500,000	Trust Bank 1st Mutual Fund	250,000	R. Y. Shamsher	Eastern Orchid Flat# 1/202, Cirkit House Road, 6, Nayaratan, Shantinagar, Dhaka.
	R. Y. Shamsher	2,000,000	First Janata Bank Mutual Fund	200,000	R. Y. Shamsher	Eastern Orchid Flat# 1/202, Cirkit House Road, 6, Nayaratan, Shantinagar, Dhaka.
	R. Y. Shamsher	1,400,000	Prime Bank 1st ICB AMCL Mutual Fund	140,000	R Y Shamsher	NULL
	R. Y. Shamsher	1,000,000	Salvo Chemical Industry Limited	100,000	R Y Samsher	Eastern Orchid, Flat # 1/202, 6 Nayaratan, Cirkit House Road, Shantinagar, Dhaka
22	**R. Y. Shamsher Total**	**119,900,000**				
	Union Capital Ltd. (Portfolio)	118,200,000	Popular Life First Mutual Fund	11,820,000	Union Capital Ltd. (Portfolio)	NULL
23	**Union Capital Ltd. (Portfolio) Total**	**118,200,000**				
	Union Capital Limited (Portfolio)	117,300,000	DBH First Mutual Fund	11,730,000	Union Capital Limited (Portfolio)	NULL
24	**Union Capital Limited (Portfolio) Total**	**117,300,000**				
	AB Bank Limited	100,000,000	Orion Pharma Limited	1,000,000	AB BANK LTD	30-31 DILKUSHA, C/A DHAKA
	AB Bank Limited	10,000,000	RAK Ceramics (Bangladesh) Limited	250,000	AB Bank Limited	AB Bank Limited, 30-31, Dilkusha C/A, Dhaka
	AB Bank Limited	5,000,000	EBL First Mutual Fund	500,000	AB Bank Ltd	NULL
	AB Bank Limited	1,000,000	Prime Bank 1st ICB AMCL Mutual Fund	100,000	AB Bank Ltd. *	NULL
	AB Bank Limited	200,000	ICB AMCL 3rd NRB Mutual Fund	20,000	AB Bank Limited	NULL
25	**AB Bank Limited Total**	**116,200,000**				
	Prime Finance & Investment Limited	15,621,400	Grameenphone Limited	211,100	Prime Finance & Investment Limited	Prime Finanace and Investment Ltd., Head Office:63, Dilkusha C/A (3rd Floor), Dhaka-1000
	Prime Finance & Investment Limited	4,000,000	Beacon Pharmaceuticals Limited	400,000	Prime Finance & Investment Limited	63, Dilkusha C/A (3rd Fl), Dhaka-1000, Ph.: 9563883
	Prime Finance & Investment Limited	3,000,000	IFIL Islamic Mutual Fund-1	300,000	Prime Finance & Investment Limited	NULL
	Prime Finance & Investment Limited	40,000,000	Malek Spinning Mills Limited	1,600,000	Prime Finance & Investment Limited	63 Dilkusha C/A, Dhaka-1000

List of 100 placement holders - sorted by amount of placement received

Data is based on placement list or hint of shares being alloted to investors other than sponsors found in all draft prospectus and information memorandum

	Unified Placement Holder	Placement Price	Issue	PlacementQty	PlacementHolder	Address
	Prime Finance & Investment Limited	10,000,000	Green Delta Mutual Fund	1,000,000	Prime Finance & Investment Ltd.	NULL
	Prime Finance & Investment Limited	10,000,000	Popular Life First Mutual Fund	1,000,000	Prime Finance and Investment Ltd.	NULL
	Prime Finance & Investment Limited	6,000,000	EBL First Mutual Fund	600,000	Prime Finance and Investment Ltd	NULL
	Prime Finance & Investment Limited	5,000,000	Lanka Bangla Securities	20,000	PRIME FINANCE & INVSTMENT LTD.	63, DILKUSHA C/ADHAKA – 1000
	Prime Finance & Investment Limited	5,000,000	Maksons Spinning Mills Limited	500,000	Prime Finance & Investment Ltd.	NULL
	Prime Finance & Investment Limited	5,000,000	MBL 1st Mutual Fund	500,000	Prime Finance & Investment Ltd.	NULL
	Prime Finance & Investment Limited	5,000,000	RAK Ceramics (Bangladesh) Limited	125,000	Prime Finance and Investment Ltd.	Prime Finance & Investment Ltd. 63, Dilkusha C/A, Dhaka-1000
	Prime Finance & Investment Limited	2,800,000	ICB AMCL 3rd NRB Mutual Fund	280,000	Prime Finance & Investment Ltd.	NULL
	Prime Finance & Investment Limited	2,000,000	Prime Bank 1st ICB AMCL Mutual Fund	200,000	Prime Finance & Investment Ltd. *	NULL
	Prime Finance & Investment Limited	1,500,000	Trust Bank 1st Mutual Fund	150,000	Prime Finance and Investment Ltd	NULL
	Prime Finance & Investment Limited	500,000	Phoenix Finance 1st Mutual Fund	50,000	Prime Finance & Investment Ltd.	NULL
26	**Prime Finance & Investment Limited Total**	**115,421,400**				
	TASMIA AMBEREEN	50,000,000	Beacon Pharmaceuticals Limited	5,000,000	TASMIA AMBEREEN	W/O - MD. SHOWKAT ALI CHOWDHURY, NORTH HILL ESTATE, 28 SURSON ROAD, Chittagong.
	TASMIA AMBEREEN	45,000,000	Unique Hotel and Resorts	300,000	Tasmia Ambereen	North Hill Estate, 28 Surson Road, Chittagong.
	TASMIA AMBEREEN	10,000,000	Lanka Bangla Securities	40,000	TASMIA AMBEREEN	NORTH HILL STATE 28, SURSOL ROAD CHITTAGONG
	TASMIA AMBEREEN	5,000,000	Lanka Bangla Securities	20,000	TASMIA AMBEREEN	NORTH HILL ESTATE, 28, SURSON ROAD, CHITTAGONG
	TASMIA AMBEREEN	2,500,000	Trust Bank 1st Mutual Fund	250,000	Tasmia Ambarin	House No-28, North Hill Street,Sustain Road,P.O- Chawkabazar-4203,Kathowali.Chittagong
27	**TASMIA AMBEREEN Total**	**112,500,000**				
	ICB Capital Management Limited	75,000,000	ICB Employees Provident Mutual Fund One : Scheme One	7,500,000	ICB Capital Management Ltd.	NULL
	ICB Capital Management Limited	20,000,000	Maksons Spinning Mills Limited	2,000,000	ICB Capital Management Limited	NULL

List of 100 placement holders - sorted by amount of placement received

Data is based on placement list or hint of shares being alloted to investors other than sponsors found in all draft prospectus and information memorandum

	Unified Placement Holder	Placement Price	Issue	PlacementQty	PlacementHolder	Address
	ICB Capital Management Limited	11,765,000	Beacon Pharmaceuticals Limited	1,176,500	ICB Capital Management	S/O 8 , DIT Avenue (14 th floor 0 ,BSB Bhaban ,Dhaka-1000 T&T : 02-7160326-27
	ICB Capital Management Limited	4,130,000	ICB AMCL 3rd NRB Mutual Fund	413,000	ICB Capital Management Ltd.	NULL
28	**ICB Capital Management Limited Total**	**110,895,000**				
	Mutual Trust Bank Ltd.	50,000,000	MBL 1st Mutual Fund	5,000,000	Mutual Trust Bank Ltd.	NULL
	Mutual Trust Bank Ltd.	50,000,000	PHP First Mutual Fund	5,000,000	Mutual Trust Bank Limited	NULL
	Mutual Trust Bank Ltd.	10,000,000	Green Delta Mutual Fund	1,000,000	Mutual Trust Bank Ltd.	NULL
29	**Mutual Trust Bank Ltd. Total**	**110,000,000**				
	AB Bank Limited IA-Sandeep Jaswal, UK	102,300,000	GMG Airlines Limited	2,046,000	AB Bank Limited IA-Sandeep Jaswal, UK	Do
30	**AB Bank Limited IA-Sandeep Jaswal, UK Total**	**102,300,000**				
	IDLC Finance Limited	50,000,000	PHP First Mutual Fund	5,000,000	IDLC Finance Limited	NULL
	IDLC Finance Limited	8,000,000	EBL First Mutual Fund	800,000	IDLC Finance Limited	NULL
	IDLC Finance Limited	5,000,000	RAK Ceramics (Bangladesh) Limited	125,000	IDLC Finance Limited	IDLC Finance Limited, Bay's Galleria 1st Floor), 57 Gulshan Avenue, Gulshan-1, Dhaka
	IDLC Finance Limited	10,000,000	Green Delta Mutual Fund	1,000,000	IDLC Finance Ltd.	NULL
	IDLC Finance Limited	10,000,000	Lanka Bangla Securities	40,000	IDLC FINANCE LTD.	BAY'S GALLERIA (1st FLOOR)57, GULSHAN AVENUE GULSHAN – 1, DHAKA – 1212
	IDLC Finance Limited	8,406,400	Grameenphone Limited	113,600	IDLC Finance Limited	IDLC Finance Ltd., IDLC Finance Ltd., BAY'S GALLARIA (1st FLOOR), 57 Gulshan Avenue (CWS-A-19) Gulshan 1, Dhaka 1212
	IDLC Finance Limited	5,000,000	Popular Life First Mutual Fund	500,000	IDLC Finance Ltd.	NULL
31	**IDLC Finance Limited Total**	**96,406,400**				
	The City Bank Ltd.	72,194,400	Grameenphone Limited	975,600	The City Bank Ltd.	The City Bank Ltd., Head Office, Jibon Bima Tower (2nd Floor), 10 Dilkusha Commercial Area, Dhaka 1000
	The City Bank Ltd.	10,000,000	Green Delta Mutual Fund	1,000,000	The City Bank Ltd.	NULL
	The City Bank Ltd.	10,000,000	Popular Life First Mutual Fund	1,000,000	The City Bank Ltd.	NULL
32	**The City Bank Ltd. Total**	**92,194,400**				
	JEANS 2000 LTD.	51,442,240	Grameenphone Limited	695,165	JEANS 2000 LTD.	Plot No#67, Sector No#7, EPZ, Chittagong.
	JEANS 2000 LTD.	30,000,000	Orion Pharma Limited	300,000	Jeans 2000 Ltd.	Plot#67, Sector # 7, EPZ, Chittagong

List of 100 placement holders - sorted by amount of placement received

Data is based on placement list or hint of shares being alloted to investors other than sponsors found in all draft prospectus and information memorandum

	Unified Placement Holder	Placement Price	Issue	PlacementQty	PlacementHolder	Address
	JEANS 2000 LTD.	7,540,600	Grameenphone Limited	101,900	JEANS 2000 LTD.	Plot No#67, Sector No#7, EPZ, Chittagong.
	JEANS 2000 LTD.	1,909,422	Grameenphone Limited	25,803	JEANS 2000 LTD.	Plot No#67, Sector No#7, EPZ, Chittagong.
33	**JEANS 2000 LTD. Total**	**90,892,262**				
	ICB Capital Management Ltd. (I/A)	88,820,000	Orion Pharma Limited	888,200	ICB Capital Management Ltd. (I/A)	8 DIT Avenue (14 th Fl) BDBL Bhaban, Dhaka-1000
34	**ICB Capital Management Ltd. (I/A) Total**	**88,820,000**				
	LankaBangla Finance Limited	50,000,000	ACI 20% Convertible Zero Coupon Bonds	50,000	Lanka Bangla Finance Limited	20, Kemal ATaturk Avenue , Safura Tower (11th floor) Banani, Dhaka – 1213
	LankaBangla Finance Limited	10,000,000	Green Delta Mutual Fund	1,000,000	Lanka Bangla Finance Ltd.	NULL
	LankaBangla Finance Limited	9,700,000	ICB AMCL 3rd NRB Mutual Fund	970,000	Lanka Bangla Finance Ltd.	NULL
	LankaBangla Finance Limited	7,500,000	RAK Ceramics (Bangladesh) Limited	187,500	Lankabangla Finance Ltd.	Lankabangla Finance Limited, Safura Tower, 20 Kamal Ataturka Avenue, Banani, Dhaka
	LankaBangla Finance Limited	4,000,000	EBL First Mutual Fund	400,000	Lanka Bangla Finance Ltd	NULL
	LankaBangla Finance Limited	2,000,000	DBH First Mutual Fund	200,000	Lanka Bangla Finance Ltd.	NULL
	LankaBangla Finance Limited	1,500,000	Prime Finance First Mutual Fund	150,000	Lanka Bangla Finance Ltd.	NULL
	LankaBangla Finance Limited	1,500,000	Trust Bank 1st Mutual Fund	150,000	Lanka Bangla Finance and Investment Ltd.	NULL
	LankaBangla Finance Limited	1,000,000	Prime Bank 1st ICB AMCL Mutual Fund	100,000	LankaBangla Finance Ltd. *	NULL
35	**LankaBangla Finance Limited Total**	**87,200,000**				
	GRAMEEN ONE : SCHEME TWO	64,587,200	Grameenphone Limited	872,800	Grameen One: Scheme Two	Grameen 1 Scheme Two, Unique Trade Center (UTC), Level 6, 8 Panthapath, Kawran Bazar, Dhaka-1215
	GRAMEEN ONE : SCHEME TWO	7,500,000	Lanka Bangla Securities	30,000	GRAMEEN ONE : SCHEME TWO	UTC LEVEL 6, 8 PANTHAPATH, KARWAN BAZER, DHAKA 1215
	GRAMEEN ONE : SCHEME TWO	6,000,000	STS Holdings (Appolo Hospital)	400,000	Grameen One: Scheme Two	Unique Trade Center (Level-6), 8, Panthopath, Dhaka-1215
	GRAMEEN ONE : SCHEME TWO	5,000,000	EBL First Mutual Fund	500,000	Grameen Mutual Fund One Scheme Two	NULL
36	**GRAMEEN ONE : SCHEME TWO Total**	**83,087,200**				
	ICML Ctg. Br.(I/A)	39,180,000	Orion Pharma Limited	391,800	ICML, Chittagong Br. (I/A)	Belwar Bhaban (3rd fl) 104 Agabad C/A, Ctg.
	ICML Ctg. Br.(I/A)	33,175,000	Malek Spinning Mills Limited	1,327,000	ICML, Chittagong Branch (I/A)	Delwar Bhaban (3rd Floor), 104, Agrabad C/A, Chittagong
	ICML Ctg. Br.(I/A)	10,490,000	Beacon Pharmaceuticals Limited	1,049,000	ICML Ctg. Br.(I/A)	S/O Delwar Bhaban (3rd floor) ,104,Agrabad C/A , Chittagong

List of 100 placement holders - sorted by amount of placement received

Data is based on placement list or hint of shares being alloted to investors other than sponsors found in all draft prospectus and information memorandum

	Unified Placement Holder	Placement Price	Issue	PlacementQty	PlacementHolder	Address
37	**ICML Ctg. Br.(I/A) Total**	**82,845,000**				
	Green Delta Insurance Company Limited	50,000,000	DBH First Mutual Fund	5,000,000	Green Delta Insurance Company Limited	NULL
	Green Delta Insurance Company Limited	19,669,200	Grameenphone Limited	265,800	Green Delta Insurance Company Limited	Green Delta Insurance Company Ltd., hadi Mansion (4th Floor), 2 Dilkusha C/A, Dhaka-1000
	Green Delta Insurance Company Limited	10,000,000	Orion Pharma Limited	100,000	GREEN DELTA INSURANCE COMPANY LTD.	HADI MANSION, 4TH FLOOR 2, DILKUSHA C/A DHAKA-1000
38	**Green Delta Insurance Company Limited Total**	**79,669,200**				
	Phoenix Finance & Investment Limited	20,601,600	Grameenphone Limited	278,400	Phoenix Finance & Investments Limited	Phoenix Finance & Investments Ltd., Eunoos Centre (Level-11) 52-53, Dilkusha C/A, Dhaka-1000
	Phoenix Finance & Investment Limited	20,000,000	Malek Spinning Mills Limited	800,000	Phoenix Finance & Investments Ltd.	Eunoos Centre (Level-11), 52-53, Dilkusha C/A, Dhaka-1000.
	Phoenix Finance & Investment Limited	20,000,000	PHP First Mutual Fund	2,000,000	Phoenix Finance and Investment Limited	NULL
	Phoenix Finance & Investment Limited	10,000,000	Popular Life First Mutual Fund	1,000,000	Phoenix Finance and Investment Ltd.	NULL
	Phoenix Finance & Investment Limited	2,500,000	Trust Bank 1st Mutual Fund	250,000	Phoenix Finance and Investment Ltd.	NULL
	Phoenix Finance & Investment Limited	2,000,000	DBH First Mutual Fund	200,000	Phoenix Finance & Investment Limited	NULL
	Phoenix Finance & Investment Limited	2,000,000	Popular Life First Mutual Fund	200,000	Phoenix Finance & Investments ltd	41-14A, (2ND FLOOR), Motijheel, Dhaka-1000
	Phoenix Finance & Investment Limited	1,000,000	Prime Bank 1st ICB AMCL Mutual Fund	100,000	Phoenix Finance & Investment Ltd. *	NULL
39	**Phoenix Finance & Investment Limited Total**	**78,101,600**				
	LankaBangla Finance Ltd IP A/C	72,000,000	STS Holdings (Appolo Hospital)	4,800,000	LankaBangla Finance Ltd IP A/C	Safura Tower (Level-11), 20, Kemal Ataturk Avenue, Banani, Dhaka-1213
40	**LankaBangla Finance Ltd IP A/C Total**	**72,000,000**				
✓	AB Bank Limited IA-	71,500,000	GMG Airlines Limited	1,430,000	AB Bank Limited IA-	Do
41	**AB Bank Limited IA- Total**	**71,500,000**				
	Union Capital Limited	20,000,000	DBH First Mutual Fund	2,000,000	Union Capital Limited	NULL
	Union Capital Limited	2,500,000	AIBL 1st Islamic Mutual Fund	250,000	Union Capital Limited	NULL
	Union Capital Limited	2,500,000	Maksons Spinning Mills Limited	250,000	Union Capital Limited	NULL
	Union Capital Limited	2,000,000	Prime Finance First Mutual Fund	200,000	Union Capital Limited	NULL
	Union Capital Limited	10,000,000	Green Delta Mutual Fund	1,000,000	Union Capital Ltd.	NULL
	Union Capital Limited	10,000,000	Popular Life First Mutual Fund	1,000,000	Union Capital Ltd.	NULL

List of 100 placement holders - sorted by amount of placement received

Data is based on placement list or hint of shares being alloted to investors other than sponsors found in all draft prospectus and information memorandum

	Unified Placement Holder	Placement Price	Issue	PlacementQty	PlacementHolder	Address
	Union Capital Limited	8,717,200	Grameenphone Limited	117,800	Union Capital Ltd.	Union Capital Ltd., Noor Tower, 5th Floor, 1/F, Free School Street, 73, Sonargaon Road, Dhaka-1205
	Union Capital Limited	5,000,000	Lanka Bangla Securities	20,000	UNION CAPITAL LTD.	NOOR TOWER 5th FLOOR73, SONARGAON ROAD DHAKA – 1205
	Union Capital Limited	2,500,000	Malek Spinning Mills Limited	100,000	Union Capital Limited	Noor Tower, 5th Floor, 73 Sonargoan Road, Dhaka-1205
	Union Capital Limited	1,000,000	EBL First Mutual Fund	100,000	Union Capital Ltd	NULL
	Union Capital Limited	1,000,000	Prime Bank 1st ICB AMCL Mutual Fund	100,000	Union Capital Limited *	NULL
42	**Union Capital Limited Total**	**65,217,200**				
	International Leasing & Financial Services Ltd.	50,000,000	PHP First Mutual Fund	5,000,000	International Leasing and Financial Services Limited	NULL
	International Leasing & Financial Services Ltd.	10,000,000	Green Delta Mutual Fund	1,000,000	International Leasing & Financial Services Ltd.	NULL
	International Leasing & Financial Services Ltd.	1,500,000	Trust Bank 1st Mutual Fund	150,000	International Leasing and Finance Ltd.	NULL
43	**International Leasing & Financial Services Ltd. Total**	**61,500,000**				
	Uttara Finance & Investments Ltd.	39,345,800	Grameenphone Limited	531,700	Uttara Finance and Investments Ltd	Uttara Finanace and Investments Ltd., Jiban Bima Tower (6th Floor), 10 Dilkusha C/A, Dhaka-10000
	Uttara Finance & Investments Ltd.	10,000,000	Green Delta Mutual Fund	1,000,000	Uttara Finance & Investments Ltd.	NULL
	Uttara Finance & Investments Ltd.	10,000,000	PHP First Mutual Fund	1,000,000	Uttara Finance and Investments Limited	NULL
44	**Uttara Finance & Investments Ltd. Total**	**59,345,800**				
	ICB Unit Fund	7,000,000	Beacon Pharmaceuticals Limited	700,000	ICB Unit Fund	8 ,DIT Avenue (13-16 Floor) ,Dhaka ,PABX 9563455 , FAX 88-02-9563313
	ICB Unit Fund	5,000,000	EBL First Mutual Fund	500,000	ICB Unit Fund	NULL
	ICB Unit Fund	5,000,000	Maksons Spinning Mills Limited	500,000	ICB Unit Fund	NULL
	ICB Unit Fund	40,000,000	Malek Spinning Mills Limited	1,600,000	ICB Unit Fund	8 DIT Avenue (12-15th Floor), Dhaka-1000.
45	**ICB Unit Fund Total**	**57,000,000**				
	Delta Brac Housing Finance Corp. Ltd.	40,070,000	ACI 20% Convertible Zero Coupon Bonds	40,070	Delta Brac Housing Finance Corp. Ltd.	Landmark (9th floor), 12-14 Gulshan North C/A Gulshan 2, Dhaka - 1212
	Delta Brac Housing Finance Corp. Ltd.	10,000,000	Green Delta Mutual Fund	1,000,000	Delta Brac Housing Finance Corporation Ltd.	NULL
	Delta Brac Housing Finance Corp. Ltd.	3,500,000	Trust Bank 1st Mutual Fund	350,000	Delta Brac Housing Finance Corporation Ltd	NULL
	Delta Brac Housing Finance Corp. Ltd.	1,000,000	Phoenix Finance 1st Mutual Fund	100,000	Delta Brac Housing Finance Corporation Ltd.	NULL

List of 100 placement holders - sorted by amount of placement received

Data is based on placement list or hint of shares being alloted to investors other than sponsors found in all draft prospectus and information memorandum

	Unified Placement Holder	Placement Price	Issue	PlacementQty	PlacementHolder	Address
46	**Delta Brac Housing Finance Corp. Ltd. Total**	**54,570,000**				
	ICB Capital Management Limited (I/A)	52,362,500	Malek Spinning Mills Limited	2,094,500	ICB Capital Management Limited (I/A)	8 DIT Avenue (14th Floor), BSB Bhaban, Dhaka-1000.
47	**ICB Capital Management Limited (I/A) Total**	**52,362,500**				
	Mercantile Securities Ltd.	34,173,200	Grameenphone Limited	461,800	Mercantile Securities Ltd.	Mercantile Securities Ltd.Paramount Heights (13th Floor),65/2/1 Box Culvert Road,Puruna Palton,Dhaka-1000
	Mercantile Securities Ltd.	15,000,000	Malek Spinning Mills Limited	600,000	Mercantile Securities Ltd.	Paramount Heights, (13th Floor), 65/2/1, Box Culvert Road, Purana Paltan, Dhaka-1000.
	Mercantile Securities Ltd.	1,500,000	Deshbandhu Polymer Limited	150,000	MERCANTILE SECURITIES LTD.	Paramounts Heights, (13th Floor) 65/2/1 Box Culvert Road, Purana Paltan, Dhaka-1000
48	**Mercantile Securities Ltd. Total**	**50,673,200**				
	3 A & Company Ltd	40,000,000	EBL First Mutual Fund	4,000,000	3 A & Company Ltd	3 A & Company Ltd, Commercial Court, 5th Floor, 95 Agrabad C/A , Ctg
	3 A & Company Ltd	2,500,000	Trust Bank 1st Mutual Fund	250,000	3 A & Company Ltd	3 A & Company Ltd, Commercial Court, 5th Floor, 95 Agrabad C/A , Ctg
	3 A & Company Ltd	2,500,000	Trust Bank 1st Mutual Fund	250,000	3A & Company	NULL
49	**3 A & Company Ltd Total**	**45,000,000**				
	Janata Bank Ltd. (Portfolio)	20,000,000	First Janata Bank Mutual Fund	2,000,000	Janata Bank Ltd. (Portfolio)	NULL
	Janata Bank Ltd. (Portfolio)	20,000,000	Popular Life First Mutual Fund	2,000,000	Janata Bank Ltd.(Portfolio)	NULL
	Janata Bank Ltd. (Portfolio)	2,500,000	Trust Bank 1st Mutual Fund	250,000	Janata Bank Ltd. (Portfolio)	NULL
50	**Janata Bank Ltd. (Portfolio) Total**	**42,500,000**				
	Grameen Mutual Fund One	26,514,200	Grameenphone Limited	358,300	Grameen Mutual Fund One	Grameen Mutual Fund One, Unique Trade Center (UTC), Level 6 8 Panthapath, Kawran Bazar, Dhaka-1215
	Grameen Mutual Fund One	7,500,000	STS Holdings (Appolo Hospital)	500,000	Grameen Mutual Fund One	Unique Trade Center (Level-6), 8, Panthopath, Dhaka-1215
	Grameen Mutual Fund One	4,000,000	EBL First Mutual Fund	400,000	Grameen Mutual Fund one	NULL
	Grameen Mutual Fund One	3,750,000	Lanka Bangla Securities	15,000	GRAMEEN MUTUAL FUND ONE	UTC LEVEL 6, 8 PANTHAPATH, KARWAN BAZER, DHAKA 1215
51	**Grameen Mutual Fund One Total**	**41,764,200**				
	Janata Bank Limited (Investor's Account)	40,000,000	Malek Spinning Mills Limited	1,600,000	Janata Bank Limited (Investor's Account)	57, Purana Paltan, Dhaka-1000.

List of 100 placement holders - sorted by amount of placement received

Data is based on placement list or hint of shares being alloted to investors other than sponsors found in all draft prospectus and information memorandum

	Unified Placement Holder	Placement Price	Issue	PlacementQty	PlacementHolder	Address
52	**Janata Bank Limited (Investor's Account) Total**	**40,000,000**				
	AIMS First Guaranteed Mutual Fund	24,301,600	Grameenphone Limited	328,400	AIMS First Guaranteed Mutual Fund	AIMS First Guaranteed Mutual Fund,Unique Trade Center (UTC), Level 6 8 Panthapath, Kawran Bazar, Dhaka-1215
	AIMS First Guaranteed Mutual Fund	7,500,000	STS Holdings (Appolo Hospital)	500,000	AIMS First Guaranteed Mutual Fund	Unique Trade Center (Level-6), 8, Panthopath, Dhaka-1215
	AIMS First Guaranteed Mutual Fund	4,000,000	EBL First Mutual Fund	400,000	AIMS 1st Guaranteed Mutual Fund	NULL
	AIMS First Guaranteed Mutual Fund	3,750,000	Lanka Bangla Securities	15,000	AIMS FIRST GUARAUNTEED MUTUAL FUND	UTC LEVEL 6, 8 PANTHAPATH, KARWAN BAZER, DHAKA 1215
53	**AIMS First Guaranteed Mutual Fund Total**	**39,551,600**				
	Helal Uddin Ahmed	30,000,000	EBL First Mutual Fund	3,000,000	Helal Uddin Ahmed	3A & Company Ltd. Commercial Court, 5th Floor,95 Agrabad, C/A, CTG.
	Helal Uddin Ahmed	3,250,000	Lanka Bangla Securities	13,000	Helal Uddin Ahmed	3A & Company Ltd. Commercial Court, 5th Floor,95 Agrabad, C/A, CTG.
	Helal Uddin Ahmed	2,500,000	EBL First Mutual Fund	250,000	HELAL UDDIN AHMED	3A AND COMPANY LIMITED, COMMERCIAL COURT, 5TH FLOOR, 95 AGRABAD, CHITTAGONG
	Helal Uddin Ahmed	1,500,000	EBL First Mutual Fund	150,000	HELAL UDDIN AHMED	3A & Company Ltd. Commercial Court (5th Floor) 95, Agrabad C/A Chittagong - 4100.
	Helal Uddin Ahmed	200,000	ICB Employees Provident Mutual Fund One : Scheme One	20,000	HELALUDDIN AHMED	NULL
	Helal Uddin Ahmed	155,000	ICB AMCL 3rd NRB Mutual Fund	15,500	HELALUDDIN AHAMED	NULL
54	**Helal Uddin Ahmed Total**	**37,605,000**				
	Janata Bank Merchant Banking Unit (Investor A/C)	30,000,000	Beacon Pharmaceuticals Limited	3,000,000	Janata Bank Merchant Banking Unit (Investor A/C)	57, Purana Paltan, Dhaka-1000, Ph.: 9564825, 7110496.
	Janata Bank Merchant Banking Unit (Investor A/C)	6,500,000	Active Fine Chemicals Limited	650,000	Janata Bank Merchant Banking Unit	57,Purana paltan,Dhaka
55	**Janata Bank Merchant Banking Unit (Investor A/C) Total**	**36,500,000**				
	Parkesine Products Limited	30,000,000	Prime Bank 1st ICB AMCL Mutual Fund	3,000,000	Parkesine Products Limited *	NULL
	Parkesine Products Limited	4,000,000	RAK Ceramics (Bangladesh) Limited	100,000	Parkesine Products Limited	East Coast Centre,SW9(G)8 Gulshan Avenue,Dhaka-1212
	Parkesine Products Limited	2,000,000	Trust Bank 1st Mutual Fund	200,000	Parskesine Product Ltd	NULL
56	**Parkesine Products Limited Total**	**36,000,000**				

List of 100 placement holders - sorted by amount of placement received

Data is based on placement list or hint of shares being alloted to investors other than sponsors found in all draft prospectus and information memorandum

	Unified Placement Holder	Placement Price	Issue	PlacementQty	PlacementHolder	Address
	Bangladesh Mutual Securities Limited	16,500,000	Barakatullah Electro Dynamics Limited	1,650,000	Bangladesh Mutual Securities Ltd.	Shareef mansion (6th floor), 56-57 Motijheel C/A, Dhaka - 1000
	Bangladesh Mutual Securities Limited	5,000,000	Lanka Bangla Securities	20,000	BANGLADESH MUTUAL SECURITIES LIMITED	SHAREEF MANSION (7th FLOOR) 56-57 MOTIJHEEL C/A DHAKA – 1000
	Bangladesh Mutual Securities Limited	5,000,000	Malek Spinning Mills Limited	200,000	Bangladesh Mutual Securities Limited	Shareef Mansion (7th Floor), 56-57, Motijheel C/A, Dhaka-1000.
	Bangladesh Mutual Securities Limited	5,000,000	Popular Life First Mutual Fund	500,000	Bangladesh Mutual Securities Ltd.	NULL
	Bangladesh Mutual Securities Limited	2,000,000	Beacon Pharmaceuticals Limited	200,000	Bangladesh Mutual Securities Ltd.	Shareef Mansion (7th Fl) 56-57 Motijheel C/A., Ph.: 7169428
	Bangladesh Mutual Securities Limited	1,700,000	Deshbandhu Polymer Limited	170,000	BANGLADESH MUTUAL SECURITIESLIMITED	Shareef Mansion (7th Floor) 56-57, Motijheel, Dhaka
	Bangladesh Mutual Securities Limited	500,000	Prime Finance First Mutual Fund	50,000	Bangladesh Mutual Securities Ltd.	NULL
57	**Bangladesh Mutual Securities Limited Total**	**35,700,000**				
	Eastern Insurance Co. Ltd.	20,000,000	Malek Spinning Mills Limited	800,000	Eastland Insurance Company Ltd.	13, Dilkusha C/A, Dhaka-1000.
	Eastern Insurance Co. Ltd.	10,000,000	Green Delta Mutual Fund	1,000,000	Eastern Insurance Co. Ltd.	NULL
	Eastern Insurance Co. Ltd.	5,000,000	Green Delta Mutual Fund	500,000	Eastland Insurance Company Ltd.	NULL
58	**Eastern Insurance Co. Ltd. Total**	**35,000,000**				
	ICML, Sylhet Br. (I/A)	24,320,000	Orion Pharma Limited	243,200	ICML, Sylhet Br. (I/A)	Ananda Towar Complex, (2nd fl) Dhopa Dighir Uttar path, Jail Rd., Sylhet
	ICML, Sylhet Br. (I/A)	9,512,500	Malek Spinning Mills Limited	380,500	ICML, Sylhet Branch (I/A)	Ananda Tower Complex (2nd Floor), Dhopa Dighir Uttar Path, Jail Road, Sylhet
59	**ICML, Sylhet Br. (I/A) Total**	**33,832,500**				
	Syed Jalal Ahmed	10,000,000	United Airways (BD) Limited	100,000	Syed Jalal Ahmed	Jiban Bima Bhaban, 3rd floor,56, Agrabad, North West Sec. Ltd. Chittagong.
	Syed Jalal Ahmed	8,000,000	Beacon Pharmaceuticals Limited	800,000	Syed Jalal Ahmed	Father's Name: Syed Jamal Ahmed, Horth west Securities Ltd., Jiban Bima Bhaban(3rd Floor) 56, Agrabad C/A, Ctg. Ph.: 031-710761, Mob.: 01819-390464.
	Syed Jalal Ahmed	7,000,000	Deshbandhu Polymer Limited	700,000	SYED JALAL AHMED	NORTHWEST SECURITY LTD. 56, JIBON BIMA BHABAN (3RD FLOOR) AGRABAD, CHITTAGONG.
	Syed Jalal Ahmed	3,000,000	Orion Pharma Limited	30,000	SYED JALAL AHMED	NORTH WEST SECURITIES LTD JIBAN BIMA BHABAN 3RD FLOOR 56 AGRABAD.C/A.

List of 100 placement holders - sorted by amount of placement received

Data is based on placement list or hint of shares being alloted to investors other than sponsors found in all draft prospectus and information memorandum

	Unified Placement Holder	Placement Price	Issue	PlacementQty	PlacementHolder	Address
	Syed Jalal Ahmed	3,000,000	United Airways (BD) Limited	30,000	Syed Jalal Ahmed	Jiban Bima Bhaban, 3rd floor, 56, Agrabad. North West Securities Ltd. Chittagong
	Syed Jalal Ahmed	2,500,000	Deshbandhu Polymer Limited	250,000	SYED JALAL AHMED	North-west Securities Ltd. Jiban Bima Bhaban, (3rd Floor) 56 Agrabad, Ctg.
60	**Syed Jalal Ahmed Total**	**33,500,000**				
	AIMS of Bangladesh Limited	22,066,800	Grameenphone Limited	298,200	AIMS of Bangladesh Limited	AIMS of Bangladesh Limited,Unique Trade Center (UTC), Level 6, 8 Panthapath, Kawran Bazar, Dhaka-1215
	AIMS of Bangladesh Limited	5,000,000	Lanka Bangla Securities	20,000	AIMS OF BANGLADESH LIMITED	UTC LEVEL 6, 8 PANTHAPATH, KARWAN BAZER, DHAKA 1215
	AIMS of Bangladesh Limited	4,500,000	EBL First Mutual Fund	450,000	AIMS of Bangladesh Limited	NULL
	AIMS of Bangladesh Limited	1,500,000	Prime Finance First Mutual Fund	150,000	AIMS of Bangladesh Limited	NULL
61	**AIMS of Bangladesh Limited Total**	**33,066,800**				
	Agrani Bank Merchant Banking Unit	20,000,000	Beacon Pharmaceuticals Limited	2,000,000	Agrani Bank Merchan Banking Unit Fund	9/D, Dilkusha C/A(2nd Fl), Motijheel, Dhaka-1000. Ph.: 7160496, 7116817, Mob.: 01715-175428.
	Agrani Bank Merchant Banking Unit	8,000,000	Malek Spinning Mills Limited	320,000	Agrani Bank Merchant Banking Unit Fund	9/D, Dilkusha C/A (2nd Floor), Motijheel, Dhaka-1000
	Agrani Bank Merchant Banking Unit	5,000,000	Popular Life First Mutual Fund	500,000	Agrani Bank Merchant Banking Unit	NULL
62	**Agrani Bank Merchant Banking Unit Total**	**33,000,000**				
	BRAC Bank Limited	10,000,000	Green Delta Mutual Fund	1,000,000	BRAC Bank Ltd.	NULL
	BRAC Bank Limited	10,000,000	MBL 1st Mutual Fund	1,000,000	BRAC Bank Ltd.	NULL
	BRAC Bank Limited	10,000,000	PHP First Mutual Fund	1,000,000	BRAC Bank Limited	NULL
63	**BRAC Bank Limited Total**	**30,000,000**				
	Executive Technologies Limited	10,000,000	DBH First Mutual Fund	1,000,000	Executive Technologies Limited	52, Park Road, Baridhara Road, Gulshan, Dhaka
	Executive Technologies Limited	10,000,000	Popular Life First Mutual Fund	1,000,000	Executive Technologies Ltd.	House # 183, Road # 69, Gulshan Avenue
	Executive Technologies Limited	5,000,000	EBL First Mutual Fund	500,000	Executive Technologies Limited	52, Park Road, Baridhara Road, Gulshan, Dhaka
	Executive Technologies Limited	5,000,000	Prime Bank 1st ICB AMCL Mutual Fund	500,000	Executive Technologies Ltd. *	NULL
64	**Executive Technologies Limited Total**	**30,000,000**				
	EXIM Bank Ltd.	10,000,000	MBL 1st Mutual Fund	1,000,000	Exim Bank Ltd.	NULL
	EXIM Bank Ltd.	10,000,000	PHP First Mutual Fund	1,000,000	Export Import Bank of Bangladesh Limited	NULL
	EXIM Bank Ltd.	10,000,000	Popular Life First Mutual Fund	1,000,000	EXIM Bank Ltd.	NULL
65	**EXIM Bank Ltd. Total**	**30,000,000**				

List of 100 placement holders - sorted by amount of placement received

Data is based on placement list or hint of shares being alloted to investors other than sponsors found in all draft prospectus and information memorandum

	Unified Placement Holder	Placement Price	Issue	PlacementQty	PlacementHolder	Address
	KAFIL UDIDN BHUIYAN	30,000,000	Orion Pharma Limited	300,000	KAFIL UDIDN BHUIYAN	SPACE CHALET FLAT-B2 H-3A RD-96 GULSHAN-2
66	**KAFIL UDIDN BHUIYAN Total**	**30,000,000**				
	Mercantile Securities Limited Investor's portfolio A/C	30,000,000	Unique Hotel and Resorts	200,000	Mercantiale Securities Limited Investor's portfolio A/C	Mr. Mustofa Kamal, CEO Paramount Heights(13th floor), 65/2/1 Box Culvert Road, Purana Paltan, Dhaka-1000
67	**Mercantile Securities Limited Investor's portfolio A/C Total**	**30,000,000**				
	MRS. SHOMA ALAM RAHMAN	30,000,000	EBL First Mutual Fund	3,000,000	MRS.SHOMA ALAM RAHMAN	BSEC BHABAN LEVEL-4,120,KAZI NAZRUL ISLAM AVENUE KAWRANBAZAR,DHAKA-1215
68	**MRS. SHOMA ALAM RAHMAN Total**	**30,000,000**				
	Southeast Bank Limited-MBW	27,000,000	RAK Ceramics (Bangladesh) Limited	675,000	Southeast Bank Ltd. MBW	Southeast Bank Ltd. MBW, Eunoos Trade Centre, Level-2, 52-53 Dilkusha c/A, Dhaka.
	Southeast Bank Limited-MBW	3,000,000	Malek Spinning Mills Limited	120,000	Southeast Bank Limited-MBW	Eunoos Centre (Level-2), 52-53, Dilkusha C/A, Dhaka-1000.
69	**Southeast Bank Limited-MBW Total**	**30,000,000**				
	Monsur Billah	7,500,000	IFIC Bank 1st Mutual Fund	750,000	Monsur Billah	12/18, Tajmohl road, 3rd floor, Bock-c, Mohammedpur, Dhaka
	Monsur Billah	5,000,000	DBH First Mutual Fund	500,000	Monsur Billah	12/18, Tajmahal Road, 3rd Floor, Block-C, Mohammadpur, Dhaka-1207
	Monsur Billah	5,000,000	Prime Bank 1st ICB AMCL Mutual Fund	500,000	Monsur Billah	NULL
	Monsur Billah	4,900,000	Beacon Pharmaceuticals Limited	490,000	Monsur Billah	S/O Mazharul islam. House- 26, Rd- 9/A, F-403, Dhanmondi, Dhaka. Mob: 01713037037.
	Monsur Billah	4,000,000	EBL First Mutual Fund	400,000	Monsur Billah	12/18, Tajmahal Road, 3rd Floor, Block-C, Mohammadpur, Dhaka-1207
	Monsur Billah	2,500,000	Lanka Bangla Securities	10,000	MONSUR BILLAH	HOUSE-26, ROAD-9 A FLAT-403, DHANMONDI DHAKA
70	**Monsur Billah Total**	**28,900,000**				
	ICML Rajshahi Br.(I/A)	15,770,000	Orion Pharma Limited	157,700	ICML, Rajshahi Br. (I/A)	Dr. Gaffar Plaza (2nd fl) Main Rd, Dhaheb Bazar, Rajshahi
	ICML Rajshahi Br.(I/A)	8,125,000	Malek Spinning Mills Limited	325,000	ICML, Rajshahi Branch (I/A)	Dr. Gaffar Plaza (2nd Floor), Main Road, Shaheb Bazar, Rajshahi
	ICML Rajshahi Br.(I/A)	4,220,000	Beacon Pharmaceuticals Limited	422,000	ICML Rajshahi Br.(I/A)	S/O DR.Gaffar Plaza , (2nd floor) ,Main Road , Shaheb Bazar,Rajshahi T&T : 0721-812225
71	**ICML Rajshahi Br.(I/A) Total**	**28,115,000**				

List of 100 placement holders - sorted by amount of placement received

Data is based on placement list or hint of shares being alloted to investors other than sponsors found in all draft prospectus and information memorandum

	Unified Placement Holder	Placement Price	Issue	PlacementQty	PlacementHolder	Address
	ABDUL MAZID MONDOL	17,500,000	Orion Pharma Limited	175,000	ABDUL MAZID MONDOL	HOUSE # 8 (2ND FLOOR) SECTOR-11, SONARGAON JANAPATH ROAD
	ABDUL MAZID MONDOL	5,000,000	Orion Pharma Limited	50,000	ABDUL MAZID MONDOL	HOUSE # 8 (2ND FLOOR) SECTOR-11, SONARGAON JANAPATH ROAD
	ABDUL MAZID MONDOL	5,000,000	Orion Pharma Limited	50,000	ABDUL MAZID MONDOL	HOUSE # 8 (2ND FLOOR) SECTOR-11, SONARGAON JANAPATH ROAD
72	**ABDUL MAZID MONDOL Total**	**27,500,000**				
	Bilkis Banu	12,500,000	EBL First Mutual Fund	1,250,000	Bilkis Banu	House#14, Road#15(New), Dhanmondi R/A, Dhaka
	Bilkis Banu	10,000,000	EBL First Mutual Fund	1,000,000	Bilkis Banu	H#14, Rd#15(New), Dhanmondi, Dhaka
	Bilkis Banu	5,000,000	First Janata Bank Mutual Fund	500,000	Bilkis Banu	House#14, Road#15(New), Dhanmondi R/A, Dhaka
73	**Bilkis Banu Total**	**27,500,000**				
	Syed Golam Wadud	10,000,000	Orion Pharma Limited	100,000	SYED GOLAM WADUD	SHARP SECURITIES LTD NORTH TOWER SEC-07 UTTARA
	Syed Golam Wadud	10,000,000	Orion Pharma Limited	100,000	SYED GOLAM WADUD	797, IBRAHIMPUR
	Syed Golam Wadud	2,200,000	Barakatullah Electro Dynamics Limited	220,000	Syed Golam Wadud	Sharp Securities Limited, Shomobay Sodon (4th floor), 9/D, Motijheel C/A, Dhaka-1000
	Syed Golam Wadud	5,000,000	United Airways (BD) Limited	50,000	Syed Golam Wadud	797 Ibrahimpur, Kafrul, Dhaka
74	**Syed Golam Wadud Total**	**27,200,000**				
	Janata Bank Limited	5,000,000	PHP First Mutual Fund	500,000	Janata Bank Limited	NULL
	Janata Bank Limited	10,000,000	Malek Spinning Mills Limited	400,000	Janata Bank Limited	Treasury Deptt. Janata Bank Limited, Head Office, Dhaka.
	Janata Bank Limited	5,000,000	Popular Life First Mutual Fund	500,000	Janata Bank Ltd.	NULL
	Janata Bank Limited	5,000,000	Trust Bank 1st Mutual Fund	500,000	Janata Bank Ltd.	NULL
	Janata Bank Limited	1,500,000	IFIC Bank 1st Mutual Fund	150,000	Janata Bank Ltd.	NULL
75	**Janata Bank Limited Total**	**26,500,000**				
	K B M Moin Uddin Chisty	17,400,000	EBL First Mutual Fund	1,740,000	K. B. M. Moin Uddin Chisty	House-27,Road-4,Flat-304,Dhanmondi R/A.
	K B M Moin Uddin Chisty	5,000,000	EBL First Mutual Fund	500,000	K B M Moin Uddin Chisty	Flat# 304, H#27, R#4, Dhanmondi
	K B M Moin Uddin Chisty	2,000,000	Trust Bank 1st Mutual Fund	200,000	KBM Moinuddin Chisty	House-27,Road-4,Flat-304,Dhanmondi R/A.
	K B M Moin Uddin Chisty	1,600,000	EBL First Mutual Fund	160,000	K B M MOINUDDIN CHISTY	F-304, H-27, R-4, DHANMONDI, DHAKA
76	**K B M Moin Uddin Chisty Total**	**26,000,000**				
	Md. Khalid Hossain Khan	10,000,000	Beacon Pharmaceuticals Limited	1,000,000	Md. Khalid Hossain Khan	S/O Abdur Rashid Khan. House-50, Road-03, Block-B, Niketon, Gulshan-1, Dhaka. Mob: 01713117827.

List of 100 placement holders - sorted by amount of placement received

Data is based on placement list or hint of shares being alloted to investors other than sponsors found in all draft prospectus and information memorandum

	Unified Placement Holder	Placement Price	Issue	PlacementQty	PlacementHolder	Address
	Md. Khalid Hossain Khan	10,000,000	EBL First Mutual Fund	1,000,000	MD. KHALID HOSSAIN KHAN	H-50, R-03, BLOCK-B, NIKETON, GULSHAN 1
	Md. Khalid Hossain Khan	5,000,000	Lanka Bangla Securities	20,000	Md. Khalid Hossain Khan	House#50, Road#3, Block#B, Niketon, Gulshan-1, DHaka.
	Md. Khalid Hossain Khan	900,000	IFIC Bank 1st Mutual Fund	90,000	Md. Khalid Hossain Khan	House#50, Road#3, Block#B, Niketon, Gulshan-1, DHaka.
77	**Md. Khalid Hossain Khan Total**	**25,900,000**				
	ICB Employees Provident Fund *	20,000,000	Prime Bank 1st ICB AMCL Mutual Fund	2,000,000	ICB Employees Provident Fund *	NULL
	ICB Employees Provident Fund *	5,000,000	Orion Pharma Limited	50,000	ICB EMPLOYES PRO MUT FUND	ICB ASSET MANAGEMENT CO. LTD. BSB BUILDING(15TH FLOOR) 8 DIT AVENUE
78	**ICB Employees Provident Fund * Total**	**25,000,000**				
	PFI Securities Ltd.	10,000,000	Malek Spinning Mills Limited	400,000	PFI Securities Ltd.	63, Dilkusha C/A (3rd Floor), Dhaka-1000.
	PFI Securities Ltd.	5,000,000	Lanka Bangla Securities	20,000	PFI SECURITIES LIMITED	63, DILKUSHA C/A DHAKA – 1000
	PFI Securities Ltd.	5,000,000	MBL 1st Mutual Fund	500,000	PFI Securities Ltd.	NULL
	PFI Securities Ltd.	3,000,000	Green Delta Mutual Fund	300,000	PFI Securities Ltd.	NULL
	PFI Securities Ltd.	2,000,000	Popular Life First Mutual Fund	200,000	PFI Securities Limited	57, DILKUSA, DHAKA-1000
79	**PFI Securities Ltd. Total**	**25,000,000**				
	UNIQUE HOTEL & RESORTS LTD	25,000,000	Lanka Bangla Securities	100,000	UNIQUE HOTEL & RESORTS LTD	MOHD. NOOR ALI 51/B KEMAL ATATURK AVENUE, BANANI,DHAKA.
80	**UNIQUE HOTEL & RESORTS LTD Total**	**25,000,000**				
	National Life Insurance Co. Ltd.	9,000,000	Unique Hotel and Resorts	60,000	National Life Insurance Company Ltd.	Mr. Ekramul Ameen FCA NLI Tower, 54, Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka-1215
	National Life Insurance Co. Ltd.	5,000,000	AIBL 1st Islamic Mutual Fund	500,000	National Life Insurance Com. Ltd.	NULL
	National Life Insurance Co. Ltd.	5,000,000	Green Delta Mutual Fund	500,000	National Life Insurance Co. Ltd.	NULL
	National Life Insurance Co. Ltd.	5,000,000	Popular Life First Mutual Fund	500,000	National Life Insurance Company Ltd.	NULL
81	**National Life Insurance Co. Ltd. Total**	**24,000,000**				
	ICB AMCL Unit Fund	10,000,000	Orion Pharma Limited	100,000	ICB AMCL UNIT FUND	ICB, 8 DIT AVENUE (15TH FLOOR)
	ICB AMCL Unit Fund	7,500,000	EBL First Mutual Fund	750,000	ICB AMCL Unit Fund	NULL
	ICB AMCL Unit Fund	5,000,000	Popular Life First Mutual Fund	500,000	ICB AMCL Unit Fund	NULL
	ICB AMCL Unit Fund	1,000,000	Maksons Spinning Mills Limited	100,000	ICB AMCL Unit Fund	NULL
82	**ICB AMCL Unit Fund Total**	**23,500,000**				
	Afsar Uz Zaman	5,912,526	Grameenphone Limited	79,899	Afsar Uz Zaman	38, Anjuman mansion, 2nd Road. Sughandha. Ctg.

List of 100 placement holders - sorted by amount of placement received

Data is based on placement list or hint of shares being alloted to investors other than sponsors found in all draft prospectus and information memorandum

	Unified Placement Holder	Placement Price	Issue	PlacementQty	PlacementHolder	Address
	Afsar Uz Zaman	5,000,000	Beacon Pharmaceuticals Limited	500,000	Afsar Uz Zaman	S/O Saber Ahmed , 86, Panchlaish R/A ,Chittagong Mobile : 01730000051,01711762051
	Afsar Uz Zaman	2,500,000	Lanka Bangla Securities	10,000	AFSAR UZ ZAMAN	86 PANCHLISH R/A, CHITTAGONG
	Afsar Uz Zaman	2,000,000	Keya Cotton Mills Limited	100,000	Afsar Uz Zaman	29, Billatina, R#1, Nazirabad Ctg.
	Afsar Uz Zaman	1,300,000	DBH First Mutual Fund	130,000	Afsar Uz Zaman	38, Anjuman mansion, 2nd Road. Sughandha. Ctg.
	Afsar Uz Zaman	5,000,000	United Airways (BD) Limited	50,000	Afsar Uz Zaman	29,Billirina, R-1,Nasirabad,Chittagong.
83	**Afsar Uz Zaman Total**	**21,712,526**				
	Khondoker Jamil Uddin	15,000,000	Lanka Bangla Securities	60,000	KHONDOKER JAMIL UDDIN	HOUSE – 12, ROAD – 11, BARIDHARA, DHAKA
	Khondoker Jamil Uddin	3,000,000	United Airways (BD) Limited	30,000	Khondoker Jamil Uddin	Shanta Grp., 31, Gulshan Ave. Cir.-01, Dhaka-1212
	Khondoker Jamil Uddin	1,500,000	United Airways (BD) Limited	15,000	Khondoker Jamil Uddin	Shanta Group , 31, Gulshan Avenue, Circle-01, Dhaka-1212
	Khondoker Jamil Uddin	1,000,000	United Airways (BD) Limited	10,000	Khondoker Jamil Uddin	Shanta Group, 31, Gulshan Avenue, Circle-01, Dhaka-1212
	Khondoker Jamil Uddin	500,000	United Airways (BD) Limited	5,000	Khondoker Jamil Uddin	Shanta Group, 31, Gulshan Avenue, Circle-01, Dhaka-1212
84	**Khondoker Jamil Uddin Total**	**21,000,000**				
	Meghna Life Insurance Company Limited	10,000,000	Malek Spinning Mills Limited	400,000	Meghna Life Insurance Company Limited	Biman Bhaban (2nd Floor), 10, Motijheel C/A, Dhaka-1000.
	Meghna Life Insurance Company Limited	5,000,000	United Airways (BD) Limited	50,000	Megna Life Insurance Com. Ltd.	Biman Bhaban (3rd floor), 100, Motijheel, Commercial Area, Dhaka-1000
	Meghna Life Insurance Company Limited	3,000,000	Green Delta Mutual Fund	300,000	Meghna Life Insurance Ltd.	NULL
	Meghna Life Insurance Company Limited	2,500,000	PHP First Mutual Fund	250,000	Meghna Life Company Limited	NULL
85	**Meghna Life Insurance Company Limited Total**	**20,500,000**				
	Mohsin Ahmed	10,000,000	Orion Pharma Limited	100,000	MOHSIN AHMED	ANANDA BHABAN PIR BADSHA MIA ROAD NOTUN BAZAR
	Mohsin Ahmed	9,000,000	Unique Hotel and Resorts	60,000	Mohsin Ahmed	Rangs Quader Heaven, Apt. # B/2, House # 31, Road # 116, Gulshan–1, Dhaka–1212.
	Mohsin Ahmed	1,100,000	Barakatullah Electro Dynamics Limited	110,000	Mohsin Ahmed	Ananda Bhaban, Pir Badsha Mia Road, Notun Bazar, Chandpur-3600
86	**Mohsin Ahmed Total**	**20,100,000**				
	Peoples Insurance Company Limited	5,000,000	PHP First Mutual Fund	500,000	Peoples Insurance Company Limited	NULL

List of 100 placement holders - sorted by amount of placement received

Data is based on placement list or hint of shares being alloted to investors other than sponsors found in all draft prospectus and information memorandum

	Unified Placement Holder	Placement Price	Issue	PlacementQty	PlacementHolder	Address
	Peoples Insurance Company Limited	10,000,000	Popular Life First Mutual Fund	1,000,000	Peoples Insurance Company Ltd.	NULL
	Peoples Insurance Company Limited	5,000,000	Malek Spinning Mills Limited	200,000	Peoples Insurance Company Limited	Peoples Insurance Bhaban (5th Floor), 36 Dilkusha C/A, Dhaka-1000
87	**Peoples Insurance Company Limited Total**	**20,000,000**				
	Trust Bank Employees Provident Fund	20,000,000	Trust Bank 1st Mutual Fund	2,000,000	Trust Bank Employees Provident Fund	NULL
88	**Trust Bank Employees Provident Fund Total**	**20,000,000**				
	Prime Bank Limited	18,100,000	ICB AMCL 3rd NRB Mutual Fund	1,810,000	Prime Bank Limited	NULL
	Prime Bank Limited	1,200,000	ICB AMCL 3rd NRB Mutual Fund	120,000	Prime Bank Limited	NULL
	Prime Bank Limited	500,000	Phoenix Finance 1st Mutual Fund	50,000	Prime Bank Limited	NULL
89	**Prime Bank Limited Total**	**19,800,000**				
	Southeast Bank limited	15,000,000	Maksons Spinning Mills Limited	1,500,000	Southeast Bank limited	NULL
	Southeast Bank Limited	2,500,000	Trust Bank 1st Mutual Fund	250,000	Southeast Bank Ltd	NULL
	Southeast Bank Limited	2,000,000	Prime Finance First Mutual Fund	200,000	Southeast Bank Limited	NULL
	Southeast Bank Limited	300,000	ICB AMCL 3rd NRB Mutual Fund	30,000	Southeast Bank Ltd.	NULL
90	**Southeast Bank limited Total**	**19,800,000**				
	Abdul Quiyum Choudhury	12,500,000	Lanka Bangla Securities	50,000	Abdul Quiyum Choudhury	House- 310, Road-04, Baridhara DOHS ,Dhaka-1206
	Abdul Quiyum Choudhury	5,000,000	United Airways (BD) Limited	50,000	Abdul Quiyum Chowdhury	H- 310, R-4, Baridhara Dohs Dhaka-1206
	Abdul Quiyum Choudhury	1,200,000	Trust Bank 1st Mutual Fund	120,000	Abdul Quiyum Choudhury	House#310, Road#4, Baridhara DOHS, Dhaka-1206
91	**Abdul Quiyum Choudhury Total**	**18,700,000**				
	Md. Abdus Salam	7,000,000	DBH First Mutual Fund	700,000	Md. Abdus Salam	19/3 Kakrail, PO: Shantinagar, Dhaka
	Md. Abdus Salam	1,500,000	Beacon Pharmaceuticals Limited	150,000	Md. Abdus Salam	Father's Name: Late Md. Abdul Hamid, Address: 19/3, Kakrail, Dhaka-1000.
	Md. Abdus Salam	10,000,000	United Airways (BD) Limited	100,000	Md. Abdus Salam	19/3 Kakrail P.O. Santinagar Dist. Dhaka
92	**Md. Abdus Salam Total**	**18,500,000**				
	EXIM CDI	17,500,000	Lanka Bangla Securities	70,000	EXIM CDI	PRINTERS BUILDING 5, RAJUK AVENUE, 5th FLOOR DHAKA
93	**EXIM CDI Total**	**17,500,000**				

List of 100 placement holders - sorted by amount of placement received

Data is based on placement list or hint of shares being alloted to investors other than sponsors found in all draft prospectus and information memorandum

	Unified Placement Holder	Placement Price	Issue	PlacementQty	PlacementHolder	Address
	Fargana Akhter	7,500,000	IFIC Bank 1st Mutual Fund	750,000	Fargana Akhter	House No- 26, Road-9/A, Flat-403, Dhanmondi, Dhaka
	Fargana Akhter	5,000,000	DBH First Mutual Fund	500,000	Fargana Akhter	House - 26, Road - 9/A, Flat - 403, Dhanmondi, Dhaka
	Fargana Akhter	5,000,000	Prime Bank 1st ICB AMCL Mutual Fund	500,000	Fargana Akhter	NULL
94	**Fargana Akhter Total**	**17,500,000**				
	Zinnat Begum	10,000,000	Beacon Pharmaceuticals Limited	1,000,000	Zinnat Begum	Zainal Abedin. Eastern Mofizbag, Appt# 2/1004, 106 Central Road, Dhaka-1205.. Mob-01670250612.
	Zinnat Begum	5,000,000	Trust Bank 1st Mutual Fund	500,000	Zinnat Begum	Eastern Mofizbag, Apt#02/1004, 106 Central Road, Dhaka-1205.
	Zinnat Begum	2,500,000	Lanka Bangla Securities	10,000	Zinnat Begum	Eastern Mofizbag, Apt#02/1004, 106 Central Road, Dhaka-1205.
95	**Zinnat Begum Total**	**17,500,000**				
	Md. Rafiqul Islam	10,000,000	Beacon Pharmaceuticals Limited	1,000,000	Md. Rafiqul Islam	S/O Jonam Ali. H- 50, R-3, Bl-B, Niketon, Gulshan-1, Dhaka.Mob: 01716223965.
	Md. Rafiqul Islam	2,000,000	United Airways (BD) Limited	20,000	Md. Rafiqul Islam	Apt # 7/8, Pankouri, 20, Chamelibagh, Shantinagar Dhaka - 1217
	Md. Rafiqul Islam	1,500,000	Malek Spinning Mills Limited	60,000	Md. Rafiqul Islam	Apt#7/B, PANKOURI,20Chameli Bagh, Shantinagar, Dhaka-1217
	Md. Rafiqul Islam	1,000,000	AIBL 1st Islamic Mutual Fund	100,000	Md. Rafiqul Islam	NULL
	Md. Rafiqul Islam	900,000	IFIC Bank 1st Mutual Fund	90,000	Md. Rafiqul Islam	Apt#7/B, PANKOURI,20Chameli Bagh, Shantinagar, Dhaka-1217
	Md. Rafiqul Islam	200,000	ICB Employees Provident Mutual Fund One : Scheme One	20,000	MD. RAFIQUL ISLAM	NULL
	Md. Rafiqul Islam	200,000	ICB Employees Provident Mutual Fund One : Scheme One	20,000	MD. RAFIQUL ISLAM	NULL
	Md. Rafiqul Islam	155,000	ICB AMCL 3rd NRB Mutual Fund	15,500	MD. RAFIQUL ISLAM	NULL
	Md. Rafiqul Islam	155,000	ICB AMCL 3rd NRB Mutual Fund	15,500	MD. RAFIQUL ISLAM	NULL
	Md. Rafiqul Islam	100,000	Deshbandhu Polymer Limited	10,000	MD. RAFIQUL ISLAM	Noakhali Tower (9th Floor) Purana Paltan Dhaka-1000
	Md. Rafiqul Islam	400,000	Phoenix Finance 1st Mutual Fund	40,000	Md. Rafiqul Islam	NULL
	Md. Rafiqul Islam	200,000	United Airways (BD) Limited	2,000	Md. Rafiqul Islam	H#05, Lane#04, R#01,B#G, Halishahar Housing Estate, Chittgong
96	**Md. Rafiqul Islam Total**	**16,810,000**				

List of 100 placement holders - sorted by amount of placement received

Data is based on placement list or hint of shares being alloted to investors other than sponsors found in all draft prospectus and information memorandum

	Unified Placement Holder	Placement Price	Issue	PlacementQty	PlacementHolder	Address
	Prime Financial Securities Ltd.	10,000,000	RAK Ceramics (Bangladesh) Limited	250,000	Prime Financial Securities Limited	SW(A)-25, Gulshan Avenue, Gulshan-1, Dhaka
	Prime Financial Securities Ltd.	5,000,000	Malek Spinning Mills Limited	200,000	Prime Financial Securities Ltd.	SW(A)-25, Gulshan Avenue, Gulshan-1, Dhaka.
	Prime Financial Securities Ltd.	1,000,000	Green Delta Mutual Fund	100,000	Prime Financial Securities Ltd.	NULL
97	**Prime Financial Securities Ltd. Total**	**16,000,000**				
	Shamima Sharif	10,000,000	DBH First Mutual Fund	1,000,000	Shamima Sharif	Rose Villa Apartment, Road no.6, House no.14, Apartment no. 604, Gulshan, Dhaka.
	Shamima Sharif	2,500,000	Lanka Bangla Securities	10,000	Shamima Sharif	Rose Villa Apartment, Road no.6, House no.14, Apartment no. 604, Gulshan, Dhaka.
	Shamima Sharif	900,000	IFIC Bank 1st Mutual Fund	90,000	Shamima Sharif	Rose Villa Apartment, Road no.6, House no.14, Apartment no. 604, Gulshan, Dhaka.
	Shamima Sharif	800,000	RAK Ceramics (Bangladesh) Limited	20,000	Shamima Sharif	Rose Villa Apartment, Road no.6, House no.14, Apartment no. 604, Gulshan, Dhaka.
	Shamima Sharif	750,000	Malek Spinning Mills Limited	30,000	Shamima Sharif	Rose Villa Apartment, Road no.6, House no.14, Apartment no. 604, Gulshan, Dhaka.
	Shamima Sharif	400,000	EBL First Mutual Fund	40,000	Shamima Sharif	Rose Villa Apartment, Road no.6, House no.14, Apartment no. 604, Gulshan, Dhaka.
	Shamima Sharif	300,000	Prime Finance First Mutual Fund	30,000	Shamima Sharif	NULL
98	**Shamima Sharif Total**	**15,650,000**				
	SHAMIR DATTA	5,000,000	Orion Pharma Limited	50,000	SHAMIR DATTA	RAJA BAZAR, BOGRA
	SHAMIR DATTA	5,000,000	Orion Pharma Limited	50,000	SHAMIR DATTA	RAJA BAZAR, BOGRA
	SHAMIR DATTA	5,000,000	Orion Pharma Limited	50,000	SHAMIR DATTA	RAJA BAZAR BOGRA
99	**SHAMIR DATTA Total**	**15,000,000**				
	Md. Rezaul Karim	10,000,000	Beacon Pharmaceuticals Limited	1,000,000	Md. Rezaul Karim	Father's Name: Late Fazlul Karim, 36, Shahid Tajuddin Ahmed Sarani, Tejgaon I/A, Dhaka-1208, Ph.: 9887124 Mob.: 01711-531446.
	Md. Rezaul Karim	3,451,730	Grameenphone Limited	46,645	Md. Rezaul Karim	Road No-108,House-11,'Niloy' Flat-302,Gulshan-2,Dhaka-1212
	Md. Rezaul Karim	840,000	Unique Hotel and Resorts	5,600	Md. Rezaul karim	H # 99, Lan # 03, DAG # 228, South Azampur, Uttaram Dhaka-1230
	Md. Rezaul Karim	200,000	DBH First Mutual Fund	20,000	Md. Rezaul Karim	670 North Kafrul, Dhaka.
	Md. Rezaul Karim	175,000	ICB Employees Provident Mutual Fund One : Scheme One	17,500	MD. REZAUL KARIM	NULL

List of 100 placement holders - sorted by amount of placement received

Data is based on placement list or hint of shares being alloted to investors other than sponsors found in all draft prospectus and information memorandum

	Unified Placement Holder	Placement Price	Issue	PlacementQty	PlacementHolder	Address
	Md. Rezaul Karim	130,000	ICB AMCL 3rd NRB Mutual Fund	13,000	MD. REZAUL KARIM	NULL
100	**Md. Rezaul Karim Total**	**14,796,730**				
	Grand Total	8,363,718,122				

LIST OF COMPANIES WHOSE ASSETS HAVE BEEN REVALUED

Sl. No.	Name of the Company	Year of Incorporation	Year of Listing	Year End	Paid up Capital In Tk.	No. of shares In Nos.	Revaluation Reserve In Tk.	Shareholders Equity In Tk.	Without Revaluation Surplus NAV Per Share In Tk.	With Revaluation Surplus NAV Per Share In Tk.	NAV Per Share Tk. % Change	
1	UCBL	26/06/ 1983	1986	200912	2,909,953,500	290,995,350	870,599,901	5,705,466,765	16.61	19.61	18.01	
2	ICB Islamic Bank Ltd	1987	1990	200912	6,647,023,000	664,702,300	7,210,533	(4,439,294,022)	(6.69)	(6.68)	(0.16)	
3	Eastern Bank	08/08/ 1992	1993	200912	2,920,811,400	292,081,140	913,678,854	8,429,152,418	25.73	28.86	12.16	
4	Prime Bank	12/02/ 1995	2000	200912	5,776,367,100	577,636,710	2,689,525,790	11,796,677,214	19.71	25.53	29.53	115527340
5	Dhaka Bank	06/04/ 1995	2000	200912	2,659,597,700	265,959,770	331,993,799	4,965,681,970	17.42	18.67	7.16	
6	Dutch-Bangla Bank	23/07/ 1995	2001	200912	2,000,000,000	20,000,000	297,495,267	4,351,797,259	202.72	217.59	7.34	
7	Mutual Trust Bank Ltd.	29/09/ 1999	2003	200912	2,119,582,000	21,195,820	383,866,189	3,684,509,112	155.72	173.83	11.63	
8	One Bank Limited	12/05/ 1999	2003	200912	2,057,210,100	20,572,101	91,730,881	3,068,565,231	144.70	149.16	3.08	
9	Bank Asia	28/09/ 1999	2004	200912	3,002,737,500	30,027,375	306,401,681	4,954,144,557	154.78	164.99	6.59	
10	Prime Finance & Invest	1996	2005	200912	902,501,600	90,250,160	221,943,750	1,826,389,977	17.78	20.24	13.83	
11	Jamuna Bank	02/04/ 2001	2006	200912	2,973,451,200	297,345,120	926,731,552	3,980,875,046	13.70	17.85	30.34	74336280
12	Industrial Promotion & Dev	28/11/ 1981	2006	200912	862,307,820	8,623,078	13,585,980	1,846,054,641	212.51	214.08	0.74	
13	BRAC Bank Ltd.	04/07/ 2001	2007	200912	2,676,960,000	26,769,600	1,576,498,469	8,358,263,004	253.34	312.23	23.25	
14	Shahjalal Islami Bank	10/05/ 2001	2007	200912	3,425,119,500	342,511,950	250,624,301	4,926,633,268	13.65	14.38	5.36	
15	Quasem Drycells	1980	1989	201006	230,400,000	23,040,000	55,728,358	509,194,782	19.68	22.10	12.29	
16	Bd.Thai Aluminium	18/06/ 1979	1990	200912	328,792,500	3,287,925	866,955,290	1,157,786,547	142.23	566.23	298.10	1243185
17	National Polymer	26/06/ 1987	1993	201006	80,400,000	804,000	45,845,841	345,607,897	372.84	429.86	15.29	
18	BOC Bangladesh	1973	1976	200912	152,182,800	15,218,280	20,174,000	1,839,096,000	119.52	120.85	1.11	
19	Bd.Welding	1969	1999	200912	119,600,000	11,960,000	51,203,495	203,441,097	12.73	17.01	33.63	
20	Summit Power	30/03/ 1997	2005	200912	3,033,539,730	303,353,973	794,231,503	4,352,968,833	12.80	15.66	22.32	25361973
21	Northern Jute	17/09/ 1980	1994	201006	17,000,000	1,700,000	63,002,118	27,874,491	(20.66)	16.40	(179.35)	
22	Sonali Aansh Industries	29/07/ 1981	1985	201006	27,120,000	271,200	504,310,971	584,823,907	296.88	2,156.43	626.37	
23	Rahim Textile	31/12/ 1981	1988	201006	18,200,000	182,000	119,714,768	142,800,025	126.84	784.62	518.58	
24	Malek Spinning Mills Ltd.*	02/11/ 1989	2010	201006	1,600,000,000	160,000,000	1,050,477,014	3,943,751,810	18.08	24.65	36.31	
25	Beximco Pharma	1976	1986	200912	2,098,065,000	209,806,500	1,617,361,714	10,885,706,614	44.18	51.88	17.45	
26	ACI Limited	24/01/ 1973	1976	200912	194,040,000	19,404,000	589,529,448	2,941,956,902	121.23	151.62	25.06	
27	Renata Limited	1972	1979	200912	180,748,000	1,807,480	154,596,958	2,389,562,964	1,236.51	1,322.04	6.92	
28	Libra Infusions	02/02/ 1976	1994	201006	12,516,000	125,160	1,906,009,237	1,960,891,930	438.50	15,667.08	3,472.88	
29	Orion Infusion Ltd.	05/05/ 1983	1994	201006	203,597,600	2,035,976	166,002,135	206,116,683	19.70	101.24	413.82	
30	ACI Formulations Ltd.	19/10/ 1995	2008	200912	300,000,000	30,000,000	76,329,119	942,535,274	28.87	31.42	8.81	
31	Beacon Pharmaceuticals Lit	2001	2010	201006	2,200,000,000	220,000,000	384,220,144	2,286,852,753	8.65	10.39	20.19	
32	Samorita Hospital	01/02/ 1984	1997	201006	75,900,000	759,000	9,767,480	140,260,655	171.93	184.80	7.49	
33	Summit Alliance Port Limit	06/12/ 2003	2008	200912	966,916,000	96,691,600	713,779,253	2,979,471,970	23.43	30.81	31.50	
34	Ocean Containers Limited	26/04/ 1986	2010	200912	261,800,000	26,180,000	971,178,519	1,299,099,492	12.53	49.62	296.16	
35	Shine Pukur Ceramics Ltd.	26/01/ 1997	2008	200912	966,325,680	96,632,568	1,354,284,953	2,478,711,483	11.64	25.65	120.44	
36	Eastern Insurance	10/07/ 1985	1994	200912	186,624,000	1,866,240	294,372,587	575,987,136	150.90	308.64	104.53	
37	Central Insurance	12/11/ 1987	1995	200912	195,366,600	1,953,666	206,599,638	495,270,221	147.76	253.51	71.57	
38	Rupali Insurance	13/05/ 1988	1995	200912	164,540,100	16,454,010	360,437,958	725,813,105	22.08	43.99	99.19	
39	Federal Insurance	11/11/ 1987	1995	200912	112,197,400	11,219,740	5,968,370	154,870,543	13.27	13.80	4.01	
40	Reliance Insurance	1988	1995	200912	304,264,000	3,042,000	260,479,726	952,445,951	227.47	313.10	37.64	
41	Sinobangla Industries	1996	1999	201010	99,983,000	9,998,300	8,390,348	233,351,606	22.50	23.34	3.72	